ওঁ তৎসৎ ॥

জয় মা আনন্দময়ী।

শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধু।

প্রথম খণ্ড।

জয় নববিধান।

দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত।

অপার করুণাসিন্ধু লীলাময় শ্রীহরির পবিত্র ইচ্ছায় ও [illegible] স্বর্গীয় সাধু শ্রীযুত
দ্বারকানাথ তর্কবাগীশ তালুকদার মহাশয়ের অযোগ্য পুত্র ভিখারী
শ্রীশশিভূষণ তালুকদার কর্ত্তৃক প্রণীত।

ঢাকা, "ইষ্টবেঙ্গাল প্রেসে" শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১৩১৯ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে যে সকল দোষ ও ত্রুটী আছে এবং মুদ্রাকরের ভ্রম দৃষ্ট হয়, সহৃদয় পাঠকবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

ওঁ তৎসৎ ॥

জয় মা আনন্দময়ী ॥

শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃত সিন্ধু।

প্রথম খণ্ড।

জয় নববিধান।

অপার করুণাসিন্ধু লীলাময় শ্রীহরির পবিত্র ইচ্ছায় ও কৃপায় স্বর্গীয় সাধু শ্রীমৎ
দ্বারকানাথ তর্কবাগীশ তালুকদার মহাশয়ের অযোগ্য পুত্র চিরদাস
শ্রীশশিভূষণ তালুকদার কর্ত্তৃক প্রণীত।

ঢাকা, "ইষ্টবেঙ্গাল প্রেসে" শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৯ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রণাম ও উৎসর্গ।

অনন্ত করুণার সিন্ধু পরমলীলাকারী পরমেশ্বরের অপার করুণায় "শ্রীশ্রীহারলালায়ণ। শৃভাগবত প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থরচনায় এই মহাপাপী চিরদাসের কোন কৃতিত্ব বা গৌরব নাই। যাঁহার কৃপায় অন্ধ চক্ষু পায়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, মূক কথা বলে এবং সকল প্রকার অসম্ভব সম্ভব হয়, তিনিই এই দাসের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া এ পাপীর পরিত্রাণ ও শিক্ষার নিমিত্ত ইহাকে এই সুমহৎকার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন। এবং তিনিই যন্ত্রী হইয়া এই মহাপাপীকে যন্ত্রবৎ ব্যবহার করত আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইলেন। সুতরাং সকল প্রশংসা, গৌরব এবং কর্ত্তৃত্ব সেই বিশ্বপতি ভগবান্ শ্রীহরির। এ দাস সর্ব্বাগ্রে সেই লোকেশ, গণেশ, আদি কবি, পরম গুরু লীলাময় ঈশ্বরের চরণে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাভরে অবনত হৃদয়ে প্রণাম করিতেছে। কুটরাজ পুষ্প সকল যেমন বৃক্ষের বক্ষ হইতে উদ্ভূত হইয়া পুনরায় বৃক্ষমূলে পতিত হওত বৃক্ষের পাদদেশ সুশোভিত করে, তেমনি লীলাময় শ্রীহরির কৃপাসম্ভূত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি অবনত হৃদয়ে উৎসর্গ করিলাম। এই গ্রন্থসম্বন্ধে সেই পরম মঙ্গলময় শ্রীহরির ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

লীলাময় শ্রীহরি যুগে যুগে যে সকল সাধু সাধ্বী নরনারীকে জগতে বিধানের সুসংবাদ বাহকরূপে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া বিধান রঙ্গভূমিতে মহালীলা বিস্তার এবং পাপী জগতের পরিত্রাণ সাধন করিলেন, যাঁহাদিগের চরিত্রসুধা পান করিয়া জগৎবাসী নরনারী দিন দিন অনন্ত স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, মানবকুলপাবন মহোপকারী আমাদিগের সেই সকল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নীগণকে আমি ভক্তির সহিত প্রণাম করি। ইহলোকবাসী পরলোকবাসী স্বদেশবাসী বিদেশবাসী যাবতীয় ব্রহ্মপুত্র ও ব্রহ্মকন্যাগণ যাঁহারা দয়াময়ী জগজ্জননীর পরম স্নেহের সন্তান এবং যাঁহাদের পরিত্রাণ ও সুখের জন্য তাঁহার যাবতীয় লীলাব্যাপার অনন্তকাল হইতে চলিতেছে এবং চলিবে, সেই ভাগ্যধর দেবপুত্র ও দেবকন্যাদিগের চরণে আমি প্রণাম করি।

বিচিত্রকর্ম্মা অপারলীলাকারী দয়াময় শ্রীহরি তাঁহার অপরাসীম কৃপাগুণে এ পাপীকে তাঁহার অপূর্ব্ব কৌশলে যে বিধানমণ্ডলীর সহিত যোগযুক্ত করিয়াছেন, যে মণ্ডলীর পবিত্র সংস্পর্শে ব্রহ্মকৃপাগুণে এ পাপীর জীবনে বিন্দু পরিমাণে নববিধানের আলোক সঞ্চারিত হইয়াছে, ব্রহ্মের সেই পবিত্র মণ্ডলীকে আমি প্রণাম করি।

সর্ব্ব দেশীয় কবি, ভাষাবিদ্, বিজ্ঞানবিদ্, সঙ্গীতকার, দার্শনিক, পণ্ডিত, যোগী, ভক্ত, জ্ঞানী, কর্ম্মী প্রভৃতি মানবগণের মহোপকারী বন্ধুগণকে প্রণাম করি। সর্ব্ব শেষে এ দাস যে পূজ্যপাদ ঋষিগণের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, গোত্র প্রবর্ত্তক সেই ঋষিগণকে এবং এ দাসের ভক্তিভাজন স্বর্গগত পিতা পিতামহ মাতামহ ও পিতার মাতামহ প্রভৃতি পিতৃগণ যাঁহাদিগের হইতে এ দাস এই দেহ মন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাভরে প্রণাম করি।

আশাকুটির
টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ।
১৩০৫ সনের বৈশাখ।

চিরদাসানুদাস
শ্রীশশিভূষণ তালুকদার।
নিবাস দোগাছি, ষ্টেশন, সিরাজগঞ্জ,
জেলা পাবনা।

ভূমিকা।

বাল্যকালে মহাত্মা কীর্ত্তিবাস প্রণীত পদ্য রামায়ণ এবং মহাত্মা কাশীরাম বিরচিত পদ্য মহাভারত পাঠে নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিতাম। এরূপ সরল সহজ এবং স্বাভাবিক পদ্যে উক্ত গ্রন্থদ্বয় নিবদ্ধ, এবং উহাদের বিষয় সকল এমনি উচ্চ এবং হৃদয়গ্রাহী যে বঙ্গদেশের হিন্দুচরিত্র গঠন এবং তাহাকে ধর্ম্মের দিকে উন্মুখীন করার পক্ষে উহারা বিশেষ সহায় হইয়াছে। বঙ্গদেশের শত শত নরনারী প্রতিদিন এই সুমধুর গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়া কতই না শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। বাল্যকালে আমার ভক্তিভাজন পিতৃব্যদেব শ্রীযুক্ত দীননাথ তালুকদার মহাশয় সুললিত স্বরে যখন উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিতেন, তখন আমার হৃদয়ে আনন্দ ধরিত না। ক্রমে দয়াময় শ্রীহরির কৃপায় যখন এ পাপ হৃদয়ে পবিত্র নববিধানের আলোক কিয়ৎ পরিমাণে পতিত হইল, তখন এই ভাব প্রাণে সমুদিত হইল, যে যুগে যুগে নানাদেশে যে সকল সাধু সাধ্বী নরনারীদিগকে দয়াময় শ্রীহরি জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, যাঁহাদিগের জীবন ও চরিত্র জগতের অন্নপানরূপে পরিণত হইয়াছে, নববিধানের আলোকে তাঁহাদিগের পবিত্র চরিত্র সকল পদ্যে ধারাবাহিকরূপে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে বঙ্গবাসী ভাইভগ্নীগণের উপকার হইতে পারে। পদ্য রামায়ণ এবং মহাভারত অতি মধুর ও শিক্ষাপ্রদ হইলেও তাহা সর্ব্বথা কুসংস্কারবর্জ্জিত নহে, বিশেষতঃ উক্ত গ্রন্থদ্বয় বঙ্গীয় মুসলমান ও খ্রীষ্টান পাঠকগণের তদ্রূপ প্রীতিকর নহে। সুতরাং অসাম্প্রদায়িক কুসংস্কারবর্জ্জিত সরল পদ্যে লিখিত গ্রন্থের আবশ্যকতা অন্তরে বিশেষরূপে অনুভূত হয়। এই অনুভূতি যে দয়াময় শ্রীহরির প্রেরণামূলক তাহা হৃদয়ে প্রতিভাত হইল এবং ক্রমে তাহা উত্তেজনার আকার ধারণ করিল। এই কার্য্যে আমার এথাকার ধর্ম্মবন্ধুদিগের বিশেষ উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া এবং অন্তরে মা করুণাময়ী জগজ্জননীর স্নেহময় ইঙ্গিত লাভ করিয়া নিজের অযোগ্যতা কবিত্বহীনতা জানিয়াও মার হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দিলাম এবং তিনিই এই পাপী দাসদ্বারা যাহা করাইয়া লইবার করাইয়া লইলেন। এই গ্রন্থে যাহা সত্য এবং ব্রহ্মোচ্ছাসসঙ্গত তাহার জন্য সকল প্রশংসা সেই দয়াময়ী জগজ্জননীর, কিন্তু ইহাতে আমি স্বেচ্ছারুচিপ্রণোদিত হইয়া যাহা কিছু লিখিয়াছি তজ্জন্য আমি অপরাধী এবং তন্নিমিত্ত দয়াময়ী মার চরণে কাতরপ্রাণে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

গ্রন্থের নাম হরিলীলারসামৃতসিন্ধু হইবে বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত এবিষয় লইয়া মনের মধ্যে আন্দোলন চলিতে লাগিল। আমার বঙ্গদেশীয় মুসলমান ও খ্রীষ্টান ভ্রাতা ভগ্নীগণের এই নাম ব্যবহারের কোন আপত্তি হইবে কি না ইহাই সন্দেহের বিষয় ছিল। কিন্তু প্রেমময় শ্রীহরির কৃপায় সহজেই সে সন্দেহের নিরসন হইল।

যিনি জীবের ত্রিতাপ হরণ করেন, যিনি ভক্তের হৃদয় মন প্রাণ হরণ করেন, সেই পরিত্রাণ কর্ত্তা পরমেশ্বরই শ্রীহরি, সুতরাং এ নাম ব্যবহারে আপত্তি হইবার সম্ভাবনা কোথায়? কোন মৌলিবি বন্ধুর সহিত এ নামসম্বন্ধে আমার আলোচনা হয়; তাহাতে তিনি এই নাম মুসলমানগণের ব্যবহারে কোন আপত্তি হইতে পারে না এরূপ ভাব প্রকাশ করেন। বিশেষতঃ মুসলমানকুলতিলক মহাভক্ত মহাত্মা হরিদাস বঙ্গদেশে হরিনামের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে প্রচার করেন, তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন, হরিনামে সর্ব্বদা বিভোর থাকিতেন এবং হরিনামের প্রভাবে তাঁহার প্রাণ মন সর্ব্বদা পূর্ণ থাকত। তাঁহার পরে ভক্ত চূড়ামণি ভক্তিবিধানের সুসংবাদবাহক মহাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গের সময়ে এবং তাঁহার পরবর্ত্তী কালে অনেক ভাগ্যবান্ মুসলমান সাধক সুমধুর হরিনামের রস আস্বাদন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। অধিকন্তু যে নামে জীবের পাপ হরণ হয় তাহাই হরিনাম। সুতরাং আল্লা, জিহোবা, ব্রহ্ম, খোদা প্রভৃতি ব্রহ্ম প্রতিপাদক ভগবানের যাবতীয় নামই হরিনাম। বঙ্গদেশের মুসলমান ও খ্রীষ্টান ভ্রাতাভগ্নীদিগের যাবতীয় ভাষা বঙ্গভাষা, সুতরাং বঙ্গভাষায় ঈশ্বরের পাপহরণকারী হরিনাম গ্রহণে কোন আপত্তি দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ আমার দৃঢ় বিশ্বাস বঙ্গদেশীয় ভ্রাতাভগ্নীগণ এই অপূর্ব্ব নাম গ্রহণ করিলে তাঁহারা ইহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া বিমুগ্ধ হইবেন।

ভারতে ঈশ্বরের নানাস্বরূপ দ্যোতক বহুনাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন পৃথিবীতে এমন ভাষা নাই যাহাতে ঈশ্বরের এরূপ অসংখ্য নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদিও এই সকল নাম উপলক্ষে অনেক লোক অনেক প্রকার কুসংস্কারমূলক অনুষ্ঠান করিয়াথাকে, কিন্তু তজ্জন্য নাম কখন দূষণীয় কিংবা বর্জ্জনীয় হইতে পারে না। আকরস্থিত স্বর্ণ হইতে যেমন মলিন ধাতু সংমিশ্রণ পরিহার করিয়া উহা গ্রহণ করিতে হয়, তেমনি কুসংস্কার বর্জ্জনপূর্ব্বক নামরূপ মহারত্ন গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সকল নামের ধাতুগত অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে ইহা কখনও পরিত্যাজ্য বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। বিশেষতঃ ভগবানের যে স্বরূপ ও যে ভাব প্রকাশের জন্য যে নামবাচক শব্দ আছে, তাহা পরিত্যাগ করিলে ভাষাকে নিতান্ত খর্ব্ব ও বিকলাঙ্গ করা হয়।

হরিনাম ভারতীয় ঋষি এবং ভক্তগণের প্রাণের সামগ্রী। উপনিষদে ব্রহ্মনামের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহারা হরিনাম ও ব্যবহার করিয়াছেন। পূর্ব্বতন ভক্তগণ এবং মহাভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ এই নামরসপানে একেবারে মত্ত হইয়া গিয়াছেন। সকলেই জানেন ব্রাহ্মসমাজ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী সমাজ। একেশ্বরবাদের বিশুদ্ধতারক্ষাবিষয়ে এই সমাজ মুসলমান ও ইহুদী সমাজ হইতে কোন বিষয়ে কম অগ্রসর বা অনগ্রসর নহে। ভারতের ব্রাহ্মসমাজও এই হরিনাম গ্রহণ ও সাধন করিতেছেন, এবং ভক্ত ব্রাহ্ম গাইতেছেন "চিন্ময় অরূপ হরি, নহেন কভু দেহধারী, চিদানন্দরূপধরি করেন প্রাণ শীতল।" সুতরাং আমার আশা গ্রন্থের নাম "শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধু" হওয়াতে কাহারও কোন আপত্তির কারণ হইবে না।

বাঙ্গলা ১২৯৯ সনের কার্ত্তিকমাসে এই গ্রন্থের সূত্রপাত হয়। আমার পরম স্নেহভাজন কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ ত্রৈলোক্য ভূষণ উক্ত বর্ষের ভাদ্রমাসে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার বিয়োগে আমার এবং পরিবারস্থ সকলের হৃদয় শোক দুঃখে নিতান্ত আচ্ছন্ন থাকে এবং কার্ত্তিক মাসে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ হরিদাস আশাকুটীরে ভূমিষ্ঠ হয়। এই শোক ও হর্ষ বিমিশ্রিত সময়ে অনন্ত লীলাময় করুণাসিন্ধু শ্রীহরি তাঁহার মহালীলাবিষয়ক এই গ্রন্থখানি লিখিতে এই পাপীকে প্রবৃত্ত করেন। গ্রন্থখানি যে সেই শ্রীহরির লীলার মহাদান তাহা এই ঘটনা দ্বারা তিনি এ পাপীকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থযোগে দয়াময়ী জগজ্জননী আমাকে বিধানতত্ত্ব বিশেষরূপে শিক্ষা প্রদান এবং আমার বিশ্বাস ভক্তি বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তজ্জন্য সেই প্রেমময়ী লীলাকারিণী জননীর চরণে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভরে প্রণাম করি।

যে প্রণালী অবলম্বনে এই গ্রন্থ প্রণীত হইল তাহা পাঠক মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন করা সঙ্গত বোধ করি। নববিধানে ব্রহ্মই জীবের সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। জীবের পরিত্রাণের জন্য যুগে যুগে তিনি বিবিধলীলা বিহার এবং নানা প্রকার সাধু ভক্তগণকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন। যে দেশে যত বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সকলই সার্ব্বভৌমিক এবং প্রত্যেক বিধানপ্রবর্ত্তকের সঙ্গে প্রত্যেক মানবাত্মা অখণ্ড ও অচ্ছেদ্য যোগে নিবদ্ধ। দেশীয় বিদেশীয়, জাতীয় বিজাতীয় যত সাধু ভক্তগণ পৃথিবীতে সমাগত হইয়াছেন, সকলেই ব্রহ্মপ্রেরিত এবং সকলকেই আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য। দয়াময় শ্রীহরি ইঁহাদিগকে লইয়া ভবরঙ্গভূমিতে বিশেষরূপে লীলা বিহার করিয়াছেন। ইঁহারা মানবজাতির পরম উপকারী বন্ধু। কিন্তু ইঁহাদিগকে আমরা ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন কদাচ বুঝিতে পারি না। সূর্য্যের আলোকে যেমন সূর্য্য এবং জগতের যাবতীয় পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি ব্রহ্মের প্রকাশে ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, সাধু মহাজনদিগের তত্ত্ব ও বিধানতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মের আলোক ভিন্ন যাঁহারা সাধু মহাজন এবং বিধান বুঝিতে যান, তাঁহারা পদে পদে ভ্রম ও কুসংস্কারে পতিত হন। এই জন্যই অনেক স্থলে দেখা যায় কোন কোন সম্প্রদায় প্রেরিত সাধু মহাজনকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করতঃ ঈশ্বর ও সাধু উভয়েরই অবমাননা করিতেছেন এবং কেহ কেহ বা সাধু ভক্তদিগকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া অহ্মাভিমানে এবং সংশয়বাদের চরমসীমায় উপস্থিত হইতেছেন। এই বিশেষ দুর্গতি নিবারণজন্য লীলাময় শ্রীহরি বর্ত্তমান যুগে তাঁহার ভক্ত সন্তান মহাত্মা শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের যোগে এই তত্ত্ব ভারতে প্রচার করিলেন যে ভগবান এবার স্বয়ং জীবহৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তিনিই অন্তর্যামী হইয়া পূর্ব্বতন বিধান ও বিধানের প্রেরিত সাধুভক্তদিগের তত্ত্ব বিশ্বাসী জীবের নিকট প্রকাশ করিবেন। সুতরাং আমরা যতই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইব এবং তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিব, ততই পূর্ব্বতন বিধান সকল আমাদিগের নিকট যথাযথ ভাবে প্রকাশিত হইবে। নববিধানে যে ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে, ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ

সম্বন্ধে তাহা অতি উৎকৃষ্ট উপায়। এই উপাসনায় প্রধানতঃ চারিটি অঙ্গ—উদ্বোধন আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা। সাধক হৃদয় মন হইতে বিষয় চিন্তা ও অন্যচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মোপাসনার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া আসন পরিগ্রহ করিবেন। বাসনা কামনা ইন্দ্রিয় কোলাহল প্রভৃতি ব্রহ্মপূজার শত্রু; তাহাদের প্রভাবে ব্রহ্মজ্ঞান হৃদয়ে স্ফুরিত হয় না, সুতরাং যত্নপূর্ব্বক বৈরাগ্য ও অভ্যাস যোগে উপাসক তাহাদিগকে হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। তৎপর প্রশান্ত হৃদয়ে ব্রহ্মস্বরূপ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি, শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। উচ্চারণান্তে প্রাণ আরও গম্ভীর ভাব ধারণ করিবে। পরে প্রণালী ক্রমে এক একটি স্বরূপ উপলব্ধি-পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে। এইরূপ আরাধনায় প্রাণ তাঁহার ভাব ও সত্তা বিশেষরূপে ধারণ করিতে পারিবে। তৎপর পুনরায় বিশেষরূপে উদ্বোধনযোগে প্রাণের শেষ অসক্তির প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া ধ্যানস্থ হইবেন। ধ্যানে ব্রহ্মদর্শন হইবে এবং ব্রহ্মদর্শন হইলে সাধক মানবজাতিগত সাধারণ প্রার্থনা করিবেন। সেই প্রার্থনাটী এই। —"অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও, হে সত্যস্বরূপ তুমি আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও, দয়াময় তোমার যে অপার করুণা তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।" এইরূপ উপাসনায় চিত্ত নির্ম্মল হয়, ব্রহ্মদর্শন হয় এবং শাস্ত্র ও তত্ত্ব (১) হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। ব্রহ্মস্বরূপ হৃদয়ে স্ফুরিত হইলে তৎসম্বন্ধে ভ্রম প্রমাদ দূর হয় এবং সাধুভক্ত এবং পূর্ব্বতন শাস্ত্রগ্রন্থ সকল কি ভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য তাহাও বুঝিতে পারাযায়। এই উদ্দেশ্যেই উপাসনার প্রণালী অনুসারে এই গ্রন্থের প্রাথমিক কতকাংশ লিখিত হইয়াছে। পাঠকগণ স্বয়ং উপাসনান্তে এই গ্রন্থ পাঠ করিলে কিংবা এই অংশ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া পরে গ্রন্থের অন্যান্য অংশ পাঠ করিলে অনেক পরিমাণে ভ্রম প্রমাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন এরূপ আশা করা যায়। বিধান সম্বন্ধীয় কতিপয় আবশ্যকীয় বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে।—যেমন সৃষ্টিতত্ত্ব, সাধারণ বিধানতত্ত্ব, বিশেষ বিধানতত্ত্ব ইত্যাদি। এই সকল বিষয় যদিও কতক পরিমাণে দার্শনিক ভাবের, তথাপিও তাহা যথাসাধ্য সহজ ও সাধারণের বোধগম্য করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। গৃহে প্রবেশ জন্য যেমন দ্বার, তেমন এই গ্রন্থের যথাযথ মর্ম্মপরিগ্রহ করিয়া তাহার মর্ম্মদেশে প্রবেশ করিবার জন্য এই গ্রন্থের প্রাথমিক অংশ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং পাঠকমহোদয়দিগকে এই অংশ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করি।

---

(১) ভ্রমক্রমে এই গ্রন্থে ধ্যানের পরে উক্ত প্রার্থনাটী সন্নিবেশিত করা হয় নাই। পাঠক মহাশয়গণ এত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

গ্রন্থখানি ইতিহাসমূলক করিবার জন্য যথা সাধ্য যত্ন করা গিয়াছে। অনৈতিহাসিক যুগের তত্ত্বসংগ্রহের জন্য প্রাচীন শাস্ত্রসকলই একমাত্র উপায়। ঐ সকল বিষয়ে সম-কালিক অন্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া অতি দুরূহ। ভারতে এবং অন্যান্য দেশে প্রকৃত ইতিহাসের সহিত অনেক অলৌকিক, অনৈসর্গিক, এবং অসম্ভব ঘটনা মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল অসম্ভব ও অলৌকিক ঘটনাদৃষ্টে সমুদায় প্রাচীন ইতিবৃত্ত কল্পিত উপন্যাস বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে প্রাচীন তত্ত্বান্বেষণের দ্বার একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায় এবং প্রাচীন সাধু ভক্ত ও বিধান প্রবর্ত্তকগণকে একেবারে উড়াইয়া দিতে হয় এবং তদ্দ্বারা প্রাচীন কালের সহিত বর্ত্তমান কালের যোগ একেবারে ছিন্ন হইয়া যায়। বিশে-ষতঃ মানবপ্রকৃতি এমনি অলৌকিকত্ব প্রিয় যে উহা কি ঐতিহাসিক যুগের কি অনৈতিহাসিক যুগের সকল বিধানপ্রবর্ত্তক সাধুভক্তদিগের জীবনের সঙ্গে অনেক অলৌকিক, অস্বাভাবিক এবং অসম্ভব ঘটনা সংযুক্ত করিয়াছে। মহামতি শাক্যসিংহ, মহর্ষি ঈশা, প্রেরিত প্রবর মোহম্মদ এবং মহাভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সকল যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সাধুর জীবনচরিতেই এইরূপ অলৌকিক ও অসম্ভব ঘটনা উল্লিখিত থাকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কে এইরূপ ঘটনার জন্য ঐ সকল মহাপুরুষদিগের জীবনের প্রকৃত ইতিহাস অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদিগকে কল্পিত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিবেন? কে তুষ দেখিয়া সার তণ্ডুল পরিত্যাগ করিবেন? সুতরাং কোন কারণেই আমরা বিধানপ্রবর্ত্তক সাধু মহাজনগণকে অস্বীকার করিতে পারি না। ঈশ্ব-রের বিধানের আলোকে ব্রাহ্মসমাজ এই সকল মহাত্মাদিগকে স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে তাঁহাদিগকে অস্বীকার করিলে পশ্চাৎ পতন ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না।

উপরিউক্ত বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হইয়া দেবর্ষি নারদ, ভক্ত ধ্রুব, বিশ্বাসী ভক্ত প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাজনদিগের জীবনে দয়াময় ঈশ্বর যে লীলা করিয়াছেন তাহা যথাক্রমে লিপিবদ্ধ হইল। আমরা ইহাঁদিগকে ব্যক্তি বলিয়াই বিশ্বাস করি। ব্রাহ্মসমাজও গাইয়াছিল "যে নাম কীর্ত্তনে মত্ত ছিলেন সাধুগণ শিব শুক নারদ আদি হে, ধ্রুব প্রহ্লাদ আদি সবে হে" (১) "ঈশা নাচে মুষা নাচে দুবাহু তুলিয়ে, (প্রেমে মত্ত হয়েরে) দেবর্ষি নারদ নাচে বীণা বাজাইয়ে, নাচেন প্রাচীন সাধু দাউদ ভূপতি; (যোগানন্দ ভরেরে) তার সঙ্গে জনক যুধিষ্ঠির মহামতি। মহাযোগী মহাদেব নাচেন আনন্দে (প্রেমে পাগল হয়েরে) তার সঙ্গে জন নাচে লয়ে শিষ্যবৃন্দে। নানক প্রহ্লাদ নাচে, নিত্যানন্দ; (হরিবোল বলেরে) তার মাঝে নৃত্য করে পল মোহম্মদ। ধ্রুব নাচে শুক নাচে নাচে হরিদাস, তার মাঝে মাঝে নাচে মত্ত ব্রহ্মদাস," ইত্যাদি। যাহা হউক ইহাঁদিগের প্রকৃত ব্যক্তিত্বসম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিলেও এই সকল চরিত্র যে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ তাহা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। সুতরাং ইহা পাঠে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না।

---

(১) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীতে ১৪৩ পৃষ্ঠা ও ৩১৪ পৃষ্ঠা।

লীলাময় শ্রীহরি ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র বীজ ভারতক্ষেত্রে বপন করিয়াছেন। ক্রমে উক্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া নববিধানরূপ মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। নববিধান ভারতের জাতীয় বিধান এবং সমুদয় পৃথিবীর পক্ষে মহাসমন্বয়ের সার্ব্বভৌমিক বিধান। এই বিধানে ভগবানের প্রথম লীলাভূমি ভারতবর্ষ, এবং আমরা ভারতীয় আর্য্যসন্তান। সেই জন্য ভারতীয় বিধান এবং ভারতীয় ঋষি ও ভক্তগণের বিষয় প্রথমতঃ লিখিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে (৫৭০ কি ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে) প্রেরিতপ্রবর ভক্ত মোহম্মদ আরব দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ষষ্ঠশতাব্দীতে তিনি ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন এবং দশম ও একাদশ শতাব্দীতে মুসলমান ধর্ম্মের স্রোত ভারতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। মহাজ্ঞানী মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য অষ্টম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন ও নবম শতাব্দীতে তাঁহার ধর্ম্ম ভারতে প্রচারিত হয়। সুতরাং নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে বিদেশীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতা এরূপ ভাবে আগত হয় নাই যাহা দ্বারা ভারতীয় বিধান ও সভ্যতা নূতন অবয়ব ধারণ করিয়াছিল। সত্য বটে মুসলমানগণের আগমনের পূর্ব্বে গ্রীকগণ ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রীক সভ্যতার কোন বিশেষ চিহ্ন এক্ষণে ভারতে দৃষ্ট হইতেছে না। সুতরাং মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত আমরা ভারতের প্রাচীন যুগ ধরিয়া তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানপ্রবর্ত্তকগণ সহ তাঁহাদের জীবনী লিপিবদ্ধ করত তৎপরে মুসলমানগণের আগমন সন্নিবিষ্ট করিলাম, এবং তদ্দ্বারা ঐতিহাসিক ক্রম রক্ষিত হইয়াছে। মহাপুরুষ মোহম্মদের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানপ্রবর্ত্তকগণ অচ্ছেদ্য যোগে সম্বদ্ধ। সুতরাং তাঁহাদের জীবনী অগ্রে লিখিত হইয়া শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধুর প্রথম খণ্ড এই খানেই শেষ করা হইল। দয়াময় শ্রীহরির ইচ্ছা হইলে আরও দুই খণ্ডে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইতে পারে। দ্বিতীয় খণ্ডে ভক্তিবিধান-প্রবর্ত্তক মহাভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ, মহাত্মা নানক প্রভৃতির বিষয় এবং শেষ খণ্ডে বিদেশের অন্য কোন কোন মহাত্মার পরিচয় প্রদান করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি শ্রীমৎ প্রধানাচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নববিধানপ্রবর্ত্তক নবভক্ত শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ও অন্যান্য ভক্তের জীবনী সহ মা জগজ্জননীর নববিধানের মহালীলা বর্ণিত হইতে পারে। তবে এ সম্বন্ধে এ পাপী অযোগ্য দাসের কোন হাত নাই। যে লীলাময় শ্রীহরির কার্য্য, তিনি এই পাপী দাস দ্বারা তাঁহার কার্য্য করাইয়া লইলে হইবে; নচেৎ গ্রন্থশেষ হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

আমি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ভক্তিভাজন প্রেরিত প্রচারক উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই গ্রন্থ প্রকাশ ও মুদ্রাঙ্কনসম্বন্ধে এ দাসকে বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন। যদি এই দুই মহাত্মা কৃপাপরবশ হইয়া এই গ্রন্থ খানির মুদ্রাঙ্কনের ভার গ্রহণ এবং স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ, সুতরাং এই দুই প্রেরিত মহাত্মার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতার পাশে

বৃদ্ধি পাইলাম। এই গ্রন্থপ্রণয়নে কলিকাতা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ভক্তিভাজন প্রেরিত প্রচারক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহ মহাশয় এবং আমার ভক্তিভাজন শিক্ষক ঢাকা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সেন মহাশয় ও টাঙ্গাইল নববিধানমণ্ডলীর প্রিয়তম শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ, বিশেষতঃ শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মবন্ধু শ্রীযুক্ত রাধানাথ ঘোষ মহাশয় এবং অন্যান্য প্রিয় বন্ধুগণ হইতে যথেষ্ট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অত্রত্য বিন্দুবাসিনী—বালিকাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কুশারী মহাশয় এ গ্রন্থের লিপি অবস্থায় ইহার অনেক অংশ অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং এই পবিত্র কার্য্যে আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন। তজ্জন্য এই সকল মহাত্মাদিগের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এই গ্রন্থপ্রণয়নে পরম ভক্তিভাজন শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ইংরেজী ও বাঙ্গলা গ্রন্থাবলী, পরম ভক্তিভাজন মহর্ষি শ্রীমৎ প্রধানাচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ, ইংরেজী ও বঙ্গীয় বাইবেল, ভক্তিভাজন প্রেরিত প্রচারক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বঙ্গানুবাদিত কোরাণ, ও তৎপ্রণীত মহাপুরুষ মোহম্মদ, মুসা ও দাউদের জীবনী ও তাপসমালা এবং প্রেরিত প্রচারক ভক্তিভাজন উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের প্রণীত শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম নামক গ্রন্থ ও স্বর্গীয় প্রেরিত প্রচারক ভক্তিভাজন সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় প্রণীত "ধ্রুব ও প্রহ্লাদ" নামক গ্রন্থ ও শাক্যমুনিচরিত, স্বর্গীয় মহাত্মা প্রেরিত প্রচারক ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ মহাশয় প্রণীত ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ এবং পূজ্যপাদ মহর্ষি শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব প্রণীত মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত এবং পূজ্যপাদ মহর্ষি শ্রীমদ্ বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ গ্রন্থ এবং উল্লিখিত সকলের বঙ্গানুবাদক মহাশয়দিগের বঙ্গানুবাদিত গ্রন্থ এবং পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের প্রণীত এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ মহাশয় সম্পাদিত উপনিষদ গ্রন্থ এবং মহাত্মা কাশীরামদাস কৃত পদ্য মহাভারত ও মহাত্মা কৃত্তিবাস প্রণীত পদ্যরামায়ণ এবং পণ্ডিতপ্রবর স্বদেশ হিতৈষী মহাত্মা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রণীত ভারতের প্রাচীন সভ্যতার সম্বন্ধীয় ইংরেজি ইতিহাস এবং শঙ্করাচার্য্য জয়ন্তীনামক গ্রন্থ (ইহার গ্রন্থকারের নাম আমার স্মরণ নাই) এবং অন্যান্য সংস্কৃত, ইংরেজী ও বঙ্গভাষায় লিখিত বিবিধ গ্রন্থের সাহায্য এবং আলোক প্রাপ্ত হইয়াছি। তজ্জন্য উল্লিখিত ভক্তিভাজন গ্রন্থকার মহাশয়দিগের নিকট এ দাস চিরকৃতজ্ঞ রহিল। পরিশেষে পাঠক মহাশয়দিগকে বিনীতভাবে জ্ঞাপন করিতেছি যে এই ক্ষুদ্র জীবননদী লীলাকারী শ্রীহরির অপূর্ব্ব বিধানে নবভক্ত শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্রের এবং নববিধানের প্রেরিত ভক্তমণ্ডলীর জীবনের মহানদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে যাহা কিছু উচ্চ ও পবিত্র তাহা তাঁহাদিগেরই সম্পত্তি এবং তজ্জন্য এ হৃদয় বিশেষ ভাবে তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ। যদি দয়াময় শ্রীহরির কৃপায় এই গ্রন্থের দ্বারা জাতিবর্ণ ও সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে বঙ্গদেশীয়

আমার প্রিয়ভ্রাতা ভগ্নীদিগের কিয়ৎপরিমাণেও সেবা হয়, তাহা হইলে এদাস আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিবে।

এই গ্রন্থে যে সকল ভ্রম প্রমাদ ও ত্রুটী আছে, ভরসা করি পাঠক মহাশয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা মার্জ্জন করিবেন। অনবসর হেতু শুদ্ধি পত্র প্রদান করা গেল না; তজ্জন্য পাঠকগণ সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করি। সর্ব্বশেষে অপার করুণাসিন্ধু লীলাময় শ্রীহরি যিনি স্বয়ং কাণ্ডারী হইয়া এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সম্পন্ন করিয়া লইলেন তাঁহার চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করি এবং আমার সকল দোষ ও পাপের নিমিত্ত তাঁহার পাদপদ্মে ক্ষমা ভিক্ষা করি।

টাঙ্গাইল } আশাকুটীর— }

চিরদাসানুদাস
শ্রীশশীভূষণ তালুকদার।

শ্রীশ্রীহরিলীলা রসামৃত সিন্ধু

প্রথমখণ্ডের দ্বিতীয় বারের ভূমিকা।
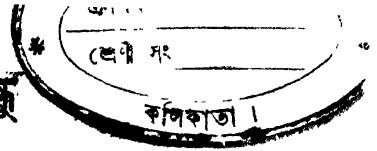
মঙ্গলময় অপরালীলাকারী শ্রীহরির অসীম করুণায় শ্রীশ্রীহরিলীলা রসামৃত সিন্ধু প্রথম খণ্ড পুর্ণমুদ্রিত হইল। প্রথমবারে যে ৫০০ পাঁচশত পুস্তক মুদ্রিত হয়, তাহার অধিকাংশই বিতরিত হয় অল্প কয়েক খণ্ড মাত্র বিক্রীত হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় পুস্তকখানি সর্ব্বত্র সাদরে গৃহিত হয় এবং অনেক বিশ্বাসী ভক্ত ইহাকে বিশেষ স্নেহ দৃষ্টিতে সন্দর্শণ করেন ও ইহার সম্বন্ধে উচ্চ মন্তব্য প্রকাশ করেন। এ সকল প্রসংসা সম্যক শ্রীভগবানেরই, তাহাতে এদাসের গৌরব করিবার কিছুই নাই। বঙ্গীয় ১৩০৫ সনে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়, ইচ্ছাছিল পুস্তকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডও শীঘ্রই প্রকাশ করি। দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত রহিয়াছে। কিন্তু আর্থিক অনাটন জন্য উহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হই নাই। এদিকে প্রথম খণ্ডও নিঃশেষ হইয়াছে, মনেমনে আকাঙ্ক্ষা হইল যদি কোনক্রমে প্রথমখণ্ডের সহস্রখণ্ড মুদ্রিত করা হয় এবং তাহার বিক্রয় লব্ধ অর্থে দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশ করিতে পারি, তাহা হইলেও এ পাপ জীবনকে ধন্য মনে করিতে পারি। এই আশায় আর্থিক অনাটন সত্বেও কেবলমাত্র মঙ্গলময় শ্রীহরির কৃপার উপর নির্ভর করিয়া প্রথমখণ্ড পুর্ণমুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হই। ঢাকা নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্য ও প্রেরিত প্রচারক ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় এদাসের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে এই গ্রন্থ এবার মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য এই বিশ্বাসী মহত্মার নিকট এ দাস চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

পুস্তকখানির আয়তন এবার বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। পূর্ব্ববারে মহাযোগী শিব, কবিগুরু বাল্মীকি প্রভৃতি কতিপয় আর্য্যঋষি এবং চীনদেশীয় ঋষি কনফিউসাস ও গ্রীশ দেশীয় ঋষি সক্রেটীস প্রভৃতির জীবনী পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল না এবং তজ্জন্য গ্রন্থখানি অঙ্গহীন বলিয়া মনে হইত। মহাত্মা সক্রেটিশ ও কনফিউফিয়াস নির্ব্বাণ বিধানের প্রবর্ত্তক মহাত্মা শাক্যসিংহের সমকালীয়, ইহাদের তিন জনের জীবনী একত্রে আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫০০ অব্দেও বিধানের একটি প্রবল বাত্যা পৃথিবীর বক্ষে প্রবাহিত হইয়াছিল বিশেষতঃ গ্রীশ ও চীনের সভ্যতা নানাসূত্রে ভারতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এমতাবস্থায় এই দুই মহাত্মার জীবনী গ্রন্থে সংযোগ করা কেহই অন্যায় বা অপ্রাসঙ্গিক মনে করিতে পারেন না। আমার পরলোকগত বন্ধু বিখ্যাত মুসলমান লেখক শ্রীমৎ মির মশারফ হোসেন সাহেব আরও কতিপয় মুসলমান সাধক ও ঋষির জীবনী পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; মুসলমান সমাজে ঋষিভক্তির অভাব নাই। বিশেষতঃ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মহাবিশ্বাসী প্রেরিত প্রচারক স্বর্গীয় শ্রীমদ্ গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের দ্বারা তাপসমালা প্রভৃতি গ্রন্থে যেসকল মুসলমান তপস্বীর সুমধুর জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের অমূল্য জীবনী গ্রন্থবদ্ধ করিতে যতই ইচ্ছা হয়, কিন্তু গ্রন্থ অতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে বলিয়া আমার স্বর্গগত বন্ধুর অনুরোধ রক্ষার নিমিত্তঃ আরও কয়েকটী ঋষি জীবন গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইয়াছি।

শ্রীশ্রীহরিলীলা রসামৃত সিন্ধুর প্রথমখণ্ড মুদ্রাঙ্কণের পর এই পাপী দাস ব্রহ্মকৃপাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নববিধান কল্পতরুমূলে সপরিবারে উপনীত হইয়াছে এবং এই অযোগ্য পাপ জীবনেও শ্রীহরির মধুময় লীলা সন্দর্শন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতেছে। এই পাপীর ধর্ম্মজীবনে যাঁহারা আশ্চর্য্য সহায়তা এবং এই গ্রন্থ প্রণয়ণে যথোচিত সাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, সেই সকল ভক্ত বিশ্বাসী বন্ধুগণ একে একে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া যাইতেছেন। মা বিধান জননী এ পাপীকে কলিকাতাস্থ নববিধান মণ্ডলীর তিন জন পরমভক্তিভাজন প্রেরিত প্রচারক শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র অভিভাবক মহাশয়, ঋষি প্রবর মহাত্মা উপাধ্যায় শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দ রায় ও মহাবিশ্বাসী শ্রীমদ্ গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে এক অত্যাশ্চার্য্য নিগুঢ় বন্ধনে বদ্ধ করিয়া এপাপীকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একমাত্র ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ই এ পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছেন। অপর দুই মহাত্মা এ দাসকে শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। অপরদিকে আমার স্নেহশীল পিতৃতুল্য পিতৃব্য শ্রীমদ্ দীননাথ তালুকদার, ও টাঙ্গাইল মণ্ডলীর বিশ্বাসী ও প্রেমিক ধর্ম্মবন্ধু শ্রীমদ্ শ্যামাচরণ কুসারি, রাধানাথ ঘোষ, দুর্গাদাস বসু, চন্দ্রনাথ বাগছী ও হেসানউদ্দীন মুন্সী মহোদয়গণ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের অভাবে পৃথিবী অনেক সময় শূন্য বোধ হয়। এই মহাত্মাদিগের নিকট এ পাপী যে কত উপকার লাভ করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। মা বিধান জননী এই সকল ভক্ত আত্মাকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে স্থান দান করুন, ইঁহাদের দেবচরিত্রে এদাসকে চরিত্রবান করুন ও এপাপীকে ইঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রাখুন এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

পরিশেষে এই গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রাঙ্কন জন্য লীলাময় শ্রীহরিকে প্রণাম ও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রাণের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি। পুস্তকখানির আয়তন বৰ্দ্ধিত ও মুদ্রাঙ্কনের অধিক হওয়া সত্ত্বেও পাঠকগণের সৌকর্য্যার্থে পুস্তকের মূল্য আর বৃদ্ধি করা হইলনা। যদি ধর্ম্ম ও সাহিত্যপ্রিয় বঙ্গীয় পাঠক ও পাঠিকাগণ পুস্তকখানি ক্রয় করিয়া এই অযোগ্য গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করেন, তাহা হইলে গ্রন্থকার অনতিবিলম্বে দ্বিতীয়খণ্ড মুদ্রিত ও তৃতীয়খণ্ড রচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। এ বিষয়ে মঙ্গলময় শ্রীহরির কৃপাই ভরসা। তাঁহার পবিত্র ইচ্ছাই এ জীবনে পূর্ণ হউক। এ দাস ভক্তিভরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি।

বিধান নৈমিষারণ্য
আশাকুটীর, টাঙ্গাইল।
১৩১৮। ১১ই চৈত্র।

চিরদাস
শ্রী৹শিবভূষণ
তালুকদার।

শ্রীশ্রীহরিলীলা রসামৃত সিন্ধুর প্রথম খণ্ডের
সূচী পত্র।

একাদশ লহরী—আত্মজ্ঞানের বিধান।

দ্বাদশ লহরী।

ত্রয়োদশ লহরী।

চতুর্দ্দশ লহরী।

পঞ্চদশ লহরী।

ষোড়ষ লহরী।

সপ্তদশ লহরী।

অষ্টাদশ লহরী।

ঊনবিংশ লহরী।

বিংশ লহরী।

শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধু।

উদ্বোধন।

জাগ ওরে মন লও ব্রহ্মের শরণ
বিষয়জঞ্জাল কর দূরে বিসর্জ্জন ॥
সংসার অরণ্যে আছ কি সুখে ঘুমিয়ে ?
সম্মুখে শমন ব্যাঘ্র দেখ না চাহিয়ে ?
তটিনীর স্রোত প্রায় যেতেছে জীবন ;
তথাপিও আছ কেন মোহে অচেতন ?
দারা পুত্র পরিজন বিভব বিষয়।
মান অভিমান যশ বাসনানিচয়।
সকলি অসার কেহ সঙ্গী নাহি হবে।
চির সখা হরি তব চিরসঙ্গী রবে।
বিশ্বাসনয়নে দেখ চাহি একবার।
রয়েছেন প্রাণসখা সম্মুখে তোমার ॥
অনন্ত বিশ্বের যিনি স্রষ্টা অধিপতি।
তোমার জীবনদাতা, যাতে তব স্থিতি ॥
সেই প্রেমময় হরি, শান্তিনিকেতনে।
লইবারে ডাকিছেন তোমারে যতনে ॥
জননীর সুধামাখা সপ্রেম আহ্বান।
শুনিয়া কেমনে স্থির থাকে তব প্রাণ ?
পৃথিবীর ধূলাখেলা কর পরিহার।
চল যথা নিত্য প্রেম আনন্দ অপার ॥
নিত্য নব বৃন্দাবনে নব লীলা হয়।
তথায় চলরে মম মন দুরাশয় ॥

বিষয়ের চিন্তা আর কল্পনা জল্পনা
সাধনের শত্রু যত অসার কামনা ;
সমুদায় ব্রহ্মানলে কর ছার খার।
মহাশক্ত কর তব হৃদয় আগার ॥
বিশ্বাস বিবেক আর বৈরাগের যোগে।
ব্রহ্মজলধিতে মগ্ন হও অনুরাগে ॥
ব্রহ্মকৃপা একমাত্র সম্বল তোমার।
প্রার্থনাই মূল মন্ত্র জানিবে গো সার ॥
মুক্তির প্রদীপ তুমি দাও নিবাইয়া।
চলহ আঁধার পথে শ্রীহরি স্মরিয়া ॥
প্রথমেতে অন্ধকার ক্ষীণালোক পরে।
ক্রমে সূর্য্যোদয় হবে প্রাণের ভিতরে ॥
শ্রীহরির হস্তে রাখ প্রাণ আপনার।
তিনি নেতা হয়ে পূজা করান তোমার ॥
ব্রহ্মপূজা স্বর্গধাম লভিবার দ্বার।
পূজা ভিন্ন পরিত্রাণ সম্ভব কি আর ॥
নববিধানের নব শুদ্ধ উপাসনা।
ব্রহ্মের অখণ্ড বিধি, নহে তো কল্পনা ॥
প্রেমভরে উপাসনা করে যেই জন।
যথা কালে লভে সেই ব্রহ্ম দরশন ॥
বিধাতার বিধি জানি ওরে মম মন।
এহেন পূজায় তুমি হও নিমগন ॥
অনুতাপ অশ্রুজলে হৃদয় আসন।
ধৌত করি মাখ তাহে প্রীতির চন্দন ॥

প্রাণমন উপচারে পূজহ তাঁহারে।
অবশেষে আত্মাহুতি দাও আপনারে॥
বিনীত দীনাত্মা হয়ে ব্যাকুল অন্তরে।
ভক্তিভরে পূজা কর সেই প্রাণেশ্বরে॥
মাতৃকোলে যাইবার তরে শিশুগণ।
যেইরূপ কান্দে আর করে আকিঞ্চন॥
তেমতি পূজার তরে হয়ে লালায়িত।
ব্রহ্মকল্পতরুমূলে বস মোর চিত॥
নববিধানের হরি শুদ্ধ নিরাকার।
নাহি তাঁহে কিছুমাত্র কল্পনা বিকার॥
ভাবে আর সত্যে তাঁর উপাসনা হয়।
কল্পনায় সাধকের না যায় সংশয়॥
মায়ামরীচিকাপ্রায় কল্পনা সকল।
বিপথে লইয়া যায় সাধকে কেবল॥
খাটী উপাসনা যদি করিবারে চাও।
কল্পনা জল্পনা সব দূর করি দাও॥
একমাত্র ব্রহ্মপদে লইয়া শরণ।
ব্রহ্মসত্তা মাঝে মন হও নিমগন॥
উর্দ্ধ অধঃ সর্ব্বস্থান পরিপূর্ণ করি।
অন্তরে বাহিরে দেখ আছেন শ্রীহরি॥
করহ আরম্ভ পূজা হেরি সে চরণ।
ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হবে তোমার জীবন॥
মন্ত্রের যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করি।
পূজা কর ওহে জীব প্রাণ মন ভরি॥
উদ্বোধন আরাধনা সঙ্গীত প্রার্থনা।
স্তোত্র পাঠ আদি আছে পূজা অঙ্গ নানা॥
ব্রহ্মের বিধান জানি বিমল হৃদয়ে।
সে সব সাধনা কর প্রেম আর ভয়ে॥
দেখিবে অবশ প্রাণ হবে সচেতন।
ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হবে তব প্রাণ মন॥
শ্রীহরির প্রেমমুখ দেখিয়া নয়নে।
তাঁর সুধা মাখা বাণী শুনিয়া শ্রবণে॥
আনন্দে ভাসিবে তব হৃদয় কমল।
পাইবে স্বর্গীয় সুখ অতি সুবিমল॥
আলস্য জড়তা ত্যাগ করি ওহে মন।
এহেন অমৃত লাভে করহ যতন॥
দয়াময় কৃপাসিন্ধু করুণা করিয়া।
হেন উপাসনা কার্য্য করান আসিয়া॥
তিনিই আচার্য্য নেতা গুরু জ্ঞানময়।
এ পাপীরে একবার হইয়া সদয়॥
পূজাতে করুন মত্ত এ পাপীর মন।
চির দাস তাঁর পদে করে আকিঞ্চন॥

আরাধনা।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি
শান্তং শিবমদ্বৈতং
শুদ্ধমপাপবিদ্ধম।—

সত্যস্বরূপ।

অখিল কারণ, ব্রহ্ম সনাতন,
জয় জয় বিশ্বাধার।
বিশ্ববিমোহন, বিশ্বের জীবন,
জয় সত্য সারাৎসার॥
অনাদি শকতি, ধ্রুবনিত্য জ্যোতি,
তুমি প্রভু নিরাকার।
সর্ব্বভূতময়, সবার আশ্রয়,
অনন্ত জীবনাধার॥
ছিল না যখন, গ্রহ তারাগণ,
এই সৃষ্টি মনোরম।
তখন তোমার, অস্তিত্ব অপার,
আলোকিছে ঘোরতম॥

সৃষ্টিকাল হতে, নিয়ত জগতে,
ঊর্দ্ধ অধঃ পূর্ণ করি।

আছ বিদ্যমান, ওহে বিশ্বপ্রাণ,
প্রাণময় রূপ ধরি॥

যখন আবার, এ বিশ্ব সংসার,
তোমাতে বিলীন হবে।

তখনও তুমি, অখিলের স্বামী,
আপনার ভাবে রবে॥

মীন যথা জলে, রহে কুতূহলে,
দশদিক জল তার।

এ বিশ্ব তেমন, আছে নিমগন,
তোমাতেই অনিবার॥

লৌহ পিণ্ড যথা, উত্তপ্ত সর্ব্বথা,
অগ্নিময় রূপ ধরে।

ব্রহ্মাণ্ড সেরূপ, তব বিশ্বরূপ,
সতত প্রকাশ করে॥

নিত্য বর্ত্তমান, পুরুষ প্রধান,
কর সৃষ্টি স্থিতি লয়।

অনিল অনল, ব্যোম জল স্থল,
তোমার আদেশ বয়॥

অসীম গগনে, বিজন কাননে,
সাগরে তটিনীকূলে।

পর্ব্বত প্রান্তরে, গৃহ পরিবারে,
আছ ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থলে॥

নীচে বা উপরে, অন্তরে বাহিরে,
সর্ব্বত্র তোমার স্থিতি।

জগৎ সংসার, সকলি তোমার,
তুমি অখিলের গতি॥

দেহ প্রাণ মনে, হৃদয় দর্পণে,
নিশ্বাসে শোণিতাধারে।

অন্নবস্ত্র ধনে, স্মৃতি বুদ্ধি জ্ঞানে,
দেখি হে নাথ তোমারে॥

ইহ পরলোকে, দ্যুলোকে ভূলোকে
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণে।

তুমি মহাপ্রাণ, হয়ে বিদ্যমান,
আছ সবে অনুক্ষণে॥

যে দিকে চরণ, করে বিচরণ,
যে দিকে ফিরাই আঁখি।

বিশ্বচরাচরে, নিরখি তোমারে,
বিমোহিত হ'য়ে থাকি॥

আত্মাতে যখন, করি বিলোকন,
তথায় অন্তর্যামী।

হৃদয় প্রদেশে, হিরণ্ময় কোষে,
বিরাজিত আছ তুমি॥

দর্শন শ্রবণ, চিন্তন মনন,
কিছু না সম্ভব হয়।

যদি শক্তি তব, ওহে ভবধব,
এ সকলে নাহি রয়॥

"আমি আছি" বলে, সদা কুতূহলে,
দেও আত্মপরিচয়।

সেই বাণী শুনি, ঘুচয়ে তখনি,
জীবের সব সংশয়॥

মুনিগণ ধ্যায়, ঋষিগণ গায়,
অনন্ত মহিমা তব।

সুর নরগণ, নিখিল ভুবন,
করিছে তোমারে স্তব॥

জন্ম-জরা-হীন, নবীন প্রবীণ,
অক্ষয় স্বয়ম্ভু স্বামী।

সর্ব্ব শক্তিমান্, অব্যয় মহান্,
পূর্ণ সত্তা প্রভো তুমি॥

ওহে বিশ্বভূপ, তব সত্তারূপ,
হৃদয়ে নেহারি নাথ।

প্রেমভক্তিভরে, করযোড় করে,
করি তোমা প্রণিপাত॥

জ্ঞানস্বরূপ।

জ্ঞানময় অন্তর্য্যামী পুরুষ প্রধান।
জাগ্রত জীবন্তদেব, ওহে ভগবান্॥
কি কৌশলে রচিয়াছ, বিশ্ব শোভাময়।
ভাবিলে হৃদয়ে কত, উপজে বিস্ময়॥
রবি শশী গ্রহচয়, পৃথিবী গগনে।
মহাশূন্যে রাখিয়াছ মহা আকর্ষণে॥
সুদূর আকাশ মাঝে নক্ষত্রনিচয়।
তব সৃষ্টি ক্ষমতার দেয় পরিচয়॥
পৃথিবীতে তরুলতা ভূধর কানন।
নর নারী জীব জন্তু পুষ্প অগণন॥
জল স্থল বায়ু অগ্নি ভূচর খেচর।
সকলে প্রকাশে তব মহিমা বিস্তর॥
জড় নহ ভূতাতীত, তুমি ভগবান্
নিরাকার নিরঞ্জন, নিত্য ক্রিয়াবান্।
দিন নাই রাত্রি নাই প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
কত কার্য্য করিতেছ নিখিল ভুবনে।
সৃষ্টি স্থিতি সংহারের বিচিত্র ব্যাপার।
করিতেছ বিশ্বমাঝে তুমি অনিবার॥
পদ নাই তবু কর সর্ব্বত্র গমন।
হস্ত নাই তবু কর এ বিশ্ব ধারণ॥
যদিও নয়ন নাই তবু চরাচর।
দেখিতেছ দিবানিশি বাহির অন্তর॥
যদিও শ্রবণ নাই, তবু সব কথা।
শুনিতেছ, জানিতেছ হৃদয়ের ব্যথা॥
সর্ব্বসাক্ষী তুমি দেব! কে আছে এমন।
লুকাইয়া করে কাজ, অথবা মনন॥
ত্রিকালজ্ঞ তুমি প্রভো, জ্ঞানের সাগর।
কোন কার্য্য নহে কভু, তব অগোচর।
তোমার সংকল্প মধ্যে বিশ্বচরাচর।
বীজরূপে স্থিত ছিল ওহে প্রাণেশ্বর॥

আরো কত সৃষ্টি রাজ্য করিবে বিস্তার।
কে জানে তোমার ইচ্ছা, ওহে সারাৎসার॥
বিশুদ্ধ চৈতন্য তুমি সদা সচেতন।
জাগ্রত প্রহরী হরি পুরুষরতন॥
নিদ্রা তন্দ্রা নাই তব, বিশ্রাম বিরাম।
নির্ব্বিকার ভ্রান্তিশূন্য তুমি আত্মারাম॥
মহাবোধিসত্ব দেব, পরমাত্মা তুমি।
বিশ্বের নিয়ন্তা তুমি হৃদয়ের স্বামী॥
এক সূর্য্য যথা করে বিশ্ব আলোকিত।
তোমার চৈতন্য জ্ঞান তেমতি সতত॥
মৃতজীবে দেয় প্রাণ, করে সচেতন।
মোহ অজ্ঞানতা তার, করে বিমোচন॥
সূর্য্যোদয়ে হয় যথা, সূর্য্য দরশন।
তেমতি তোমার জ্যোতি তোমারি বদন॥
করে প্রকাশিত নাথ, মানব অন্তরে।
নতুবা তোমারে কে বা দেখিবারে পারে?
একমাত্র গুরু তুমি এ ভব সংসারে।
তুমি ধ্রুব কর্ণধার, জীবনসাগরে॥
তুমি তত্ত্ব, তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্ম ব্রহ্মজ্ঞান।
চিন্ময়ী বাগ্দেবী তুমি, কে তব সমান?
দ্যুলোকে ভূলোকে দেব অনন্ত ভাষায়।
কত কথা বলিতেছ অজস্র ধারায়॥
প্রতিমানবের প্রাণে হয়ে প্রতিষ্ঠিত।
বিবেক আদেশ তুমি করিছ নিয়ত॥
বেদ বাইবেল আর কোরাণ পুরাণ।
ধরিয়ে আদেশ তব, লভিছে সম্মান॥
নূতন বিধান তুমি, তুমি শাস্ত্র বিধি।
তুমি জ্যোতি, তুমি জ্ঞান, আলোকবারিধি॥
তুমি মহাবিদ্যা, তুমি বিজ্ঞানরূপিণী।
জ্ঞানালোকদাত্রী, তুমি বিশ্বপ্রসবিনী॥
জ্যোতিষ ভূগোল বিদ্যা গীত বাদ্য আদি।
সকলের প্রাণ তুমি, তুমিই অনাদি॥

তোমার প্রসাদে হয় মূর্খ সুপণ্ডিত ।
বোবা কথা ব'লে করে জগৎ মোহিত ॥
উপায় উদ্দেশ্য তুমি, নয়নরঞ্জন ।
জ্ঞানদাতা মহাদেব, সত্য সনাতন ॥
অজ্ঞান আঁধারে তুমি, জ্যোতি সুবিমল ।
না পেলে তোমার জ্ঞান অন্ধতা কেবল ।
তাই ওহে জ্ঞানময় ! তব শ্রীচরণে ।
কর যোড়ে প্রণিপাত করি প্রাণপণে ॥

অনন্তস্বরূপ ।

অনন্ত মহান্ ব্রহ্ম ভূমা মহেশ্বর ।
ত্রিলোকের প্রভু তুমি, তুমি বিশ্বধর ।
অনন্ত স্বরূপ তব, অনন্ত শকতি ।
দেশ কালে নাহি সীমা বিরাট মূরতি ॥
রূপ রস শব্দ গন্ধ আর পরশন ।
তোমাতে এসব কি হে সম্ভবে কখন ?
ক্ষিতি অপ্ বায়ু তেজ, ব্যোম সুমহান,
এ সবার কিছু তুমি নহ ভগবান ॥
বুদ্ধির অগম্য তুমি, মনের অতীত ।
উপাধিবিহীন তুমি, তুলনা রহিত ॥
বাক্যেতে তোমার তত্ত্ব বর্ণিতে কি পারি ?
অবাক্ স্তম্ভিত হই তোমারে নেহারি !
ধ্যানযোগে যত ডুবি তোমার ভিতরে ।
দেখি নাথ ডুবিতেছি, অতল সাগরে ॥
অনন্ত সত্তার মাঝে আমিত্ব কোথায় ।
সিন্ধুতে বিন্দুর মত যেন মিশেযায় ॥
জড় জীব সুর নর অনন্ত ভাষায়
তোমার অনন্ত কীর্ত্তি অবিরত গায় ॥
কত যোগী কত ঋষি মুনি জ্ঞানিগণ ।
না পাইল অন্ত তব করিয়া মনন ॥
বিদ্যা বুদ্ধি তর্ক যুক্তি দর্শন বিজ্ঞান ।
কার সাধ্য করে তব সীমা অনুমান ॥
বুদ্ধির এহেন শক্তি আছে কি কখন ?
তোমার অনন্ত সত্তা করিবে ধারণ ।
অসীম আকাশ মাঝে তব সৃষ্টি নানা ।
কত রূপ অফুরন্ত কে করে গণনা ॥
এক পৃথিবীর তত্ত্ব বুঝিতে না পারি ।
মহাশূন্যে কত কোটী পৃথিবী নেহারি ॥
পৃথিবীর পরমাণু যদি গণা যায় ।
কিন্তু তব সৃষ্টিরাজ্য কভু না ফুরায় ॥
এক সূর্য্যে ঘেরি কত গ্রহ উপগ্রহ ।
জীবকুল বক্ষে ধরি ভ্রমে অহরহ ॥
এইরূপ কত কোটী প্রকাণ্ড তপন ।
বিশাল গগনদেহে করেছ স্থাপন ॥
কোন্ গ্রহ এত দূরে করে বিচরণ ।
সৃষ্টিকাল হতে যার সুতীক্ষ্ণ কিরণ ॥
মহাবেগে ধরা পানে ধাইছে ছুটিয়া ।
তবু নাহি পৌঁছিয়াছে ধরায় আসিয়া ॥
তার উর্দ্ধে কতকোটী যোজন যোজন ।
ব্যাপিয়া তোমার সৃষ্টি আছে অগণন ॥
সব সৃষ্টি বক্ষে ধরি ওহে বিশ্বেশ্বর ।
সৃষ্টির অতীত হয়ে আছ নিরন্তর ॥
মহাসাগরের নীরে বুদ্বুদ যেমন ।
উঠে পড়ে মিশে যায়, নাথ অনুক্ষণ ॥
তেমতি তোমাতে বিশ্ব করি সঞ্চরণ ।
তোমার অনন্ত শক্তি করিছে ঘোষণ ।
জলবিন্দু মাঝে আর কীটাণু ভিতরে ।
তোমার অনন্তরূপ দেখে আঁখি ঝরে ॥
সপ্তমহাসাগরের বিপুল কল্লোল ।
বজ্রের গম্ভীর ধ্বনি, পবন হিল্লোল ॥
সকলেই মহারবে বলে বার বার ।
অনন্তের অন্ত মোরা কোথা পাব আর ?

কালের নিয়ন্তা তুমি ওহে মহাকাল।
কালের অতীত তুমি প্রবীণ বিশাল॥
কত কল্প কল্পান্তর যুগ যুগান্তর।
গেল এল তবু অন্ত হ'লনা তোমার॥
কোটীশত অব্দ যদি এক পল হয়।
হেন কোটী মন্বন্তর হইলে বিলয়॥
তথাপিও তব অন্ত হয় না কখন।
কালের কি সাধ্য করে তব নিরূপণ?
গভীর সাগর হলে মসীর আকার,
পর্ব্বত লেখনী আর কাগজ অম্বর॥
অনন্ত সময় ব্যাপী লিখিলে নিয়ত।
তবু তব কীর্ত্তি নাহি হবে নিঃশেষ যত॥
নহ পরিমিত তুমি কিংবা দেহধারী।
সর্ব্বঘটে ব্যাপ্ত তুমি জগত বিহারী॥
দেখিলে তোমার রূপ মহান্ ভীষণ।
ভয়ের অন্তরে হয় ভয় উদ্দীপন॥
মহৎ হইয়ে তুমি অতি সুমহান।
অতীব বৃহৎ তুমি সবার প্রধান॥
শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্য আনন্দ অমৃত।
সকল বিষয়ে তুমি অনন্ত নিয়ত॥
যে দিনে যে ভাবে দেব নেহারি তোমারে।
দেখি যেন ভাসিতেছি অনন্ত সাগরে॥
আপনি অনন্ত তাই মানব অন্তরে।
অনন্ত আশার বীজ রোপেছ আদরে॥
অল্পে তৃপ্ত নহে কেন মানবের মন।
তোমার অনন্ত ভাব তাহার কারণ॥
তোমাতে বিশাল বিশ্ব, তুমি বিশ্ব মাঝে!
অগণ্য অসীম সৃষ্টি তোমাতে বিরাজে॥
এই তব বিশ্বরূপ অনন্ত মহান্।
দেখিয়া প্রেমিক ভক্ত ভাবে মূর্চ্ছাযান॥
দেখিলে তোমার এই রূপ বিশ্বগ্রাসী।
মহাভয়ে পরিপ্লুত হয় জীবরাশি॥
সকল ঐশ্বর্য্য আর শকতি বিভূতি।
সবাকার স্বামী তুমি ওহে বিশ্বপতি॥
কীট নর, কিবা সাধ্য বলহে তাহার।
করিবে তোমার স্তব ওহে বিশ্বাধার॥
দেবতা অমর নর শশী দিবাকর।
পঞ্চভূত আদি করি বিশ্ব চরাচর॥
যাহার ভয়েতে আছে সদা কম্পমান।
কোথা আমি বল তবে ওহে বিশ্বপ্রাণ॥
তাই নাথ ভবভয়ে তব শ্রীচরণে।
করযোড়ে প্রণিপাত করি প্রাণপণে॥

শিবস্বরূপ।

একি দেখি নাথ, স্বর্গের দেবতা,
কেন তুমি ধরাতলে।
অবতীর্ণ হয়ে, মলিন মানসে,
রাখিয়াছ প্রেমকোলে॥
তুমি প্রেমময়ী বিশ্বের জননী
প্রেমের ব্যবসা কর।
পাতি প্রেমজাল অন্তরে বাহিরে
জীবের হৃদয় হর॥
বিশাল জগত, করেছ সৃজন।
জীবের সুখের তরে।
জীবের কল্যাণ, করিতে সাধন,
বিরাজিছ ঘরে ঘরে॥
প্রেমের সাগর, করুণার খনি
মঙ্গল বারিধি তুমি,
তুমি পিতা মাতা, সখা বন্ধু নেতা,
আত্মীয় হৃদয় স্বামী॥

অসঙ্গ উদাসী, পরম বৈরাগী
তুমি নাথ, তবে কেন?

অনন্ত প্রেমেতে নানা জীবগণে
পালিছ যতনে হেন ॥
জননী হইয়ে করিছ প্রসব
পালিছ জনক হয়ে ;
অন্নপূর্ণা হয়ে দিতেছ আহার
দেও নিদ্রা কোলে ল'য়ে ॥
রোগেতে ঔষধ, শোকেতে সান্ত্বনা,
বিপদে চরণতরী।
দিয়ে জীবকুলে, সেবিছ যতনে
উদ্ধারিছ ভববারি॥
তোমার মতন এ হেন আদর
কে জানে করিতে আর।
পাপী তাপী জনে অধিক করুণা
সতত নাথ তোমার ॥

৩

এই বিশ্বধাম, অনন্ত প্রকৃতি
তরুলতা ফল ফুল।
নদ নদী বায়ু সলিল আকাশ
পশু পক্ষী জীবকুল ॥
সকলেই তব অগাধ প্রেমের
সাক্ষ্যদেয় অনিবার।
তব প্রেম বিধি ঘোষে নিরবধি
কোটী মুখে চারি ধার ॥

৪

(তুমি) ভালবাস ব'লে পবন আমারে,
নিয়ত করে ব্যজন।
সলিল আমারে করে সুশীতল,
অনল করে রন্ধন ॥
ধরণী আমারে ফল শস্য দেয়
বক্ষেতে ধারণ ক'রে।
তব যত্ন হয়ে যোগায় আহার।
সেবা করে প্রেমভরে ॥

অবিশ্বাসী পাপী বিধান বিরোধী
নরহন্তা ব্যভিচারী।
কিংবা মহাসাধু, তব অনুগত
ধর্ম্মজ্ঞানী নর নারী ॥
জলস্থলবাসী, বিপিনবিহারী
ছোটবড় আদি করি।
সব জীব প্রতি, অযাচিত প্রেম
তোমার ওহে শ্রীহরি ॥
পাপী পুণ্যবান্ না করি বিচার
অকাতরে কর দয়া।
পিতা মাতা জায়া সখা বন্ধু ভ্রাতা
সকলি তোমারি ছায়া ॥

৫

মহামায়া হয়ে, প্রেমের বন্ধনে
বাঁধিয়াছ জীবগণে।
গৃহলক্ষ্মী হয়ে প্রতি পরিবারে
পালিছ সবে যতনে ॥
তুমি জগদ্ধাত্রী দুর্গতি নাশিনী
অনন্ত শুভদায়িনী।
তোমার বিধান কেবল মঙ্গল,
সাধিছে দিন যামিনী ॥
রোগ শোক জরা, দারিদ্র্য মরণ
বিচ্ছেদ বিয়োগ ক্লেশ।
নিরাশা আঁধার ঝটিকা করকা
বিপদ তাপ বিশেষ ॥
এ সকল তুমি কর সুবিধান,
জীবের সুখের লাগি।
না বুঝে সে সব দূষিয়ে তোমারে
হই মোরা দুঃখভাগী ॥
আঁধার আকাশে পূর্ণচন্দ্র যথা
দশদিক্ আলো করে।

ঘন মেঘমালা হইয়া উদয়
পৃথিবীর তাপ হরে ॥
তেমতি ও সব বিপদ্ আধার
জীবের কল্যাণ তরে।
সেই ভাগ্যবান্ তোমার বিধান,
যে জন বুঝিতে পারে॥

৬

তব প্রেমসুধা করিতেছে পান,
সজ্ঞানে সাধুজন।
জঘন্য পাতকী তব প্রেম কোলে
লভিয়াছে সুখে স্থান ॥
শিশু ক্ষুধা পেলে জননীর স্তন
যেমন দুধারে ঝরে
সে রূপ মাত, হও উন্মাদিনী
পাপীর উদ্ধারতরে॥
নব নব বিধি কর প্রকটন
বল স্বরগের কথা।
সাধু মহাজনে করহ প্রেরণ
ঘুচাইতে পাপব্যথা ॥
প্রকাশ্যে গোপনে সদা নিশি দিনে
কর সবে প্রেমদান।
পাতকী বলিয়া উপেক্ষা কখন
কর না কৃপানিধান ॥
শান্তি নিকেতনে স্থান দিবে বলি
ডাকিছ নিয়ত সবে।
শুনিলেও বাণী সাধ্য কি জীবের
সংসারে ঘুমায়ে রবে ॥
অব্যক্ত ঈশ্বর সদা ব্যক্ত হও
দয়াতে জীবহৃদয়ে।
তোমার কৃপায় দেখিয়ে তোমায়,
রহে নর মুগ্ধ হয়ে ॥

৭

তব প্রেম ফাঁদে পড়িয়া ভকত,
স্তুতি করে যোড়করে।
নবীন জীবন পাইবে পাতকী
তব গুণ গান করে।
ও প্রেম রচনা পারে বুঝিবারে।
হেন সাধ্য আছে কার।
তব প্রেমলীলা মরম আমার
এইমাত্র বুঝি সার॥

৮

ওহে দীনবন্ধো পতিতপাবন
অধমতারণ হরি।
পাতকীর আশা দরিদ্রের বল
তোমার করুণা স্মরি ॥
বহে অবিরল নেত্রে অশ্রুজল
পরাণ অবশ হয়।
ইচ্ছা হয় প্রাণ শ্রীপদে সঁপিয়ে
দেহ তোমা এ হৃদয় ॥

৯

আমরা তোমার অতি প্রিয়জন
অনন্ত স্নেহ পুতলি।
তুমি আমা সবে, পুতুলের প্রায়
রাখ কোলে পুত্র বলি ॥
অন্ন বস্ত্র জল, স্বাস্থ্য বুদ্ধি বল
দেও তুমি কৃপাগুণে।
মোদের ভাবনা ভাব নিশিদিন
করিতে সুখী জীবনে ॥
তুমি চিন্তাহারী ভব চিন্তামণি
তবে কেন দয়াময়!
অন্ন বস্ত্র লাগি ক'রে চিন্তা অতি
অবিশ্বাসী এ হৃদয় ॥

অবিশ্বাসী পাপী বলে দয়াময়,
অন্ন জল নাহি দিলে।
হেন অভিযোগ হবে না কখন
মা গো তব প্রতিকূলে॥

১০

যখন জীবাত্মা এল এ সংসারে
তুমি এলে সঙ্গে তার।
যত দিন ভবে থাকে স্বশরীরে
কাছে থাক অনিবার॥
ভবধাম হ'তে যাইবে যখন
দিব্য পরলোক ধাম।
তুমি সঙ্গে থেকে লয়ে যাবে সেথা
নিজে হয়ে আত্মারাম॥

১১

অজ্ঞাত সংসারে আসিয়া দেখিনু
মোর আগমন তরে।
রেখেছ প্রস্তুত কত আয়োজন
অযাচিত স্নেহভরে॥
পিতা মাতা ভ্রাতা সবাই আমারে
বরিয়া লইল ঘরে।
তোমার প্রসাদ বলিয়া আমারে
কত না যতন করে॥
আবার জননী নির্গুণ মানবে
দিতে শান্তি পরিত্রাণ।
পুণ্য জ্ঞান প্রেম বিশ্বাস বৈরাগ্য
করহ সবে প্রদান॥

১২

না চাহিতে এত করুণা যাহার
চাহিলে কে কবে হরি।
তব দ্বার হ'তে নিরাশ হইয়া
যায় কি কখন ফিরি॥

অবোধ মানুষ হেথা সেথা ঘোরে
পরে সংসারের পায়।
জানে না তোমারে ডাকিতে ডাকিতে
অভাব দূরে পলায়॥
শিশুর ক্রন্দন শুনিলে জননী
কভু কি থাকিতে পারে?
জননীর স্নেহ, পড়ে উথলিয়া
দুগ্ধ বহে শতধারে॥

১৩

দুঃখের সময় আপদ বিপদে
নিরাশা রোগ সময়ে।
সহ অনুভূতি কর কত ভাবে
দুঃখী তাপীর হৃদয়ে॥
এহেন জননী তুমি আমাদের
তব লীলা ভাগবত।
কে আছে এমন করিবে বর্ণন
হোক জিহ্বা কোটী শত॥
তাই মা তোমারে ভক্তি নত শিরে
কর যোড়ে বার বার।
ত্রিলোক পূজিত তোমার শ্রীপদে
করি সবে নমস্কার॥

অদ্বিতীয়স্বরূপ।

এক অদ্বিতীয় তুমি বিশ্বের ঈশ্বর।
ভুবন সম্রাট তুমি তুমি পরাৎপর॥
একা তুমি সৃজিয়াছ ত্রিলোক সংসার।
একা পালিতেছ সবে প্রেমে অনিবার॥
একাই সংহার কর একা কর লয়।
তোমার প্রভাবে বিশ্ব যথাস্থানে রয়॥
দণ্ডধারী ন্যায়বান্ ভূপতি হইয়া।
ত্রিলোক শাসন কর নিজ শক্তি দিয়া॥

তোমা ছাড়া রাজা কেবা আছে ত্রিভুবনে।
সবার জীবন তব বিধান পালনে॥
তব হস্তমুষ্টি মাঝে জগতের প্রাণ।
তোমার ইচ্ছার স্রোতে সব ভাসমান॥
ছোট বড় জীব জন্তু সুর নরগণ।
সবাকার প্রভু তুমি, ত্রিলোক জীবন॥
একমাত্র শক্তি তুমি বিক্রম আধার।
ঐশ্বর্য্য প্রভুত্ব যত সকলি তোমার॥
পাষণ্ড দলন তুমি ভকতরঞ্জন।
দর্পহারী হৃষীকেশ বিঘ্ন বিনাশন॥
পাপ পুণ্য বিজয়ের তুমি অধিপতি।
নিখিল জীবের তুমি একমাত্র গতি॥
তুমি গৃহ অন্নজল জীবন সবার।
প্রাণপতি প্রাণবন্ধু হৃদয়ের হার॥
দলে দলপতি তুমি যুদ্ধে সেনাপতি।
আঁধারে আলোক তুমি বিপদে মুকতি॥
তুমি কর্ত্তা জগতের কর্ত্তা কেবা আর।
কর্ত্তা বলে মানবের বৃথা অহঙ্কার॥
কারে ধনী কর তুমি কাহারে ফকির।
কাহারে দুর্ব্বল কর কারে মহাবীর॥
রাজার মুকুট দাও কাঙ্গালের শিরে।
রাজারে ভিখারী কর সংসার ভিতরে॥
বাজীকর হাতে যথা মাটীর পুতুলি।
তেমতি তোমার হস্তে এ বিশ্ব সকলি॥
তব আজ্ঞা বিনা বল কেবা এ জগতে।
পারে এ পাপীর এক কেশ পরশিতে॥
প্রতি ঘটনার মূলে থাকিয়া নিয়ত।
করিতেছ লীলাময় বিশ্বে লীলা কত॥
ইচ্ছামত ভাঙ্গিতেছ গড়িছ নূতন।
মৃত জগতেরে পুন দিতেছ জীবন॥
সচেতন অচেতন জীবজড় যত।
তব হস্তে যন্ত্র হয়ে রয়েছে সতত॥

মঙ্গলনিয়মে কর ভুবনপালন।
সে বিধি লঙ্ঘন করে নাহি হেন জন॥
ভুবনবিজয়ী তুমি, তুমি প্রজাপতি।
সুর নর তব প্রজা অকিঞ্চন অতি॥
অসুর (১) ঘাতিনী তুমি পাষণ্ডদলনী।
বরাভয়প্রদায়িনী ত্রিলোক জননী॥
তোমার ভয়েতে কাঁপে পাপাসুরগণ।
সাধুগণ তব পদ করেন বন্দন॥
একমাত্র পূজনীয়, ভজনীয় তুমি।
সবার আরাধ্য তুমি অখিলের স্বামী॥
তোমা ছাড়ি কে বা করে অন্যের পূজন।
তার মত ভ্রান্তচিত্ত নাহি কোন জন॥
তোমারি আরতি হয় এই বিশ্বমাঝে।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে তব শ্রীচরণ পূজে॥
তব সিংহাসনতলে বসিয়া সকলে।
"একমেবাদ্বিতীয়ং" ঘন ঘন বলে॥
একা তুমি সকলের গুরু জ্ঞানদাতা।
একমাত্র পিতা মাতা সখা পরিত্রাতা॥
এক সাগরের জল পড়ি চারি ধারে।
নদ নদী প্রস্রবণ উৎপাদন করে॥
তেমতি তোমার শক্তি প্রেম পুণ্য জ্ঞান।
সব সম্বন্ধের মূলে করে অবস্থান॥
যথা সিন্ধু পানে ধায় সব নদ নদী।
সেইরূপ তুমি নাথ জীবের নিবৃতি॥
সকল জীবের প্রাণ করি অধিকার।
সবার নিয়ন্তা হয়ে আছ প্রাণাধার॥
সকলের ভার তুমি করহ বহন।
সকলের দুঃখ তুমি কর বিমোচন॥
ধন জন গৃহ বিত্ত দারা পুত্রগণ।
পিতা মাতা বন্ধু ভ্রাতা আত্মীয় স্বজন॥

(১) পাপরূপ—অবিশ্বাসরূপ অসুর।

কেহ সঙ্গী নহে মোর এ ভব সংসারে।
একমাত্র সঙ্গী তুমি জীবনসাগরে॥
সুখ মোক্ষ ধন ধান্য আনন্দ আরাম।
তোমা হতে আসে সব ওহে প্রাণারাম॥
তোমাছাড়া কেহ নাই ত্রিলোক ভিতরে।
জলবিন্দু দিয়া মোর উপকার করে॥
পৃথিবীর নানাস্থানে, ইহ পরলোকে।
কতজনে কত ভাবে ডাকিছে তোমাকে॥
সকলের ভাব তুমি করিছ গ্রহণ।
ভাবগ্রাহী দয়াময় ভাবুক রঞ্জন॥
ব্রহ্ম খোদা কালী দুর্গা যিহোবা জননী!
যে ভাবে যে ডাকে পায় চরণতরণী॥
ভকত জনের বাঞ্ছা কর হে পূরণ।
বিশ্বাসী জনারে দেও নূতন জীবন॥
পাপী জনে শুদ্ধ করি লও স্বর্গধাম।
পূর্ণ কর ত্রিলোকের যত মনস্কাম॥
পরম কর্ম্মঠ তুমি ইচ্ছাময় হরি।
বাঞ্ছা কল্পতরু তুমি হৃদয় বিহারী॥
হৃদয়ের ধন তুমি সর্ব্বস্ব আমার।
আমার বলিতে ভবে নাহি কিছু আর॥
ন্যায়দণ্ড ধরি কর জীবের বিচার।
প্রতি দিন দেও সবে দণ্ড পুরস্কার॥
হোক্ মহাসাধু কি বা পাপী দুরাচার।
তোমার বিচার হতে নাহিক নিস্তার॥
নিজে দেখ নিজে ধর নিজে দণ্ড দাও।
পাপীর চরণে তুমি শৃঙ্খল পরাও॥
অপরাধ ক্ষমা তুমি না কর কখন।
দণ্ড দিয়ে পাপরোগ করহ মোচন॥
প্রেমে মাখা তব দণ্ড লভে যেই জন।
অনায়াসে পায় সেই নূতন জীবন।
সরল বিশ্বাসী জন অনুতাপ ভরে।
কাঁদিয়া পড়েন তব চরণ উপরে॥
দণ্ডভিক্ষা লন মাগি, বলেন তোমারে।
দণ্ড দিয়ে পুণ্যধামে লও হে আমারে॥
তোমার বিচারে সুখী তব প্রজাগণ।
তব রাজ্যে অবিচার নাহিক কখন॥
এমন দয়াল রাজা আচার্য্য বান্ধব।
তোমা হেন ত্রিজগতে কোথা আর পাব?
তাই নাথ ভক্তি ভরে তোমার চরণে।
করযোড়ে প্রণমিনু আনন্দবদনে।

পুণ্যস্বরূপ।

শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

১

পুণ্যময় ন্যায়বান্ শুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্
ইচ্ছাময় নির্ব্বিকার হরি।
অনন্ত পুণ্যের খনি, সাধুতার শিরোমণি
ভুবনমোহন রূপধারী॥
নিরাকার মনোহর, তব পুণ্য কলেবর
অকলঙ্ক অতি নিরমল।
অবিদ্যা পাপআঁধার, কভু সাধ্য নাহি কার
করে স্পর্শ ও পদ কমল॥
অরূপ রূপমাধুরী, দেখিলে ভুলিতে নারি,
শুদ্ধ হয় মলিন জীবন।
আত্মার বিকার যত, একেবারে হয় গত
লৌহ ধরে সুবর্ণ বরণ॥

২

পবিত্রাত্মা রূপে তুমি, লীলা কর অন্তর্য্যামী,
অহর্নিশ মানব হৃদয়ে।
পাতকীরে সাধু কর, জীবের ত্রিতাপ হর
স্থান দেও তব পুণ্যালয়ে॥
তোমার পুণ্য অনল, দগ্ধ করে পাপ জাল
অঙ্গারের মলিনতা যায়।

তোমারকৃপার গুণে, পাপীর পাষাণ মনে,
পুণ্যের কুসুম শোভা পায় ॥
জগাই মাধাই কত, উদ্ধারিছ অবিরত
পলকেতে সল পল হয় (১)।
তোমার পুণ্যপ্রতাপে, পাপাসুর দল কাঁপে
কুমতি কুনীতি হয় লয় ॥

৩

পশুভাব দূর করি, মানব হৃদয়ে হরি,
প্রকৃত বিশ্বাস কর দান।
অমর জীবন তাঁরে, দিয়ে পিতঃ স্নেহভরে
করে লও তোমার সন্তান ॥
সাধু সন্তানের মাতা, পুণ্যময় বিশ্বপিতা,
তুমি কর সাধুতা বিধান।
আপন সাধন বলে, কেহ ইহ পরকালে
কভু নাহি পায় পরিত্রাণ ॥
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধ্যান, জপ যজ্ঞ অনুষ্ঠান,
হয় সব পণ্ডশ্রম সার।
যদি তব কৃপাগুণে, তোমার পুণ্য আগুনে
নাহি যায় অহঙ্কার তার ॥

৪

যদিও মা অহরহ, করিতেছ জীবে স্নেহ
তবু পাপ অপরাধ তার।
উপেক্ষা না কর কভু, দাও দণ্ড ওহেপ্রভু
কর তুমি ন্যায়তঃ বিচার ॥
অতুল বৈরাগ্য তব, দেখিয়া মানব সব
পাপভয়ে হয় সমাকুল।
অনুতপ্ত চিতে আসি, তোমার চরণে বসি
কাঁদে যবে হইয়া ব্যাকুল ॥
তখন জননী হয়ে, সন্তানেরে কোলে লয়ে
পাপ তার করহ মোচন।
পুণ্য বসন ভূষণ, পুণ্য অন্ন পুণ্য ধন,
দাও তারে করি সযতন ॥
স্বচ্ছ সরসীর নীরে, নর নারী স্নান করে,
যথা দেহ করে নিরমল।
অনলে করি প্রবেশ, স্বর্ণের মলিন বেশ
গিয়ে হয় বিশুদ্ধ উজ্জ্বল ॥
তেমতি তব চরণে স্থান লভি জীবগণে
হয় সব সাধু পুণ্যবান্।
পাপ মলা যায় চলে পুণ্য মালা পড়ি গলে
লভে তারা ব্রহ্মপদে স্থান ॥

৫

তব ইচ্ছা ইচ্ছাময়, পুণ্যের আকর হয়
তোমাসনে লভে সে মিলন।
অবিশ্বাস স্বেচ্ছাচার, পাপ দ্বেষ দুর্নিবার
পরশিতে পারে না জীবন ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, হিংসা দ্বেষ অহরহ
করে নাথ মানবে পীড়ন।
কিন্তু তোমাতে এ সব, প্রভু নহেত সম্ভব
তুমি হরি বিকারনাশন ॥
অবিশ্বাসী পাপী কত, নিন্দাকরে অবিরত
করে তব শ্রীঅঙ্গে প্রহার।
তব সঙ্গে করে রণ, পাপে হয় নিমগন,
তবু ক্রোধ হয় না তোমার ॥
সম্পূর্ণ স্বাধীন তুমি, তাই নাথ অন্তর্যামী
নাহি হর স্বাধীনতা কার।
কিন্তু তব সুকৌশলে, ইচ্ছামত জীবদলে
ধরা দেয় চরণে তোমার ॥

---

(১) খ্রীষ্টীয় বিধানে 'সল' নামক এক ব্যক্তি অত্যন্ত বিধান বিরোধী ছিলেন, ভগবৎকৃপায় আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হয় এবং তিনি এক জন, পরমধার্ম্মিক, খৃষ্টের অনুগত শিষ্য, ধর্ম্মপ্রচারক এবং বিধানবিশ্বাসী হন।

৬

তুমি পতিতপাবন, কলুষ তাপ নাশন
অনুরক্ত পুণ্য প্রস্রব।
তুমি মা পরমা সতী, বিশ্বাসী জনের গতি
তব পুণ্যে মোহিত ভুবন ॥
অমূল্য রত্নের খনি তব নাম স্পর্শমণি,
করে যে বা হৃদয়ে ধারণ।
কি ভয় ভাবনা তার, এ ভব সংসারে আর
ওহে নাথ অধম তারণ ॥
হরি নাম সুধারসে, উন্মত্ত সাধু অবশে
ওই নাম পাপীর সম্বল।
মুক্ত মুমুক্ষু জন ও নাম করে সাধন
হরি নাম তাঁর অন্ন জল।

৭

পুণ্যকর্ম্মা পুণ্যকাম, তুমি হরি প্রাণারাম
পাপকার্য্য কর না কখন।
তোমার সব বিধান, যাবতীয় অনুষ্ঠান
করে পুণ্য সুগন্ধ বহন ॥
পুণ্য কার্য্য যত হয়, তুমি কর সমুদয়
পাপ করে অজ্ঞান মানব।
গৃহবিত্ত এ সংসার দারা পুত্র পরিবার
সব তব পুণ্যের বিভব ॥
শিশুর মুখ কমলে, পবিত্র কুসুমদলে
তব পুণ্য লাবণ্য অঙ্কিত।
পূর্ণিমার চন্দ্রমাঝে, তবপুণ্যকান্তি রাজে,
তব পুণ্য ভক্তে বিরাজিত।
প্রেমে পুণ্যে মনোহর, একাধারে হরিহর
তুমি দেব সৌন্দর্য্যসাগর।
পুণ্যময় পদে তব আমরা পাতকী সব
করি যোড় করে নমস্কার ॥

আনন্দ অমৃত শান্তি স্বরূপ।

১

আনন্দস্বরূপ হরি সুখের নিদান।
সদা সুপ্রসন্ন তুমি প্রেমিক প্রধান ॥
দুঃখ শোক জরা মৃত্যু বিষাদ কখন।
কভু নাহি করে তব অঙ্গ পরশন ॥
সৎ চিৎ আনন্দ ঘন রূপ মা তোমার।
দেখিলে হৃদয়ে হয় আনন্দ অপার ॥
নিরখিলে তব মুখ দুঃখ দূরে যায়।
হৃদয়ের ভার সব আপনি পলায় ॥
অমানিশা মাঝে হয় পূর্ণচন্দ্রোদয়।
বিষাদ আঁধার মেঘ সব দূর হয় ॥
নিরাশ জীবনে বহে আশার পবন।
বিষণ্ণ হৃদয় হয় আনন্দে মগন।

২

আনন্দের প্রস্রবণ তুমি গো জননি।
সহাস্য বদনা তুমি ত্রিতাপহারিণী ॥
তোমার প্রসন্ন মুখ, সহাস্য আনন।
অবিশ্বাস নাস্তিকতা করিছে খণ্ডন ॥
আনন্দসাগর তুমি মহোৎসবময়।
নৃত্যহরি নাম তব ওহে দয়াময় ॥
গভীর আনন্দে তুমি নাচ অনুক্ষণ।
তব সঙ্গে মহানন্দে নাচে ভক্তগণ ॥
অনন্ত প্রকৃতি নাচে, নাচে শিশুগণ।
তোমার আনন্দসুধা করিয়ে ভোজন ॥
তোমার আনন্দস্রোত পড়ি উথলিয়া।
জীবের হৃদয়ক্ষেত্র দেয় ভাসাইয়া ॥
হইত শ্মশান তুমি এ ভব সংসার।
শোকতাপে লোকালয় হত ছারখার ॥
যদি না আনন্দ তুমি করি বিতরণ।
জগতের নিরানন্দ করিতে হরণ ॥

শুকতরু মুঞ্জরিত হয় তব গুণে।
প্রেমের কুসুম ফুটে শ্মশান মশানে ॥
মরুভূমি মাঝে হয় আনন্দ কানন।
আঁধার হৃদয়ে উঠে প্রেমের তপন ॥

৩

মহাভাবময়ী তুমি, তুমি মাহ্লাদিনী।
ভক্তচিত্তবিহারিণী সন্তোষদায়িনী ॥
বৈকুণ্ঠ গোলকধাম নববৃন্দাবন।
তুমি স্বর্গধাম মাগো শান্তি নিকেতন ॥
আরাম আরোগ্য তুমি সুখ মোক্ষধাম।
বিশ্রাম আগার তুমি, তুমি আত্মারাম ॥
নিত্যসুখময় হরি তুমি আশুতোষ।
সেই জন সুখী যে বা তোমাতে সন্তোষ ॥
শ্রান্তজীব মাথা রাখি তব শ্রীচরণে।
ঘুমায় নিশ্চিন্ত মনে এ বিশ্ব ভুবনে ॥

৪

তুমি প্রভো মৃত্যুঞ্জয় অমৃতভাণ্ডার।
মধুর প্রকৃতি তব সুধার আধার ॥
পূর্ণচন্দ্র সমুজ্জ্বলে চকোর যেমন।
মহানন্দে করে পান, সুধাংশু কিরণ ॥
সেইরূপ ভক্তগণ তব নামামৃত।
পান করি, প্রেমময় হয় বিমোহিত ॥
তব সহবাস আর দর্শন শ্রবণ।
জীবের অন্তরে করে সুধা বরষণ ॥
অমরগণের তুমি জনক জননী।
কালভয়হরা তুমি জীবনদায়িনী ॥
মর্ত্ত্যলোকবাসী নর তোমার কৃপায়।
অনন্ত জীবন লভি, নিত্য ধামে যায় ॥

৫

ভকতজনের মাগো তুমি অন্ন পান।
তব সহবাসে তাঁরা জীবন কাটান ॥
মধুপানে বিমোহিত ভ্রমরের মত।
তোমাতে উন্মত্ত তাঁরা থাকেন নিয়ত ॥
দেখিতে দেখিতে তব রূপ মনোহর।
কোথা দিয়ে চলে যায় দিবস প্রহর ॥
মাতাল পাগল আর শিশুর মতন।
সতত বিভোর থাকে তাহাদের মন ॥
কি মদিরা আছে নাথ তোমার স্বভাবে।
পরাণ অবশ মুগ্ধ হয় তব ভাবে ॥
সুধার ক্ষীরোদ সিন্ধু মিষ্টতর অতি।
মধুভরা প্রেমে জড়া (১) তোমার প্রকৃতি ॥
সাধে কি বিশ্বাসী দল পতঙ্গের মত।
নিজ হতে সঁপে প্রাণ তোমাতে সতত ॥
অনন্ত রসের ভাণ্ড কবিত্বের খনি।
জীবনের সার তুমি হৃদয়ের মণি ॥

৬

শান্তির অনন্ত সিন্ধু তুমি হে শ্রীহরি।
দেখিলে ও প্রেমমুখ সকলি পাসরি ॥
উদ্বেগ অশান্তি ক্ষোভ দুঃখ অবসাদ।
নিরানন্দ রোগ শোক বিকার বিষাদ ॥
নাহিক তোমাতে নাথ পূর্ণশান্তি তুমি।
অচল অটল নব আশ্রয়ের ভূমি ॥
সংসারপ্রখরতাপে তপ্ত জীবগণ।
তোমাতে বিশ্রাম নাথ লভে অনুক্ষণ ॥
বটের শীতল তলে বসিলে যেমন।
কিংবা স্নিগ্ধ সরোবরে হইলে মগন ॥
আতপতাপিত জীব যেমন জুড়ায়।
তেমনি অতুল শান্তি লভি তব পায় ॥

৭

বাসনা যেমন হয় নিমেষে নির্ব্বাণ।
সংসারের কোলাহল হয় অন্তর্দ্ধান ॥

(১) প্রেমে জড়া—প্রেমে জড়িত, প্রেমে পরিপূর্ণ।

যখন তোমার কোলে পরিশ্রান্ত মন।
আনন্দে আশ্রয় লভে ওহে প্রাণধন॥
মাতৃকোলে শিশু যথা ঘুমায় আরামে।
সেইরূপ সুখোদয় হয় তব নামে॥
তুচ্ছ সংসারের সুখ সম্পদ বিভব।
দারা পুত্র গৃহ বিত্ত ধন জন সব॥
তুচ্ছ যশ অভিমান গৌরব জীবন।
তব শান্তি সনে তুল্য হয় না কখন॥
সংসারের সুখ যত অসুখ মিশ্রিত।
সংসারের নিরাপদ আপদপূরিত॥
মরীচিকা দেখি যথা জলভ্রম হয়।
সেইরূপ সংসারের শান্তি সুখোদয়॥
তুমি শান্তিনিকেতন তোমা ছাড়ি আর।
কোথায় পাইব শান্তি ওহে প্রাণাধার॥
এক জলাশয় তুমি ভবমরু মাঝে।
এক পান্থশালা তুমি পথিকসমাজে॥

৮

দুর্দ্দান্ত পশুর মত মানবপ্রকৃতি।
তোমার পরশে হয় শান্ত শিষ্ট অতি॥
মেষের প্রকৃতি লভে অসুর শার্দ্দূল।
তপোবন হয় বন অতি ভয়াকুল॥
রোগান্তে আরোগ্য স্নানে আনন্দ যেমন।
তাহাতে আনন্দ পায় পাপী তাপী জন॥
যখন মা দয়াময়ী করুণা করিয়া।
তব প্রেমনিকেতনে যাওগো লইয়া॥
পূর্ণচন্দ্রে পড়ি যথা রবির কিরণ।
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে তারে করে সুশোভন॥
তেমনি তোমার ঘন রূপ মনোহর।
মলিন মানবে করে পরম সুন্দর॥

৯

তুমি শান্তি তৃপ্তি হেতু সুখ প্রস্রবণ।
তোমাতে সমাধি লভে যোগী ভক্ত জন॥
সকল সুখের সার শান্তি সুধারস।
পান করি জীবগণ হয়েন অবশ॥
যোগী ভক্তগণ মাগো দিবা বিভাবরী।
আনন্দবদনে বলে শান্তি শান্তি হরি॥
বিরোধ বিচ্ছেদ তুমি নাহি ভালবাস।
পূর্ণ সমন্বয় তুমি ওহে শ্রীনিবাস॥
সেই তব প্রিয় যেই শান্তির কারণ।
তব পদে নিজ প্রাণ দেয় বিসর্জ্জন॥
তবপুত্র বলি তারা ভবে পরিচিত।
যারা করে শান্তি রক্ষা জগতের হিত॥
জগতে মিলন তুমি করহে স্থাপন।
অশান্ত হৃদয়ে কর শান্তি বরিষণ॥
তব শান্তিপ্রদ পুণ্য অভয় চরণে।
করযোড়ে প্রণিপাত করি কায়মনে॥

ধ্যানের উদ্বোধন

১

জীবন্ত পুরুষ যাঁর হ'ল আরাধনা।
অন্তরে তাঁহার ধ্যান করহ সাধনা॥
ভিন্ন ভাবে হল সপ্ত সুরের সঙ্গীত।
একতানে হ'ক এবে সমন্বয় গীত॥
একত্র মিশিয়া সপ্ত সাগরের জল।
তুলুক হৃদয় মাঝে ভীম কোলাহল॥
ব্রহ্মসূর্য্য মাঝে তুমি সাতটী কিরণ।
একে একে করিয়াছ সুখে দরশন॥
অখণ্ড পুরুষ সেই জীবন্ত ঈশ্বরে।
দেখ ব্যক্তিরূপে এবে হৃদয় কন্দরে॥
নীরবে প্রবেশ করি ধ্যানসরোবরে।
মগ্ন হও সমাধিতে ব্রহ্মরূপ হেরে॥

চিন্ময়: অপরূপ রূপ শুদ্ধ নিরাকার।
দেখিলে হৃদয়ে হয় আনন্দ অপার॥
নহেত কল্পনা, ধ্যান, মানসপীড়ন।
নহে চিন্তা, নহে ভাব, স্মরণ মনন॥
প্রকৃত ব্রহ্মের ধ্যান ব্রহ্মদরশন।
ব্রহ্মের সত্তার মাঝে আত্মবিসর্জ্জন॥
ব্রহ্ম অনুভব আর ব্রহ্ম আলিঙ্গন।
শ্রীহরির পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ॥
ব্রহ্মেতে সম্ভোগ আর প্রেমমধু পান।
এইত যথার্থ নববিধানের ধ্যান॥
ব্রহ্মের কৃপার প্রতি করিয়া নির্ভর।
হেন ধ্যান করিবারে হও অগ্রসর॥

২

একেবারে বাসনারে করহে নির্ব্বাণ।
কল্পনা জল্পনা সব হোক্ অন্তর্দ্ধান॥
"এ পারে সংসার আর পরপারে যোগ।"
জানিয়া সংসার সনে সাধহ বিয়োগ॥
দূর কর মায়া পাপ বিষয় চিন্তন।
শূন্য কর প্রাণঘট করি প্রাণপণ॥
পার্থিব বিষয় আর জগৎ সংসার।
কিছু নয় কিছু নয় কেবলি অসার॥
এই বুঝি, নিজ হৃদি কর অন্ধকার।
অন্ধকারে হরিপদ ধর বারবার॥
সূর্য্যোদয়ে যথা যায় নিশির আঁধার।
তেমতি হইবে প্রাণ, প্রকাশে তাঁহার॥
উঠিবে জাগিয়া তব নিদ্রিত জীবন।
পারিবে না তুমি আর ফিরাতে নয়ন॥
মধুপূর্ণ ফুলমাঝে যথা মধুকর।
গুণ গুণ ছাড়ি হয় পানেতে বিভোর॥
তেমতি অবাক্ হয়ে মুদিয়া নয়ন।
ধ্যানের সুধার হ্রদে হও নিমগন।

৩

নিরাকার হরি সত্য, অসত্য সাকার।
নিরাকার দেশে, সুখ জীবন (১) তোমার॥
জনক জননী হরি তিনি নিরাকার।
চিদ্ঘন দেহ তাঁর প্রেমের আধার॥
ভাই ভগ্নী অমরাত্মা নিরসঙ্গী তব।
চিনময় দেহধারী নরাকার সব॥
তবে কেন বৃথা থাক বাহিরে বাহিবে।
আত্মাতে প্রবেশী ব্রহ্মে দেখহ অন্তরে॥
ছাড়ি মর্ত্তভূমি যাও ব্রহ্মদেশ মাঝে।
ভক্ত সনে ভগবান যথায় বিরাজে॥
বিশ্বাস ভকতি আর বৈরাগ্য লইয়া।
আনন্দে বৈকুণ্ঠধামে চল হে ধাইয়া॥
অনন্ত কালের সাথী ব্রহ্ম জ্ঞানময়।
সুখেতে লও গো তুমি তাঁহার আশ্রয়॥
তুমি যোগেশ্বর হরি ধ্যানের সহায়।
ধ্যানমুগ্ধ ক'রে রাখ সবে তব পায়॥

ব্রহ্ম স্তোত্র।

অনন্ত অসীম ব্রহ্ম সত্যসনাতন।
অকিঞ্চনের নাথ হরি অনাথ শরণ॥
আনন্দদায়িনী তুমি জননী সবার।
আশা ভরসার স্থল সুখের আধার॥
ইহ পরলোকে তুমি জীবের সম্বল।
ঈশ্বর মহান তুমি দুর্ব্বলের বল॥
উত্তম পুরুষ হরি পরম সুন্দর।
ঊর্দ্ধবাহু হয়ে তোমা পূজে নারী নর॥
(২) ঋদ্ধি সিদ্ধিপ্রদায়িনী জননী আমার।
ঋষি ভক্ত তব গুণ গায় অনিবার॥

(১ তোমার সুখ এবং জীবন সমুদায়ই নিরাকার রাজ্যের প্রতি নির্ভর করে।
(২) সমৃদ্ধি, ধন।

লীলারসময় হরি পতিতপাবন।
ললিত রসাল তুমি নয়নরঞ্জন॥
এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অক্ষয় অপার।
ঐক্যের আধার তুমি সমন্বয়সার॥
(১) ওঁকারের প্রতিপাদ্য তুমি ভগবান।
ঔষধ আত্মার তুমি তুমি অন্নপান॥
করুণানিধান হরি জগতকারণ।
কাঙ্গালের নাথ তুমি অধমতারণ॥
খরতর তব প্রেম বহে অনিবার।
খেলে তাহে ভক্তমীন আনন্দে সাঁতার॥
গতিনাথ, অগতিজনের গতি তুমি।
(২) গণপতি তুমি হরি তুমি অন্তর্য্যামী।
ঘনীভূত প্রেম পুণ্য তুমি দয়াময়।
ঘটনায় তব লীলা প্রকাশিত হয়॥
নয়ন অঞ্জন তুমি হৃদয়মোহন।
নয়নে নয়নে তোমা রাখে ভক্তগণ।
চিন্ময়ী (৩) শ্রীদুর্গা তুমি ভক্তচিত্তহরা
চৈতন্যদায়িনী মাগো তুমি নিরাকারা॥
ছায়াতরু তুমি এই ভব মরুভূমে।
ছিন্ন হৃদয়ের গ্রন্থি তুমি মনোরমে॥
জন্ম-জরা-হীন তুমি অজেয় অব্যয়।
জগন্নাথ জগদীশ ওহে মৃত্যুঞ্জয়॥
ঝঙ্কারে তোমার নাম ভক্ত বীণাস্বরে।
ঝরে তব প্রেমধারা নিত্য অকাতরে॥
নয়নের তারা তুমি নাথ হে আমার।
তুমি বিনে এ সংসারে সকলি আঁধার॥

টাকা কড়ি ধনজন সম্পদ বিভব।
ঠাকুর তোমার দত্ত হয় সেই সব॥
ডঙ্কা মেরে ভবপারে যাব তব নামে॥
ঢাকিবে কলঙ্ক মোর তব মহা প্রেমে॥
নির্গুণ সগুণ তুমি, তুমি মহাকাশ।
নরনাথ মহাদেব তুমি শ্রীনিবাস॥
তুমি তত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞান তারণ কারণ।
তাপিত জনের তুমি সন্তাপ হরণ॥
থাক তুমি দিবানিশি ভগন অন্তরে।
তোমার অশেষ দয়া পাপীদের তরে॥
দণ্ড দাতা পিতা তুমি দয়াময়ী মাতা।
দরশনে যায় মম হৃদয়ের ব্যথা॥
ধর্ম্মরাজ বিশ্বেশ্বর জ্ঞানের সাগর।
(৪) ধন্বন্তরী তুমি প্রভো তুমি ধনেশ্বর॥
নয়নের জ্যোতি তুমি ওহে নটবর।
নরহরিরূপে ত্রাণ কর নারী নর॥
পরম পদার্থ তুমি প্রভু পরমেশ।
পদচ্ছায়া দানে ত্রাণ করহে দীনেশ॥
ফলদাতা তুমি নাথ, ফল চিন্তা করে।
ফল নাহি পায় জীব ভাবনায় মরে॥
বিপদভঞ্জন নাথ বিঘ্ন বিনাশন।
বিপন্নের প্রাণবন্ধু ভকতজীবন॥
ভবভয়হারী তুমি ভবের কাণ্ডারী।
ভক্তসখা ভগবান্ হৃদয়বিহারী॥
মঙ্গল স্বরূপ তুমি মঙ্গল আলয়।
মম ধন প্রাণ মন তুমি সমুদয়॥
যোগেশ্বর যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হরি।
যশ আর সুপ্রসংসা সকলি তোমারি॥

(১) ওঁ শব্দের অর্থ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা ঈশ্বর।
(২) গণপতি শব্দের অর্থ দলপতি ঈশ্বর।
(৩) শ্রীদুর্গা যিনি জীবের দুর্গতি বিনাশ করেন, ঈশ্বর।
(৪) চিকিৎসক। ঈশ্বরই জীবের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ রোগের প্রকৃত চিকিৎসক।

রসময় আত্মারাম হৃদয়রমণ।
রসামৃতসিন্ধু তুমি প্রাণ প্রিয়ধন॥
লীলাময় নিত্যলীলা হৃদি বৃন্দাবনে।
করিতেছ অনুক্ষণ ভকতজীবনে॥
বিরাট মূরতি তব ভূমা ভূতাতীত।
বিধানজননী ব্রহ্ম বচন অতীত॥
শান্তি দাতা শিব তুমি শান্তি নিকেতন।
শঙ্কর সন্ন্যাসী তুমি পতিতশরণ॥
সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী মূলাধার।
স্রষ্টা পাতা গুরু তুমি সত্য সারাৎসার॥
হৃষিকেশ হৃদয়েশ হৃদয়রঞ্জন।
হৃদয়বিহারী হরি কাঙ্গালের ধন॥
ক্ষেমঙ্করী দয়াময়ী পতিতপাবনী।
ক্ষমা কর চিরদাসে অনাথজননী॥
ইতি শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধৌ অকারাদি ক্রমেণ ব্রহ্মস্তোত্রং সমাপ্তম্।

বিশেষ প্রার্থনা।

ওহে হরি দীনবন্ধো পতিত পাবন।
জগতের আশা তুমি জগত, জীবন॥
জীবের মঙ্গল তরে ওহে দয়াময়।
করিতেছ কত লীলা সকল সময়॥
যুগে যুগে পাঠাইয়া সাধুভক্তজন।
বিশেষ বিধান নাথ কর প্রকটন॥
অবতীর্ণ হয়ে কর পাতকী উদ্ধার।
প্রেমের বারতা তুমি করহ প্রচার॥
দেখা দিয়ে প্রাণ সখা দীন হীন জনে।
ক্রীতদাস করে রাখ তোমার চরণে॥
যে দেখে তোমার লীলা যে শুনে সে কথা।
অনায়াসে যায় তার হৃদয়ের ব্যথা॥
শুনিলে বিধান-তত্ত্ব-লীলা-ভাগবত।
পাষাণ হৃদয় গলি হয় জলবত॥
কুটীল জঘন্য পাপী অনাথ কাঙ্গাল।
নিমিষে স্বরগে যায় কাটি মায়াজাল॥
কি আশ্চর্য্য দয়া তব জগত জননী।
ভাবিলে অবশ হয় হৃদয় তখনি॥
কত লীলা করিয়াছ ওহে প্রাণাধার।
তবু লীলাস্রোত বন্ধ হয়নি তোমার॥
আবার ভারত ভূমে নূতন বিধান।
করেছ প্রেরণ জীবে দিতে পরিত্রাণ॥
বড় দুঃখী জীব সব না দেখি তোমারে।
ডুবিতেছে অনুক্ষণ পাপ অন্ধকারে॥
না শুনি তোমার কথা বধিরের প্রায়।
সংসারের জীবকুল দশদিকে ধায়॥
তোমার পবিত্র বাণী না করি পালন।
স্বেচ্ছাচারে নরগণ হতেছে মগন॥
নানাযুগে এ জগতে যতেক বিধান।
করেছ প্রেরণ জীবে দিতে পরিত্রাণ॥
তা সবার মূলতত্ত্ব না করি গ্রহণ।
অজ্ঞান আঁধারে জীব করিছে ভ্রমণ॥
মতভেদ জাতিভেদ সম্প্রদায় ভেদ।
অবিশ্বাস অহঙ্কার তোমাতে বিচ্ছেদ॥
এ সবার অত্যাচারে যত জীবকুল।
দুঃখ তাপে হইয়াছে একান্ত আকুল॥
হইয়া অজ্ঞানে অন্ধ নানা সম্প্রদায়।
পরস্পর হিংসা দ্বেষ সতত দেখায়॥
বিধানের প্রবর্ত্তক সাধু ভক্ত জনে।
পর ভাবি অস্বীকার করে প্রতিক্ষণে॥
তোমার অখণ্ড লীলা জাগ্রত বিধান।
পাপী জগতের যাহে হয় পরিত্রাণ॥
সে বিধি অগ্রাহ্য করি স্বেচ্ছা অনুসারে।
চলিয়া তাপিত জীব পড়েছে পাথারে॥

পরম আত্মীয় তুমি হৃদয়ের ধন।
পিতা মাতা হয়ে হৃদে আছ অনুক্ষণ॥
খুলিয়া রেখেছ তুমি স্বরগের দ্বার।
যাইতে তথায় বাধা নাহি কভু কার॥
অনিত্য সংসারে মাগো শান্তিনিকেতন।
হয়ে বিরাজিছ তুমি আছ প্রাণধন॥
তব ভাব নাহি বুঝি মোরা ক্ষুদ্রমতি।
করিতেছি দিবানিশি নরকে বসতি॥
জগতের হেন দশা না পারি সহিতে।
অবতীর্ণ হইয়াছ এবার জগতে॥
তুমি নিত্য সর্ব্বব্যাপী চির বিদ্যমান।
তোমার সত্বার জ্যোতি সর্ব্বত্র সমান॥
তথাপি মুগধ জীব ভুলিলে তোমারে।
অবতীর্ণ রূপ তব দেখাও তাহারে॥
তাই মা এবার তুমি বিশেষ বিধান।
করেছ প্রচার ভবে মঙ্গলনিদান॥
খুলিয়াছ এ জগতে প্রেমের বাজার।
লভিতে মুকতি ধন বাধা নাহি কার॥
ভবার্ণবে রাখিয়াছ বিধানতরণী।
তাহাতে কাণ্ডারী তুমি হয়েছ আপনি॥
একস্থানে জগতের সব সাধুগণ।
মিলাইয়া রচিয়াছ নব বৃন্দাবন॥
পাপী তাপী জীব যাতে শ্রীমুখ তোমার।
অনায়াসে দেখিবারে পায় অনিবার॥
পবিত্র অভ্রান্ত বেদ তব পুণ্য বাণী।
সহজে যাহাতে জীব ধন্য হয় শুনি॥
তব পুণ্য সহবাস লভিয়া জীবনে।
কৃতার্থ হইতে পারে তব পরশনে॥
করিয়া তোমার ইচ্ছা সজ্ঞানে পালন।
আপনার ইচ্ছা রুচি দেয় বিসর্জ্জন॥
এ সব অমূল্য তত্ত্ব করিয়া প্রচার।
খুলেছ পাপীর তরে স্বরগের দ্বার॥

দেশ কাল ব্যবধান করি বিদূরিত।
সকল বিধান তুমি করেছ মিলিত॥
এক মহাপ্রদর্শনী খুলেছ ধরায়।
যাহা কিছু শুদ্ধ সত্য সকলি হেথায়॥
অপূর্ব্ব সে নব তত্ত্ব বলিতে কি পারি।
অবাক্ স্তম্ভিত হই সে ভাব নেহারি॥
বড় সাধ হইয়াছে ওহে প্রাণধন।
তব মুখে তব তত্ত্ব করিব শ্রবণ॥
বাসনা হয়েছে মাগো বিধানের কথা।
তব মুখে শুনি আর বলি যথা তথা॥
তব পুত্রকন্যাগণে চরণে ধরিয়া।
বলিব তোমার কথা মিনতি করিয়া॥
কত ভাই ভগ্নী মোর চাতকের প্রায়।
শুনিতে বিধানতত্ত্ব রয়েছে ধরায়॥
রোগে শোকে পাপে তাপে দারিদ্র্যপীড়নে।
কত ভাই ভগ্নী আছে অবসন্ন মনে॥
প্রভুত্ব প্রশংসা সুখ পার্থিব সম্মান।
উচ্চপদ ধন জন বিদ্যা আর মান॥
এ সকল লাভ করি কত ভাই মোর।
হইয়াছে একেবারে বিষয়ে বিভোর॥
অবিশ্বাস অহঙ্কার অবিদ্যা ভীষণ।
বিষদন্তে চিত্তক্ষেত্র করে বিদারণ॥
বুঝিয়া না বুঝে তারা শুনিয়া না শুনে।
উড়াইয়া দেয় ধর্ম্ম বিদ্যার গুমানে॥
আর কত ভাই বোন ধর্ম্মপিপাসায়।
করিতেছে ছটফট সতত ধরায়॥
দুর্ভিক্ষে পীড়িত শীর্ণ ক্ষুধিত যেমন।
অখাদ্য সুখাদ্য বলি করয়ে গ্রহণ॥
সেইরূপ ধর্ম্ম বলি উপধর্ম্ম কেহ।
গ্রহণ করিয়া কাল কাটে অহরহ॥
না পেয়ে সরল পথ বিপরীত পথে।
চলিয়া কণ্টকে বিদ্ধ হইতেছে পদে॥

কত শত সাধু সাধ্বী পুরুষ রমণী।
শুনিতে ব্যাকুল চিত্ত বিধান কাহিনী॥
বাণ ডাকিবার আগে মাল্লা মাঝিগণ।
তরণী বাঁধিয়ে থাকে প্রস্তুত যেমন॥
সেরূপ আছেন তাঁরা সতৃষ্ণ নয়নে।
করিতে গ্রহণ নববিধান জীবনে।
আর মা আমারে তুমি দেখ একবার।
কত মহাপাপে আমি হয়েছি অসার॥
অবিশ্বাস অহঙ্কার হিংসা অবিনয়।
করিতেছে কলঙ্কিত আমার হৃদয়॥
হয়েছে আমার চিত্ত পাপের আগার।
নব নব পাপে প্রাণ হল ছারখার॥
যত জানি যত বুঝি ততই আমার।
পাপের তরঙ্গ প্রাণে বাড়ে অনিবার॥
মনে হয় জগতের যত পাপরাশি।
একেবারে মোর প্রাণ ফেলিয়াছে গ্রাসি॥
নিজ পাপ পরপাপ জগতের পাপ।
স্তূপীকৃত হয়ে প্রাণে দেয় পরিতাপ।
মনে হয় মোর প্রাণ জগতের সনে।
মিশিয়া কাঁদিছে নাথ পাপের কারণে॥
তাই মাগো যথাকালে নূতন বিধান।
লইয়া এসেছ ভবে করুণানিধান॥
মহাপাপ তরে তুমি মহৌষধি লয়ে।
আসিয়াছ মহাদেব বৈদ্যনাথ হয়ে॥
যত দেশে যত কালে যে ভাবে যে নর।
আছে ইহ পরকালে ওহে প্রাণেশ্বর॥
সবাকার উপযোগী করিয়া আপনি।
আনিয়াছ ধরামাঝে বিধানজননী॥
শুধু নহে নববিধি ঔষধ আত্মার।
অনন্ত কালের ইহা সুমিষ্ট আহার॥
নিত্যকাল নববিধি করি পানাহার।
অনন্ত উন্নতি লাভ হইবে সবার॥

শুনিলে তোমার এই শুভ সমাচার।
নীরস হৃদয়ে হবে আশার সঞ্চার॥
নূতন বিধানে শুদ্ধ নূতন জীবন।
লভিয়া আনন্দে সবে হইবে মগন॥
যার যেই ব্যাধি আর দুঃখ পাপ ভয়।
হৃদয়ের অবিশ্বাস অশান্তি সংশয়॥
নিমেষে হইবে দূর, স্বর্গ ধরাধামে।
হবে প্রতিধ্বনিত নাথ তব পুণ্য প্রেমে॥
তাই করযোড়ে মাগো করি নিবেদন।
নববিধানের তত্ত্ব কর মা বর্ণন॥
তব মুখে তব লীলা করিয়া শ্রবণ।
যেন পাই দয়াময়ী নূতন জীবন॥
যত ভাই বোন্ মোর যে আছে যেখানে।
সকলে পাউন স্থান তোমার বিধানে॥
অনুগমনের বিধি করিয়া গ্রহণ।
দলে দলে করি মোরা স্বরগে গমন॥
তোমার নূতন লীলা সহজ ভাষায়।
হইবে নিবদ্ধ নাথ বুঝিবে সবায়॥
আর এই মহাপাপী তব লীলামৃত।
বর্ণিতে বর্ণিতে পাবে নূতন চরিত॥
এই হেতু তব দাসে ওহে দয়াময়।
বলিনু বর্ণিতে লীলা হইয়া সদয়॥
কিন্তু মা পাষণ্ড আমি অতি দুরাচার।
অবিশ্বাসে অন্ধ মাগো নয়ন আমার॥
কেমনে দেখিব মাগো বিধানের খেলা।
কেমনে বর্ণিব বা স্বরগের লীলা॥
যে লীলা বর্ণিয়া তব সাধু ভক্তগণ।
লভেছেন অমরত্ব ব্যাপিয়া ভুবন॥
আমার কি সাধ্য তব সে লীলা বর্ণিব?
পঙ্গু হয়ে কি প্রকারে পর্ব্বত লঙ্ঘিব॥
কিন্তু তব কৃপাগুণে সকলি সম্ভব।
অন্ধ চক্ষু পায় কথা বলে বোবা সব॥

অমানিশা মাঝে হয় পূর্ণ চন্দ্রোদয়।
মর্ত্ত ধাম স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়॥
বধির শ্রবণ করে খঞ্জ হেটে যায়।
নিমিষেতে মহাপাপী পরিত্রাণ পায়॥
তবে খুলে দেও আঁখি জগতজননী।
শুনাও বধির কর্ণে তব পুণ্যবাণী॥
নয়নে বসিয়া তুমি দেখাও আমারে।
হও আবির্ভূত নাথ হৃদয় আগারে॥
পবিত্রাত্মা হরি তুমি ভকতরঞ্জন।
পরেশ গণেশ তুমি প্রেমনিকেতন॥
সিদ্ধিদাতা কল্পতরু তুমি হৃষীকেশ।
জ্ঞানের জলধি তুমি ওহে পরমেশ॥
সর্ব্বস্ব আমার তুমি জীবনসম্বল।
তব বলে তব কার্য্য সম্ভবে কেবল॥
হইয়া মনের মন হৃদয়বল্লভ।
করাও তোমার লীলা মোরে অনুভব॥
তুমি এই হস্তে বস লেখ নিজ হাতে।
আমিত্ব স্বামিত্ব মোর যাউক আহাতে॥
দেখ নাথ স্বেচ্ছাকৃত বাসনা আমার।
কল্পনা জল্পনা ভ্রান্তি পাপ কুসংস্কার॥
এ সকল আসি যেন লীলা ভাগবত।
করিবারে নাহি পারে নাম কলঙ্কিত॥
তব হস্তে যন্ত্র হয়ে তব চালনায়।
তব লীলামৃত প্রভু যেন লেখা হয়॥
তব ইচ্ছাহুতাশনে মম ইচ্ছা যেন।
একেবারে ইচ্ছাময় হয় হে নির্ব্বাণ॥
বসিয়া হৃদয়াসনে সরস্বতী হয়ে।
তব লীলা চারুগাথা বল মা অভয়ে॥
শুনিয়া জুড়াবে মোর তাপিত পরাণ।
শুনুক জগতবাসী নূতন বিধান।
তোমার কৃপায় নাথ জীবনসম্বল।
তব কৃপা বিনা ভবে অসার সকল॥
মানবের যত শক্তি সাধন ভজন।
তব কৃপা বিনা হরি সব অকারণ॥
তোমার কৃপার স্রোতে ভাসাইয়া মোরে।
লয়ে যাও যথা ইচ্ছা এ ভিক্ষা অন্তরে॥
তোমার ইচ্ছার জয় হউক ধরায়।
ধরা স্বর্গধাম হোক তব করুণায়॥

সৃষ্টিতত্ত্ব।

এক অদ্বিতীয় হরি, মহাশূন্য পূর্ণ করি,
ছিলেন আপন মহিমায়।
বিনা সেই পরাৎপর, কিছু নাহি ছিল আর,
হ'ল সব তাঁহারি ইচ্ছায়॥
সুন্দর গগনভরা, রবি শশি গ্রহ তারা,
অনন্ত অসীম বিশ্বরাজি।
অপার রত্নের খনি, জীবময়ী এ ধরণী,
আছে এবে কত ভাবে সাজি॥
যে দিগে ফিরাই আঁখি, সুন্দর প্রকৃতি দেখি,
মুগ্ধ হয় তৃষিত নয়ন।
কিন্তু মনোমুগ্ধকর, এই সৃষ্টি মনোহর,
নাহি ছিল আদিতে তখন॥
পরমাণু দিগদেশ, না ছিল এদের লেশ,
নাহি ছিল কালের প্রকাশ।
না ছিল ভূধর স্তর, দেবতা অমর নর,
নাহি ছিল আকাশ বাতাস॥
অন্ধকার কি আলোক, ইহলোক পরলোক,
কিছু নাহি আছিল তখন।
সুধু ব্রহ্ম সনাতন, সত্য সাক্ষী নিরঞ্জন,
নিজ প্রেমে ছিলেন মগন॥
ইচ্ছা হইল তাঁর, করিতে লীলা বিস্তার,
অই তিনি চিন্ময় স্বস্বরে।
নিস্তব্ধতা ভেদ করি, "হো'ক সৃষ্টি" বলি হরি,
ধ্বানলেন প্রেমানন্দ ভরে॥

পূর্ণব্রহ্ম শব্দময়, শব্দে সৃষ্টি স্থিতি লয়,
শব্দ হয় সবার কারণ।
অনন্ত অব্যয় শব্দ, শুনে যদি হয় স্তব্ধ,
নিখিল জগতবাসিগণ॥
নিত্য শব্দ ব্রহ্মবাণী, আলোক শক্তির খনি,
ভূতাতীত অনন্ত মহান্।
সেই শব্দ হ'ল যবে সৃষ্টির প্রবাহ তবে,
মহাবেগে হ'ল বহমান॥
দেখিতে দেখিতে কত, চন্দ্র সূর্য্য শত শত,
অসংখ্য অসীম বিশ্বচয়।
বসুন্ধরা জলনিধি, তরু লতা নদ নদী,
জল স্থল হ'ল সমুদয়॥
অযুত অনন্ত ধারে, ব্রহ্মশক্তি আপনারে,
প্রকাশিত করিলেন ভবে।
মহালীলা অভিনয়, আরম্ভিলা দয়াময়,
প্রেমে সুখী করিবারে সবে॥
মীন যথা রহে জলে, তেমতি ব্রহ্মের কোলে,
হ'ল কোটী ব্রহ্মাণ্ড উদয়।
সৃষ্টির বিরাম তবু, হলো না হবে না কভু,
প্রতিক্ষণে নবসৃষ্টি হয়॥
সৃজিলেন ভগবান্, জড় রাজ্য সুমহান,
পশু পক্ষী কীট প্রাণিগণ।
ব্রহ্মের চৈতন্য বল, লভিয়া জীব সকল,
ধরাধামে করে বিচরণ॥
ক্রমবিকাশের নীতি, (১) প্রকাশ করিয়া বিধি,
দেখাইল সৃষ্টির পর্য্যায়।

নিম্ন হতে উচ্চ তর, প্রাণিগণ বহুতর,
ক্রমে ক্রমে সৃজিলা ধরায়॥
চিৎশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান, হইল প্রকাশমান,
সমুদয় সৃষ্টির মাঝারে।
শূন্যেতে হলো সৃজন, প্রাণী হলো অগণন,
জীবস্রোত বহিল সংসারে॥
সৃজিয়া অসংখ্য জীব, নহে তৃপ্ত সদাশিব,
ইচ্ছা হলো সৃজিতে মানবে।
তাই দেহ আত্মা দিয়া, নর নারী বিরচিয়া,
সাজাইয়া বিবিধ বিভবে॥
স্থাপিলেন ধরামাঝে, সাজিল অপূর্ব্বসাজে,
জীব মধ্যে মানব সন্তান।
তারা মাঝে ইন্দু মত, শোভিল মানব যত,
ধরা হ'ল তাহে শোভমান॥
তবু শেষ নাহি হ'ল, স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশল,
করিবারে পুত্রত্ব বিধান।
পবিত্রাত্মা হয়ে হরি, নানাভাবে লীলা করি,
মানবে দেবত্ব করে দান॥
এই ভাবে নিত্য লীলা, সৃষ্টির অদ্ভুত খেলা,
নিত্য হরি করে প্রকটন।
সে লীলা মাধুর্য্যরসে, ডুবি ভক্ত ভাবাবেশে,
অনুক্ষণ থাকেন মগন॥
সৃষ্টি লীলা চমৎকার, বিরাম নাহিক তার,
ব্রহ্মের শকতি প্রেমজ্ঞান।
সতত প্রকাশ হয়, দেখিয়া মানবচয়,
হওছে অবাক মূহ্যমান॥
সৃষ্টি বিশ্ববিদ্যালয়ে, আপনি শিক্ষক হয়ে,
বিশ্বগুরু আছেন নিয়ত।
সেই জন ভাগ্যবান, দেখি বিশ্বে বিশ্বপ্রাণ,
ভক্তি প্রেমে হয় অবনত॥

---

(১) ক্রমবিকাশের নীতি—(Doctrine of Evolution)। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, এই জগৎ ক্রমে ক্রমে সৃজিত হইয়াছে। প্রথমে জড় পদার্থ, তৎপর নিম্ন-শ্রেণীর প্রাণী ও সর্ব্বশেষে মনুষ্য পৃথিবীতে সৃষ্ট হইয়াছে।

বিধান প্রসঙ্গ।

মঙ্গল আলয়, নিত্য ক্রিয়াশীল
জাগ্রত জীবন্ত হরি।
আপন ইচ্ছায়, জীব সমুদয়,
পালেন দিবা শর্ব্বরী॥
ইচ্ছা প্রস্রবণ, হইতে তাঁহার
ক্রিয়া সব বাহিরায়।
ইচ্ছাতে সৃজন, পালন সংহার
হয় সব উভরায়॥
প্রেম-পুণ্য-ভরা, হেন ব্রহ্ম ইচ্ছা
তাঁহারি নিত্য বিধান।
বিশ্বাসী সুজন, সে ইচ্ছাপালনে
ঢালি দেন মন প্রাণ॥
প্রকৃতি মাঝারে, সাধুর ভিতরে
শাস্ত্রেতে বিবেক যোগে।
ইচ্ছার আলোক, পাইছে প্রকাশ
ব্রহ্মকৃপা অনুরাগে॥
ব্রহ্ম ইচ্ছা বেদ, পুরাণ কোরাণ
সত্য শাস্ত্র পরিত্রাণ।
ব্রহ্ম ইচ্ছা প্রেম, পুণ্যের আকর
পবিত্র নববিধান॥
ব্রহ্ম ইচ্ছা সনে, ক্ষুদ্র ইচ্ছা যাঁর
একেবারে মিশে যায়।
সেই তো বিধানী, প্রেমিক ভকত
ব্রহ্ম পুত্র বলি তায়॥
জগতের মূল, ঘটনার প্রাণ
শুধু ব্রহ্মইচ্ছা হয়।
ইচ্ছাহীন ক্রিয়া সৃষ্টি স্থিতি লয়
কভু তো সম্ভব নয়॥
গ্রহ উপগ্রহ, ভ্রমিছে নিয়ত
ব্রহ্মশক্তি ইচ্ছা-বলে।
সে ইচ্ছা প্রভাবে, রবি শশি তারা
শোভে আকাশের কোলে॥
জ্বলিছে অনল, বহিছে পবন
নড়িছে গাছের পাতা।
নাচিছে তটিনী, সাজিছে বারিদ
জনমিছে বৃক্ষ লতা॥
হইছে সঞ্চার, জননী জঠরে
মানব দেব-নন্দন।
হইছে ভূমিষ্ঠ, বাড়িছে নিয়ত
লভিছে নবজীবন॥
এইরূপ কত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ
প্রতি কার্য্য ঘটনায়।
ব্রহ্মের পবিত্র, ইচ্ছা সুমহান্
সতত প্রকাশ পায়॥
ইচ্ছার জালেতে, বাঁধা এ জগত
বাঁধা মানবের মন।
কার সাধ্য বল, এ জাল ছিঁড়িয়া
কোথায় করে গমন?
বিশ্বেশ্বর হরি, বিশ্ব পরিহরি
না রহেন ক্ষণকাল।
সদা বিশ্বমাঝে, প্রত্যক্ষে গোপনে
বিস্তারেন সৃষ্টি জাল॥
ঘোর মূর্খ সেই, যে বলে সৃষ্টির
হইয়াছে অবসান।
ক্লান্ত হয়ে হরি, বিশ্ব হতে দূরে
আছেন সুখে শয়ান॥
সৃষ্টি স্থিতি লয়, এ সব ব্যাপারে
আর তিনি লিপ্ত নন।
প্রতিনিধিযোগে, অথবা নিয়মে
জগত হয় শাসন॥
ঘটিকা-নির্ম্মাতা, যন্ত্র নির্ম্মাইয়া
স্থানান্তরে চলে যায়।

ঘটিকার সনে, সম্বন্ধ তাহার
কিছুমাত্র নাহি রয়॥
এরূপ সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সনে
নহে জগতের কভু।
তিনি বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বে বিদ্যমান
আছেন নিয়ত প্রভু॥
এ বিশ্ব সংসার, অন্ধ নিয়মের
কভু তো অধীন নহে।
বিশ্বের দেবতা, হইয়া বিধাতা
বিরাজেন বিশ্ব-গেহে॥
তাঁহার জীবনে, বিশ্ব সঞ্জীবিত
তিনি হর্ত্তা কর্ত্তা পাতা।
তিনি বন্ধু সখা, জীবন সুহৃদ
দয়াময় পিতা মাতা॥
তিনি প্রেমময়, তাঁর ক্রিয়া সব
মঙ্গল প্রেম পূরিত।
প্রেমের লাগিয়া, প্রেমেতে মাতিয়া
করেন ক্রিয়া নিয়ত॥
ক্ষুদ্র সুমহান্, বিবিধ প্রকার
ক্রিয়া সব চমৎকার।
এ সকল ক্রিয়া, বিধান ব্রহ্মের
বলিয়া জানিবে সার॥
ইচ্ছা আর ক্রিয়া, উভয় বিধান
এই দুই পাপীর গতি।
এ গতি যে লভে, এ ভব মাঝারে,
তাহার সৌভাগ্য অতি॥
নর নারীগণ, দেখহ ভাবিয়া
কিরূপে আসিলে ভবে।
মাতৃগর্ভ মাঝে, ছিলে বিন্দু প্রায়,
কে রচিল তোমা সবে?
আপনার বলে, আপন কৌশলে
কে দেহ গড়িতে পারে?
অচেতন ছিলে, তখন তোমার
দেহে প্রাণ কে সঞ্চারে?
নিশ্বাস প্রশ্বাস, বহিছে তোমার
বহিছে শোণিত ধারা।
নানা দেহ যন্ত্রে, ক্রিয়া অবিরাম
হয়, নাহি পাও সাড়া॥
এ সব কেমনে, হইল মানব
দেখ ভাবি একবার।
তব ইচ্ছা বিনা, ইচ্ছাময় হরি
সৃজিলেন এ সংসার॥
বসিয়া বিরলে, কত সুকৌশলে
জরায়ুশয্যার মাঝে।
গড়িলেন প্রভু, তব কলেবর
সাজাইয়া কত সাজে॥
বুঝি প্রয়োজন, চাহিবার আগে
ধরণী সৃজন করি।
আপন সন্তানে, আনিলা ভুবনে
কত না যতনে হরি॥
মাতৃস্তনে ক্ষীর, হৃদয়ে মমতা
দেহেতে প্রদানি বল।
বিশ্বের জননী, পালিছেন জীবে
অপার প্রেমে কেবল॥
ব্রহ্মশক্তি বিনা, এ বিশ্ব সংসারে
অগণিত জীবচয়।
নিয়মের তরে, পারে না তিষ্ঠিতে
উপজে মহাপ্রলয়॥
হেন ব্রহ্মশক্তি, সবার জীবন
জীবের সার সম্বল।
এ শক্তির ক্রিয়া, হতেছে নিয়ত,
প্রতিদিন প্রতিপল॥
উপনিষদেতে, আছে আখ্যায়িকা
শিক্ষাপ্রদ মনোহর।

সে মিষ্ট কাহিনী, শুনিলে অমনি
বিশ্বাসে পুরে অন্তর ॥
বায়ু ইন্দ্র অগ্নি, বসিয়া সকলে
স্বরব করিয়া কয়।
আমিই পবন, জগত জীবন
আমা সম কেবা হয় ?
আমি ইন্দ্র রাজা, বারি বরিষণে
পালি এ বিশ্ব ভুবন।
আমি হুতাশন, আমার প্রতাপে
ভয়ে শুষ্ক জীবগণ ॥
শুনি এ সকল, গর্ব্বিত বচন
ব্রহ্ম আবির্ভূত হয়ে।
আপনার শক্তি, তা সবা হইতে
সহজে লয়ে কাড়িয়ে ॥
বলিলা পবনে, এই তৃণখণ্ড
কর দেখি স্থানান্তর।
পবন তখন মহা আড়ম্বরে
করিলা যত্ন বিস্তর ॥
কিন্তু পরাভব, মানিলা পবন
নারিলা উঠাতে তায়।
নিজ অক্ষমতা, হেরিয়া মারুত
লাজে হলো মৃত প্রায় ॥
তারপরে হরি, ডাকিয়া ইন্দ্রেরে
বলিলা ভিজাতে তৃণ।
কিন্তু মেঘপতি, হইলা পরাস্ত
মেঘ হলো বারিহীন ॥
তার পরে হরি, বলিলা অনলে
পুড়িবারে তৃণ সেই।
কিন্তু বৈশ্বানর, নারিল দহিতে
দেখে দেহে শক্তি নাই ॥
এইরূপে সব, বায়ু ইন্দ্র অগ্নি
নিজ অক্ষমতা বুঝি।
ব্রহ্ম পদানত, হলেন তাঁহারা
মিথ্যা অভিমান ত্যজি ॥
এইরূপ ভাই, আমরা সবাই
হরিতে আছি জীবিত।
হরি ছাড়া মোর, না বহে নিশ্বাস
না চলে দেহে শোণিত ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা জ্ঞান, হয় না জীবের
হরির করুণা ছাড়া।
তাঁর কৃপা গুণে, এ ভব মাঝারে
আনন্দে বিহরে তারা ॥
হরি ছাড়া ইচ্ছা, এ নহে সম্ভব
পতি সনে সতী হেন।
ব্রহ্ম সনে ইচ্ছা, সদা অনুস্যূত
ক্ষণেক অন্তর নন ॥
জগত কারণ, ব্রহ্ম সনাতন
বিধানের চির খনি।
তিনিই বিধান, তিনি পরিত্রাণ
তিনি নয়নের মণি ॥
ব্রহ্ম হতে ইচ্ছা, ইচ্ছা হতে ক্রিয়া
ক্রিয়াতে সৃজন লয়।
এ তিন নীতিতে, করিলে বিশ্বাস
হয় হে ত্রিতাপ ক্ষয় ॥

সাধারণ বিধান তত্ত্ব।

অনন্ত ব্রহ্মের, অনন্ত ইচ্ছায়
অগন্য ব্রহ্মাণ্ডে কত।
কার্য্য শত শত, হতেছে নিয়ত
বর্ণিতে কে পারে এত ?
জগতের হিত, জীবের কল্যাণ
করিবারে সুসাধন।
এ সব তাঁহার, অপার কৃপার
অনুপম নিদর্শন ॥

ব্রহ্ম কৃপাবিনে, নিখিল ভুবনে
জীবের নাহিক বল ।
অন্ন জল প্রাণ, দেহ বুদ্ধি জ্ঞান
সকলি কৃপার ফল ॥
কৃপাময়ী মার, করুণা প্রসাদে
আছে জীব ধরাতলে ।
তাঁহার কৃপায়, শান্তি স্বাস্থ্য সুখ
লভিতেছে কুতূহলে ॥
সবায় করুণা, নিখিল জগতে
নিত্য সম ভাবে বহে ।
নাহি পক্ষ পাত, অথবা বিরাম
করুণার সে প্রবাহে ।
পাপী সাধু বলি, নাহিক প্রভেদ
মায়ের করুণা দানে ।
মার স্তন্য ধারা, ক্ষরিছে নিয়ত
তৃষিত সন্তান পানে ॥
উঠিছে তপন, নাশিছে আঁধার
অযুত শুভ্র কিরণে ।
চন্দ্রমা নিশিথে, ঢালিছে জ্যোৎসনা
অসংখ্য নক্ষত্র সনে ॥
অনল অনিল, জলস্থল ব্যোম
বৃক্ষ লতা বনস্পতি ।
নিয়ত জীবের, কত উপকার
সাধিছে যতনে অতি ॥
গৃহ পরিবার, জনক জননী
ভ্রাতা ভগ্নি আদি কত ।
সমাজে সুহৃদ, রাজা পুরোহিত
করিছে কত না হিত ॥
স্বদেশে বিদেশে, বিপদে সম্পদে
রোগে শোকে নিরাশায় ।
সান্ত্বনা সম্বল, প্রেম পুণ্য বল
সতত মানব পায় ॥

এ সকল কি হে, দেখনা চাহিয়া
কাহার কৃপার দান ?
এ দান লভিয়া, বুঝিতে কি বাকী
থাকিবে তাঁহার বিধান ?
জগতের নিত্য, এ সব ব্যাপার
সাধারণ বিধি বলি ।
ভকত সকল, কৃতজ্ঞ অন্তরে
দেয় ব্রহ্মে প্রেমাঞ্জলি ॥
এ সব বিধান, অতি সুমহান
মায়ের প্রত্যক্ষ ক্রিয়া ।
ভকতি রঞ্জিত, নয়নে হেরিলে
বিগলিত হয় হিয়া ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হলে, নানা অন্ন জল
লইয়া জীবের তরে ।
আসেন জননী, অন্নপূর্ণা হয়ে
দেন খাদ্য ঘরে ঘরে ॥
রোগের সময়, জীবের মস্তক
রাখিয়া আপন কোলে ।
ঔষধ সান্ত্বনা, করেন বিধান
জীব-দুঃখে যান গলে ॥
হে অল্প বিশ্বাসী, দেখনা চাহিয়া
গৃহলক্ষ্মী কেবা তব ।
ধনধান্য গেহ, বিষয় বিভব
কে দেন তোমারে সব ?
অন্ধ শিশু রহে, জননীর কোলে
দেখে না জননী মুখ ।
অবিশ্বাসী নর, মায়েরে না দেখি
তেমতি পাইছে দুখ ॥
দিবসে নিশায়, নিদ্রা জাগরণে
শয়নে স্বপনে হরি ।
নিত্য জীব সনে, করেন বিহার
কত ভাবে, মরি মরি ॥

পাপ স্বেচ্ছাচারে, মজিলে মানব
রুদ্র ভাবে দয়াময়।
ভয় দেখাইয়া, কত দণ্ড দিয়া
দেন জীবে পদাশ্রয় ॥
আবার যখন, অনুগত হয়ে
চলে জীব তাঁর পথে।
কত আলিঙ্গন, সপ্রেম চুম্বন
দেন হরি প্রেমে মেতে ॥
নিরাকার হরি, তাঁর চন্দ্রমুখ
সুমিষ্ট বাণী তাঁহার।
ভক্তজন বিনে, দেখিতে শুনিতে
নাই কার অধিকার ॥
সব জীব তরে, নিত্য ঘটে বলি
এ বিধি সামান্য হয়।
পরিত্রাণ প্রদ, প্রভুর বিধান
কভু তো সামান্য নয় ॥
এ সব বিধানে, করিলে বিশ্বাস
পরিত্রাণ লভে নর।
ব্রহ্ম সর্ব্ব ভূতে, অন্তরে বাহিরে
দেখি সুখী নিরন্তর ॥
লীলাকার রূপে, নিত্য শ্রীহরিকে
দেখি সব ঘটনায়।
বিশ্বাসী সুজন, ভাসান জীবন
অনন্ত ব্রহ্ম ইচ্ছায় ॥

বিশেষ বিধান তত্ত্ব।

বিশেষ বিধান তত্ত্ব অতি মনোহর।
শুনিলে উথলে প্রাণে আনন্দ সাগর ॥
ব্রহ্মইচ্ছা ব্রহ্মক্রিয়া ব্রহ্মের করুণা।
এর গুণে হয় যত বিধান রচনা ॥
সুবিশেষ সাধারণ সবাকার মূলে।
ব্রহ্মের এ তিন শক্তি অনুক্ষণ খেলে ॥
সাধারণ বিধি যথা হয় প্রকটন।
তেমতি বিশেষ বিধি হয় সংস্থাপন ॥
আকস্মিক কার্য্য নহে বিশেষ বিধান।
বিশেষ বিধান ব্রহ্মে নিত্য বিদ্যমান ॥
সমগ্র সৃষ্টির এক বিচিত্র নিয়মে।
যথাকালে সমাগত হয় বিশ্বধামে ॥
সাধিবারে আপনার গূঢ় অভিপ্রায়।
বিশেষ বিধান হরি আনেন ধরায় ॥
গ্রীষ্ম অন্তে বর্ষা যথা হয়ে সমাগত।
তৃষিত ধরার করে তৃষ্ণা নিবারিত ॥
তেমতি বিশেষ লীলা করিয়া বিধান।
জগতের দুঃখ তাপ নাশে' ভগবান্ ॥
নব সত্য নবালোক দিতে মানবেরে।
পুণ্যপথে শান্তিধামে লইবার তরে ॥
করিবারে পাপ নাশ দিতে পরিত্রাণ।
বিশেষ বিধান হরি করেন বিধান ॥
করিতে পুত্রত্ব দান নিখিল মানবে।
করিবারে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ভবে ॥
নিজ মুখে নিজ তত্ত্ব শিখাইতে নরে।
প্রকাশিত হন হরি মানব গোচরে ॥
দিবেন দর্শন আর শুনাবেন বাণী।
এই হেতু মহালীলা করেন জননী ॥
মানব অবস্থা বুঝি কাল অনুসারে।
বিশেষ বিধান আসে ভবে বারে বারে ॥
বিধানের স্রোত কভু হবে না বারণ।
বহিবে অনন্ত কাল বিধি প্রস্রবণ ॥
মানবের সার ধন আত্মা মহানিধি।
আপন স্বরূপে তাঁরে গড়িলেন বিধি ॥
স্বাধীনতা মহারত্ন প্রদানি তাহারে।
নানা গুণে বিভূষিত করি মানবেরে ॥
সৃজিলেন এ সংসারে কত না যতনে।
করিবারে মহালীলা তাহাদের সনে ॥

ব্রহ্মের অনন্ত ভাব অনন্ত স্বরূপ।
সুমধুর প্রেমতত্ত্ব, অপরূপ রূপ॥
প্রকাশিতে মানবেরে সংকীর্ণ অন্তরে।
যুগধর্ম্ম দয়াময় আনেন সংসারে॥
মানবের সুকল্যাণ করিতে সাধন।
নূতন ব্যবস্থা যবে হয় প্রয়োজন॥
পুরাতনে তৃপ্ত নহে মানব হৃদয়।
নব তত্ত্ব লভিবারে পিপাসিত হয়॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা হলে যথা মানব শরীর।
অন্ন পান তরে হয় সতত অস্থির॥
তেমতি মানব আত্মা আত্মিক ক্ষুধায়।
অস্থির হইয়া যবে দশ দিগে ধায়॥
স্বভাবের প্রেরণায় প্রকাশ্যে গোপনে।
মানব হৃদয় সদা চায় ব্রহ্ম ধনে॥
তখনি সে প্রেমময় জীবের সম্বল।
(জীবাত্মার তরে যিনি নিত্য অন্ন জল॥)
অবতীর্ণ হয়ে তিনি মানব হৃদয়ে।
নূতন বিধান দেন মানব নিচয়ে॥
কোথায় দূষিত হলে পার্থিব পবন।
নানা ব্যাধি আসি জীবে করে আক্রমণ॥
তখনি প্রবল ঝড় উঠিয়া গগনে।
মহা তোলপাড় করে বায়ু দুষ্ট স্থানে॥
বিনাশে দূষিত বায়ু ব্যাধি দূর করে।
নূতন জীবন শোভা দেয় পৃথিবীরে॥
তেমতি যখন পাপ দুর্নীতি কালিমা।
গ্রাস করে সমাজের শ্রীমুখ চন্দ্রিমা॥
স্বেচ্ছাচার মানবের হৃদয় আগারে।
পশিয়া ডুবায় তারে পাপ অনাচারে॥
পাপরূপ মহাসুর রিপুগণ সহ।
দেব ভাব সনে যুদ্ধ করে অহরহ॥
হৃদয়ে সমাজে আর প্রতি পরিবারে।
বিষম সংগ্রাম হয় দেবতা অসুরে॥
দেব ভাবরূপী যত অমর নিচয়।
শ্রীহরির পাদপদ্মে মাগিয়ে আশ্রয়॥
নাস্তিকতা ব্যভিচার ঘোর অবিশ্বাস।
সাধুতায় অনাদর, ইন্দ্রিয় বিলাস॥
এ সব পিশাচগণ নাচিয়া বেড়ায়।
অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিয়া ধরায়॥
তখনি সে লীলাময় বিঘ্ন বিনাশন।
ভবধামে নববিধি করেন স্থাপন॥
লভেছে বিশ্বাস সেই বিশেষ বিধানে।
অনায়াসে যায় সেই ব্রহ্ম সন্নিধানে॥
ব্রহ্ম কৃপা বিনা কেহ বিধানে প্রত্যয়।
লভিবারে নাহি পারে জানিও নিশ্চয়॥
পূর্ব্বতন বর্ত্তমান সকল বিধান।
প্রেমময় শ্রীহরির করুণার দান॥
মহাভাগ্যবান্ সেই যেই ভক্তজন।
বিধাতার সব বিধি করেন গ্রহণ॥
যুগে যুগে যত বিধি এসেছে ধরায়।
অতুল রত্নের খনি সেই সমুদয়॥
বিধানের মরকত হার যেবা পরে।
তার শীরে পুষ্পবৃষ্টি দেবগণ করে॥
বিধান সরসী নীরে যেই করে স্নান।
সব জ্বালা দূরে যায় জুড়ায় পরাণ॥
বিধান মলয় বায়ু যার দেহে লাগে।
গলে যায় তার হৃদ ব্রহ্ম অনুরাগে॥
বিধানের দুর্গে বাস করে যেই জন।
কি করিতে পারে তারে পাপ শত্রুগণ?
বিধানেতে অনুরাগ অসামান্য ধন।
লভিলে এ ধন হয় দারিদ্র্য মোচন॥
এ হেন অমূল্য ধন লভিবার তরে।
যত্ন কর ওহে মন সদা সকাতরে॥
কৃপণের ধন প্রায় হৃদয়ে পুরিয়া।
রাখ হে বিধান রত্ন যতন করিয়া॥

এ ধনের কাছে যত পার্থিব রতন।
অসার বলিয়া সদা জেন ওহে মন ॥
সব ধন তেয়াগিয়া এ ধনের লাগি।
ওহে মন একবার হও অনুরাগী ॥
"দয়াময় কৃপা করি বিধানে বিশ্বাস।
দিয়া মুক্ত করি ল'ন তাঁর দীনদাস ॥
এই ভিক্ষা তাঁর কাছে করি বারবার।
তাঁর মুক্তিপ্রদ পদে করি নমস্কার ॥

পরমাত্মা ও জীবাত্মা।

পরমাত্মা মহাদেব চিন্ময় অক্ষয়।
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্ব ভূতময় ॥
ভূতাতীত নির্ব্বিকার ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত।
মহাসত্ত্বা মহাশক্তি মনের অতীত ॥
জ্ঞানের আধার হরি অনন্ত মহান্।
লীলাকারী প্রেমময় সর্ব্বশক্তিমান্ ॥
এক অদ্বিতীয় তিনি শুদ্ধ মনোহর।
আনন্দ অমৃত আর শান্তির আকর ॥
তিনি ব্রহ্ম পরমাত্মা হরি ভগবান।
বিশ্বের আশ্রয় তিনি সবাকার প্রাণ ॥
"আমি আছি" বলি তিনি দেন পরিচয়।
শুনিলে তাঁহার বাণী ঘুচে পাপভয় ॥
ব্রহ্ম হতে সমুৎপন্ন ব্রহ্মের সন্তান।
নিরাকার,মানবাত্মা হন সুমহান্ ॥
দেহরূপ এক বৃক্ষে ব্রহ্ম আর নর।
আনন্দে বিহরে দুই বিহগ সুন্দর ॥
পরমাত্মা ফল দাতা অসঙ্গ স্বাধীন।
ফলভোগী নিত্য জীব ব্রহ্মের অধীন ॥
মানবের দেহ কিম্বা হস্তপদ আদি।
কিছুই জীবাত্মা নহে, জেন ব্রহ্মবাদী ॥
জীবাত্মা মানব বটে দেহ আদি যত।
আত্মার পবিত্র যন্ত্র জানিবে নিয়ত ॥
দেহ যন্ত্রে আত্মা যন্ত্রী নানা ক্রিয়া করে।
দেহের সম্মান যত জীবাত্মার তরে ॥
আত্মাহীন দেহে বল কে করে আদর ?
মৃত দেহ আশু সবে করে স্থানান্তর ॥
দেহের লাবণ্য শোভা যত কিছু দেখ।
সকলি আত্মার তরে মনে স্থির রেখ ॥
দেহ তব অচেতন ক্রিয়াহীন জড়।
কিন্তু দেহী আত্মা তব অজড় অমর ॥
রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা এ সবে তোমার।
হয়েছে রচিত দেহ, শোভার আধার ॥
অস্ত্রে ছিন্ন হয় দেহ বিদগ্ধ অনলে।
বায়ুতে বিশুষ্ক হয় গলে যায় জলে ॥
নশ্বর এ দেহ তব জলবিম্ব প্রায়।
এই আছে এই পঞ্চভূতে মিশে যায় ॥
অথচ জীবাত্মা তব অক্ষয় অমর।
শ্রীহরির অতি প্রিয়, শুদ্ধ মনোহর ॥
অনলের সাধ্য নাই আত্মা দগ্ধ করে।
সলিল কি কভু এঁরে গলাইতে পারে ?
অস্ত্রে ছিন্ন নাহি হয়, দেহের পতনে।
আত্মার বিনাশ কভু না হয় ভুবনে ॥
ব্রহ্মের সন্তান আত্মা ব্রহ্ম অনুরূপ।
সচেতন ইচ্ছাময় সুন্দর অরূপ ॥
ব্রহ্মের সৃজিত আত্মা নানা গুণময়।
দেহে দেহে ভিন্ন ইনি জীবন্ত অব্যয় ॥
পৃথিবীর অন্ন জল আলোক বাতাস।
পরিপুষ্ট করে দেহ ক্লেশ করে নাশ ॥
পৃথিবী দেহের তরে আশ্রয় যেমন।
আত্মার আশ্রয় ব্রহ্ম জানিও তেমন ॥
ব্রহ্মরূপ অন্ন জল আত্মার সম্বল।
তাঁর জ্ঞান প্রেম পুণ্যে আত্মা লভে বল ॥

অনন্ত মহান্ ব্রহ্ম, জীব ক্ষুদ্রতর।
ব্রহ্ম বক্ষে আত্মাবিন্দু কিবা মনোহর॥
ব্রহ্মের কৃপার গুণে জীবাত্মা সকল।
অনন্ত উন্নতি পথে চলে অবিরল॥
সত্য জ্ঞান প্রেম পুণ্য ইচ্ছা আর ভাব।
এসকল জীবাত্মার প্রকৃত স্বভাব॥
স্বভাবতঃ পাপহীন শুদ্ধ নিরমল।
চিনময় অঙ্গ তাহে শোভে ঝলমল॥
বিশ্বাস নয়ন আর বিবেক শ্রবণ।
আত্মার শ্রীঅঙ্গে শোভা করে অনুক্ষণ॥
মেধা স্মৃতি বুদ্ধি প্রীতি বৃত্তি অগণন।
জীবাত্মায় সদা শোভে, কে করে বর্ণন॥
রথী যথা রথে করে কর্তৃত্ব সতত।
অশ্বগণে অনুক্ষণ করে নিয়োজিত॥
তেমতি জীবাত্মা সদা ইন্দ্রিয় সকলে।
নিজ ইচ্ছামতে সুখে চালায় সবলে॥
ফল দাতা ভগবান ফল করে' দান।
জীব সেই ফলভোগ করে অবিরাম॥
দ্রষ্টা শ্রোতা ভোক্তা কর্তা আত্মাই কেবল।
অচেতন দেহ তার ইচ্ছাধীন কল॥
স্বাধীন করিয়া হরি রচেন আত্মারে।
নাহিক দেহের কোন পাপ এ সংসারে॥
জীবাত্মা ব্রহ্মের ইচ্ছা করিলে লঙ্ঘন।
পাপের সাগরে সেই হয় নিগমন॥
ব্রহ্ম ইচ্ছা মতে চলি পুণ্য লাভ করে।
লভে দণ্ড পুরস্কার কর্ম্ম অনুসারে॥
চিদাকাশবাসী পাখি জীবাত্মা সবার।
দেহ অভিমানে হয় বন্ধন তাহার॥
দেহে যার আত্মা বুদ্ধি হয় এ সংসারে।
অতি কৃপাপাত্র দীন জানিবে তাহারে॥
"স্বর্গলোকবাসী আত্মা ব্রহ্মের সন্তান।"
ধন্য সেই লভে যেবা এই তত্ত্বজ্ঞান॥

ব্রহ্মধাম বাসস্থান নিত্য জীবাত্মার।
দেবগণ প্রিয় সঙ্গী নিয়ত তাঁহার॥
ব্রহ্মের স্বরূপ সুধা তাঁর অন্ন জল।
ব্রহ্ম তাঁর বাসগৃহ আত্মীয় সম্বল॥
অনন্ত মধুর কত সম্বন্ধ বন্ধনে।
নিত্যযোগে যুক্ত আত্মা শ্রীহরির সনে॥
পাপ আর আসক্তিতে জীবাত্মা আসিয়া।
বদ্ধ হয় এ সংসারে মোহের লাগিয়া॥
বিষয় বন্ধন যবে করিয়া ছেদন।
জীবাত্মা ব্রহ্মের পদে লভেন শরণ॥
তখনি মুকতি লাভ হয় জীবাত্মার।
অপব্যয়ী পুত্র আসে গৃহেতে আবার॥
শ্রীহরির বড় প্রিয় আত্মা মহাধন।
হেন আত্মা ধনে যেই না করে যতন॥
আত্মঘাতী সেই নর, ইহ পরলোকে।
দুঃসহ যাতনা পায় পাপ তাপ শোকে॥
ব্রহ্ম কোলে ব্রহ্ম ছেলে আহা কি সুন্দর।
দেখিলে সে শোভা মুগ্ধ হয় নারী নর॥
নিরাকার আত্মানিধি অতি মনোহর।
কি ছার পূর্ণিমা চাঁদ তাহার গোচর॥
সৃষ্টি মাঝে সর্ব্বোপরি আত্মার আসন।
নিগূঢ় আত্মার শক্তি অতি অনুপম॥
শত দল পদ্ম যথা সরসীর জলে।
ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয় হেলে দুলে॥
ব্রহ্মনীরে আত্মাপদ্ম তেমনি আনন্দে।
ফুটে আর মুগ্ধ করে সবে মকরন্দে॥
পরব্রহ্ম জীবাত্মার জনক জননী।
অন্য আত্মা সে আত্মার ভ্রাতা ও ভগিনী॥
জীবের সুশিক্ষা আর উন্নতির তরে।
সংসারে তাহায়ে হরি রেখেছে আদরে॥
যথাকালে লয়ে তায়ে পরলোক ভূমে।
নিজ ক্রোড়ে রক্ষা তারে করেন যতনে॥

"দেহের মরণে হয় আত্মার মরণ।"
হেন ভ্রান্তি কারো যেন না হয় কখন ।।
কিন্তু দেহে অনাদর না করিবে কভু।
ভালবেসে দেহ তোমা দিয়াছেন প্রভু ।।
ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় দেহ মনোহর।
পাপী সেই করে যেবা দেহে অনাদর ।।
ধন্য ধন্য দয়াময় যিনি কৃপা করে।
হেন আত্মধনে সৃষ্টি করিলা সংসারে ।।
ধন্য সেই যেবা নিজ আত্মারে নিয়ত।
বিকায় শ্রীহরি পদে হয়ে আনন্দিত ।।
জননীর কোলে বসি পুণ্য সুধাপান।
করে যেই সেই সুখী কৃতার্থ মহান্ ।।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও বিধান।

ব্রহ্মের প্রকৃতি ধর্ম্ম ব্রহ্ম ধর্ম্মাবহ।
ব্রহ্ম হতে ধর্ম্মস্রোত বহে অহরহ ।।
আপনি ঈশ্বর হন ধর্ম্মের সাগর।
তাঁহারে পাইলে প্রাণে ধর্ম্ম লভে নর ॥
তাঁর সত্য তাঁর প্রেম শান্তি পুণ্যজ্ঞান।
এ সকল সত্য ধর্ম্ম জে'ন মতিমান ।।
জ্ঞানবলে কিম্বা বহু সাধন ভজনে।
নাহিপায় ব্রহ্মে কেহ ব্রহ্ম কৃপাবিনে ।।
অশব্দ অব্যয় তিনি মন অগোচর।
কেমনে তাঁহার তত্ত্ব পাইবেক নর ।।
যদি তিনি কৃপাকরে না দেন দর্শন।
কে বল দর্শন তাঁর পাইবে কখন ?
মধুর বিধান তত্ত্ব হরি পদামৃত।
যার পানাহারে আত্মা থাকয়ে জীবিত ॥
কেমনে পাইবে জীব, যদি সেই নিধি।
কৃপাকরি নাহি দেন, কৃপাময় বিধি ॥
কিন্তু, ব্রহ্মকৃপা বটে অনন্ত মহান্।
তাই যুগে যুগে আ.স অশেষ বিধান ॥

বিধান ব্রহ্মের কৃপা তাঁর সমাচার।
নিস্তারের পথে ইহা স্বরগের দ্বার ॥
অবতীর্ণ হয়ে হরি বিশ্বাসী হৃদয়ে।
মধুর স্বর্গের কথা দেন সবে কয়ে ॥
দেখাইয়া এক এক স্বরূপতরঙ্গ।
জীবসনে করে হরি লীলারসরঙ্গ ॥
অনন্ত ব্রহ্মের রূপ অনন্ত প্রকৃতি।
অনন্ত তাঁহার প্রেম অনন্ত শকতি ।।
ক্ষুদ্র নর, পরিমিত জ্ঞান বুদ্ধি তার।
পূর্ণভাবে ব্রহ্মে দেখে, হেন সাধ্যকার ?
মানবের শক্তি আর স্বভাব বুঝিয়া।
ক্রমে হরি দেন তত্ত্ব করুণা করিয়া ॥
ক্রমে ক্রমে পায় জীব ব্রহ্ম দরশন।
ক্রমে ক্রমে শুনে তাঁর অমিয় বচন ।।
ক্রমে এক এক করি আদেশ তাঁহার।
জীবের পালন তরে আসে বার বার ॥
সূর্য্যের সকল কর যদি একবারে।
আসি পড়ে পৃথিবীতে কোটী কোটী ধারে ॥
তবে কি পৃথিবী আর থাকিবে জীবিত ?
জীবসহ বসুন্ধরা হবে ভস্মীভূত ॥
তেমতি ব্রহ্মের রূপ তত্ত্ব-সুমহান।
জীবশক্তি অতিরিক্ত হলে মূর্ত্তিমান ॥
জীবের জীবন অন্ত হবে সেইক্ষণ।
হবে না সম্ভোগ তার সেই ব্রহ্মধন ॥
পাইলে শিশুর ক্ষুধা জননী যেমন।
পরিমিত অন্ন তারে করেন অর্পণ ।।
সেই ভক্ষ্য জীর্ণ হলে ক্ষুধা পুনরায়।
হইলে জননী অন্ন মুখে দেন তায় ॥
এইরূপ শিশু দেহ বাড়ে দিন দিন।
সুস্থ সুখী হয় সেই সুন্দর নবীন ॥
তেমতি যে বিশ্বমাতা স্বর্গীয় বিধান।
আত্মার আহার্য্যরূপে করেন প্রদান ।।

হলে পরে সে বিধান তার আত্মগত।
পুনরায় নব বিধি হয় সমাগত॥
এইরূপে জীব আত্মা এক এক করি।
ব্রহ্মের বিধান সুধা পিয়ে প্রাণ ভরি॥
দিন দিন লাভ করে নূতন জীবন।
নব জ্ঞাণ নব বল নূতন উদ্যম॥
এইরূপ বিধানের ক্রমিক বিকাশে।
মানব উন্নতি লাভ করে অনায়াসে॥
স্তরে স্তরে হয় যথা পৃথিবী নির্ম্মিত।
তেমনি অনন্ত স্তরে বিধান রচিত॥
শরীরের এক অঙ্গ অন্য অঙ্গ সনে।
বাধা আছে যথা সবে দুশ্ছেদ্য বন্ধনে॥
একমাত্র অঙ্গ যদি করহ ছেদন।
কিরূপ বিকৃতি দেহ করয়ে ধারণ॥
সেইরূপ এক বিধি অন্য বিধি সহ।
আছে বদ্ধ সুশৃঙ্খলে যথা এক দেহ॥
যে দেশে যে ধর্ম্ম বিধি হয়েছে স্থাপন।
পরস্পর যুক্তসবে আছে অনুক্ষণ॥
এক শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মত।
একেতে সংযুক্ত সবে আছয়ে নিয়ত॥
বিশ্বরাজ্য হতে তাঁর কৌশল অপার।
বিধান ব্রহ্মাণ্ডে ব্যক্ত হয় চমৎকার॥
সে লীলা মাধুর্য্য হেরি বিশ্বাসী ভকত।
ব্রহ্ম প্রেমে একেবারে হন অবনত।
প্রাণ মন বিকাইয়া শ্রীহরি চরণে।
দাস হয়ে র'ন সদা তাঁর নিকেতনে॥

বিধান—ত্রিনীতি।

বিধান ত্রিনীতি, সুমধুর অতি
যাহে পরিত্রাণ হয়।
ভকত চকোর, হইয়ে বিভোর
যার সুধা পানে রয়॥
সে অমিয় পানে, মানব পরাণে
প্রেমানন্দ স্রোত বহে।
দুঃখ শোক তাপ, সংসার ত্রিতাপ
কিছু মাত্র নাহি রহে॥
হৃদি সরোবরে অন্তরে বাহিরে,
পুণ্য কোকনদ ফুটে।
সৌরভ তাহার দিক দিগন্তর,
মুগধ করিয়া ছুটে॥
বিশ্বাসী সুজন প্রাণ প্রিয়ধন,
বিধান বারতা শুনি।
সিংহের মতন করিয়ে গর্জ্জন,
প্রমত্ত হয় অমনি॥
পাপী তাপী জন, মোহ আবরণ
করিয়া ছেদন বলে।
উর্দ্ধ বাহু হয়ে প্রফুল্ল হৃদয়ে,
স্বর্গধাম পানে চলে॥
পাষাণ সমান, পাষণ্ড পরাণ,
পড়িয়া বিধানানলে।
সলিলের প্রায়, প্রেমে গলে যায়,
লুটায় ধরণী তলে॥
রিপুগণ যত, হয় বশীভূত,
একে একে সমুদয়।
হৃদয় উদ্যান, হয় শোভমান,
ফুটে তাহে ফুলচয়॥
হেন রত্নখনি, বিধান কাহিনী,
শুনে যেবা ভক্তিভরে।
যোগ ভক্তি প্রেমে, জ্ঞান বুদ্ধি ক্ষেমে,
তাহার হৃদয় পুরে॥
ধরার কল্যাণ, করিতে বিধান,
যুগে যুগে প্রেমময়।
উপযোগী গুণ করিয়া অর্পণ,
পাঠান ভকতচয়॥

যেরূপে যাঁহারে, আনিলে সংসারে
ব্রহ্ম ইচ্ছা পূর্ণ হয়।
দিয়া সে স্বভাব, নানাবিধ ভাব
সাজান তাঁহার হৃদয়॥
পাঠাইয়া ভবে, সে সব মানবে,
আপনি হৃদয় নাথ।
তাহার হৃদয়ে, প্রকাশিত হয়ে,
পূরাণ আপন সাধ॥
বীজ উদ্যানেতে বপি সাবহিতে,
যেমন উদ্যানস্বামী।
বহুল যতনে জলাদি সিঞ্চনে,
রক্ষা করে দিন যামী॥
সে বীজ নিয়ত, হয়ে অঙ্কুরিত,
হয় বৃক্ষে পরিণত।
ফল পুষ্প তায় সুন্দর শোভায়
করে বৃক্ষ সুশোভিত॥
পতিত পাবন প্রেরিত জীবন
তেমনি ভব উদ্যানে।
করিয়া স্থাপন, প্রেমে অনুক্ষণ
পালেন অতি যতনে॥
এ দিকে ভকত, নিজ ইচ্ছা যত
ব্রহ্মপদে দিয়ে বলি॥
বাধ্য অনুগত হয়ে অবিরত,
থাকেন আপনা ভুলি॥
ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া জীবন
থাকেন নিশ্চিন্ত মনে।
শ্রীহরিকে ক্রিয়া করিবারে হিয়া
পাতি দেন অনুক্ষণে॥
ব্যাকুল হইয়া, রহেন চাহিয়া
কবে সেই প্রাণ ধন।
দীনে কৃপা করি, প্রাণ মন ভরি
দিবে তাঁরে দরশন॥

সতী নারী প্রায় রহেন ধরায়
সতত পবিত্র মনে।
ব্রহ্ম সমাগম হইবে কখন,
এই চিন্তা নিশি দিনে॥
স্নান পানাহারে শয়ন বিহারে,
সতত সে চিন্তা জাগে।
ভাবনায় ক্ষীণ সতত মলিন
বিরহেতে অনুরাগে॥
ব্রহ্মের বচন করিয়া পালন,
কাটায় সতত কাল।
জনম অবধি আপন নিয়তি
সতত রহে প্রবল॥
যদি সে কখন, হয় বিস্মরণ,
আপন প্রেরিত ভাব।
অমনি সে লাজে, স্বভাবে অব্যাজে,
আসে, করি অনুতাপ॥
এ দিকে শ্রীহরি, অনুগত হেরি,
আপন প্রেরিত জনে।
অবতীর্ণ হয়ে, তাঁহার হৃদয়ে,
লীলা করে অনুক্ষণে॥
আপন শ্রীমুখ, বিশেষ স্বরূপ
দেখান প্রেরিত নরে।
নূতন জীবন, করেন অর্পণ,
জীবের মঙ্গল তরে॥
বিশেষ বিধান, করেন প্রদান,
এ হেন অধীন দাসে।
ভক্তকণ্ঠে বসি, হরি দিবানিশি,
নবীন বিধান ভাষে॥
ব্রহ্ম আজ্ঞা লয়ে, তাঁর যন্ত্র হয়ে,
ভক্ত দেশ দেশান্তরে।
মুকতির বিধি, ঘোষে নিরবধি,
পূর্ণ প্রফুল্ল অন্তরে॥

স্তুতি নিন্দা গ্লানি, অত্যাচার হানি,
মৃত্যু কিম্বা অপমান।
কিছুতে ভকত, নহে প্রতিহত,
প্রচারিতে সে বিধান॥
এই ভক্তজন, ইঁহার জীবন,
মূর্ত্তিমান নববিধি।
নহে ইনি পর, এই নরবর,
মানবের প্রতিনিধি॥
ইঁহার মতন, হইবে জীবন,
নর নারী সবাকার।
এই হেতু হরি, সুদৃষ্টান্ত করি,
সৃজে ভক্তে বারবার॥
বলেন শ্রীহরি, ভক্তদল ছাড়ি,
না রহি আমি কখন।
ভক্তেতে বিহার, করি অনিবার,
ভক্ত মোর প্রাণধন॥
যে জন আমার, ভক্ত অনিবার,
সে নহে ভকত মোর।
ভক্তের ভকত, আছে মোর যত,
তারা ভক্ত জেন সার॥
ব্রহ্মেতে প্রত্যাশী, এ হেন বিশ্বাসী,
না হলে বিধান কেহ।
করিতে গ্রহণ, পারে না কখন
ছাড়িলেও দেহ গেহ॥
কিরূপে এমন, বিধান জীবন,
পাইবে বল হে নর।
বিধান পালনে, নিযুক্ত যতনে,
না হইলে নিরন্তর॥
কি ফল বিধান, করিয়া পালন,
কি ফল ভক্ত জীবনে।
সে সব লভিয়া, যদি তব হিয়া,
বিধাতারে নাহি চেনে॥
ব্রহ্মেতে বিশ্বাস, প্রাণের নিশ্বাস,
তা বিনে সকলি হত।
লভিতে সে ধন, যত আয়োজন,
বিধান, প্রেরিত যত॥
বিধাতা বিধান, ভকত প্রধান,
এ তিনে বিশ্বাস যার।
ব্রহ্মের কৃপায়, সেই মুক্তি পায়,
পরে গলে প্রেমাহার॥
ঘুচে পাপ ভয়, ত্রিনীতির জয়,
হয় নিত্য ধরাতলে।
ত্রিনীতির রথে, স্বরগের পথে,
যায় ভক্ত কুতূহলে॥

বিধানের প্রকৃতি।

অনন্ত মহান ব্রহ্ম লীলা রসময়।
করেন অনন্ত লীলা অনন্ত সময়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রতি পলকে পলকে।
পড়িছে বিধানালোক ঝলকে ঝলকে॥
কত দেশে কত রাজ্যে কত না ভুবনে।
বিধাতার প্রেমলীলা হয় অনুক্ষণে॥
বিধানে ব্রহ্মাণ্ডে কত শশি দিবাকর।
উঠিতেছে আলোকিয়া দিগদিগন্তর॥
পাপী তাপী সাধু ভক্ত দেহী দেহ হীন।
কত জীব পাইতেছে মুক্তি প্রতি দিন॥
কত কোটী কোটী সাধু প্রেমিক ভকত।
বিধান প্রচার তরে হতেছে প্রেরিত॥
চন্দ্রলোক সূর্য্যলোক শনি নেপচুনে। (১)
কত গ্রহে উপগ্রহে প্রতি নিশাদিনে॥
না জানি বিচিত্র নব বিধানে কেমন।
দিতেছে নিখিল জীবে নূতন জীবন॥

---

(১) নেপচুন নামে একটি গ্রহ আছে।

সে সবার প্রেমালোক এখন ধরায় ।
আসে নাই তাই উহা অজ্ঞাত হেথায় ॥
আমাদের ধরা মাঝে নিত্য ভগবান ।
করিছেন নানা দেশে যে লীলা বিধান ॥
তার তত্ত্বলয় বল হেন শক্তি কার ?
এমনি অসংখ্য পূর্ণ প্রেমলীলা তাঁর ॥
অসীম সমুদ্র হতে বিন্দু বিন্দু বারি ।
প্রভাকর করে যথা বাষ্পরূপ ধরি ॥
পড়ে আসি ভূমিতলে, নদী জলাশয় ।
হ্রদ খাদ আদি সেই জলে পূর্ণ হয় ॥
ধরার পিপাসা নাশ হয় অবিরাম ।
দগ্ধ জীব লভে তাহে আনন্দ আরাম ॥
তেমনি বিধান মহা পয়োনিধি হতে ।
ক্ষরিয়া করুণা বিন্দু আসে পৃথিবীতে ॥
সে পীযুষ অনুমাত্র করিলে গ্রহণ ।
জগতের দুঃখ পাপ হয় নিবারণ ॥
হেন বিধানের যত স্রোত খরতর ।
কত দেশে কত স্থানে বহিছে বিস্তর ॥
কিন্তু তাহাদের দুই মহা স্রোতস্বিনী ।
গঙ্গা যমুনার প্রায় দিবস যামিনী ॥
দুই দিগে প্রবাহিত হইয়া এখন ।
নূতন বিধানে দোঁহে লভিছে মিলন ॥
থাকিয়া স্বতন্ত্র স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ।
করিয়া জীবের পাপ ধৌত এই ভবে ॥
হয়েছে মিলিত নববিধান প্রয়াগে ।
উচ্ছসিত বারিধারা ধাবিছে চৌদিগে ॥
বিধানের এই দুই পুণ্য মন্দাকিণী ।
এসিয়ার পুণ্যক্ষেত্রে সৃজিলা জননী ॥
বিধানের রঙ্গ ভূমি পুণ্য মহাদেশ ।
বিধাতা সৃজিছে তোমা করিয়া বিশেষ ॥
বিধানের প্রবর্ত্তক কত মহাজন ।
তব ক্রোড়ে করিয়াছে জনম গ্রহণ ॥
প্রসস্ত উদার ক্ষেত্র তোমার হৃদয় ।
সমভাবে আলিঙ্গিছে ধর্ম্ম সমুদয় ॥
শ্রীহরির অতি প্রিয় তুমি গো সতত ।
তব ভূমি পরশিলে সুখ হয় কত ॥
জড় রাজ্যে জীব রাজ্যে বৈচিত্র্য অপার ।
এক মাত্র এসিয়াতে দেখি অনিবার ॥
সেইরূপ বিধানের অপূর্ব্ব ব্যাপার ।
হইয়াছে প্রকাশিত ভূমে এসিয়ার ॥
হেন এসিয়ার সর্ব্ব পশ্চিম প্রদেশে ।
প্যালেস্থান ও আরব এই দুই দেশে ॥
বিধানের এক মহা রঙ্গ অভিনয় ।
করেছেন লীলাময় প্রাচীন সময় ॥
এব্রাহিম মুসাজন ঈশা মহম্মদ ।
আরো কত পুণ্যবান প্রেমিক ভকত ॥
শশি দিবাকর প্রায় হইয়া উদিত ।
করিয়াছে দুই দেশ প্রেমে আলোকিত ॥
আর এক লীলাভূমি আছে বিধাতার ।
সাগর মেখলা রূপে গলে শোভে যার ॥
এসিয়ার মধ্যভাগে ভারত ভুবন ।
বিধানের অন্য এক নন্দন কানন ॥
যোগী ঋষি বিশ্বাসী বৈরাগী ভক্ত জন ।
করিয়াছে এ দেশের ক্রোড় সুশোভন ॥
জনক শ্রীরামচন্দ্র যাজ্ঞবল্ক শুক ।
নারদ প্রহ্লাদ ধ্রুব কৃষ্ণ যশোমুখ ॥
শাক্যসিংহ শ্রীশঙ্কর গৌরাঙ্গ কবির ।
পঞ্জাব কেশরী ভক্ত প্রেমিক সুধীর ॥
এই সব আর কত সাধু মহাজন ।
করিয়াছে এ ভারতে জনম গ্রহণ ॥
এই দুই দেশজাত বিশেষ বিধান ।
করিছে নিখিল জীবে পরিত্রাণ দান ॥
ইহা ছাড়া পারস্যতে যোরেস্থ্র যোগে ।
এসেছে বিধান এক সে পুণ্য ভূভাগে ॥

সে বিধি বিশ্বাসী লোক ভারতে এখন ॥
পরম আনন্দে দিন করিছে কর্ত্তন ॥
চীন দেশে কনফুসস্ নামে একজন।
নীতির বিধান এক করেন ঘোষণ ॥
গ্রীসদেশে সক্রেটিস অতি জ্ঞানবান।
প্রচার করিলা তথা শুদ্ধ আত্মজ্ঞান ॥
এইরূপে নানা দেশে যতেক বিধান।
করিলেন প্রকটন করুণা নিধান ॥
সে সব বিধান পুষ্প করিয়া মিলন।
বিধানের মালা হরি করিলা রচন ॥
মিলাইয়া সব বিধি, করি সমন্বয়।
নূতন বিধানে এবে নব অভিনয় ॥
করিছেন প্রেমসিন্ধু; বিশ্বাসী ভকত।
পরিয়া বিধান হার, প্রেমানন্দে কত ॥
নব নব ভাবরসে হইয়া বিহ্বল।
হরি প্রেম রসে মত্ত হতেছে কেবল ॥
যত দেশে যত সাধু ছিলেন যেথানে।
সকলে মিলিত এবে নবীন বিধানে ॥
ব্রহ্মদাস ভক্তদাস কেশবজীবনে।
হইল আশ্চর্য্য শোভা প্রেমের মিলনে ॥
আপনি শ্রীহরি নিজে অবতীর্ণ হয়ে।
ভক্তগলে এই মালা দিলা পরাইয়ে ॥
হইল বিচিত্র শোভা মোহিল ভুবন।
হিংসা দ্বেষ অবিশ্বাস হল নিবারণ ॥
ব্রহ্মে জীব জীবে জীব ডুবিল এবার; (১)
জলধিতে মিসে যায় নদী যে প্রকার ॥
না করিলে পূর্ব্ববর্ত্তী বিধান গ্রহণ।
নূতন বিধান লাভে বঞ্চিত সে জন ॥

পূর্ণব্রহ্ম, পরিপূর্ণ স্বরূপ তাঁহার।
তাঁর ছাড়ি বিধান নাহিক কিছু আর ॥
ব্রহ্মপুত্র বটে জীব, তাদের কারণ।
যুগে যুগে করে হরি বিধান প্রেরণ ॥
একটী জীবেরে যদি কর পরিহার।
বিধান গ্রহণ তব হবে নাকো আর ॥
বিধানের সমুজ্জ্বল হিরক শোভন।
প্রেরিত ভকত হৃদে বহে অনুক্ষণ ॥
তাঁরে ছাড়ি যেবা করে বিধানের আশ।
হইবে এ ভবে সেই একান্ত হতাস।
ব্রহ্ম, জীব, বিধান, বিধানপ্রবর্ত্তক।
সবসনে ঐক্যলাভ করিবে সাধক ॥
ধরমের মূল ঐক্য, ব্রহ্ম ঐক্যময়।
ঐক্য বিনা ধর্ম্মলাভ কভু নাহি হয় ॥
ব্রহ্মের আদেশে আর তাঁহার আলোকে।
ভকত জীবন পাঠ কর একে একে ॥
ভক্ত রত্নাকর হতে বিধান উদ্ধার।
করিয়া শ্রীহরি পদে দাও উপহার ॥
স্বদেশী বিদেশী বলি কোন ভক্তবরে।
করিবে না অনাদর কখন অন্তরে ॥
কারে উচ্চ স্থান আর কারে নিম্ন স্থান।
দিও না অন্তরে কভু ওহে ভক্তিমান ॥
ব্রহ্ম ভক্ত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সুসংবাদ দাতা।
বলিয়া তাঁদের ভাল বাসিবে সর্ব্বদা ॥
ব্রহ্মেতে ভকত বাস করেন নিয়ত।
এক ভক্তে অন্য ভক্ত রহে অবিরত ॥
এই দুই মহা তত্ত্ব রাখিয়া স্মরণে।
ভকত চরিত পাঠ কর প্রতিক্ষণে ॥
জান বা না জান তুমি ভক্ত নাম শুনি।
তব হৃদে ভক্তি যেন উপজে অমনি ॥
লাভ যেন হয় তব ব্রহ্ম ভক্তি ধন।
করিবে জীবনে সবে একত্ব সাধন ॥

---

(১) জীব ব্রহ্মের সহিত যোগযুক্ত হইয়া তাঁহাতে এবং জীব অপর জীবের সহিত একত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল।

হইয়া সহায় হরি এ পাপী সন্তানে।
লইয়া চলুন ভক্ত জীবন উদ্যানে॥
ফুল তুলি গাঁথি মালা কেশব সুতায়। (১)
ভক্তিভরে দিব সবে আপন গলায়॥
গলা ধরাধরি করি আমরা সকলে।
এস সবে জননীরে পূজি কুতূহলে॥
নববিধানের ধ্বজা তুলিয়া গগনে।
মায়ের মহিমা গান করি ভ্রাতৃগণে॥
জয় জয় পরমেশ বিজয় তোমার।
তব গুণে পাইলাম বিধানের হার॥
তব পদে মোরা নাথ হইনু প্রণত।
কর আশীর্ব্বাদ মাগো যে হয় বিহিত॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

বিধানের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা।

রজনীর অন্ধকার যেমন ভীষণ।
বিধানের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা তেমন॥
পাপ তাপ বিশৃঙ্খলা ঘোর অনাচার।
মানব সমাজ করে ঘোর অধিকার॥
ভূভার হরণকারী পতিত পাবন।
পৃথিবীর পাপ তাপ করিতে হরণ॥
বিধান সংগ্রাম ক্ষেত্রে অগ্রদূত করি।
নিজমনোনীত ভক্তে পাঠান শ্রীহরি॥
প্রাভাতিক তারা যথা প্রভাতের আগে।
রজনীর অবসান ঘোষে অনুরাগে॥
ভেরী যথা ঘোর রবে করিয়া নিনাদ।
জানায় যুদ্ধের আগে রণের সংবাদ॥
বিধানের অগ্রদূত তেমনি ভকত।
আসিয়া বিধান ক্ষেত্রে করেন প্রস্তুত॥
নবযুগ উদয়ের প্রিয় সমাচার।
ইঙ্গিতে প্রেরিত ভক্ত ঘোষে অনিবার॥
অমানিশা অন্ধকার করিয়া বিনাশ।
অচিরে বিধান সূর্য্য পাইবে প্রকাশ॥
এই আশা হয় মনে পাপী পৃথিবীর।
দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ড ভয়ে হওয়ে অস্থির॥
হইবে পাপের রাজ্য আশু অবসান।
এই ভাবি হয় ভীত পাপী শয়তান॥ (১)
অশ্রদ্ধত ভক্ত জনে করিতে নিধন।
অবিশ্বাসী প্রতিবাদী চাহে অনুক্ষণ॥
বিধানের কার্য্য রোধে হেন সাধ্য কার?
জনমে মরণে হয় বিধান প্রচার॥
তারপর মহাতেজে যুদ্ধক্ষেত্র স্থলে।
বিধানের প্রবর্ত্তক আসে কুতূহলে॥
সুমধুর বংশীধ্বনি শুনিয়া তাঁহার।
প্রেরিত ভকত আসি মিলে অনিবার॥
যোগযুক্ত হয়ে তিনি হেন বন্ধুগণে।
নিযুক্ত থাকেন সদা বিধানের রণে॥
বিধানের সমাচার করিয়া শ্রবণ।
পাপী তাপী লক্ষ লক্ষ করে আগমন॥
ভক্তিভরে করি তারা বিধান গ্রহণ।
বিশ্বাসী সৈনিকে ভুক্ত হয় অনুক্ষণ॥
এদিগে শ্রীহরি নিজে হয়ে সেনাপতি।
করেন সংগ্রাম আর দেন সবে বিধি॥
অন্য পক্ষে অহঙ্কার দম্ভ পাপাসুর।
অবিশ্বাস নাস্তিকতা পাষণ্ড প্রচুর॥
প্রতিবাদীরূপে তারা হয়ে আগুয়ান।
প্রতিকূলে করে সদা ভীষণ সংগ্রাম॥

---

(১) নববিধানাচার্য্য শ্রীমদ্ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন সমুদয় পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী মহাজনগণ মনোহর পুষ্প, আমি সূত্র মাত্র। সেই সূত্রে মালার ন্যায় সাধু ভক্তগণ গ্রথিত হইয়াছেন।

(১) পাপরূপ শয়তান বা অসুর।

বিধানের মহারণে প্রতিবাদিকুল।
হয় পরাজিত আর সমূলে নির্ম্মূল॥
বিধানের প্রবর্ত্তক সঙ্গীর প্রেরিত।
বিশ্বাসী বিধান বাদী প্রেমিক ভকত॥
সবে লয়ে এক এক বিধানের দল।
গঠন করেন হরি প্রেমেতে কেবল॥
আপনি হইয়া হরি সবাকার প্রাণ।
বিধান কমল তিনি করেন নির্ম্মাণ॥
আপনি শ্রীহরি মূল প্রেরিত কেশর।
ভক্তগণ দল তার অতি মনোহর॥
বিধানমৃণাল তার, সৌরভ বিশ্বাস।
ব্রহ্মকৃপানীরে তাহা নিত্যকার বাস॥
বিধানমণ্ডলী পুষ্প হারের মতন।
একসূত্রে রহে বদ্ধ অভিন্ন জীবন॥
একজনে ছাড়ি অন্যে না রহে জীবিত।
কাহারে ছাড়িলে হয় বিধান খণ্ডিত॥
সৌরজগতের প্রায় বিধান মণ্ডল।
গ্রহতারা সমভক্ত করে ঝলমল॥
সবাকার প্রাণ হরি জগত ঈশ্বর।
প্রবর্ত্তক হন তাহে পুণ্যের ভাস্কর॥
কেহ চন্দ্র কেহ তারা কেহ ধরা প্রায়।
জগত মোহিত করে অতুল শোভায়॥
একজনে ছাড়ি অন্যে পারেনা রহিতে।
পরস্পর বদ্ধ সবে বিধান রজ্জুতে॥
অবিশ্বাসী মূর্খ সেই, বিধানে যে জন।
সমগ্রমণ্ডলী সহ শ্রীহরি চরণ॥
না করে গ্রহণ, করি ভক্তের বিচার।
ব্রহ্মবক্ষে অনুক্ষণ করয়ে প্রহার॥
অবিশ্বাসী অহঙ্কার পশিয়া অন্তরে।
প্রতিবাদী করে দেখ মানব নিকরে॥
হেন প্রতিবাদী দল বিধান আকাশে।
ধূমকেতু প্রায় হয়ে সদত বিকাশে॥
শত্রুরূপে করিবারে বিধানের হিত।
রেখেছেন দয়াময় তাদেরে জীবিত॥
কুঠার আঘাতে যথা নিম্বকাষ্ঠচয়।
কেমন মূরতি ধরে অতি শোভাময়॥
তেমতি মায়ের হস্তে কুঠারের প্রায়।
প্রতিবাদীগণ সদা অতি শোভাপায়॥
যত দিন বিধানের জীবন্ত প্রভাব।
ততকাল বিরোধীর কঠোর প্রতাপ॥
মানবের দেহ কিংবা জীবাত্মা তাহার।
নহে প্রতিবাদী কভু জেন মনে সার॥
ব্রহ্মের মন্দিরে দেহ আত্মাব্রহ্ম সুত।
তাহারে বিরোধী বলে মূঢ়েরা নিয়ত॥
অবিশ্বাস অহঙ্কার পাপস্বেচ্ছাচার।
প্রতিবাদী বলে জেন এরা বিধাতার॥
রোগ যথা মানবের দেহেতে পশিয়া।
স্বাস্থ্য বল শোভা সুখ দেয় বিনাশিয়া॥
তেমতি ওসব পাপ ভ্রাতার অন্তরে।
পশিয়া তাহারে দেখ প্রতিবাদী করে॥
এই হেতু আমাদের হেন ভ্রাতা তরে।
করিবে প্রার্থনা ভক্ত সদা সকাতরে॥
রুগ্ন জনে সেবা করা কর্ত্তব্য যেমন।
বিরোধী ভ্রাতার তরে প্রার্থনা তেমন॥
দ্বেষে কিম্বা ঘৃণে যেবা এমন ভ্রাতারে।
নারকী বলিয়া তুমি জানিও তাহারে॥
শান্তি আর প্রেমরূপ মহাখড়্গ বলে।
ভ্রাতার কুভাব যত কাট অবহেলে॥
ভ্রাতার হৃদয়ে জেন নিত্য ভগবান।
ক্রিয়াশীল রূপে সদা আছে বিদ্যমান॥
এহেন ভ্রাতার মনে দেব ভাব চয়।
ফুটিয়া করেছে তার আত্মা শোভাময়॥
অবিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তাহার।
দেবাংশ গ্রহণ তুমি কর অনিবার॥

ভালবাস তাসবারে কিন্তু দেখ যেন।
পাপ অবিশ্বাস নাহি পশে তব মন॥
সঁপিয়ে শ্রীহরি পদে সমস্ত জীবন।
তাঁহার আদেশে কর ভ্রাতার সেবন॥
বিধানে বিশ্বাস কভু করি পরিহার।
সমন্বয়ে যত্ন যেন ঘৃণিত আদর॥
বি ানের উচ্চতম ভূমিতে যখন।
বিশ্বাসী জনের হবে শুভসম্মিলন॥
সেই সম্মিলন বটে ব্রহ্ম অভিমত।
অন্য সমন্বয় সব স্বার্থ প্রণোদিত॥
চলিবে বিশ্বাসী জন ব্রহ্মইচ্ছাস্রোতে।
ব্রহ্ম ভিন্ন নেতা তার নাহি এ জগতে॥
ব্রহ্মের কৃপায় আর ব্রহ্মের ইচ্ছায়।
যথাকালে পাবে তারা বিধান আশ্রয়॥
এই ভাবি অনুক্ষণ সহিষ্ণুতা সহ।
করিবে ভ্রাতার সেবা প্রেমে অহরহ॥
পিতার অতুল কৃপা দেখহে ভাবিয়া।
একসূত্রে দয়াময় রেখেছে গাঁথিয়া।
প্রেরিত বিশ্বাসী ভক্ত প্রতিবাদী যত।
যেন কালে হয় সব প্রেমে একীভূত॥
হেন দয়াময় হরি চরণে নিয়ত।
এ পাপী র প্রাণ মন হউক প্রণত॥

——o——

ভ্রম নিরসন।

বিধান পবিত্র সত্য নিত্য নিরমল।
বিধান সৌরভে মত্ত ভক্ত অলিদল॥
প্রাভাতিক সমীরণ বিশুদ্ধ যেমন।
বিধান মলয়ানিল নির্ম্মল তেমন॥
বিধানের প্রবর্ত্তকে বিধান যখন।
ব্রহ্মের কৃপায় আসি হয় সমাগম॥
তখন নির্ম্মল থাকে মেঘধারা প্রায়।
কিন্তু সে সমল হয় মিশিয়া ধরায়॥
মানবীয় বাক্যে ব্যক্ত হইলে বিধান।
সত্যসহ ভ্রম ভ্রান্তি হয় দৃশ্যমান॥
ব্যাখ্যাতে টীকাতে হয় অর্থ আবরণ।
নকলে আসল শাস্ত্র ছিন্ন অনুক্ষণ॥
উৎপত্তির স্থান হ'তে যতদূরে যায়।
স্রোতস্বতী দেহ তত পঙ্কিলতা পায়॥
সেইরূপ প্রবর্ত্তক হ'তে যত দূরে।
বিধান তটিনী ধায় মানব মাঝারে॥
ততমলা আবিলতা ভ্রম অনাচার।
আসিয়া প্রবেশ করে বিধান মাঝার॥
ব্রহ্মবাণী শুদ্ধ সত্য সদা সুবিমল।
ব্রহ্মবাণী নিত্য বিধি জানিবে কেবল॥
মানব অন্তরে হরি সতত থাকিয়া।
সর্ব্বদা আপন বাণী দেন বুঝাইয়া॥
বিধান বুঝিতে যদি থাকে অভিলাষ।
সতত ব্রহ্মেরে ডাক হও তাঁর দাস॥
নিজ বুদ্ধি যোগে কিংবা অংহঙ্কার ভরে।
বিধান বুঝিতে যত্ন যেইজন করে॥
বিফল তাহার যত্ন ভ্রম অন্ধকার।
তাহার হৃদয় আসি করে অধিকার॥
বিধাতা বিধান আর প্রেরিত সুজনে।
বুঝিবারে চাহ, যাও ব্রহ্মের সদনে॥
সতত প্রার্থনা কর, তিনি পিতা হয়ে।
প্রকাশিবে সব তত্ত্ব তোমার হৃদয়ে॥
কোন গ্রন্থ কিংবা কোন প্রেরিত সুজন।
জানিবে অভ্রান্ত কিছু নহে তো কখন॥
অভ্রান্ত বলিয়া এই সবে যেবা মানে।
বদ্ধ থাকে তার মন সঙ্কীর্ণ বন্ধনে॥
সম্প্রদায়রূপ ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর।
সতত নিবাস করে তাহার অন্তর॥

কিন্তু জেন গ্রন্থ অতি অমূল্যরতন।
বিধানের সত্য তাহে আছে অগণন॥
ব্রহ্মের আদেশে গ্রন্থ কর অধ্যয়ন।
তাঁহার আলোকে কর সত্যের গ্রহণ॥
পূর্ব্বতন বিধানের প্রিয় গ্রন্থচয়।
বিধান পেটিকা বলি জানিবে নিশ্চয়॥
সেই সবে অনাদর করিয়া কখন।
পার না বিধান তুমি করিতে গ্রহণ॥
তাই যত্ন সমাদরে গ্রন্থ অধ্যয়ন।
তাহার সম্মান তুমি কর অনুক্ষণ॥
গ্রন্থ মধ্যে ব্রহ্মবাণী রয়েছে নিহিত।
গ্রন্থের সম্মান তাই বটে সুবিহিত॥
হেন গ্রন্থেতে অনাদর করে যেই নর।
অবিশ্বাসে অন্ধ জেন তাহার অন্তর॥
প্রেরিত জীবন বটে অতি সুমহান।
ব্রহ্মরঙ্গভূমি তাহা অপূর্ব্ব বিধান॥
প্রেরিতত্ব ভাবে তাঁর ভ্রম ভ্রান্তি নাই।
কিন্তু অন্য বিষয়েতে দুর্ব্বল সদাই॥
ব্রহ্মের আলোক বিনা কেহ কি কখন।
প্রেরিত জীবন পারে করিতে গ্রহণ?
ব্রহ্ম ছাড়ি প্রেরিতে যে যে লইতে চায়।
মহা ভ্রম অন্ধকারে ভ্রমে সে সদায়॥
কভু ভাবে প্রেরিতেরে পূর্ণব্রহ্ম বলি।
অবতাররূপে তারে পূজয়ে কেবলি॥
মধ্যবর্ত্তী পরিত্রাতা বলিয়া কখন।
গ্রহণ করয়ে কেহ প্রেরিত জীবন॥
এ সকল ভ্রম ভ্রান্তি অতি ভয়ঙ্কর।
জানিয়া ত্যজিবে ভক্ত যত্নে নিরন্তর॥
মনুষ্য কি পূর্ণব্রহ্ম পারে হইবারে?
পুত্র কি পিতার স্থান লইবারে পারে?
যে জন ভ্রাতারে সদা ডাকে পিতা বলে।
তার মত মূর্খ কেবা আছে ধরাতলে॥

হেন ব্যবহার দেখি প্রেরীত সুজন।
বিরলে একাকী বসি করেন রোদন॥
সেই ব্রহ্ম তত্ত্ব তাঁরা ঘোষিবার তরে।
আসিলেন যুগে যুগে সংসার ভিতরে॥
যেই ব্রহ্ম পদে তারা নিজ প্রাণ মন।
চিরতরে একেবারে দিল বিসর্জ্জন॥
হায় সেই ব্রহ্মপদ করিবে হরণ।
তাহে কি এ হেন পাপ সম্ভবে কখন?
প্রেরিতের ইচ্ছা রুচি সমগ্র হৃদয়।
অনুরাগে একেবারে ব্রহ্মগ্রস্ত হয়॥
হইলে অনল দগ্ধ লৌহের পিণ্ডক।
অগ্নিময় রূপ ধরে অতি ভয়ানক॥
কিন্তু লৌহ লৌহ থাকে অনল অনল।
অনলে লোহারে গ্রাস করয়ে কেবল॥
এইরূপ ভক্তইচ্ছা ব্রহ্মইচ্ছা সনে।
মিশে যায় যথা লৌহ প্রদীপ্ত আগুণে॥
ইচ্ছাময় ব্যক্ত হয়ে ভক্তের জীবনে।
পবিত্রাত্মা হয়ে লীলা করে অনুক্ষণে॥
ভক্তযন্ত্র যন্ত্রী হয়ে আপনি শ্রীহরি।
বাজান ভকত বংশী (১) দিবা বিভাবরী॥
শুধু ভক্তে দেখি নাহি দেখি ভগবান।
ভক্তে ব্রহ্ম বলি নর করে অনুমান॥
এই অনুমান মিথ্যা ভ্রমের আকর।
যতনে ত্যজিবে ইহা বুদ্ধিমান নর॥
কিন্তু এই অবতার বাদের ভিতর।
নিহিত আছয়ে এক সত্য মনোহর॥
অবতীর্ণ হন ব্রহ্ম মানব হৃদয়ে।
করেন শ্রীহরি লীলা সাধু পাপী লয়ে॥
চিন্ময় স্বরূপে হরি দেন দরশন।
পাপী সঙ্গে থাকি তারে করেন মোচন॥

(১) ভক্তরূপ বংশী ভকত বংশী।

অতএব খোসা ফেলি মনোজ্ঞ তণ্ডুল।
লইবে বিশ্বাসী ভক্ত প্রেমিক বাউল ॥ (১)
প্রেরিত জানিয়া ভক্তে করিবে সম্মান।
সুসংবাদদাতা বলি করিবেক জ্ঞান ॥
নহেন ঈশ্বর তিনি, ঈশ্বর তাঁহাতে।
হয়েছেন অবতীর্ণ জীব নিস্তারিতে ॥
এই জ্ঞান হইয়াছে অন্তরে যাহার।
বিশ্বাসী বলিয়া তারে বাখানে সংসার ॥
পরিত্রাতা মধ্যবর্ত্তী বলি কোন জন।
সমাদরে প্রেরিতেরে করেন গ্রহণ ॥
কিন্তু ইহা মহাভ্রম জানিও নিশ্চয়।
মধ্যবর্ত্তী কিংবা তাঁরা পরিত্রাতা নয় ॥
ব্রহ্মের কৃপার দ্বারে ভিখারী তাঁহারা।
নাহি জানে তাঁরা কিছু ব্রহ্ম কৃপা ছাড়া ॥
নিজেদের পরিত্রাণ লাভের কারণ।
করেন সতত তাঁরা ব্রহ্ম আরাধন ॥
পাপভয়ে সদা তাঁরা রন ভীত হয়ে।
ব্রহ্মের শাসন লন হৃদয় পাতিয়ে ॥
"আমি বিনা কেহ ভবে না পাবে নিস্তার।
আমি মধ্যবর্ত্তী গুরু" হেন অহঙ্কার ॥
বিনীত প্রেরিত ভক্ত করে না কখন।
সরল দীনাত্মা তাঁরা শিশুর মতন ॥
কোন কোন ভক্তকণ্ঠে বসিয়া শ্রীহরি।
'আমি' বলি উপদেশ করেন সবারি ॥
তাহা শুনি অজ্ঞজন ভাবে মনে মনে।
ভকত আপনি হরি আপন বচনে ॥
কিন্তু তারা নাহি বুঝে ভক্ত প্রাণ মন।
একেবারে শ্রীহরিতে করেছে অর্পণ ॥
তাই হরি ভক্তজিহ্বা করি ব্যবহার।
বলেন সতত সবে "আমি ও আমার" ॥

ব্যাঘ্রমুখাকৃতি নল হইতে যেমন।
বরিষার বারিধারা হওয়ে পতন ॥
তেমতি ভকত মুখ হতে অনিবার।
হয় নিত্য সমাগত ব্রহ্ম সমাচার ॥
মুকতি না হয় যদি ব্রহ্ম আরাধনে।
তবে ব্রহ্মপূজা লোকে করিবেক কেনে ?
প্রেরিতের মধ্যস্থতা বিনা যদি নর।
নাহি পারে উত্তরিতে এ ভব সাগর ॥
তাহা হলে ব্রহ্মমাত্র উপলক্ষ্য হন।
সকল ক্ষমতা করে প্রেরিতে হরণ ॥
বিশ্বাসঘাতক হেন নহেন প্রেরিত।
ব্রহ্মের সম্মান যাহে বাড়ে অবিরত ॥
এই চেষ্টা দিবা নিশি করয়ে যে জন।
হেন দোষে দোষী তাঁরা হবে কি কখন ?
এক হরি পরিত্রাতা মধ্যবর্ত্তী তিনি।
প্রেরিতের প্রেরয়িতা, ত্রাণকর্ত্তা যিনি ॥
যিনি সর্ব্বময় প্রভু নিয়ন্তা সবার।
তিনি বিনা মুক্তি দেয় হেন শক্তি কার ?
তিনি যদি মধ্যবর্ত্তী নাহন আসিয়া।
কে আছে বিধান তত্ত্ব দেয় বুঝাইয়া ?
প্রেরিতের প্রেরিতত্ব বুঝিতে না পারি।
যদি গুরু হয়ে তাহা না বুঝান হরি ॥
মধ্যবর্ত্তী ত্রাতা যদি বল ভক্ত জনে।
বড় ক্ষোভ হয় দেখ তাঁহাদের মনে ॥
হেন মিথ্যা মত সবে যত্নে পরিহরি।
ত্রাতা মধ্যবর্ত্তীরূপে জানিবে শ্রীহরি ॥
কিন্তু এই মধ্যবর্ত্তী বাদের ভিতর।
নিহিত রয়েছে এক সত্য মনোহর ॥
তুষ ফেলি তণ্ডুল লইবে বুদ্ধিমান।
নতুবা হইবে তব অতি অকল্যাণ ॥
প্রেরিতের সুপবিত্র মধুর চরিত।
করিতে হইবে নিজ চরিত্রে মিলিত ॥

(১) উন্মত্ত প্রেমিককে ভক্তিশাস্ত্রে বাউল বলে।

তাঁহার স্বভাব লাভ করিয়া যতনে।
মিলিবে প্রেরিত সনে অনন্ত মিলনে॥
ভকত চরিত্র রূপ রক্ত মাংস তাঁর।
প্রতিদিন ভক্তি ভাবে কর পানাহার॥
মৎস্য যথা খেলাকরে জলের ভিতরে।
তেমতি ভকত তব চরিত্র মন্দিরে॥
করেন যদ্যপি ক্রীড়া মিলি সখাসনে। (১)
কৃতার্থ হইবে তুমি সাধু সমাগমে॥
ভক্তগণ নাহি চান বাহ্যিক সম্মান।
ঈশ্বরে পূজিলে তাঁরা হন মহীমান॥
তাঁদের চরিত্র হলে চরিত্র তোমার।
সাধুগণ তব হৃদে করিবে বিহার॥
এইরূপে শাস্ত্র আর ভক্ত সাধুগণে।
করিবে গ্রহণ সবে কায়বাক্যমনে॥
তাহলে ব্রহ্মের জয়ে প্রশংসা গৌরব।
তাঁহার বিধান তব অনন্ত বিভব॥
হইবে প্রচার ভবে, মুকুতি লভিবে।
পাপী তাপী দীন দুঃখী সাধু ভক্ত সবে॥
ভক্তগণ লভিবেন প্রকৃত সম্মান।
হইবে ভকত জন অতি মহীয়ান॥
পিতার সম্মান হলে ভ্রাতার মানস।
হইবে আনন্দ রসে সতত সরস॥
সাধুতে সাধুতে যত আছে বিসম্বাদ।
হইবে মীমাংসা, ভবে ঘুচিবে বিবাদ॥
যত দেশে যত কালে সাধু মহাজন।
পৃথিবীতে যুগে যুগে করে আগমন॥
সবাকার সনে হবে প্রেম সম্মিলন।
হইবে সংসার ধাম নন্দন কানন॥
করুন শ্রীহরি সবে হেন আশীর্ব্বাদ।
লভুক মানব জাতি তাঁদের প্রসাদ॥

(১) ঈশ্বর সখা।

হউক ব্রহ্মের ইচ্ছা পূর্ণ ধরাতলে।
তাঁর জয় ভক্তচয় ঘোষুক সকলে॥
সবে মিলে মহানন্দে বল প্রাণ ভরি।
জয় মা আনন্দময়ী, শান্তি শান্তি হরি॥

পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানের ভক্তদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

যুগে যুগে প্রেমময়,
যতেক বিধান চয়,
করেন প্রেরণ এই ভবে।
রবি কিরণের মত,
ঝরিতেছে অবিরত
বল তার সংখ্যা কেবা করে?
গভীর সাগর প্রায়,
কত রত্ন রহে তায়,
কেবা পারে করিতে উদ্ধার?
দু এক মানিক কণা,
যদি কভু যায় জানা,
পেলে উহা ঘুচে দুঃখ ভার॥
ভকত চরিত যত,
বিধানের মরকত,
মহামূল্য স্বর্গীয় রতন।
বিধানের সুসংবাদ,
পবিত্র দেব প্রসাদ (১)
তিরপিত যাহে প্রাণ মন॥
ব্রহ্মের স্বরূপ সুধা,
পানে যায় ভব ক্ষুধা,
ভক্ত অলি মুগ্ধ হয়ে রয়।

(১) এইরূপ দেবপ্রসাদ অর্থাৎ ভগবানের প্রসাদ।

হেন বিধানের কথা,
শুনিলে প্রাণের ব্যাথা,
পাপ দুঃখ সব দূর হয়॥
বেদ বেদান্তের যুগে,
মুনিঋষি অনুরাগে,
প্রাণে আর প্রকৃতি মাঝারে।
দেখি শ্রীহরির মুখ,
পাইতেন কত সুখ,
অনুক্ষণ হৃদয় আগারে॥
এক ব্রহ্ম পরায়ণ,
যোগেতে সদা মগন,
মহাযোগী পরমসন্ন্যাসী।
গৃহীদের অগ্রগণ্য,
জন হিতকারী ধন্য,
হন শিব অটল বিশ্বাসী॥
রাজর্ষি জনক যোগী,
যাজ্ঞবল্ক্য মহাত্যাগী,
শুকদেব আজন্ম বৈরাগী।
ইহাদের যোগে হরি,
ব্রহ্ম জ্ঞান কৃপা করি,
প্রচারেন জগতের লাগি॥
প্রজাহিতকারী রাম,
শ্রীলক্ষ্মণ গুণধাম,
সীতাদেবী সতী শিরোমনি।
প্রজা ভ্রাতৃ বৎসলতা,
সতীত্বের পুণ্য কথা,
ভবে হরি শিখান আপনি॥
নারদ প্রহ্লাদ ধ্রুব,
যুধিষ্ঠির বাসুদেব,
শাক্যসিংহ পরম উদার।
শ্রীচৈতন্য মহামতি,
নানক ভকত অতি,
হরিদাস তুকারাম আর॥
তুলসী কবির আদি,
ভক্তযোগে নিরবধি,
এ ভারতে নূতন বিধান।
করিয়া প্রচার হরি,
যুগে যুগে অবতরি,
করিলেন জীবে পরিত্রাণ॥
পৃথিবীর অন্য স্থানে,
এব্রাহিমে ব্রহ্ম জ্ঞানে,
সাজালেন কৃপাকরি হরি।
সক্রেটিশ মুসাবীর,
দাউদ নৃপ সুধীর,
ব্রহ্ম পুত্র ঈশা প্যপ অরি॥
জনপল শ্রীলুথার,
মহম্মদ গুণাধার,
আলী আর সাধু মনসুর।
হাফেজ প্রেমিক বর,
হরি প্রেমে নিরন্তর,
ছিল মত্ত যাঁহার অন্তর॥
এ সকল ভক্ত লয়ে,
শ্রীহরি জীব হৃদয়ে,
করিলেন লীলা মধুময়।
কত যুগে কত শত,
ভক্তে হয়ে আবির্ভূত,
ঘোষিলেন বিধানের জয়॥
লীলাময় পুনরায়,
ঘোষিলেন এ ধরায়,
মধুময় নূতন বিধান।
(১) নবজ্ঞানী নবধ্যানী, (২)

(১) নবজ্ঞানী—মহাত্মা রামমোহন রায়।
(২) নবধ্যানী—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাঠায়ে হরি আপনি,
(১) নবভক্তে হলা ব্যক্তমান ॥
বিধান মধুর চাকে,
ভক্ত অলিগণ ডাকে,
গায় সদা হরি গুণ গান।
শুনি সেই মিষ্ট গান,
গলয়ে পাষাণ প্রাণ,
হরিপদ চুম্বে অবিরাম ॥
ভক্ত সখা ভগবানে,
প্রণমি আনন্দ প্রাণে,
ভক্তগণে করি নমস্কার।
ভক্তের চরণ ধূলি,
মাখি মাথে কুতুহলি,
তাঁহাদের হইব এবার ॥

নববিধান কি ?

উনবিংশ শতাব্দীতে, প্রেমময় এ জগতে,
করিছেন যে লীলা বিধান।
অক্ষয় আনন্দধাম, তাঁহারি পবিত্র নাম
সুধাময় নবীন বিধান ॥
জগতের দুঃখ পাপ, অবিশ্বাস মনস্তাপ
বিরোধি অনৈক্য হিংসা দ্বেষ।
নাশিবারে সমুদয়, হরিলীলা রসময়
ধরিয়া চিন্ময় পুণ্য বেশ ॥
পাপী জগতের তরে, ভক্ত সহ প্রেমভরে
অবতীর্ণ হইয়া এবার।
নিজ মুখে নিজ বিধি, প্রচারিয়া নিরবধি
পাপী তাপী করেন উদ্ধার ॥
মর্ত্তবাসী নারী নরে, পবিত্র মধুর স্বরে
করিছেন শ্রীহরি আহ্বান।

এস প্রিয় বৎসগণ, আনন্দে কর গ্রহণ
সুধাময় নূতন বিধান ॥
আমি তোমাদের তরে, এনেছি আদর ক'রে
সরগের পবিত্র অমৃত।
যে সুধা পানে নিয়ত, স্বর্গের দেবতা যত
অনুক্ষণ আছে বিমোহিত ॥
যুগে যুগে দেশে দেশে, আমারি মঙ্গলাদেশে
যত ভক্ত যত সাধু জন।
আসিয়া ধরণীতলে, প্রাণ দিয়া কুতুহলে
নববিধি করিলা ঘোষণ ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়, করি আমি এ সময়
রচিয়াছি অপূর্ব্ব বিধান।
আমার সন্তানগণে, যেন মম নিকেতনে
অনায়াসে সদা লভে স্থান ॥
যাহে নর নারীগণ, করে মোরে দরশন
নিরন্তর বিশ্বাস নয়নে।
শুনিয়া মম বচন, করিয়া ইচ্ছা পালন
শুদ্ধ সুখী হয় এ জীবনে ॥
ইহ পরলোক বাসী, যত মম দাস দাসী
সবাকারে করিয়া মিলন।
মর্ত্তে স্বর্গ নিকেতন, করিব আমি স্থাপন
এ বিধানে এই মম পণ ॥
যুগে যুগে এ ভারতে, কত ধর্ম্ম বিধিমতে
করিছেন শ্রীহরি প্রচার।
তাঁহারি পুণ্য আদেশে, উদিল ভারতাকাশে
শ্রীষ্ট ইছলাম (১) ধর্ম্ম সার ॥
নানা ধর্ম্ম নানামত, আচার নিয়ম কত
দর্শন বিজ্ঞান নানাবিধ।

---

(১) নবভক্ত—ভক্ত কেশবচন্দ্র সেন।

ইছলাম ধর্ম্ম—মুসলমান ধর্ম্মকে ইছলাম অর্থাৎ সত্য ধর্ম্ম বলে। ইছলাম শব্দের অর্থ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ।

ভারতে অনৈক্য স্রোত করিলেক প্রবাহিত
দেখি কাঁদে বিশ্বাসী ভকত ॥
এক ব্রহ্ম উপাসনা, ত্যজি দেব দেবী নানা
পূজে সব আর্য্যের সন্তান।
শিব শুক সনাতন, যে পথে করে গমন
সেই পথে না করি পয়ান।
ভ্রান্তি আর অন্ধকারে, আর্য্যসুত ডুবে মরে
হায় হায় একি বিড়ম্বনা ॥
এদিকে যত খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ আর মুসলমান
অন্ধকারে করে আনাগোনা।
পৃথিবীর দশা হেরি, ভবের কাণ্ডারী হরি
ব্রহ্ম জ্ঞান করিতে প্রচার।
শ্রীরামমোহন রায়ে, পাঠালেন এ ধরায়ে
রণে বীর হয়ে আগুসার ॥
মদমত্ত করী প্রায়, ভ্রান্তির অরণ্য হায়
বীর দর্পে করিয়া দলন।
বিশুদ্ধ যুক্তির বলে, ব্রহ্মজ্ঞান ধরাতলে
শাস্ত্রযোগে করিলা স্থাপন ॥
"সর্ব্বজাতি নর নারী, ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী
সবে মিলে উপাসনা তাঁর।
হইয়া প্রেমে মগন, করিবেক নরগণ
না করিয়া জাতির বিচার ॥"
এই তত্ত্ব প্রচারিয়া, ব্রহ্মে প্রাণ সমর্পিয়া
স্বর্গে গেলা শ্রীরামমোহন।
তাঁর ধর্ম্মপুত্রবর, (১) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
আসিলেন মরত ভুবন।
ব্রহ্মের আদেশে আসি, ঘোষিলেন দিবানিশি
ব্রহ্মনিষ্ঠা অনুরাগ ধ্যান।
ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে, চল জীব এ সংসারে
কর সবে শুদ্ধ অনুষ্ঠান ॥
আর্য্যদের ঋষি ভাব, মুনির ধীর স্বভাব
লভি তিনি আপন জীবনে।
আত্মাতে প্রকৃতি মাঝে, হেরিয়া হৃদয়রাজে
ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘোষিলা ভুবনে ॥
ভারত উর্ব্বরা ভূমে, শ্রীরাম মহান ধূমে
কাটি সব অসার জঙ্গল।
ধর্ম্ম অট্টালিকা ভিত, স্থাপিলা সানন্দচিত
শ্রীদেবেন্দ্র প্রাচীর তাহার।
করিলেন উত্তোলন, তবু হর্ম্ম্য অপূরণ
রহিলেক এ ভব সংসার ॥
তাই দেখি দয়াময়, হইয়া জীবে সদয়
পাঠালেন কেশবে জগতে।
দেবেন্দ্রের ধর্ম্মসুত, নানা দেব গুণযুত
মহাভক্ত অতুল ভারতে ॥
দুর্জ্জয় বিশ্বাসীবীর, বৈরাগী সাধু সুধীর
সতত বিবেক পরায়ণ।
ব্রহ্মে সমর্পিত প্রাণ, অতিশয় রূপবান
হরি প্রেমে মগ্ন অনুক্ষণ ॥
হেন কেশবের হরি, পাঠায়ে ভারত পুরী
ঘোষিলেন নূতন বিধান।
জীবগণ ব্রহ্মসনে, আবদ্ধ প্রেমবন্ধনে
মধ্যবর্ত্তী নাহি প্রয়োজন ॥
প্রত্যক্ষরূপে তাঁহারে, সবে দেখিবারে পারে
পারে তাঁর বাণী শুনিবারে।
তাঁহার ইচ্ছা পালন, করিলে মানবগণ
পার হয় সংসার সাগরে ॥
নানা দেশে ভক্ত যত, হয়েছে ভবে আগত
সকলেই বিধাতা প্রেরিত।
আমার মুক্তির লাগি, তাঁরা সবে অনুরাগী
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁরা মোর যত ॥

---

(১) ব্রাহ্মগণ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে ধর্ম্মপিতামহ এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ধর্ম্মপিতা ও নব ভক্ত কেশবচন্দ্রকে ধর্ম্মদাতা বলিয়া থাকেন।

যত সব মহাজন, সকলেই প্রভুর জন
মহামান্য সকলে আমার।
কিন্তু কেহ ব্রহ্ম নন, সবে ব্রহ্মবাদী হন
এই তত্ত্ব সবে জেন সার॥
প্রভুর বিধান যত, জীব তরে প্রবর্ত্তিত
একই উদ্দেশ্য সবাকার।
এক ধর্ম্ম এক শাস্ত্র, একটী মণ্ডলীমাত্র
ভেদ জ্ঞান কেবলি অসার॥
পিতা মাতা হন হরি, ভ্রাতা ভগ্নি নর নারী
সাধুগণে চরিত্র দর্শন।
আত্মার অনন্তোন্নতি, রাজাতে ভকতি প্রীতি
জ্ঞানকর্ম্ম বৈরাগ্য মিলন॥"
এইতত্ত্ব মহানিধি, ভক্তযোগে নিরবধি
করি হরি জগতে প্রচার।
নব বিধানের কথা, বলি হরি যথা তথা
সাধিছেন জীবের উদ্ধার॥

(১) কেশব সহ প্রেরিত, অঘোরাদিভক্ত যত
সব সনে হইয়া মিলিত।
এক গুচ্ছে বদ্ধ হয়ে, আনন্দ পূর্ণ হৃদয়ে
ঘোষিছেন বিধান নিয়ত॥
ধর্ম্মবিধি সুমহান, পূর্ণ করি ভগবান
সাধিছেন নিজ অভিপ্রায়।
সেই ভাগ্যবান নর, ব্রহ্মেতে করি নির্ভর
ভাসে তাঁর পবিত্র ইচ্ছায়॥
অগতি জনের গতি, ধন্য হরি বিশ্বপতি
তব লীলা অতি চমৎকার।
অস্পৃশ্য পাতকী মোরা, তবু তব প্রেমধারা
লভিলাম ধরাতে এবার॥
আশীর্ব্বাদ কর নাথ, লভিয়া তব প্রসাদ
যেন সবে স্বর্গধামে যায়।
পাপ তাপ দূরে যাক, জগত উদ্ধার হৌক
ধরাধাম হৌক স্বর্গ প্রায়॥

(১) পরম ভক্ত শ্রীমদ কেশবচন্দ্রের সহ প্রেরিত স্বর্গীয় সাধু অঘোরনাথ প্রভৃতি যে সকল প্রেরীত পুরুষ আছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া একটি গুচ্ছ।

শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধু।

প্রথম লহরী।

ভারতীয় বিধান।

ভারতবর্ষ।

অনন্ত রত্নের খণি, পবিত্র ভারত ভূমি
অনুপম শোভার আধার।
সুবিস্তৃত মহাদেশ, কত জনপদ দেশ
শোভা করে হেথা অনিবার॥
বিশাল দেহ বিস্তারি, উত্তরেতে হিমগিরি
শোভে শীরে কিরীটের প্রায়।
ছয় ঋতু এই দেশে, নিত্য নবনব বেশে
অনুক্ষণ করিছে বিহার।
অগণ্য কুসুম রাশি, ফুটিয়েছে দিবানিশি
মুগ্ধকরি নয়ন সবার॥
নদ নদী গিরি বন, মরুভূমি প্রস্রবণ
বৃক্ষ লতা অসংখ্য অযুত।
ভারতের নানা ভূমে, জন পদ, নিরজনে
শোভিতেছে কত স্থানে কত॥
অসংখ্য রতন খনি, সুবর্ণ মুকুতা মণি
নিরন্তর মিলয়ে হেথায়।
দেখি লুব্ধ নৃপগণ, ভারতেরে আক্রমণ
নিরন্তর করিবারে চায়।
আদর্শ পৃথিবী করি, প্রকৃতি বিহারী হরি
সৃজিলেন ভারত ভুবনে।
দেব জন মনোলোভা, প্রকৃতির হেন শোভা
দেখি নাই কভু কোন স্থানে॥
এই দেশে প্রেমময়, বিবিধ বিধান চয়
রচিলেন কত না যতনে।
অন্য দেশ জাত বিধি, ভারতে আনিয়া বিধি
বাঁধিলেন একই বন্ধনে॥
ব্রহ্মের কৃপা পবন, বহিতেছে অনুক্ষণ
এই পুণ্য ভূমির উপরে।
সাধ আছে বিধাতার, এদেশ হবে তাঁহার
মহাস্বর্গ মরত ভিতরে॥
সমস্ত পৃথিবী যবে, আছিল আঁধারে ডুবে
সেই কালে আর্য্য ঋষিগণ।
সুমহান্ বিশ্বরাজে, হেরিয়া প্রকৃতি মাঝে
করিলেন বেদ প্রকটন॥
আত্মাতে ব্রহ্ম দর্শন, করিলেন মুনিগণ
হল তাহে বেদান্ত প্রচার॥
মানবেতে হরিলীলা, দেখিয়া ভক্ত মজিলা
পুরাণের হ'ল অভ্যুদয়।
আদ্যা শক্তি জননীরে, শক্তি মাঝে ভক্ত হেরে
তাহে তন্ত্র বিরচিত হয়॥
এইরূপে শাস্ত্র কত, ভারতেতে শত শত
ভক্ত যোগে হ'ল প্রচারিত।
আবার বিদেশাগত, কোরাণ বাইবেল যত
ভক্তসনে আসিল নিয়ত॥
ভারতীয় ঋষিগণ, শিব শুক সনাতন
নারদ প্রহ্লাদ ধ্রুব রাম।
যাজ্ঞবল্ক্য শ্রীজনক, শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ নানক
শঙ্কর গৌরাঙ্গ গুণধাম॥
এই সব ভক্ত লয়ে, শ্রীহরি নানা সময়ে
অবতীর্ণ হইয়া ভারতে।
প্রেম লীলা চমৎকার, করিলেন অনিবার

পরিত্রাণ দিতে এ জগতে ॥
বিদেশীয় ভক্ত ঈশা, জন মহম্মদ মুসা
এব্রাহিম দাউদ পিটার।
হাফেজ পল লুথার, ওছমান আলি, বেকার,
কত ভক্ত কি বলিব আর?
ভারতীয় ভক্ত সনে, বিদেশীয় সাধুগণে
মিলাইয়া হরি লীলাময়।
নববিধানের মেলা, মহাভাব রসলীলা
প্রকটিলা হইয়া সদয় ॥
হেন দেশে যেই জন, জনম করি গ্রহণ
হরি লীলা স্রোতে মগ্ন হয়।
সেই জন ভাগ্যবান্, পাবে ভবে পরিত্রাণ
লাভ করি হরি পদাশ্রয় ॥
পৃথিবীর শিরোমণি, হেন পুণ্যময় ভূমি
ধন্য ধন্য ভারত ভুবন।
এদেশের স্রষ্টা যিনি, ধন্য হরি গুণমণি
তাঁহে হোক মগ্ন মোর মন ॥

আর্য্যঋষিগণ—
সত্যস্বরূপের বিধান।
দ্বিতীয় লহরী।

আর্য্যঋষিগণ, সত্যপরায়ণ
জিতেন্দ্রিয় সদাচারী।
তপস্যায় রত, ধর্ম্মে অনুগত
যজ্ঞশীল মিতাহারী ॥
প্রাচীন সময়ে, সাধক হৃদয়ে
হইল আদেশবাণী।
"তপ, তপ, তপ", করহ মানব
ব্রহ্মের দিবা যামিনী ॥
আর্য্যগণ যত, তপস্যা নিরত
হইলেন সেই হ'তে।
ধর্ম্মলাভ তরে, ব্যাকুল অন্তরে
মত্ত হল এজগতে ॥
করি প্রাণ পণ, ব্রহ্মের সাধন
করিতে লাগিলা সবে।
ধর্ম্মের কারণ, ক্লেশ অগণন
অক্লেশে সহিলা ভবে ॥
কবিত্ব প্রধান, ভারত সন্তান
প্রকৃতির কোলে বসি।
প্রকৃতির যোগে, ব্রহ্ম অনুরাগে
মত্ত হন দিবা নিশি ॥
সচকিত মনে, সূর্য্যেরে গগনে
দেখি বিমোহিত হয়ে।
সূর্য্য ব্রহ্ম হবে, এই মনে ভেবে
স্তব করে ভয়ে ভয়ে ॥
গ্রহ চন্দ্র চয়, উষা সুখময়
অনল অনিল নদী।
একে একে একে, বিশ্ব মাঝে দেখে
শুদ্ধ রহে নিরবধি ॥
যাগ যজ্ঞ নানা, পূজা উপাসনা
কর্ম্মকাণ্ড অগণিত।
প্রবর্ত্তিত হল, ভারতে বহিল
কর্ম্ম স্রোত অবিরত ॥
ব্রহ্ম রূপা গুণে ঋষিদের মনে
সঞ্চারিল ব্রহ্ম জ্ঞান।
সূর্য্য ব্রহ্ম নহে, সূর্য্যে ব্রহ্ম রহে
হইয়া সূর্য্যের প্রাণ ॥
ব্রহ্ম লাভ তরে, ঋষির অন্তরে
প্রশ্ন হয় অনিবার।
কারে হবি ধারা, দিতেছি আমরা
জিজ্ঞাসেন বারম্বার ॥ (১)

---

(১) কস্মৈঃ দেবায়ঃ হবিষা দমাম? যজ্ঞাদি

ব্রহ্মলাভ তরে, সুধা ভক্তি ভরে
করেন সবে যতন।
সতী নারী প্রায়, সতত ধরায়
যাপেন শুদ্ধ জীবন॥
ব্রহ্মজ্ঞান যাহে, এ জীবনে বহে
ব্রহ্মচর্য্য সেই হেতু।
করেন পালন, তাঁরা অনুক্ষণ
ধরিয়া বিশ্বাসসেতু।
আর্য্যের নির্ম্মল, হৃদয়কমল
ব্রাহ্মধর্ম্মে সুশোভিত।
ব্রহ্মজ্ঞানময়, তত্ত্ব সমুদয়
সে হৃদয়ে সমাগত॥
বেদান্তে নিহিত, তত্ত্বকথা যত
পৃথিবীর মহাধন।
সে ধনের তরে, আজিও সংসারে
প্রমত্ত ধার্ম্মিকগণ॥
ব্রহ্মজ্ঞানিগণ, ছিলেন ব্রাহ্মণ
জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে।
জাতিতে ব্রাহ্মণ, নহে কদাচন
নহে দ্বিজ কেহ বেশে॥
ব্রহ্মজ্ঞানী জন, হইয়া মগন
তপস্যায় অবিরত।
সুস্থ বলবান্, তেজস্বী মহান্
ছিলেন সাধক যত॥
জ্ঞানচর্চ্চা নানা, ব্রহ্ম উপাসনা
ঋষিজীবনের সার।
দম উপরতি, শম দম প্রীতি
লভিলেন অনিবার॥

করিতে করিতে এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ঋষিহৃদয়ে উত্থিত হইল।

মুনি পুত্রগণ, সত্য পরায়ণ
মুনিকন্যা ভক্তিমতী।
মুনি পত্নী যত, পতি সেবা রত
পুণ্যবতী মহাসতী॥
হিংসা দ্বেষ নাই, ঋষিরা সদাই
সর্ব্বজীবে দয়াবান্।
পুণ্যতপোবনে, পশু পক্ষিগণে
নির্ভয়ে করে পয়ান॥
প্রকৃতির শোভা, অতি মনোলোভা
আশ্রমে বিরাজ করে।
বিষয়হিল্লোল, পাপকোলাহল
তথা প্রবেশিতে নারে॥
অনল অনিল, গগন সুনীল
নদ নদী তরু লতা।
কেহ ব্রহ্ম নয়, সবার আশ্রয়
ব্রহ্ম এক বিশ্বপাতা॥
এইরূপে ক্রমে, আর্য্যের জীবনে
দেখা দিল ব্রহ্মজ্ঞান।
বেদের জীবন, গায়িত্রী রতন
হইল প্রকাশমান॥
ঋষিদের যোগে, ব্রহ্ম অনুরাগে
করিলা ওঁঙ্কারধ্বনি।
সৃজন পালন, লয় বিনাশন
সকলের কর্ত্তা যিনি॥
নেতি নেতি করি, দেখিলা বিচারি
কোন বস্তু ব্রহ্ম নয়।
সকলের প্রাণ, ব্রহ্ম সুমহান্
সব ভূতে ব্যাপ্ত রয়॥
যিনি এই সব, জগত প্রসব
করিলেন অনায়াসে।
ঋষিগণ তাঁর, তেজ অনিবার
ধ্যায়েন হৃদয়াকাশে॥

শুভ বুদ্ধি তরে, ব্রহ্মের গোচরে
করেন প্রার্থনা সবে। (১)
বৈদিক বিধান, ছিল মহীয়ান্
প্রার্থনা সঙ্গীত স্তবে॥
হরিণী যেমন, সলিল কারণ
ব্যাকুলিত চিত হয়।
ঋষিদের মন, ব্রহ্ম অন্বেষণ
করিবারে ব্যস্ত রয়॥
সীতা অন্বেষণে, রাম বনে বনে
যেরূপ হয়ে ব্যাকুল।
তরু লতাগণে, অতি ব্যস্ত মনে।
সীতাবার্ত্তা জিজ্ঞাসিল॥
ঋষিরা তেমতি, ব্রহ্মরূপ মণি
সদা কৈল অন্বেষণ।
বলে সলিলেরে, লহোগো আমারে
যথা ব্রহ্ম সনাতন॥ (২)
অনল ভিতরে, ব্রহ্মরূপ হেরে
করিল তাঁহার স্তব।
ভক্তি বিগলিত, হয়ে অবিরত
পূজে সেই ভবধব॥
ক্রমে আর্য্যগণ, আত্মাতে মগন
হইলেন ধ্যান ভরে।
তথা প্রাণ মাঝে, দেখেন বিরাজে
ব্রহ্ম প্রাণ পূর্ণ করে॥
যে দেব গগনে, অনলে পবনে
জলে স্থলে ব্যপ্ত রন।
তিনিই হৃদয়ে, প্রাণময় কোষে
সদা প্রতিষ্ঠিত হন॥
প্রকৃতি মাঝারে, ঋষিগণ তাঁরে
করিলা দর্শন আগে।
আত্মাতে এখন, করিয়া দর্শন
মগ্ন হলা প্রাণযোগে॥
যজ্ঞপ্রিয় ঋষি, এবে দিবা নিশি
ধ্যানে সদা মৌনী রয়।
যজ্ঞ অনুষ্ঠান, ক্রমে ক্ষীয়মাণ
আত্মজ্ঞান বৃদ্ধি হয়॥
মুনি ঋষিগণ, ব্রহ্ম দরশন
অন্তরে বাহিরে করে।
মানবাত্মারূপে, দেখে বিশ্বভূপে
ডুবিলা ব্রহ্মসাগরে॥
সামান্য কুটিরে, নিরামিষাহারে
তৃপ্ত সদা ঋষিচিত।
বিষয়াভিলাষ, সে হৃদয়ে বাস
নাহি করে কদাচিত॥
সদা ব্রহ্ম তরে, ঋষি প্রাণ ধরে
ব্রহ্ম লাভ বিনে আর।
অন্য কোন আশ, অন্য অভিলাষ
নাহি ছিল কভু তাঁর॥
কোন কোন ঋষি, ছিলেন সন্ন্যাসী
ছিল গৃহী অন্য যত।
সে গৃহে নিয়ত, পূজা হোম ব্রত
ব্রহ্ম স্তুতি গীত হ'ত॥
পঞ্চ যজ্ঞ ধর্ম্ম, (১) নিত্য ঋষি কর্ম্ম
হ'ত গৃহে অনুষ্ঠান।
স্বর্গধামপ্রায়, সে গৃহ ধরায়,
হইত প্রতীয়মান॥
ধন্য দয়াময়, হইয়া সদয়,
ভারতে ঋষিজীবন।

(১) গায়িত্রী।
(২) সামবেদীয় সন্ধ্যায় আপোমার্জ্জন দ্রষ্টব্য।

(১) নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ।

করিয়া প্রকাশ, পাপ তাপ নাশ
করিলা ভব ভঞ্জন !
তোমারি চরণে, নমি কায় মনে
যাচি ওহে প্রাণধন।
আর্য্যের স্বভাবে, তাঁদের প্রভাবে,
পূর্ণকর প্রাণ মন ॥
আর্য্যব্রহ্মজ্ঞান, তপ অনুষ্ঠান,
সদাচার পবিত্রতা।
কৃপা বিতরণে, এ পাপীর মনে
দাও হে প্রিয় দেবতা ॥
রাক্ষসস্বভাব, হিংসা ম্লেচ্ছভাব,
অপবিত্র পানাহার।
দূর কর হরি, যেন প্রাণ ধরি,
তোমা তরে অনিবার ॥
তাঁহাদের মত, তে মারে নিয়ত,
পুত্র বিত্ত প্রাণ হতে।
যেন এ হৃদয়, পারে দয়াময়,
সতত ভাল বাসিতে ॥

মহাজ্ঞানী মহাযোগী শিব ও মহাসতী সতিদেবী।

তৃতীয় লহরী।

ভারতের আদি যোগী জ্ঞানের সাগর।
সন্ন্যাসীর শিরোমণি গৃহস্থ প্রবর ॥
নিত্য লোকহিতে রত প্রেমিক উদার।
শিবের সমান ভক্ত দেখি নাকো আর ॥
ইতিহাস-পূর্ব্বযুগে (১) ভারত গগণ।
মধ্যাহ্ন তপন প্রায় করিয়া শোভন ॥

(১) যেসময় ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় নাই। অতি প্রাচীনকাল।

ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মভক্তি করিয়া প্রচার।
ঘোষিলেন মহেশের জয় অনিবার ॥
যোগীর আশ্রয় ভূমি গিরি হিমালয়।
তদুত্তরে ভূকৈলাস অতি শোভাময় ॥
তথায় রহেন শিব ব্রহ্ম পরায়ণ।
ব্রহ্মযোগে দিবা নিশি থাকেন মগন ॥
সুন্দর সুঠাম তনু পবিত্র ধবল।
ধবল গিরির প্রায় রূপ সুবিমল ॥
শীরে জটা দেহে ভস্ম ব্যাঘ্র চর্ম্মবাস।
মুখে ব্যোম বোাম (২) শব্দ সতত প্রকাশ ॥
বৃষ স্কন্ধে আশুতোষ (৩) আরোহণ করি।
জ্ঞান যোগ প্রচারেন দিবা বিভাবরী ॥
আর্য্য অনার্য্যের সনে মিশিয়া সতত।
সাধেন পরম যোগী সবাকার হিত ॥
জাতি ভেদ নাগ পাশ করিয়া ছেদন।
আর্য্য অনার্য্যের ভেদ করি নিবারণ ॥
সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম বিধি করিলা প্রচার।
লভিল সে ধর্ম্ম বিধি জগতে বিস্তার ॥

(২) ব্যোম—শূন্য। মহাযোগী শিব যোগ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। জ্ঞান যোগে এই অনিত্য জগৎকে উড়াইয়া দিয়া শূন্যে পরিণত না করিলে, যোগরাজ্যে প্রবেশ অসম্ভব। বাহ্য-জগৎ যোগীর ব্রহ্ম দর্শণের সর্ব্বপ্রধান প্রতিবন্ধক, সুতরাং যোগ কামী ব্যক্তিকে জ্ঞানে জগতের প্রলয় সাধন করিতে হইবে যোগীর নিকট এইরূপ প্রতিভাত হইবে যেন এজগৎ নাই। এই শূন্যত্ব সাধন জনাই মহাযোগী শিব ব্যোম বোম ধ্বনি করিতেন।

(৩) ইনি অল্পেই সন্তুষ্ট হইতেন বলিয়া ইহাকে আশুতোষ বলে।

শ্মশানে মশানে রন ভস্ম মাখি গায়।
ভাবেতে বিভোর সদা পাগলের প্রায়॥
শ্মশানেতে শবদেহ করি পরীক্ষিত।
নূতন চিকিৎসা শাস্ত্র রচেন নিয়ত॥
খনিজ পদার্থ আর সর্প বিষচয়।
করিয়া পরীক্ষা আহা শিব সদাশয়॥
ব্যাধি ক্লিষ্ট মানবের হিতের কারণ।
নূতন ভেষজচয় করি উদ্ভাবন॥
জীবের মঙ্গল সদা করিয়া সাধন।
শিবনামে এজগতে পরিচিত হন॥
পরম মঙ্গলময় ব্রহ্ম সনাতন।
তিনিই বিশুদ্ধ শিব জগত কারণ॥
ব্রহ্মের শিবত্ব করি আয়ত্ব জীবনে।
শিব নামে হ'লা যোগী বিদিত ভুবনে॥
জ্ঞান ধর্ম্ম সাধনের তরে এ ভারতে।
স্থাপিলেন কাশীধাম বিশ্বপ্রেমে মেতে।
বৈরাগ্যের অবতার ঋষি চূড়ামণি।
অথচ গৃহস্থ ইঁনি নির্ব্বাণের খনি॥
কাম জয় করি শিব জীবন্মুক্ত হয়ে।
আদিশক্তি ব্রহ্মপদ ধরিলা হৃদয়ে॥
নবীন আগম শাস্ত্র করিয়া প্রচার।
সকল মানবে দিলা তুল্য অধিকার॥
বেদশাস্ত্র অধ্যয়নে, বৈদিক সাধনে।
শূদ্রাদি বঞ্চিত সদা এই আর্য্য ভূমে॥
কিন্তু আগমোক্ত বিধি সূর্য্য রশ্মি প্রায়।
আর্য্য অনার্য্যের হিত সাধিছে ধরায়॥
সাগ্রহে মানবগণ এই ধর্ম্ম বিধি।
গ্রহণ করিয়া ধন্য হল নিরবধি॥ (১)

মহাসতী সতিদেবী নারী শিরোমণি।
সন্ন্যাসী শিবের বটে সুযোগ্যা ঘরণী॥
যথা শিব তথা শিবা গৌরী আর হর।
অতুল দৃষ্টান্ত আহা অবনী ভিতর॥
বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম আহা অতুলন।
ভাষার কি সাধ্য আছে করিবে বর্ণন॥
স্বর্গীয় সে মহাভাব চিন্তন মননে।
উথলে আনন্দ স্রোত সদা প্রাণ মনে॥
সতী সঙ্গে মহাদেব বসি একাসনে।
কখন রহেন মত্ত হরিগুণ গানে॥
দোঁহে মিলি ব্রহ্ম জ্ঞান করেন সাধন।
দেখান দাম্পত্য প্রেম অধ্যাত্ম কেমন॥
সতী ধর্ম্ম ভারতের অতুল রতন।
ভারতের বিশেষত্ব অপার্থিব ধন॥
যে সতীত্ব গুণে আর্য্য রমনী নিচয়।
কৌস্তুভ মণির প্রায় সতত শোভয়॥
যে সতীত্ব ধর্ম্মবলে আর্য্য সতীগণ।
পতির জ্বলন্ত চিতা করে আরোহণ॥
পতি অনুরাগ আর সতীত্ব মহিমা।
দেখালেন অনুদিন আহা অনুপমা॥
সেই সতীত্বের স্রোত শিব পত্নী হতে।
মন্দাকিনী ধারা প্রায় বহিছে ভারতে॥
অরুন্ধতী চিন্তাদেবী সাবিত্রী সুন্দরী।
দময়ন্তী সীতাদেবী স্বামী সহচরী॥

---

(১) শৈব ধর্ম্মকে আগম বা তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়া থাকে। যদিও কাল সহকারে ইহাতে নানাপ্রকার কুসংস্কার ও আবর্জ্জনা মিশ্রিত হইয়াছে তথাপি ব্রহ্মজ্ঞান যে ইহার মূলমন্ত্র তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মহাত্মা শিবই প্রথমে জাতিভেদ বিলয়কারী ধর্ম্ম প্রচার করেন। এই ধর্ম্ম আরব, মিসর, মানচুরিয়া দেশে যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে।

মৈত্রেয়ী বেহুলা আদি সাধ্বী সতীগণ।
সতী হ'তে সতী ধর্ম্ম করেন গ্রহণ॥
হেন সতিদেবী সনে শিব তপোধন।
স্বর্গীয় দাম্পত্য প্রেমে সদা সুখী রন॥
দক্ষ কন্যা সতী দেবী নৃপতি দুহিতা।
রাজ গৃহে সুখে ভোগে সতত পালিতা॥
হেন কন্যা হইলেন সন্ন্যাসী গৃহিনী।
ঐশ্বর্য্য বিহীনা দীনা শ্মশান বাসিনী॥
স্বামী সনে একিভূত জীবন তাঁহার।
হর গৌরী শিব শক্তি দোঁহে একাকার॥
কাম গন্ধহীন প্রীতি বিকার বর্জ্জিত।
দুই দেহ কিন্তু আত্মা যোগে সম্মিলিত॥
পতি ধর্ম্ম পতি সুখ পতি তাঁর প্রাণ।
সতীতে সতীত্ব ধর্ম্ম সদা মূর্ত্তিমান॥
পিতা দক্ষ মুখে শুনি স্বামী অপমান।
পিতৃ গৃহে সতী দেবী ত্যজিলেন প্রাণ॥
হেন পতিভক্তি বল কে দেখে কোথায়।
তুলনা নাহিক এর নিখিল ধরায়॥
স্বামীর ধর্ম্ম সাধনে সহযোগী যিনি।
সহধর্ম্মিনীর পদ বাচ্য হন তিনি॥
এহেন সহধর্ম্মিনী ছিলেন পার্ব্বতী।
যোগেতে যোগিনী তিনি সদা শুদ্ধমতি॥
সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্ম করিতে সাধন।
ইহার দৃষ্টান্ত বল কোথায় এমন॥
এই তো বিবাহ বটে স্বর্গীয় ব্যাপার।
ইহা ভিন্ন আর যত পশু ব্যবহার॥
আধ্যাত্মিক বিবাহের আদর্শ উজ্জ্বল।
দেখাইয়া সাধিবারে বিশ্বের মঙ্গল॥
পুণ্যময় বিশ্ব পিতা ব্রহ্ম সনাতন।
ধরামাঝে হর গৌরী করিলা প্রেরণ॥
ধন্য হবি ধন্য তব প্রেরিত সুজন।
ধন্য তব সতী কন্যা ভবে অতুলন॥
আশীর্ব্বাদ কর হরি, মানব সকল।
এ হেন দাম্পত্য প্রেমে হৌক সুবিমল॥
দূর হৌক পশু ভাব পাপ ব্যভিচার।
দূর হৌক অবৈরাগ্য ঘোর স্বেচ্ছাচার॥
শিব সতী প্রায় তব পুত্র কন্যাগণ।
ঘরে ঘরে সতী ধর্ম্ম করুণ পালন॥
স্বর্গধাম হৌক যত মানব ভবন।
হেন আশীর্ব্বাদ কর পতিত পাবন॥

শিব সমীপে সতীর ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও শিবের উপদেশ। (১)

জীবের দুঃখ নিরখি হয়ে সতী মহাদুঃখী
নিবেদিলা শিবের সদন।
দেখ নাথ জীবগণ মহাদুঃখে নিমগন
পাপ তাপে দগ্ধ অনুক্ষণ॥
কিসে তারা সুখী হবে পাপ দুঃখ দূরে যাবে
লভিবেক পুণ্য ধর্ম্মজ্ঞান।
আয়ু আরোগ্য বল শুদ্ধতা প্রীতি সম্বল
পাইবেক মানব সন্তান॥
পিতৃ মাতৃ হিতকারী হইবেক নর নারী
শুদ্ধ চিত্ত পরহিতে রত।
পুরুষ স্বদার রত দেবতা গুরু ভকত
স্বজনাদি পোষণে নিরত॥
ব্রহ্ম বিদ্যা পরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞানী জনগণ
করে যাহে ব্রহ্মের চিন্তন।
এ হেন উপায় তুমি করিয়া জীবন স্বামী
পূর্ণ কর মোর আকিঞ্চন॥
শুনি পার্ব্বতীর বাণী মহানন্দে মহামুনি
বলিলেন সাগ্রহে তখন।

---

(১) মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে এইসকল উপদেশ গৃহিত হইল।

হেন প্রশ্ন এ জীবনে শুনি নাই কোনখানে
তব প্রশ্ন অমূল্য রতন ॥
জীবের হিতকারিণী তুমি ধন্যা সুকল্যাণী
তব প্রশ্ন অতি মনোহর।
দুঃখী নর নারী যাতে লভে মুক্তি এ জগতে
তার পথ কহিব সত্বর ॥
এক ব্রহ্ম সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন
তিনি ধ্যেয় আরাধ্য কেবল।
তিনি ভিন্ন জীবগণ লভিবে না মুক্তি ধন
তাঁর পূজা অতি সুবিমল ॥
উপবাস কায়ক্লেশ কিংবা দিক্ কাল দেশ
উপচার কিংবা আড়ম্বর।
কিছু প্রয়োজন নাই সর্ব্বত্র তাঁহারে পাই
যদি হয় বিশুদ্ধ অন্তর ॥
আবাহন বিসর্জ্জন নাহি ইথে প্রয়োজন
স্নাত কিংবা হইয়া অস্নাত।
ভুক্ত কিংবা বুভুক্ষিত যেই ইচ্ছা করে চিত
সেইভাবে পূজহ নিয়ত ॥
শৌচাশৌচ কালাকাল বর্ণের বিচার জাল
নাহি কভু ব্রহ্মের পূজনে।
নির্ম্মল মানস হ'য়ে প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে
পূজিবেক ব্রহ্ম সনাতনে ॥
কর পূজা ধ্যান স্তুতি গাও তাঁর গুণ গীতি
সৎ চিৎ এক পরাৎপরে।
ধন্য সেই নারী নর ব্রহ্ম মন্ত্রে নিরন্তর
সুদীক্ষিত হয়েছে সংসারে ॥
ধন্য পিতা মাতা তাঁর ধন্য কুল পরিবার
ধন্য তাঁর জ্ঞাতি বন্ধু জন।
তাঁর গুণে এসংসার ধন্য হয় অনিবার
তাঁর যশঃ গায় দেবগণ ॥
এ ধর্ম্মে সাধক চয় সত্যবাদী সদাশয়
জিতেন্দ্রিয় হইবে নিয়ত।
পরহিতে সদারত মাৎসর্য্য হীন সতত
হবে দয়াশীল অবিরত ॥
পিতামাতা প্রীতিকারী নির্ব্বিকার শুদ্ধাচারী
দৃঢ় বুদ্ধি সদা সুসংযত।
ব্রহ্ম মন্তা ব্রহ্ম শ্রোতা ব্রহ্ম অন্বেষণে রতা
হবে ব্রাহ্মগণ অবিরত ॥
মিথ্যা বাক্য না কহিবে পরদার তেয়াগিবে
না চিন্তিবে পরের অহিত।
যথা দেশে যথা সনে ত্রিসন্ধ্যা সংযত মনে
ব্রহ্ম ধ্যান কর সাবহিত ॥
ব্রহ্ম আরাধনা যোগে জীবগণ এই ভবে
মুক্তি লাভ করিবে নিশ্চয় ॥
এই ধর্ম্ম সনাতন আমার প্রাণের ধন
হবে ইথে জ্ঞানের উদয় ॥
ব্রহ্ম জ্ঞান বিনে নর মূর্ত্তি পূজি নিরন্তর
না লভিবে মুকতি কখন।
মন কল্পিত মূরতি পূজিলে যদি মুকতি
লভিবারে পারে জীবগণ।
তাহা হলে স্বপনেতে রাজ্য লভি এজগতে
রাজা কেন হয় না মানবে।
মৃৎশীলা ধাতু নির্ম্মিত, মূর্ত্তি পূজি অবিরত
মুক্তি নাহি কভু হয় ভবে ॥
অতি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞান যাঁর হৃদে বিদ্যমান
সেই ধন্য সুখী পূর্ণকাম।
এক আনন্দ বিজ্ঞান হন ব্রহ্ম সুমহান
হেরি জীব যায় ব্রহ্মধাম ॥
হইবে গ্রহস্থগণ এক ব্রহ্ম পরায়ণ
ব্রহ্মে কর্ম্ম করিবে অর্পণ।
প্রত্যক্ষ দেবতা জেনে পিতা মাতা দুইজনে
সেবিবেক দিয়া কায়মন ॥
পুত্র কন্যা শিক্ষা দান দিবে গৃহী মতিমান
মিতাহারী মিতাচারী হবে।

রাখি দয়া দীন জনে ভূষিত সত্য ভূষণে
জিতেন্দ্রিয় হবে এই ভবে ॥
কুসঙ্গ মিথ্যা কথন ত্যজিবেক গৃহীজন
হইবেক সুচিন্ত সুব্রত।
পরদ্রব্যে স্পৃহাহীন দম্ভ মাৎসর্য্য বিহীন
পরদারে বিরক্ত সতত।
সাধু কার্য্যে সদা রত হইবেক গৃহী যত
ধর্ম্ম যুদ্ধে হবে সিংহ প্রায়।
নিজ পত্নী প্রতি প্রীতি দেখাইবে গৃহী অতি
শুদ্ধ চিত্ত হইবে ধরায় ॥
হেন উপদেশামৃত দিলেন যোগী ভকত
জগতের হিতের কারণে।
পালিলে এ মহা বিধি নরগণ নিরবধি
হবে শুদ্ধ সুখী এ ভূবনে ॥

ভক্তির বিধান।

দেবর্ষি নারদ।

[বিধানের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা।]

৪র্থ লহরী।

জ্ঞানযোগে ঋষিগণ ব্রহ্মে অনুক্ষণ।
পবিত্র হৃদয় মাঝে পেতেন দর্শন ॥
সংসারের সুখ দুঃখ হয়ে বিস্মরণ।
ধ্যানযোগে সমাধিতে হতেন মগন ॥
কিন্তু শুধু জ্ঞানে কিবা প্রাণ তৃপ্ত হয়।
ভক্তি বিনে শুষ্ক হয় জীবের হৃদয় ॥
সাধন ভজনে বল কি ফল তাহার।
প্রেমে বিগলিত মন নাহি হয় যার ॥
অনাদি কারণ ব্রহ্ম অনন্ত মহান্।
অগম্য অপার শান্ত সর্ব্বশক্তিমান্॥
এই জ্ঞানে জ্ঞানতৃষ্ণা শান্তি লাভ করে।
মগ্ন হয় মন ব্রহ্মসত্তার সাগরে ॥
কিন্তু তাহে সুমধুর রস আস্বাদন।
করিবারে নাহি পারে মানবের মন ॥
উদাসীন ব্রহ্ম পূজা করিয়া নিয়ত।
ঔদাসীন্য ভাব ধরে মনোবৃত্তি যত ॥
মায়া আর ভ্রান্তি বলি এই ত্রিভুবন।
উড়াইয়া দেয় যত শুষ্ক জ্ঞানিগণ ॥
কেবা পিতা কেবা পুত্র জননী কে আর।
সকলি মায়ার খেলা সকলি অসার ॥
জীবগণে বিমোহিত করিবার তরে।
যেন ব্রহ্ম এ সংসারে স্বজিলেন নরে ॥
এ সংসার কারাগার মৃত্যু নিকেতন।
রয়েছে এখানে যত পাপ প্রলোভন ॥
যেন ব্রহ্ম এ সংসার করি পরিহার।
দূরতর রাজ্যে সদা করেন বিহার ॥
ক্রীয়াহীন সাক্ষিরূপে জগত ঈশ্বর।
রয়েছেন যেন বিশ্বে হয়ে অগোচর ॥
সব ব্রহ্ম এ জগত মায়ার বিকার।
জীব আর বিশ্ব দেখ সকলি অসার ॥
নিয়মে প্রকৃতিযোগে এ বিশ্ব শাসন।
হইতেছে যন্ত্রবৎ ভাবে অনুক্ষণ ॥
শুনিয়া না শুনে ব্রহ্ম দেখিয়া না দেখে।
মহতী মায়াতে জীব মুগ্ধ হয়ে থাকে ॥
নিজ কর্ম্ম অনুসারে সুখ দুঃখ হয়।
আপনার পরিত্রাণ নিজ হস্তে রয় ॥
শুষ্ক জ্ঞানে অজ্ঞানতা আসিল আবার।
নানা ভ্রান্তি অবিশ্বাসে পূরিল সংসার ॥
ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তিলাভ সন্দেহ কি তার।
কিন্তু ব্রহ্মভক্তিধন তুচ্ছ কিবা হয় ॥

যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ অনাদি কারণ।
তিনি কিহে নন্ মোর পতিতপাবন॥
উদাসীন ব্রহ্ম মোর হরি দয়াময়।
তিনি পিতা মাতা মম ইথে কি সংশয়॥
সংসার অতীত তিনি পরম সংসারী।
তিনি অন্নদাতা মোর ভবের কাণ্ডারী॥
এ সংসারে নিত্যলীলা করেন শ্রীহরি।
লীলা স্রোতে ভাসি ভক্ত যান সুরপুরী॥
সন্তানবৎসল্লা মাতা অন্নপূর্ণা হয়ে।
জীবমুখে অন্ন দেন সকল সময়ে॥
পবিত্রাত্মা হয়ে হরি দেন পরিত্রাণ।
প্রেরণ করেন ভবে নূতন বিধান॥
জীবন্ত জাগ্রত ব্রহ্ম নিত্য ক্রিয়াবান্।
ইচ্ছাময় বাক্যময় পূর্ণ ভগবান॥
তাঁর কৃপা বিনে জীব কিছু নাহি পায়।
সুখ মোক্ষ লাভ হয় তাঁহারি দয়ায়॥
ব্রহ্মের অনন্ত রূপ অনন্ত প্রকৃতি।
তাঁহার মঙ্গল রূপ সুমধুর অতি॥
তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে ভক্তগণ।
মহানন্দে হরিপদ করেন বন্দন॥
শুষ্ক জ্ঞানে ভারতের দুর্দ্দশা ভীষণ।
হইলেক নানা স্থানে আহা অগণন॥
নিরীশ্বরবাদী কত চার্ব্বাক নিরত।
ভারতের চারুবক্ষ কর বিদারিত॥
কুশাস্ত্র অশাস্ত্র কত শত ভ্রান্তমত।
পবিত্র ভারত ভূমে হল সমাগত॥
তপস্যার নামে কত কঠোর সাধন।
ভারতের নানাস্থলে হল প্রবর্ত্তন॥
পঞ্চ অগ্নি মাঝে কেহ করেন সাধন।
উর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে লম্বমান রন॥
জীবের এ হেন ক্লেশ দেখি ভগবান্।
আনিলেন এ ভারতে ভক্তির বিধান॥
জলাভাবে শুষ্ককণ্ঠ ভারতসন্তান।
তৃপ্ত হল এবে করি ভক্তিবারি পান॥
ভক্তিবন্যা প্রবাহিত হইল ভারতে।
ভক্তি জ্ঞান সম্মিলিত হল এ যুগেতে।
দয়াময় কৃপাসিন্ধু করুণা করিয়া।
দেবর্ষি নারদে দিলা ভবে পাঠাইয়া॥
তিনি করিলেন ভক্তি বীজের রোপণ।
ধ্রুব তাতে করিলেন সলিল সিঞ্চন॥
প্রহ্লাদকুলেতে আহা সে বৃক্ষ সুন্দর।
সুশোভিত হইলেক ভারত ভিতর॥
এ হেন ভক্তির কথা যে করে শ্রবণ।
লভে সেই বক্ষভক্তি স্বর্গীয় রতন॥
ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানী হয় ভক্তিরসে মন।
পরম আনন্দে তাঁর হয় নিমগন॥
ওহে দয়াময় হরি করুণা করিয়া।
দাসগণে হেন ভক্তি দাও শিখাইয়া॥
যেন তব পদে করি প্রাণ সমর্পণ।
অনায়াসে বৈকুণ্ঠেতে করি হে গমন॥

ভক্তিযোগ।

(দেবর্ষি নারদ)

মহাভক্ত নারদের কথা সুধাময়।
শুনিলে পাষাণ প্রাণ বিগলিত হয়॥
ভারতে প্রাচীন কালে ভক্তির বিধান।
ঘোষিতে নারদে পাঠাইলা ভগবান্॥
শ্রীহরির অতি প্রিয় ভক্তিমহানিধি।
ভক্তি বিনা শুষ্ক হয় জীবনবারিধি॥
ভক্তিবিনা হৃদিতরু শুকাইয়া যায়।
এ জীবনে ফল কভু নাহি ফলে তায়॥
সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার দাসী।
এই তত্ত্ব ভক্তগণ ঘোষে দিবানিশি॥

বিশ্বাস দীনতা আর ব্যাকুলতা প্রীতি।
ভক্তিপথে লাগে ইহা শুন মম মতি॥
ভক্তির সম্বল কৃপা, শক্র অভিমান।
ভক্তের সর্ব্বস্বধন এক ভগবান॥
ভারতের দুঃখ তাপ করিবারে দূর।
বরষিতে ভক্তিবারি ভারতে প্রচুর॥
দয়াময় কৃপাসিন্ধু করুণা করিয়া।
নারদেরে মর্ত্ত্যধামে দিলা পাঠাইয়া॥
দাসীগর্ভে জন্মলাভ করে মহামুনি।
মাতাসহ যাপে কাল দিবস রজনী॥
দুঃখিনী জননী তাঁর ব্রহ্মাণ সেবায়।
নিরন্তর শুদ্ধমনে জীবন কাটায়॥
একমাত্র পুত্র তাঁর নারদ সুমতি।
জীবনসম্বল তাঁর স্নেহাস্পদ অতি॥
সহজে অবলা অতি সুকোমল মতি।
পুত্র বিনা কেহ তাঁর নাহি ছিল গতি॥
বড় ভালবাসিতেন নারদে নিয়ত।
পুত্রহিত তরে মাতা সদা ব্যস্ত চিত॥
সাধুজন সেবা করি হৃদয় তাঁহার।
গোপনে শ্রীহরিপদ করিলেক সার॥
সাধুজন সহবাসে নারদজীবনে।
সঞ্চারিল অনুরাগ ব্রহ্মকৃপাগুণে॥
আহা সাধুজনসঙ্গ কিবা গুণ ধরে।
পাপী জন সাধু হয় তিলেক ভিতরে॥
স্পর্শমণিস্পর্শে যথা লৌহ স্বর্ণ হয়।
সাধুসঙ্গে পাপী হয় পবিত্রহৃদয়॥
পঞ্চম বয়স যবে হইল তাঁহার।
সর্পাঘাতে মাতৃদেবী ত্যজিলা সংসার॥
নারদের মনে এই হইল বিশ্বাস।
আমার মঙ্গল তরে প্রভু শ্রীনিবাস॥
জননীরে পরলোকে করিলা গ্রহণ।
তবে আর দুঃখ করা কিসের কারণ॥

মহামতি ভক্ত শিশু হারায়ে জননী।
ঋষিগৃহ পরিত্যাগ করিলা অমনি॥
তথা হতে উত্তরাস্যে করিলা গমন।
ক্রমেতে লঙ্ঘিল কত বন উপবন॥
কত দেশ জনপদ গ্রাম নদ নদী।
পর্ব্বত প্রান্তর কত নাহিক অবধি॥
দেখিতে দেখিতে এক কানন ভিতরে।
একাকী প্রবিষ্ট হ'ল নির্ভয় অন্তরে॥
দেখি প্রকৃতির শোভা তাঁহার হৃদয়ে।
উথলিল ভাব কত প্রেমসূর্য্যোদয়ে॥
ক্রমে কাননের মাঝে করিলা প্রবেশ।
উপজিল দেহ মাঝে ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লেশ॥
পথশ্রমে অবসন্ন হইল শরীর।
স্নান করি জল পান করিলা সুধীর॥
শ্রান্তি ক্লান্তি দূর করি অশ্বত্থতলায়।
বসিলা ব্যাকুল শিশু ধরণীশয্যায়॥
তাঁহার জীবনকথা শ্রীমদ্‌ভাগবতে।
বলেছেন মহামুনি ব্যাসে হেন মতে॥
শুনেছিনু ঋষিমুখে পরমাত্মা হরি।
হৃদয়ে করেন বাস প্রাণ পূর্ণ করি॥
দেখিলাম চারিদিক নিস্তব্ধ নীরব।
কোথায় নাহিক আর একটি মানব॥
এ হেন সুযোগে আমি শুভ বুদ্ধিযোগে।
চিন্তিতে লাগিনু সেই ব্রহ্ম অনুরাগে॥
চিন্তিতে চিন্তিতে হরি চরণকমল।
অশ্রুপূর্ণ হ'ল মম নয়নযুগল॥
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু হরি ধীরে ধীরে।
আবির্ভূত হইলেন আমার অন্তরে॥
প্রেমভরে মম অঙ্গ হ'ল রোমাঞ্চিত।
হইল হৃদয় মম আনন্দে পূরিত॥
শ্রীহরির রূপ সেই একান্ত বাঞ্ছিত।
নিমেষের পরে হায় হলো তিরোহিত॥

তাঁর অদর্শনে চিত্ত হইল চঞ্চল।
হলেম উৎকণ্ঠাযুক্ত নিতান্ত বিকল॥
পুনরায় সেইরূপ দেখিবার তরে।
কত যত্ন করিলাম প্রাণের ভিতরে॥
কিন্তু হায় মম চেষ্টা হইল বিফল।
না পেনু দেখিতে সেই চরণকমল॥
বাক্য মন অগোচর শ্রীহরি তখন।
আমাকে সান্ত্বনা করি বলিলা বচন॥
"নিষ্পাপ হৃদয় তুমি না হইলে আর।
পাবে না পাবে না পুনঃ দর্শন আমার॥
কাম ক্রোধ আদি রিপু দগ্ধ নহে যার।
পায় না সে অসিদ্ধেরা দর্শন আমার॥
দিয়াছি যে একবার দর্শন তোমারে।
সে তোমার অনুরাগ বাড়াবার তরে॥
আমাতেই অনুরক্ত হৃদয় যাহার।
সেই সাধুগণ কাম করে পরিহার॥
দীর্ঘকাল করি তুমি সাধুর সেবন।
আমাতেই দৃঢ় চিত্ত হও বাছাধন॥
তাহা হলে হীন লোক করি পরিহার।
পার্শ্বচর হবে নিত্য তুমি হে আমার॥
এ বুদ্ধি আমাতে হলে বদ্ধ এক বার।
কখন বিচ্ছিন্ন তাহা হইবে না আর॥
আমাকে স্মরণ করে যেই ভক্তগণ।
সৃষ্টিনাশে তার স্মৃতি না যায় কখন॥
মম অনুগ্রহে তার স্থির রহে স্মৃতি।
আমার এ বাণী ধর লভিবে বিরতি॥"
শুনিয়া এ মহাবাণী ঋষি ভক্তিভরে।
প্রণমিলা শ্রীহরিরে কৃতজ্ঞ অন্তরে॥
তদবধি লাভ করি নূতন জীবন।
হরি নামামৃত পানে সদা রত মন॥
ব্রহ্মচর্য্যব্রত সদা করিয়া পালন।
শ্রীহরির নামগানে রহিলা মগন॥
লজ্জা পরিহরি ঋষি সদানন্দ প্রাণে।
করেন ভ্রমণ নিত্য সুখে নানা স্থানে॥
করেন স্মরণ সদা শ্রীহরিচরিত।
তাঁর নাম গানে ভক্ত রহেন মোহিত॥
বীণাযোগে হরিগুণ গাইয়া নিরত।
করেন ভ্রমণ ভক্ত সদানন্দ চিত॥
কহিলেন ব্যাসে তিনি করি সম্বোধন।
শ্রীহরির গুন গান করি হে যখন॥
তখনি শ্রীহরি মম হৃদয় আগারে।
আবির্ভূত হন আসি নিজে কৃপা করে॥
বিষয়ভোগেতে চিত্ত আসক্ত যাহার।
হরিকথা সংকীর্ত্তন সম্বল তাহার॥
ভবসিন্ধুপার তরে তরণী এমন।
নাহি আর কিছু গুণকীর্ত্তন যেমন॥
কামলোভাদিতে চিত্ত আসক্ত যাহার।
যোগপথে শান্তিলাভ না হয় তাহার॥
কিন্তু যদি সেই করে শ্রীহরিসেবন।
অনায়াসে লাভ করে শান্তি মহাধন॥
নিষ্পাপ নির্লিপ্ত ভক্ত দেবর্ষি নারদ।
এইরূপ প্রচারিলা ভক্তি ভাগবত॥
চরিত্র তাঁহার ছিল অতি সুমধুর।
সে কথা শুনিলে পাপ তাপ হয় দূর॥
দুঃখী তাপী যেইখানে নারদ তথায়।
বীণাযোগে তার কাছে হরিগুণ গায়॥
নৃপতির অট্টালিকা দুঃখীর কুটিরে।
সমভাবে দেবঋষি গতায়াত করে॥
পাপীরে শ্রীহরি নামে করে বিমোহিত।
সাধু জনে হরিগুণে করে উৎসাহিত॥
বীণা যন্ত্র করে তাঁর মুখে হরি কথা।
এই ভাবে ভক্ত ঋষি রহেন সর্ব্বথা॥
নাই মান অপমান নিন্দা ঘৃণা বোধ।
নাই তাঁর হৃদয়েতে অহঙ্কারলেশ॥

হরি ভকতির আদি প্রবর্ত্তক ইনি।
থাকিতেন নামে মত্ত দিবস যামিনী ॥
ব্রহ্মজ্ঞান হরিভক্তি ইঁহার জীবনে।
হইয়াছে সম্মিলিত ব্রহ্মকৃপাগুণে ॥
ঋষিভাব ভক্তভাব দুয়ের মিলনে।
ধরিয়াছে কিবা শোভা এ দেবজীবনে ॥
পরমাত্মা মহাদেব শ্রীহরি সুন্দর।
তাঁহার কীর্ত্তনে মুক্তিলাভ করে নর ॥
তাঁহার চরণসেবা আর সংকীর্ত্তন।
পাপীর মুকতি তরে দুই মহাধন ॥
এই মহাতত্ত্ব হরি নারদের যোগে।
প্রচার করিলা ভবে প্রেম অনুরাগে ॥
ব্রহ্মজ্ঞান পূর্ণ এই ভারত ভিতরে।
রোপিলেন ভক্তিতরু হরি কৃপা করে ॥
ধন্য হরি ধন্য তব ভকত তোমার।
যাঁহার চরিত্রে হয় জগৎ উদ্ধার ॥
ধন্য হে নারদ তুমি ভক্তশিরোমণি।
সুধন্য কৃতার্থ ভক্ত তোমার জননী ॥
হরিপ্রেম অনুরাগী তোমার মতন।
বল কে হইবে ভবে তুমি অতুলন ॥
আপন জীবনে তুমি সবে দেখাইলে।
শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন মানবে সেবিলে ॥
ওহে দয়াময় হরি করুণা করিয়া।
সুমধুর ভক্তি মোরে দাও শিখাইয়া ॥
যেন নারদের মত নিষ্পাপ জীবনে।
সদা মত্ত থাকি তব স্মরণ মননে ॥
নারদের সুমধুর হরিভক্তিস্রোতে।
ভাসাও আবার তুমি সোণার ভারতে ॥
অনন্ত ভক্তির নিধি পীযূষসাগর।
তাহে মগ্ন থাকি যেন ওহে গুণাকর ॥
এই ভিক্ষা করি নাথ তব শ্রীচরণে।
ভক্তিভরে প্রণিপাত করি কায়মনে ॥

পঞ্চম লহরী।

মহাত্মা ভক্ত ধ্রুব।

মহামতি স্বায়ম্ভুব মনুর নন্দন।
ছিলেন উত্তানপাদ নৃপ এক জন ॥
দুই ভার্য্যা ছিল তাঁর সুরুচি সুনীতি।
সুনীতি পরমা সতী অতি গুণবতী ॥
বিনীতা দীনাত্মা সাধ্বী অতি ক্ষমাবতী।
ছিলেন সুনীতি দেবী পতিপ্রাণা সতী ॥
সুরুচি বিলাসপ্রিয়া মত্ত অহঙ্কারে।
নিজ সুখ তরে ব্যস্ত নিয়ত সংসারে ॥
সতত সে নীচাশয়া রমণীর মত।
স্বামীরে আপন বশে রাখিত নিয়ত ॥
সুরুচি মুখরা অতি স্বার্থপরায়ণা।
করিত সুনীতি প্রতি কত না গঞ্জনা ॥
সুরুচির বশীভূত হইয়া রাজন।
সুনীতিরে অনুক্ষণ করিত পীড়ন ॥
স্বপত্নীর প্রতি দ্বেষ হয় নৃপতির।
এই হেতু ছিল যত্ন সদা সুরুচির ॥
হায় বহু বিবাহের ফল বিষময়।
রাজা প্রজা সবে ভোগে সকল সময় ॥
সুরুচির বাধ্য রাজা হন অতিশয়।
ক্রীড়ার পুতুল তার, সকল সময় ॥
সুরুচির কথা মতে অবোধ রাজন।
বন মাঝে সুনীতিরে দিলা বিসর্জ্জন ॥
তপোবনে কুটীরেতে সুনীতি সুন্দরী।
থাকেন সুদীন ভাবে দিবস শর্ব্বরী ॥
ঋষিপত্নীগণ সনে যাপেন জীবন।
ধর্ম্মে সমুন্নত তিনি হন অনুক্ষণ ॥
সুনীতির গর্ভে জন্মে ধ্রুব মহাশয়।
উত্তম সুরুচি পুত্র সুখী অতিশয় ॥
রাজগৃহে মহানন্দে রহেন উত্তম।
সুরুচির প্রাণধন অতি প্রিয়তম ॥

শিশু ধ্রুব কাটে কাল মুনি পুত্র সনে।
কে তাহার জন্মদাতা কিছু নাহি জানে॥
দুঃখিনীর পুত্র ধ্রুব নগ্নকলেবরে।
খেলা করে নিরন্তর আনন্দ অন্তরে॥
ভয় ভাবনার লেশ নাহি শিশুমনে।
নিশ্চিন্ত সরল শিশু রহে অনুক্ষণে॥
এক দিন মুনি পুত্র ধ্রুবে সম্বোধিয়া।
বালকস্বভাবে বলে হাসিয়া হাসিয়া॥
বিবস্ত্র রয়েছ ধ্রুব মোরা তব সনে।
না করিব খেলা আজ ইহার কারণে॥
শুনিয়া মাতার পাশে গেল শিশু ধ্রুব।
বলিলা যে সব কথা বলে শিশু সব॥
দেও মা আমারে আজ বস্ত্র পরাইয়া।
বস্ত্র পরি আজ আমি খেলিব নাচিয়া॥
বালকের মধুমাখা কথা সব শুনি।
দুঃখ শোকে অবসন্না হইলা জননী॥
হায় রাজপুত্র ধ্রুব ভিখারী এখন।
বস্ত্রহীন হয়ে বাছা খেলে অনুক্ষণ॥
হায় কি দুর্ভাগ্য মোর ধ্রুব রাজসুত।
চীরবসনের তরে এবে লালায়িত॥
এই বলি সতী মাতা করেন রোদন।
তার দুঃখে দয়াশীলা মুনিপত্নীগণ॥
আসি সুনীতিরে কত করেন সান্ত্বনা।
দিলেন তাঁহারে আহা উপদেশ নানা॥
ধৈর্য্য ধরি সতী মাতা আপন সন্তানে।
দিলেন প্রবোধ বহু বিবিধ বিধানে॥
প্রবোধ না মানে শিশু বস্ত্রের কারণ।
মাতার অঞ্চল ধরি করিছে রোদন॥
দেখি মাতা,আপনার পরিধেয় হতে।
একখণ্ড বস্ত্রাঞ্চল দিলেন স্নেহেতে॥
বস্ত্র পরি পুনঃ শিশু গেল খেলিবারে।
বলিলেন সঙ্গিগণে প্রেমে বারে বারে।
বড় দুঃখী মাতা মোর কোথা বস্ত্র পাব।
সঙ্গিগণ বলে ধ্রুব কিসের অভাব॥
রাজার সন্তান তুমি জান না কি ভাই।
রাজা যার পিতা তার কিবা বল নাই॥
শুনি চলি গেলা ধ্রুব মাতার আগারে।
যেখানে দুঃখিনী সতী দুঃখে কাল হরে॥
সন্তানের চন্দ্রানন দেখিয়া জননী।
শোক দুঃখ ভুলি তারে চুম্বিলা অমনি॥
জিজ্ঞাসিলা ধ্রুব মায়ে বল গো জননি!
কোথায় আছেন মম পিতা নৃপমণি॥
শুনি অশ্রুজলে ভাসি বলিলা ললনা।
ও কথা আমারে বাছা আর শুধাওনা॥
পাতকী নারকী আমি তাঁহারি কারণ।
ভোগিতেছি ইহকাল দুঃখ অগণন॥
সতীর চরিত্র আহা আশ্চর্য্য কেমন।
ভ্রমেও পতির নিন্দা করে না কখন॥
ধন্য তুমি ধ্রুবমাতা সুনীতি সুন্দরী।
নারীকুলরত্ন তুমি যাই বলিহারী॥
পর দিন পুনঃ ধ্রুব শিশুদের সনে।
খেলিবারে চলি যায় মহানন্দ মনে॥
শিশুগণ বলে ধ্রুব চল মোরা আজ।
যাই যথা পিতা তব করেন বিরাজ॥
এত বলি মুনিপুত্র ধ্রুবে সঙ্গে লয়ে।
রাজসন্নিধানে যান সানন্দ হৃদয়ে॥
ধ্রুবে দেখি নৃপতির জন্মিল বিস্ময়।
নিজ পুত্র বলি তারে করিল প্রত্যয়॥
ধ্রুবধনে নিজ ক্রোড়ে লইবার তরে।
জনমিল ইচ্ছা সেই রাজার অন্তরে॥
ধ্রুবের অপর ভ্রাতা সুরুচিনন্দন।
আছেন পিতার ক্রোড়ে করি আরোহণ॥
তাহা দেখি পিতৃকোলে উঠিবার তরে।
অগ্রসর হন ধ্রুব ব্যাকুল অন্তরে॥

মহিষী সুরুচি ইহা করি নিরীক্ষণ।
ক্রোধ দ্বেষে হল যেন অলন্ত দহন॥
রোষ ভরে বলে ধ্রুবে কি সাহস তোর।
উঠিবারে চাস্ ক্রোড়ে যথা পুত্র মোর॥
রাজপুত্র তুমি বটে কিন্তু গর্ভে আমি।
ধরি নাই তোরে বাছা জান সব তুমি॥
যদি পার মম গর্ভে পুনঃ জন্মিবারে।
তবে তো পারিবে পিতৃক্রোড়ে উঠিবারে॥
সুনীতির গর্ভে জন্ম যখন তোমার।
এ হেন দুরাশা বাছা কর পরিহার॥
সুরুচির বাক্যবাণে ধ্রুবের হৃদয়।
হইল ব্যথিত ক্ষুব্ধ ক্ষীণ অতিশয়॥
ক্রোধ অভিমান ভরে করিয়া ক্রন্দন।
পিতৃগৃহ হতে যান জননী সদন॥
ধ্রুবের বিলম্ব দেখি দুঃখিনী জননী।
হইলা পাগল যথা মণিহারা ফণি॥
একবার গৃহে আর আবার প্রান্তরে।
ব্যাকুল হইয়া তার অন্বেষণ করে॥
হেনকালে জননীর অঞ্চলের ধন।
আসিলেন গৃহে ফিরি করিয়ে রোদন॥
ক্রোড়ে তুলি জিজ্ঞাসেন কিসের কারণ।
করিতেছ বাছা মোর এ হেন ক্রন্দন।
শুনি ধ্রুব সব কথা বলিলা মাতায়।
সুরুচির বাক্যে হৃদি দগ্ধ হয়ে যায়॥
পুত্রের বচন শুনি কহেন জননী।
ইথে দুঃখ নাহি কর বাছা গুণমণি॥
সুরুচি বলেছে সত্য অভাগা আমরা।
ভোগিতেছি কর্ম্মফল হয়ে সুখহারা॥
রাজ্যসুখ ধন ধান্য শ্রীহরির দান।
সেই লভে যেই জন হয় পুণ্যবান্॥
সুরুচির বাক্যে যদি দুঃখ হয় মনে।
যত্ন কর অনুক্ষণ পুণ্য উপার্জ্জনে॥
সুশীল ধার্ম্মিক হও জীবে দয়াবান্।
সকলের বন্ধু হও ওহে মতিমান্॥
নিম্নভূমে যথা জল করয়ে গমন।
তেমতি সম্পদ লাভ হইবে তখন॥
আহা কি আশ্চর্য্য ভাব সুনীতি জীবনে।
তাঁর মুখে পরনিন্দা কেহ নাহি শুনে।
জননীর সুধামাখা পবিত্র বচনে।
শান্তি নাহি উপজিল সন্তানের মনে॥
বিমাতার বাক্যবাণে হৃদয় তাঁহার।
অতিশয় বিষাদিত হইল এবার॥
অস্থির হইল শিশু ক্রোধে অপমানে।
হাসে না খেলে না দহে বিষাদ দহনে॥
আহারে প্রবৃত্তি নাই সতত চিন্তিত।
মাঝে মাঝে কাঁদে শিশু হয়ে ব্যাকুলিত।
শিশুর সান্ত্বনা তরে জননী সুনীতি।
চেষ্টা করে অনুক্ষণ সযতনে অতি॥
এক দিন কান্দি ধ্রুব বলে জননীরে।
কিসে বল আমাদের দুঃখ যায় দূরে॥
শুনি মাতা বলিলেন হরি দয়াময়।
দুঃখনিবারণ তিনি সবার আশ্রয়॥
তিনি বিনে আমাদের দুঃখ বিমোচন।
করিবারে কারো সাধ্য নাহি কদাচন॥
জিজ্ঞাসিল ধ্রুব, মাতঃ, সে হরি কোথায়।
সর্ব্বত্র আছেন হরি বলিলেন মায়॥
পুনরায় পুছে ধ্রুব কিরূপে তাঁহায়।
পাইব দেখিতে মাগো বল মা আমায়॥
"তাঁর কথা আমি কি বা বলিব তোমায়।
দেবগণ যাঁর পদ সতত ধেয়ায়।
মুমুক্ষুর গতি হরি ভকতবৎসল।
তাঁহার শরণ লও হইয়া সরল॥
একাগ্র সংযতচিত্তে হৃদয়মন্দিরে।
স্থাপিয়া হৃদয়দেবে পূজ প্রেমভরে॥

পদ্মপলাশলোচন (১) হরি দয়াময়।
যে ডাকে ব্যাকুল প্রাণে সেই দেখা পায়॥
এত বলি পুনঃ মাতা ভয়ে ভীত হয়ে।
বলিলা সন্তান ধ্রুবে ব্যাকুল হৃদয়ে॥
বনমাঝে আছে বাছা শ্রীহরি সুন্দর।
হিংস্র জন্তু থাকে তথা অতি ভয়ঙ্কর॥"
ভাবিলা জননী ভয় দেখাইলে সুতে।
যাবে না সন্তান মম তপোবন হতে॥
জননীর কথা ধ্রুব শুনিলা সকল।
শ্রীহরির তরে প্রাণ হইল বিকল॥
ধন্য মা সুনীতি দেবী রমণীরতন।
তোমার মতন নারী কে দেখে কখন॥
তোমার ঈশ্বরভক্তি পবিত্র চরিত।
ধ্রুবের স্বভাবে ক্রমে হয় সংক্রামিত॥
পরিশেষে ধর্ম্ম দীক্ষা দিয়া সন্তানেরে।
ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিলা তাহারে॥
যেন প্রতি ঘরে ঘরে তোমার মতন।
শোভা পায় এ জগতে জননীরতন॥
জননীর বাক্যে তাঁর হইল প্রত্যয়।
হরিকৃপাগুণে এবে ঘুচিল সংশয়॥
পদ্মপলাশলোচন হরি মহানাম।
জপমালা প্রায় ধ্রুব চিন্তে অবিরাম॥
অন্য চিন্তা পরিহরি ধ্রুব মহাশয়।
সে চিন্তায় হইলেন ব্যাকুল হৃদয়॥
আহা কি সরল ভাব ধ্রুবের জীবনে।
কভু মুক্তি নাহি হয় এ ভাববিহনে॥
আছেন সর্ব্বত্র হরি তিনি দয়াময়।
ডাকিলে দর্শন দেন হইয়া সদয়॥

এ ভবে বিশ্বাস করি যে জন নিয়ত।
সরল হৃদয়ে চিন্তে শ্রীহরির পদ॥
কি বা প্রয়োজন তার সাধন ভজনে।
কি বা প্রয়োজন বল শাস্ত্র অধ্যয়নে॥
দয়াময় পিতা মাতা হরি কৃপা করে।
নিশ্চয় দিবেন দেখা তাহার অন্তরে॥
শ্রীহরিদর্শন নাহি পায় দুঃখী জন।
বলো না এ কথা ভাই বলো না কখন॥
যে জন তাঁহারে ডাকে সেই তাঁরে পায়।
ব্রহ্মের দর্শন হয় ব্রহ্মের কৃপায়॥
শ্রীহরি চিন্তায় ধ্রুব সতত ব্যাকুল।
তাঁর হৃদে জ্বলে দুঃখ অনল অতুল॥
রজনীতে ধ্রুবমাতা আছেন শয়নে।
কিন্তু নিদ্রা নাই আর শিশুর নয়নে॥
মাতারে নিদ্রিত দেখি সুযোগ বুঝিয়া।
হরি অন্বেষণে শিশু উঠিল মাতিয়া॥
সপ্তবার জননীরে করি প্রদক্ষিণ।
প্রণমিল মাতৃপদ হয়ে দীন হীন॥
আহা কি আশ্চর্য্য ভাব শিশুর অন্তরে।
রাজপুত্র হয়ে যায় কানন ভিতরে॥
দুগ্ধপোষ্য শিশু ছেলে জননীর ধন।
ভীষণ অরণ্যে আজ করিছে গমন॥
ঘোর অন্ধকার নিশি নিস্তব্ধ ধরণী।
হেনকালে যায় বনে ধ্রুব গুণমণি॥
বহিছে নয়নে বারি আকুল পরাণ।
হেন ভাবে একা ধ্রুব বন মাঝে যান॥
এদিকে সুনীতি দেবী দেখেন জাগিয়া।
দুঃখিনীর প্রাণ ধ্রুব গিয়াছে চলিয়া॥
হারায়ে নয়নমণি পাগলিনীপ্রায়।
ধ্রুব অন্বেষণে মাতা চারি দিকে ধায়॥
করিয়া বিলাপ কত কান্দিছে জননী।
তাঁহার বিলাপে যেন কান্দিছে ধরণী॥

(১) ইহা একটী উপমা। শ্রীহরি অত্যন্ত সুন্দর, এইটী সুনীতি এই উপমা দ্বারা পুত্রকে শিক্ষা দিলেন।

কেঁদো না জননী তুমি কেঁদ না গো আর।
তোমার ক্রন্দনে দেখ কাঁদিছে সংসার ॥
অমূল্য রতন তুমি ধরেছ উদরে।
সে ধন কখন কি গো হারাইতে পারে ॥
তোমার সোণার চাঁদ, অঞ্চলের ধন।
আসিবে ফিরিয়া পুনঃ করো না চিন্তন ॥
যে ধনের তরে ধ্রুব হয়েছে পাগল।
পরম পদার্থ তাহা জীবের সম্বল ॥
সেই ধনে ধনী হয়ে তব প্রাণধন।
ফিরে আসি তব ক্রোড় করিবে শোভন ॥
হরি অন্বেষণে ধ্রুব ব্যাকুল অন্তরে।
ক্রমাগত চলি যান অরণ্য ভিতরে ॥
পদ্মপলাশলোচন রহিলে কোথায়।
একবার দরশন দাও হে আমায় ॥
এতবলি ডাকে ধ্রুব কান্দে হরি বলে।
সে দৃশ্য দেখিলে প্রাণ ভাসে আঁখি জলে ॥
বন মাঝে শুনি ধ্রুব বায়ুর স্বনন।
ভাবে বুঝি করে মোর হরি আগমন ॥
পশু পক্ষী দেখি ধ্রুব ভাবে মনে মন।
এই বুঝি হবে পদ্মপলাশলোচন ॥
পুত্রহারা মাতা প্রায় ধ্রুব মহাশয়।
হরি অন্বেষণে ব্যস্ত রন অতিশয় ॥
হেন ব্যাকুলতা বিনা প্রাণের ঈশ্বরে।
বল কে সংসার মাঝে দেখিবারে পারে?
করেন প্রার্থনা ধ্রুব সদা সকাতরে।
দেখা দেও দয়াময় এ দীন পাপীরে ॥
শুনেছি মাতার মুখে ডাকিলে তোমায়।
তোমার শ্রীমুখ জীব দেখিবারে পায় ॥
এই ভাবে করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখ হয়ে।
ডাকে দয়াময়ে ধ্রুব ব্যাকুল হৃদয়ে ॥
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা ধ্রুব করিয়াছে মনে।
ফিরিবে না কভু গৃহে বিনা দরশনে ॥

দয়াময় কৃপা করি ধ্রুবের সদন।
মহাভক্ত নারদেরে করিলা প্রেরণ ॥
ধ্রুবের পরীক্ষা তরে বলিলেন ঋষি।
কার অন্বেষণ বাছা কর দিবানিশি ॥
কঠোর সাধনে অনাসক্ত ঋষিগণ।
নাহি পায় যার তত্ত্ব লভিতে কখন ॥
তুমি শিশু হয়ে বাছা বল কি প্রকারে।
সামান্য সাধনে প্রাণে দেখিবে তাঁহারে ॥
কিন্তু নারদের বাক্যে ধ্রুবের হৃদয়।
বিন্দুমাত্র বিচলিত কভু নাহি হয় ॥
বলিলা নারদে ধ্রুব আমি ক্ষত্রসুত।(১)
বিমাতার বাক্যে মোর হৃদয় বিক্ষত ॥
এ হৃদয়ে তব বাক্য স্থান নাহি পায়।
তবে কেন বৃথা কথা কও মহাশয় ॥
সেই উপদেশ দেব বলুন আমারে।
যাহাতে সর্ব্বোচ্চ পদ পাই এ সংসারে ॥
পাইবারে সেই পদ করি আকিঞ্চন।
না পেয়েছে যেই পদ মম পিতৃগণ ॥
ধ্রুবের আশ্চর্য্য নিষ্ঠা দৃঢ়তা অটল।
দেখিয়া হলেন ঋষি হৃষ্ট কুতূহল ॥
বলিলেন তব নিষ্ঠা পরীক্ষার তরে।
বলেছি এ হেন কথা তোমার গোচরে ॥
হয়েছি পরম প্রীত তোমার উপর।
ধর্ম্মপথে থাক বৎস সদা স্থিরতর ॥
ধর্ম্মের যে পথ তব জননী সুনীতি।
বলেছেন সেই পথ সুপ্রশস্ত অতি ॥
সেই পথে চল বাছা করি প্রাণপণ।
পাইবে অচিরে তুমি হরি দরশন ॥
কায়মনোবাক্যে সদা প্রেমভক্তিভরে।
শ্রীহরির পরিচর্য্যা কর অকাতরে ॥

(১) ধ্রুব ক্ষত্রিয় কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি তব প্রাণ মনে ভাব উদ্দীপন।
করিবেন কৃপা করি পতিত পাবন॥
শান্ত, সমাহিত চিত্তে অনুরাগ সহ।
চিন্তা উপাসনা তাঁর কর অহরহ॥
তাঁর প্রেম মুখ পানে একাগ্র হইয়া।
অবাক নিস্তব্ধ হয়ে থাক তাকাইয়া॥
অনাসক্ত হয়ে কর ব্রহ্মরূপ ধ্যান।
দেখা না পাইলে কভু করো না প্রস্থান॥
এত বলি পুনঃ ধ্রুবে করি সম্বোধন।
বলিলেন কর বাছা সুদীক্ষা গ্রহণ॥
স্নান অন্তে সুদীক্ষিত হইয়া এখন।
তপস্যাসাধনে বৎস ঢালি দেহ মন॥
এত শুনি স্নান করি ধ্রুব মহাশয়।
নারদ হইতে দীক্ষা ভক্তিভরে লয়॥
দীক্ষিত হইয়া ধ্রুব মহোৎসাহ ভরে।
সাধনে প্রবৃত্ত হ'লা ব্যাকুল অন্তরে॥
এ দিকে ধ্রুবের পিতা ধ্রুবের কারণ।
শোকে দুঃখে অনুক্ষণ করেন ক্রন্দন॥
ধ্রুব প্রতি নির্দয় ব্যবহার করে।
নৃপতি ক্রন্দন করে অনুতাপ ভরে॥
হেন কালে বিশ্বপ্রেমী নারদ ভকত।
নৃপেরে সান্ত্বনা দান করিলেন কত॥
তার পর সুনীতির কুটীরে যাইয়া।
বলিলা কেঁদো না মাগো পুত্রে না পাইয়া॥
হরিধনে ধনী হয়ে তোমার সন্তান।
পুনরায় তব ক্রোড়ে ল'ভবেক স্থান॥
আহা কি সুন্দর ভাব নারদজীবনে।
পরসুখ তরে ব্যস্ত মন অনুক্ষণে॥
বৈরাগী সন্ন্যাসী ভক্ত প্রেমিক সুজন।
নারদের মত বল হবে কোন জন॥
পুত্র পরিবার নাই, জগত সংসার।
জানেন নারদ ঋষি বলি আপনার॥
হরিনাম শুনাইয়া জীব সমুদায়ে।
বেড়ান নারদ ঋষি প্রফুল্ল হৃদয়ে॥
হেন উচ্চ প্রচারক বল কে বা হবে।
নারদের মত ভক্ত কে বা আছে ভবে॥

ধ্রুবের সাধন ও সিদ্ধি।

ক্ষত্রিয়তনয়, ধ্রুব মহাশয়,
দ্বিগুণ উৎসাহভরে।
তপস্যা সাধন, করে প্রাণপণ,
হরি দরশন তরে॥
কভু অনাহারে, কভু অল্পাহারে,
করেন সাধন নানা।
তুচ্ছ করি কত, বিভীষিকা যত,
করেন হরি সাধনা॥
ব্যাকুল হৃদয়ে, ধ্রুব দয়াময়ে,
ডাকেন কাতর প্রাণে।
কোথা দয়াময়, হইয়া সদয়,
দেখা দাও এ সন্তানে॥
সাধন, ভজন, জানি না কেমন,
আমি শিশু অল্পমতি।
পদাশ্রয় দানে, তার এ সন্তানে,
ওহে অগতির গতি॥
নাহি পিতা মাতা, বন্ধু কি বা ভ্রাতা
মম প্রভো এ কাননে।
দীনজন ত্রাতা, তুমি বিশ্বপাতা
শুনেছি বেদ বচনে॥
এইরূপে কত, কান্দেন ভকত,
করেন প্রার্থনা নানা।
এই তো প্রকৃত, সিদ্ধি ফলপ্রদ,
শ্রীহরির উপাসনা॥

বালকের হেন, অপূর্ব্ব সাধন,
দেখি দয়াময় হরি।
দিলেন তখন, ধ্রুবে দরশন
ঐশ্বর্য্যের রূপ ধরি॥
প্রাণের ভিতর, রূপ মনোহর,
দেখি ধ্রুব তপোধন।
হয়ে বিমোহিত, সেরূপ নিয়ত,
করে সুখে দরশন॥
নেত্র নিমীলিত, করি অবহিত
রহে ধ্রুব এই ভয়ে।
কি জানি বা হায়, হরি পুনরায়,
চলি যান দেখা দিয়ে॥
অনুরাগভরে, হৃদয়কন্দরে,
ফুটিল ভকতি ফুল।
সুখ পারাবারে, ধ্রুব একেবারে,
ভাসিছে হয়ে আকুল॥
চিন্ময় অরূপ, শ্রীহরির রূপ,
ত্রিজগত বিমোহন।
দেখিয়া ভকত, হন বিমোহিত,
ফিরিতে না চাহে মন॥
অন্তরে বাহিরে, রূপ দেখাবারে,
অন্তর্হিত হ'লা হরি।
সাধক তখন, খুলিয়া নয়ন
দেখে বিশ্ব পূর্ণ করি॥
আছেন ঈশ্বর, প্রেমের সাগর
ধ্রুব ভক্তিপূর্ণ মনে।
আনন্দে বিহ্বল, হয়ে কুতূহল
স্তব করে প্রাণপণে॥
"সর্ব্বশক্তিমান্! আমার অন্তরে।
প্রবেশিয়া তুমি সদা প্রেমভরে॥
করিছ সজীব জড় জিহ্বা মম।
হস্ত পদ ত্বক চক্ষুরাদি সম॥

রাখিতেছ তুমি সদা সঞ্জীবিত।
প্রণমি তোমারে ভকত বাঞ্ছিত॥
ওহে অন্তর্য্যামী তুমি সমুদায়।
করেছ সৃজন প্রভু দয়াময়॥
পাপী, সাধু সবে, তপন যেমন।
অনুক্ষণ করে কর বিতরণ॥
পাপীর হৃদয়ে তেমনি হে তুমি।
প্রকাশিত হও ওহে অন্তর্য্যামী॥
তব করুণায় জীব মুক্ত হয়।
তুমি শুদ্ধ সত্য পূর্ণজ্ঞানময়॥
আদিম পুরুষ তুমি নির্ব্বিকার।
ঐশ্বর্য্যের স্বামী ঈশ্বর আমার॥
মম প্রাণ মন কর দরশন।
তোমা বিনে ফল কে করে অর্পণ॥
স্ত্রী পুত্র, সংসারে বদ্ধ যার মন।
না হয় তাহারা তোমাতে মগন॥
তোমাতে আসক্ত যাদের অন্তর।
তব প্রেমে তারা মুগ্ধ নিরন্তর॥"
বলিলা তখন, জগত জীবন
হ'য়েছি সন্তোষ অতি।
লও বাছা বর, আমার গোচর
যাহাতে তোমার মতি॥
ধ্রুব ধ্যানযোগে, ব্রহ্মে অনুরাগে
প্রত্যক্ষ দর্শন করি।
বলিলা ঈশ্বরে, মোরে কৃপা করে,
হেন বর দাও হরি॥
যেন স্তুতি স্তব, ওহে ভবধব,
পায়ে করিবারে দাস।
তোমাতে আমার, ভক্তি অনিবার
থাকে এই অভিলাষ॥
এ পাপীর মন, প্রভো অনুক্ষণ,
রহে যেন ও চরণে।

পূজিবে তোমারে, প্রভু, এ দাসেরে
বর দাও কৃপাগুণে ॥
যেন দয়াময়, ডাকিলে তোমায়,
পাই তব দরশন।
শ্রীহরি তাহার, বাঞ্ছা অনিবার
করিলা পরিপূরণ ॥
কৃতকৃত্য হয়ে, সানন্দ হৃদয়ে,
ধ্রুব গৃহপানে যান।
স্বরগের নিধি, পেয়ে নিরবধি
তিরপিত তাঁর প্রাণ ॥
হেনকালে মনে, পড়ে মাতৃধনে,
পুনঃ ধ্রুব মহাশয়।
শ্রীহরিরে ডাকি, বলেন একাকী
ওহে দীন দয়াময় ॥
জনম দুঃখিনী, আমার জননী
মোরে জিজ্ঞাসিবে যবে।
আমার কারণ, ওরে বাছধন,
কি ধন আনিলি এবে ॥
তুমি দয়া করে, মোর জননীরে
দেখা দিও কৃপাময়।
শ্রীহরি তখন, বলিলা বচন,
তব ভিক্ষা সমুদয় ॥
হইবে পূরণ, মম দরশন,
পাইবে জননী তব।
শুনি কুতুহলে, যান গৃহে চলে,
সিদ্ধিলাভ করি ধ্রুব ॥
গৃহে গিয়ে আগে, ভক্তি অনুরাগে,
সেবে সুরুচি চরণ।
বলিলা বাছনি, হরিধনে ধনী,
হয়েছি তব কারণ ॥
পিতারে প্রণমি, ধ্রুব গুণমণি,
যান জননীর পাশ।
বহুদিন পরে, দেখি সন্তানেরে
মিটে তাঁর মন আশ ॥
পাগলিনী প্রায়, আসিয়া তথায়,
ধ্রুবধনে কোলে নিল।
বলে বাছা ওরে, কি দিবি আমারে,
বলি সুতে জিজ্ঞাসিল ॥
হরি কৃপাগুণে, জননীর সনে,
দিলা আসি দরশন।
দুঃখ দূরে গেল, আনন্দে ভাসিল,
মাতার হৃদয় মন ॥
নৃপতি আলয়ে, সুনীতিরে লয়ে,
করেন যতন অতি।
সুরুচি সুন্দরী, পূজিয়া শ্রীহরি,
হইলেন শুদ্ধমতি ॥
নৃপতি সুব্রত, হরি ভক্তিযুত,
হইলা উত্তম সহ।
রাজ্য মাঝে তাঁর, ভক্তি অনিবার,
বহিলেক অহরহ ॥
দিবস রজনী, হরিনাম ধ্বনি,
হয় সেই রাজগৃহে।
হরিনাম শুনে, কাহার জীবনে,
পাপ তাপ নাহি রহে ॥
এইরূপে হরি, জীবে কৃপা করি,
করিলা লীলা অপার।
বুঝান সবারে, ডাকিলে তাঁহারে,
দেখা পায় জীব তাঁর ॥
নিত্য বর্ত্তমান, হরি দয়াবান্,
আছেন সকল স্থানে।
ধ্রুবের মতন, হয়ে অকিঞ্চন,
যে ডাকে সে পায় প্রাণে ॥
শিশু মূর্খ জন, পায় না কখন,
ব্রহ্মপদ সারাৎসার।

হেন ভ্রম জ্ঞান, পাপ সুমহান্
কর ভাই পরিহার ॥
ধন্য দয়াময় হরি তোমার কৃপায়।
আসিলেন মহাভক্ত ধ্রুব এ ধরায় ॥
পরম সুন্দর তুমি ডাকিলে তোমায়
সরল সাধক তোমা দেখিবারে পায় ॥
দেখিলে ও প্রেম মুখ দুঃখ দূর হয়।
এই তত্ত্ব শিখাইলা ধ্রুব মহাশয় ॥
দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মে প্রেমভক্তিভরে।
দেখিলেন পরমাত্মরূপেতে অন্তরে ॥
অন্তরে বাহিরে ধ্রুব দেখিয়া তাঁহারে।
ভক্তিরসে পরিপ্লুত হন একেবারে ॥
জগতের বন্ধু তুমি ওহে দয়াময়।
তোমার বিধানে জগতের মুক্তি হয় ॥
ধ্রুবের হৃদয়ে তুমি মহালীলা করি।
ভক্তিনদী এ ভারতে বহাইলে হরি ॥
ধন্য তব ভক্ত পুত্র ধ্রুব মহাশয়।
ধন্য হে সুনীতি দেবী ওহে দয়াময় ॥
কৃপা কর ওহে নাথ যেন এ হৃদয়।
ধ্রুবের ভকতিস্রোতে পরিপূর্ণ হয় ॥
জগতের গৃহে গৃহে ধ্রুবের মতন।
বিশ্বাসী ভকত যেন করে সুশোভন ॥
এই ভিক্ষা করি দেব তোমার চরণে।
বারংবার নমস্কার করি প্রাণপণে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

ষষ্ঠ লহরী।

বিশ্বাসী ভক্ত প্রহ্লাদ।

হিরণ্যকশিপু নৃপ অসুরপ্রধান।
তাঁর ভয়ে সুর নর সদা কম্পমান ॥
দেবতাবিরোধী ক্রোধী মত্ত অভিমানে।
আপনারে জগতের কর্ত্তা বলি মানে ॥
বাহুবলে সুর নরে করি পরাজয়।
রাজচক্রবর্ত্তিরূপে নৃপ গণ্য হয় ॥
আমিই ঈশ্বর বটে ঈশ্বর কে আর।
এইরূপ করে মূঢ় সদা অহঙ্কার ॥
কিন্তু শ্রীহরির লীলা বুঝিতে কে পারে।
পাপীরে করেন সাধু আশ্চর্য্য প্রকারে ॥
ধন ধান্যে পূর্ণ ছিল গৃহ নৃপতির।
কিন্তু পুত্র বিনা চিত সতত অস্থির ॥
ক্রমে ব্রহ্মকৃপাগুণে চারিটি তনয়।
পাইয়া নৃপতি মহা হরষিত হয় ॥
চতুর্থ তনয় তাঁর শ্রীমান্ প্রহ্লাদ।
পঞ্জাবে মূলতান ভূমে হইলেন জাত ॥
মহিষী কয়াধু তাঁর সুশীলা জননী।
করেন সন্তানে স্নেহ দিবস রজনী ॥
ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হলে পুত্র চারি জনে।
গুরু হস্তে দিলা ভূপ শিক্ষার কারণে ॥
জননীরে প্রণিপাত প্রদক্ষিণ করি।
গুরুগৃহে যায় শিশু গৃহ পরিহরি ॥
প্রহ্লাদ সুশীল শান্ত সত্যপরায়ণ।
করেন প্রাণীর হিত সতত সাধন ॥
তাঁহার স্বভাবে মুগ্ধ সহাধ্যায়িগণ।
প্রাণপণে প্রহ্লাদেরে করেন যতন ॥
দয়াময় কৃপা করি প্রহ্লাদের মনে।
অপূর্ব্ব ভকতি বীজ রোপিলা গোপনে ॥
শিক্ষা নাহি পায় শিশু পতিবাসিসনে।
বাস করে বাল্যাবধি সদানন্দ মনে ॥
হরিদ্বেষী পিতা তাঁর প্রতিবেশিগণ।
সকলেই ভক্তিহীন হিংসাপরায়ণ ॥
এহেন মণ্ডলী মাঝে করিয়া বসতি।
কেমনে প্রহ্লাদ হেন লভিলা ভকতি ॥

স্বভাবতঃ তাঁর প্রাণ হরিতে মগন।
স্বভাবতঃ চিত্ত তাঁর হরিপরায়ণ॥
জননীর মনে যথা সন্তানেতে স্নেহ।
দিয়াছেন দয়াময় প্রেমে অহরহ॥
পশু পক্ষী সুর নর সবার জননী।
সন্তানে করয়ে স্নেহ দিবস রজনী॥
এইহেতু শিক্ষা তার নাহি প্রয়োজন।
শ্রীহরি শিক্ষক তার মনের মতন॥
সেইরূপ স্বাভাবিক ভক্তিপ্রস্রবণ।
প্রহ্লাদ হৃদয়ে হরি করেন স্থাপন॥
সুশিক্ষা দৃষ্টান্ত বিনা প্রহ্লাদহৃদয়।
ভগবানে অনুদিন ভক্তিযুক্ত রয়॥
ষণ্ডামার্ক দুই জন শুক্রের নন্দন।
রাজসুতে অনুদিন করে অধ্যাপন॥
প্রহ্লাদের তিন ভাই মেধাহীন অতি।
পড়িতে বুঝিতে ছিল অত্যল্প শকতি॥
কিন্তু অতি মেধাবান্ ছিলেন প্রহ্লাদ।
নাহি মনে হতো তাঁর কভু অবসাদ॥
প্রহ্লাদের হাতে খড়ি হইল যখন।
ক, অক্ষর দেখি শিশু করেন ক্রন্দন॥
কৃষ্ণ নাম আদ্যাক্ষর কয়েতে প্রকাশ।
তাহা দেখি হল তাঁর ভাবের বিকাশ॥
শ্রীহরি পরম কৃষ্ণ জন্মজরাহীন।
তিনি ব্রহ্ম পরমাত্মা নবীন প্রবীণ॥
ভ্রান্ত লোকে দেহধারী বলিয়া তাঁহারে।
মগ্ন হয় পৌত্তলিক পঙ্কের ভিতরে॥
এক অদ্বিতীয় তিনি পরমসুন্দর।
তাঁর প্রেম আকর্ষণে বদ্ধ চরাচর॥
এ হেন ঈশ্বরে ভক্ত পূজিত নিয়ত।
প্রহ্লাদে দেখিয়া মুগ্ধ হয় শিশু যত॥
শ্রীহরির কৃপাগুণে অত্যল্প আয়াসে।
প্রহ্লাদ লভেন বিদ্যা মহানন্দে ভেসে॥

বর্ষ পূর্ণ হলে রাজা অধ্যাপক সনে।
ডাকিয়া আনিলা নিজ প্রিয় পুত্রগণে॥
হ্রাদ অনুহ্লাদ আর নিহ্লাদ তনয়ে।
করেন পরীক্ষা নৃপ উৎসুক হৃদয়ে॥
পরীক্ষায় সদুত্তর দিতে না পারিল।
তাহে তাঁর চিতে বহু ক্রোধ উপজিল॥
পরিশেষে প্রহ্লাদেরে করি সম্বোধন।
করেন পরীক্ষা রাজা হয়ে হৃষ্ট মন॥
যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসে পিতা তার সদুত্তর।
প্রহ্লাদ প্রদান করে সানন্দ অন্তর॥
দেখি নৃপতির প্রাণে আনন্দ অপার।
উথলিল পুত্রস্নেহ আহা অনিবার॥
আশীর্বাদ করি সুতে বলেন রাজন।
তত্ত্বশাস্ত্র শিখিয়াছ বাছারে কেমন॥
কে বা সাধু বল বাছা আমারে এবার।
তব কথা শুনে প্রাণ জুড়াক আমার॥
শুনিয়া বলেন ভক্ত শুনহ রাজন্।
এ সংসারে পাপে জীব সদা ভীত মন॥
অন্ধকূপপ্রায় গৃহ ত্যজি যেই জন।
শ্রীহরির পাদপদ্মে লয় হে শরণ॥
সেই জন সাধু বটে এ ভব সংসারে।
তাঁহারেই মম চিত্ত চায় বারে বারে॥
পুত্রের বচন শুনি ক্রোধে নরপতি।
হুতাশন প্রায় জ্বলি বলে তার প্রতি॥
ওরে কুলাঙ্গার দেখি বড় স্পর্দ্ধা তোর।
মোর পুত্র হয়ে তুই হরিতে বিভোর॥
হরির বিদ্বেষী আমি কি সাহসে তবে।
উচ্চারিলি ঐ নাম মোর পাশে এবে॥
আমি সর্ব্বেশ্বর প্রভু আমা বিনে আর।
ভূমণ্ডলে প্রভু কেবা আছে দুরাচার॥
মোর শত্রুগণে তুই করিস যতন।
এহেন কুমতি তোর হল কি কারণ॥

শান্ত হ'য়ে মুঢ় মতি ও নাম কথন।
উচ্চারিয়া নিজ প্রাণ করো না নিধন॥
শুনিয়া নির্ভয়ে বলে বিশ্বাসী ভকত।
আমার কি ভয় আছে বল ওহে তাত॥
জন্ম জরা মৃত্যু যায় যাঁহার স্মরণে।
সেই হরি বিদ্যমান মম প্রাণ মনে॥
ভয়হারী ঈশ্বরের কোলেতে যে জন।
হইবে তাহার ভয় কিসের কারণ॥
প্রহ্লাদের ভাব দেখি ষণ্ডামার্ক মুনি।
রাজভয়ে কাঁপিতেছে বিপদ যে গণি॥
ঋষিদ্বয়ে দেখি রাজা বলিলা তখন।
প্রহ্লাদের বুদ্ধি নাশ করে শত্রুগণ॥
শুনিয়া প্রহ্লাদে বিপ্র বলে সম্বোধিয়া।
হয়েছ বিকৃত বুদ্ধি কিসের লাগিয়া॥
শত্রু কি তোমার বুদ্ধি করেছে বিকৃত।
না হলে এ হেন ভাব কেন সমাগত॥
শুনিয়া বলেন ভক্ত সংসার মায়ায়।
মুগ্ধ হয়ে কার্য্য করে জীব সমুদায়॥
কিন্তু আমি শ্রীহরির মায়াতে মোহিত।
তাহা হ'তে মম বুদ্ধি হয় সমাগত॥
লৌহ যথা চুম্বকের গুপ্ত আকর্ষণে।
আকৃষ্ট হইয়া রহে নিত্য নিশিদিনে॥
তেমনি প্রভুর ইচ্ছা বলে মম মন।
তাঁর প্রতি সমাকৃষ্ট রহে অনুক্ষণ॥
বালকের তত্ত্ব কথা শুনি ঋষিগণ।
একেবারে হইলেন বিস্ময়ে মগন॥
কিন্তু বাহিরেতে ক্রোধ করিয়া প্রকাশ।
প্রহ্লাদে ভর্ৎসনা করে হয়ে নৃপদাস॥
পুত্রের বচন শুনি সক্রোধে নরপতি।
বলেন আনহ বেত্র অতি শীঘ্রগতি॥
মন্দমতি কুলাঙ্গার দুর্ব্বৃত্ত আমার।
হরণ করিতে চেষ্টা করে অধিকার॥

এতবলি প্রহ্লাদের কোমল শরীরে।
করেন প্রহার নৃপ হস্তে বেত্র ধরে॥
প্রহ্লাদের চারু দেহে বহিছে শোণিত।
কান্দিছে ভকত শিশু হইয়া ব্যথিত॥
হায়রে নিষ্ঠুর পিতা কি দোষে তনয়ে।
করিছ প্রহার তুমি পাষাণহৃদয়ে॥
সরল ব্যাকুল শিশু পুজিছে ঈশ্বরে।
হরি হরি বলি কান্দে অনুরাগ ভরে॥
হায় অবিশ্বাসী জন এমনি কঠিন।
ভাল মন্দ বুদ্ধি তার নাই কোন দিন॥
করিয়া প্রহার নৃপ বলিলা ঋষিরে।
লয়ে যাও পুনরায় দুষ্ট প্রহ্লাদেরে॥
সাবধান পুনরায় ঐ নাম যেন।
শুনিতে না পাই আর শুন মুনিগণ॥
রাজার বচন শুনি প্রহ্লাদে লইয়া।
চলিগেলা ঋষিগণ গৃহেতে ফিরিয়া॥
পশ্চাতে ভকত শিশু করিয়ে ক্রন্দন।
প্রাণ সখা শ্রীহরিরে করে নিবেদন॥
তোমার শরণ হরি লইয়া এখন।
দেখ নাথ কত দুঃখ করেছি বহন॥
কোন পাপ করি নাই ওহে দয়াময়।
তবে কেন সহিতেছি কষ্ট অতিশয়॥
এ দাসের দুঃখ নাথ কর দরশন।
তব তরে প্রাণ মম সদা উচাটন॥
ভক্তের প্রার্থনা শুনে দীনবন্ধু হরি।
ত্রিভুবন বিমোহন অপরূপ ধরি॥
প্রহ্লাদ-হৃদয়-ধামে দিয়া দরশন।
ভকতে সান্ত্বনা করি বলিলা বচন॥
রাজা তোরে মারে নাই দেখরে প্রহ্লাদ।
আমারেই করিয়াছে নৃপতি আঘাত॥
কি আশ্চর্য্য দয়াময় করুণা তোমার।
ভকতের প্রতি স্নেহ অতি চমৎকার॥

ভকতের দুঃখে তুমি নহ উদাসীন।
ভকত অধীন তব তুমি ভক্তাধীন॥
ভক্তজনে যেই জন করয়ে প্রহার।
তব প্রতি করে সেই ঘোর অত্যাচার॥
ভক্তজনে করে যেই প্রেম প্রদর্শন।
শ্রীহরি সে প্রেম দান করেন গ্রহণ॥
হরির চিন্ময় স্নিগ্ধ অঙ্গ পরশনে।
প্রহ্লাদের ক্লেশ দূর হল সেইক্ষণে॥
গুরুগৃহে ভক্ত শিশু করলে গমন।
ঋষিগণ প্রহ্লাদেরে করেন তাড়ন॥
ওরে মন্দমতি শিশু তোমার লাগিয়া।
নৃপতি ভর্ৎসিছে ক্রোধে অধীর হইয়া॥
নৃপতির পোষ্য মোরা তাঁহার কৃপায়।
অন্ন বস্ত্র লাভ হয় মোদের ধরায়॥
তব ব্যবহারে দেখ ভয় হয় মনে।
হইব বঞ্চিত মোরা সুখ শান্তি ধনে॥
যদি বাছা হরি নামে এত প্রেম তোর।
মোদের মিনতি এই রাজার গোচর॥
হরিনাম উচ্চারণ করো না কখন।
তাহলে মোদের রক্ষা করিবে রাজন॥
শিক্ষকের কথা শুনি ভকত সুজন।
হইলেন নিরুত্তর না বলে বচন॥
দেখি হৃষ্ট হইলেন অধ্যাপকদ্বয়।
পাঠেতে দিলেন মন ভক্ত মহাশয়॥
শ্রীহরির কৃপাগুণে প্রহ্লাদ নিয়ত।
নানা বিদ্যা শিক্ষা করে হয়ে ভক্তিযুত॥
পড়িতে পড়িতে ভক্ত নয়ন মুদিয়া।
ধ্যান করে ব্রহ্মপদ আনন্দে মাতিয়া॥
ভক্তিগুণে প্রহ্লাদের বুদ্ধিবৃত্তি যত।
উজ্জ্বল প্রতিভা যুক্ত হয় অবিরত॥
ঈশ্বরেতে মতি যার যদি মূর্খ হয়।
বিদ্যালাভ হয় তার ব্রহ্মের কৃপায়॥
ধর্ম্মে মন দিলে তার বিদ্যা নাহি হয়।
এ কথা যে বলে সেই ভ্রান্ত অতিশয়॥
প্রহ্লাদের পদচিহ্ন ধরিয়া যে জন।
ধর্ম্ম আর বিদ্যাধন করেন সাধন॥
লভি দুই মহারত্ন এ বিশ্বসংসারে।
অমরত্ব লাভ করে কত না প্রকারে॥
পুনরায় বৎসরান্তে পরীক্ষার তরে।
পুত্রগণে ডাকিলেন নৃপতি সাদরে॥
ঋষিদ্বয় পুত্রগণে লয়ে দ্রুতগতি।
চলিলেন যথা বাস করেন নৃপতি॥
গুরু সঙ্গে চলে শিশু ভাবে মনে মনে।
সত্য পরমেশ মোর আমি হে কেমনে॥
গুরু অনুরোধে আজ তাঁরে অস্বীকার।
করিয়া ডুবিব পাপসাগরে এবার॥
অন্য তিন পুত্রে রাজা করি পরীক্ষিত।
হইলেন মনে মনে অতি বিষাদিত॥
সর্ব্বশেষে প্রহ্লাদেরে করিয়া আহ্বান।
জিজ্ঞাসেন বহু প্রশ্ন নৃপতি মহান্॥
সদুত্তর পেয়ে তবে হয়ে হরষিত।
তনয়েরে করিলেন অতি সমাদৃত॥
প্রহ্লাদে করিয়া কোলে জিজ্ঞাসে রাজন।
জীবের কর্ত্তব্য কিবা বল বাছাধন॥
শুনিয়া বলেন ভক্ত শ্রীহরি অর্চ্চনা।
সখ্য দাস্য আর তাঁর বন্দনা প্রার্থনা॥
জীবের কর্ত্তব্য ইহা এই মাত্র সার।
অন্য যত কার্য্য তাহা কেবলই অসার॥
শুনি নৃপ ক্রোড় হ'তে ফেলে পুত্রে দূরে।
পদাঘাত করে তার বক্ষের উপরে॥
হুতাশন সম ক্রোধে জ্বলি অনিবার।
হরিভক্ত সুতে রাজা করে তিরস্কার॥
ওরে মূঢ় নরাধম মম শত্রু প্রতি।
কেন এইরূপ তোর ঐকান্তিক প্রীতি॥

আমাছাড়া এজগতে পূজ্য কেবা আর।
করিছে আমার পূজা নিখিল সংসার॥
আজ হতে তুই মোর নহিস তনয়।
যে জন হরিকে ভজে সেই শত্রু হয়॥
এতবলি করে নৃপ পুত্রে পদাঘাত।
নীরবে কান্দেন দুঃখে ভকত প্রহ্লাদ॥
পুত্রের দুর্দ্দশা দেখি কয়াধু জননী।
অন্তঃপুরে ডাকি লয় পুত্র গুণমণি॥
অঞ্চলে মুছেন তার নয়নের নীর।
নানামতে করিলেন পুত্রকে সুস্থির॥
বলিলেন যদি রাজা তব প্রিয় নাম।
নাহি ভালবাসে তবে ইথে কি বা কাম॥
যদি তুমি ভালবাস গোপনে গোপনে।
সে ধন সাধন কর সদা নিরজনে॥
রাজসন্নিধানে ঐ নাম উচ্চারণ।
না করিলে রাজা ক্রুদ্ধ হবে না কখন॥
শুনি ভক্ত বলে এই নাম মহামণি।
কিরূপে ত্যজিব ইহা বলুন জননী॥
শুনিয়া কয়াধু কন বল বাছাধন।
কোথায় আছেন তব ব্রহ্ম সনাতন॥
শুনিয়া প্রহ্লাদ বলে এইত এখানে।
আছেন আমার হরি সবাকার প্রাণে॥
সর্ব্বত্র আছেন তিনি সদা বিদ্যমান।
জাগ্রত জীবন্ত দেখ এই ভগবান্॥
আহা কি মধুর ভাব প্রহ্লাদজীবনে।
বিশ্বাসে দেখেন তিনি ব্রহ্মে প্রাণ মনে॥
শ্রীহরিরে দেখে ভক্ত সহজে নিয়ত।
বিশ্বাসীর ধন হরি জীবন্ত জাগ্রত॥
অবিশ্বাসী জন তাঁরে দেখিতে না পায়।
সংসারে মজিয়া বলে শ্রীহরি কোথায়॥
বিশ্বাসী সরল শিশু দেখিয়া ঈশ্বরে।
করেন আনন্দ লাভ প্রাণের ভিতরে॥

তনয়ের কথা শুনি জননীর মন।
স্নেহে বিগলিত আহা হইল তখন॥
ডাকি রাজা বলিলেন ওহে ঋষিগণ।
পুনরায় প্রহ্লাদেরে করহ গ্রহণ॥
এই নাম শিশু যেন নাহি বলে আর।
এইভাবে শিক্ষা দেও নিয়ত তাহার॥
শুনি ষণ্ডামার্ক তারে গৃহে লয়ে যায়।
রাজআজ্ঞা মতে তারে সতত পড়ায়॥
কিন্তু স্বভাবের গতি রোধে কোন জন।
ঊর্দ্ধগামী ধূমে কেবা করে নিবারণ॥

অসুরবালকগণের প্রতি প্রহ্লাদের উপদেশ।

গুরুগৃহে গিয়া, ভকত প্রহ্লাদ
অসুর বালকগণে।
উপদেশ কত, বলেন নিয়ত,
মিষ্ট বাক্যে হৃষ্ট মনে॥
সমপাঠিগণ, করহ শ্রবণ,
জীবন দুর্লভ অতি।
নহে চিরস্থায়ী, তাই বাল্যকালে
দাও সবে ধর্ম্মে মতি॥
সকলের প্রিয়, একমাত্র বন্ধু,
হন হরি দয়াময়।
তাঁর শ্রীচরণে, আত্মসমর্পণ
কর প্রিয় বন্ধুচয়॥
ইন্দ্রিয় বিলাসে, মানব জীবন,
ক্ষয় হয় দিনে দিনে।
সে সুখ সাধনে, প্রয়াস যতন,
করো না করো না মনে॥
শ্রীহরিসেবায়, যেই সুখ হয়,
সেই সুখ সুধাময়।

ইন্দ্রিয়সেবায়, বল কে বা পায়,
তাহে প্রাণ তৃপ্ত নয় ॥
তাই বন্ধুগণ, যাবত জীবন
রহে দেহে বিদ্যমান।
তাবত তোমরা, পূজ হরিপদ
হয়ে সবে সাবধান ॥
মানবের আয়ু, শতবর্ষ কাল,
যদি ঊর্দ্ধসংখ্যা ধর।
ত্যজি নিদ্রাকাল (১) তাহার অর্দ্ধেক
কেবা এ মর্ত্তো অমর ॥
নিদ্রায় অর্দ্ধেক, জীব পরমায়ু ;—
বিনা কাজে যায় হায়।
বিংশতি বরষ, বাল্যে গত হয়
বার্দ্ধক্যে বিংশতি যায় ॥
অবশিষ্ট দশ, মানব বয়স,
রিপুবশে হয় গত।
কবে শ্রীহরির, চরণ পূজায়
মানব হইবে রত ?
বিষয়ে আসক্ত, হইলে মানব,
বদ্ধ হয় মায়াপাশে।
অর্থের কারণ, বিষয় মনন,
রহে মত্ত অনায়াসে ।
স্ত্রী পুত্রের তরে, বিষয়ী সতত,
অর্থ উপার্জ্জন করে।
কিরূপে জীবন, হয় বৃথা গত,
চাহে না বারেক ফিরে ।
সুবিদ্বান্ জন, বিষয় সেবায়,
হয় সমাচ্ছন্ন মতি।
পরলোক চিন্তা, না পারে করিতে,
অন্ধকারে করে গতি ॥

(১) নিদ্রার সময় বাদ দিলে শত বর্ষের অর্দ্ধেক মাত্র মনুষ্যের পরমায়ু বলিয়া গণ্য হয়।

তাই ভ্রাতৃগণ, বিষয়ী জনের,
সহবাস পরিহরি।
শ্রীহরির পদে লহহে শরণ,
আনন্দে ভকতি করি ॥
তিনি শুদ্ধ মুক্ত, তাঁহারি প্রার্থনা,
করে মুনি ঋষিগণ।
সরল হৃদয়ে, তাঁরে প্রীতি কর,
আনন্দে হয়ে মগন ॥
অবিনাশী ব্রহ্মে, প্রীতিদান তরে,
আয়াস কি লাগে আর।
হরি সর্ব্ব ভূতে, হন বিদ্যমান,
হরি পূর্ণ সারাৎসার ॥
আসুরিক ভাব, ত্যজিয়া তোমরা
দয়া কর সর্ব্ব জীবে।
তা হলে হরির, পরম সন্তোষ,
তোমাদের প্রতি হবে ॥
হরি তুষ্ট হলে, ধর্ম্ম মোক্ষ কামে,
বল কি বা প্রয়োজন।
মলয় মারুত, পাইলে বাজন,
চায় কি হে সেই জন ॥
হরি কল্পতরু, তাঁহারে পাইলে,
অপ্রাপ্য কি থাকে আর।
তাঁর গুণগানে, প্রেম সুধাপানে,
মত্ত থাক অনিবার ॥
আত্মসমর্পণ, সর্ব্বোচ্চ সাধন
সেথা বিদ্যা হতে নায়।
তাহে আত্মাহুতি, কর ভ্রাতৃগণ,
প্রেমে মজে একবার ॥
শ্রীহরির প্রতি, অনুরাগ প্রীতি,
যে উপায়ে লাভ হয়।
সেই শ্রেষ্ঠ পথ, জানিবে নিশ্চয়,
শুনহে প্রিয় ভ্রাতৃচয় ॥

প্রত্যেক হৃদয়ে, প্রাণসখা হয়ে
হরি নিত্য বিদ্যমান।
তাঁহার পূজায়, আছে কি আয়াস
বল ওহে মতিমান্।
আঁখিতে দর্শন, কর্ণেতে শ্রবণ,
হয় যথা অনায়াসে।
তথা হরিধনে, বিশ্বাসী দেখিতে,
পায় সদা চিদাকাশে॥
অনাসক্ত হয়ে, শ্রবণ কীর্ত্তনে,
সেবা পূজা অনুক্ষণ।
কর অবিরত, ওহে ভ্রাতৃগণ,
লভিবে হরি রতন॥
এইরূপে কত, উপদেশামৃত,
অসুর বালকগণে।
বলিলা প্রহ্লাদ, তাহারা সকলে,
শুনে তাহা হৃষ্ট মনে॥
শ্রীহরিকৃপায়, শিশুদের মনে,
শ্রদ্ধায় উদয় হল।
ক্রমে জ্ঞানাঙ্কুর, উঠিল হৃদয়ে,
হরিতে প্রাণ মজিল॥
ধন্য পরমেশ, তোমার করুণা,
এক হৃদে জ্ঞানানল।
জ্বেলে বহু হৃদি, তাহে অগ্নিময়,
করহ প্রেমে কেবল॥
একটী প্রহ্লাদ, বীজরূপে তুমি,
বপিয়া ধরণীতলে।
তাহা হতে শত, প্রহ্লাদ ভকত,
সৃষ্টি কর কুতূহলে॥
অসুর সকল, করিতে উদ্ধার,
প্রহ্লাদে আনিলে ভবে।
নিজে গুরু হয়ে, তাঁহার হৃদয়,
জ্ঞানে পূর্ণ কর এবে॥

ধন্য দয়াময়ী, ধন্য ভক্ত তব,
ধন্য তব নব বিধি।
তোমার চরণে, এ পাপীর প্রাণ,
মগ্ন রোক নিরবধি॥

প্রহ্লাদের মহাপরীক্ষা এবং বিশ্বাসের জয়।

প্রহ্লাদের ভাব, দেখি ষণ্ডামার্ক,
ধেয়ে গিয়ে নৃপে কয়।
প্রহ্লাদ তোমার, সকল বালকে,
মজাইছে মহাশয়॥
শুনিয়া নৃপতি, ক্রোধে অগ্নিসম,
হয়ে বলে উচ্চৈঃস্বরে।
আনহ ত্বরিত, উপযুক্ত দণ্ড,
দিব সেই পাতকীরে॥
রাজার সদন, আসিয়া প্রহ্লাদ
মৌনে দাঁড়াইয়া রয়।
বলেন নৃপতি, ওরে কুলাঙ্গার,
এত স্পর্দ্ধা দুরাশয়॥
ত্রিলোকের পতি, আমি রাজ্যেশ্বর,
মোর ভয়ে ত্রিভুবন।
কাঁপিছে নিয়ত, আমারে অবজ্ঞা,
কর তুমি অনুক্ষণ॥
এ হেন পুত্রের, বদন দর্শন,
না করিব কভু আর।
কোথারে ঘাতক, এর শিরচ্ছেদ
কর শীঘ্র এইবার॥
হায় অবিশ্বাস, ভ্রান্তি অভিমান,
তোদের প্রভাবে নর।
রাক্ষস সমান, হয় নিরদয়,
পাপের হয় আকর॥

স্বাভাবিক স্নেহে, দিয়া জলাঞ্জলি
হিরণ্যকশিপু আজ।
ঘাতকের করে, আপন পুত্রেরে
সমর্পে করি অব্যাজ ॥
ঘাতক প্রহ্লাদে, বধ্যভূমি মাঝে
লয়ে গেল ত্বরান্বিত।
প্রহ্লাদ তাদেরে, বলিলা তোমরা
বিলম্ব কর কিঞ্চিৎ ॥
এতবলি ভক্ত, হইয়া ব্যাকুল
করেন প্রার্থনা মনে।
“ওহে দয়াময়, সবার আশ্রয়
বিপদভঞ্জন তুমি।
দেখহে আমার, আজ প্রাণ যায়
অসহায় দুঃখী আমি ॥
তোমা বিনা আর এ বিপদ কালে
কেহ তো সহায় নাই।
তব প্রেম ক্রোড়ে, এই দেহ প্রাণ
সমর্পণ করি তাই ॥
প্রার্থনান্তে ভক্ত, বলিলা ঘাতকে
যাইচ্ছা কর এখন।
শুনিয়া তাহারা, করে অসিঘাত
করিতে ভক্তে নিধন ॥
কিন্তু কি আশ্চর্য্য, প্রভুর করুণা
অসি না কাটিল তায়।
দেখিয়া ঘাতক, অবাক হইয়া
সংবাদ দেয় রাজায় ॥
হরি রক্ষে যায়, কেহ কি হে তায়
পারে কভু বধিবারে।
অক্ষত শরীরে, প্রহ্লাদ আবার
আসিল রাজার দ্বারে ॥
রাজা দেখি তাঁরে, বলে ক্রুদ্ধ হয়ে
মত্ত হস্তী পদতলে।
ফেলে দাও এরে, দেখি এ কেমনে
বেঁচে থাকে ধরাতলে ॥
শুনিয়া ঘাতক, বিশ্বাসী ভক্তকে
ফেলে বারণের পদে।
কিন্তু সে বারণ, না বধিয়া তাঁরে
তুলি নিল নিজ মাথে ॥
দেখিয়া সকলে, হইয়া অবাক
রাজারে জানায় পুন।
শুনিয়া রাজন, ক্রোধে হুতাশন
হইয়া বলিল শুন ॥
তৈলের জলন্ত. কটাহ মাঝারে
ফেল এই পাষণ্ডেরে।
ঘাতক সকল, নৃপতির আজ্ঞা
পালিল সত্বরান্তরে ॥
কিন্তু শ্রীহরির, অপার কৃপায়
ভক্তের বাঁচিল প্রাণ।
দেখিয়া সকলে; বিস্ময়েতে গলে
হল সবে মুহ্যমান ॥
নৃপতি বিস্ময়ে, বলিল উহারে
ফেল মহা হুতাশনে।
রাজ আজ্ঞা সবে, পালিল সত্বরে
না মরে ভক্ত জীবনে ॥
দেখিয়া রাজার, হৃদয় মাঝারে
ভয়ের সঞ্চার হল।
বুঝি বা ইহার, নাহি মৃত্যু আর
এই ভাব উপজিল ॥
রাজার বিষাদ, দেখি মন্ত্রী এক
বলিল হে মহারাজ।
বিষে মিশাইয়া, খেতে দাও এরে
প্রাণহর অন্ন আজ ॥
শুনিয়া নৃপতি, দাসীগণে আজ্ঞা
করিলা অতি সত্বরে।

বিষযুক্ত অন্ন, খাওয়াইয়া এবে
জীবনে বধ ইহার ॥
শুনিয়া আদেশ, কোমল হৃদয়া
দাসীগণ দুঃখ ভরে।
বহু বিলাপিয়া, লাগিল কান্দিতে
হাহাকার রব করে ॥
জননী কয়াধু, নিদারুণ ব্যথা
শুনি হ'লা অচেতন।
কতনা আক্ষেপ, কতনা ক্রন্দন
করে মাতা অনুক্ষণ।
কিন্তু রাজ আজ্ঞা, লঙ্ঘন করিতে
সাধ্য নাহি হয় কার।
দিল বিষমাখা, অন্ন প্রহ্লাদেরে
কান্দিয়া দাসী অপার ॥
বিষময় অন্ন, দেখিয়া প্রহ্লাদ
ক্রন্দন করিয়া কয়।
এ অন্ন কেমনে, নিবেদিব তোমা
ওহে হরি দয়াময় ॥
যা ইচ্ছা এখন, কর হে শ্রীহরি
তুমি বিনা কেহ আর।
ইহ পরলোকে, আপনা বলিতে
নাহি যে দেখি আমার ॥
এত বলি ভক্ত, বিষময় অন্ন,
তুলিয়া দিলেন মুখে।
শ্রীহরি কৃপায়, ব্রহ্মময় অন্ন
আহার করেন সুখে ॥
ভাবিল সকলে, প্রহ্লাদ এবার
প্রাণে না বাচিবে আর।
কিন্তু দয়ালের, অপার দয়ায়
জীবিত রন এবার ॥
এ সকল দেখি, হিরণ্যকশিপু,
বলেন অমাত্যগণে।
প্রহ্লাদ আমার, যদি এই নাম
নাহি লয় কোন দিনে ॥
তবে তো উহারে, এত উৎপীড়ন,
করিতে না চাহি আর ॥
শুনিয়া তাঁহারা, বলিল প্রহ্লাদে
শুন ওরে বাছাধন।
পিতৃ আজ্ঞা হেলি, এই নাম আর
লও না তুমি কখন ॥
শুনিয়া প্রহ্লাদ, মিষ্টবাক্যে কন
ও কথা বলো না মোরে।
হরি মোর প্রাণ, কেমনে বাঁচিবে
এ শিশু তাঁহারে ছেড়ে ॥
শুনিয়া নৃপতি, পুনঃ ক্রোধে বলে
পর্ব্বতশিখর হ'তে।
ফেলে দিয়া এরে, বধহ ইহারে,
পর্ব্বতের মহাঘাতে ॥
শুনি ঘাতকেরা, লয়ে গেল তাঁরে
অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিরে।
তথা হতে তাঁরে, দিল ফেলাইয়া
পড়ে ভক্ত ভূমি'পরে ॥
শ্রীহরি কৃপায়, ভকতের গায়,
কিছু না আঘাত লাগে।
মৃত্যু না ঘটিল, হরি বাঁচাইল
নিজ দাসে অনুরাগে ॥
দেখি হেন ভাব, পুনঃনরপতি
আদেশিল দাসগণে।
বাঁধিয়া ইহারে, সাগরের মাঝে
ফেলিয়া বধ জীবনে ॥
শুনি দাসগণ, প্রহ্লাদে লইয়া
চলিল সাগরতীরে।
হস্ত পদ বাঁধি, দিল ফেলাইয়া
তাহারে গভীর নীরে ॥

পরীক্ষা বিপদে, সতত ভকত
ডাকিছেন দয়াময়ে।
দয়াময় বিনে, তাঁহার সম্বল
ছিল না কোন সময়ে॥
শ্রীহরিকৃপায়, ভাসিল প্রহ্লাদ
মগ্ন নাহি হয় জলে।
দেখি দাসগণ, হইল বিশ্বাসী
ভক্তিরসে যায় গলে॥
জল হতে তারা, প্রহ্লাদে আনিয়া
জিজ্ঞাসে সরল মনে।
শ্রীহরি ভজিলে, কিবা ফল হয়
বল এই পাপিগণে॥
পবিত্রাত্মা হরি, ভক্তে পাঠাইয়া
যুগে যুগে ভূমণ্ডলে।
পাপী জনে ত্রাণ, করেন সতত
অপূর্ব্ব করুণাবলে॥
ভক্তের বিশ্বাস, হয় সংক্রামিত,
পাপীর হৃদয় প্রাণে।
শ্রীহরিকৃপায়, তারা ত্রাণ পায়,
প্রভুর ভক্তিবিধানে॥
বলেন প্রহ্লাদ, সকলি সম্ভব,
হয় শ্রীহরির নামে।
মুকতি লভিয়া, পাপী তাপী জনে,
যায় সদা স্বর্গধামে॥
শুনিয়া তাহারা, রাজকার্য্য ছাড়ি
পাপ পথ পরিহরি।
প্রহ্লাদের সনে, নাচিয়া গাইয়া
চলে বলি হরি হরি॥
শ্রীহরি কৃপায়, বিষম পরীক্ষা
ভকত প্রদান করে।
তাঁহার অটল, ভকতি বিশ্বাসে
তুষ্ট হরি ভক্তোপরে॥

প্রহ্লাদের কাছে, হয়ে প্রকাশিত
বলিলেন দয়াময়।
বর লও বাছা, যে তব বাসনা
তোমাতে আমি সদয়॥
বলিলেন ভক্ত, ওহে প্রাণনাথ
বরে কি বা প্রয়োজন।
এ দাসের প্রতি, হয়েছ সন্তোষ
তাই মম মহাধন॥
তবু যদি প্রভো, ইচ্ছা বর দিতে
তবে দাও এই বর।
আমার পিতার, সব অপরাধ,
ক্ষম ওহে পরাৎপর॥
যেন তব প্রতি, চির দিন মোর
অটল ভকতি প্রীতি।
থাকে দয়াময়, দাও এই বর
যাচে দাস মন্দমতি॥
প্রসন্ন হইয়া, ত্রিভুবন নাথ
প্রহ্লাদের আকিঞ্চন॥
করুণা করিয়া, মহাবর দানে
করিলা পরিপূরণ॥
বিশ্বাসী না হলে, বল কে সংসারে
পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়?
বিনা পরীক্ষায়, কাহার জীবন
ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রয়॥
তাই দয়াময়, প্রকৃত বিশ্বাস
দাও পাপী তাপিগণে।
তব কৃপা বলে, বিশ্বাসের গুণে
তরে যাই এ জীবনে॥
জীবনসংগ্রামে, কত যে বিপদ,
আছে কত প্রলোভন।
বিশ্বাসবিহনে, তরিব কেমনে,
বলহে দীনশরণ॥

সংসার সাগরে, কত যে তরঙ্গ
কত ভীম উর্ম্মি রব।
কত মানবের, জী.নতরণী,
ডুবিয়া গিয়াছে সব॥
কি সাহসে নাথ, এ সাগর পার,
হইবে এ দীন জন।
প্রহ্লাদের মত, যদি হে বিশ্বাস,
নাহি পাই প্রাণধন॥

বিশ্বাসের জয়ঘোষণা।

ভক্তিপ্রেমে মত্ত হয়ে হরি হরি বলে।
দল সহ যান ভক্ত গুরুগৃহে চলে॥
হরিগুণসংকীর্ত্তনে প্রমত্ত সকল।
যেই দেখে সেই হয় প্রেমেতে পাগল॥
অধ্যাপক গৃহে কত ছিল ছাত্রগণ।
হরিসংকীর্ত্তনে তারা হইল মগন॥
দাবানলপ্রায় সেই হরিপ্রেমানল!
দগ্ধ করে মানবের পাতক সকল॥
গুরুপত্নী আসি নাম করিল গ্রহণ।
হরিপ্রেমসুরাপানে মত্ত জনগণ॥
হেন কালে গৃহে আসি গুরু মহাশয়।
দেখে হরিনামে মত্ত সবে অতিশয়॥
তাড়াতাড়ি বলে গিয়া রাজসন্নিধান।
কি কীর্ত্তি করেছে তব প্রহ্লাদ শ্রীমান্॥
হরিনামে মজিয়াছে যত ছাত্রগণ।
আমার ব্রাহ্মণী করে হরিসংকীর্ত্তন॥
বলিতে বলিতে ভক্ত দলবল লয়ে।
উপস্থিত হল আসি প্রমত্ত হৃদয়ে॥
হরিনাম কোলাহল উঠিছে চৌদিগে।
করে হরিগুণগান সবে অনুরাগে॥
নৃপে ঘেরি সবে করে হরিনামধ্বনি।
পুছিল নৃপতি কর্ণে সেই ধ্বনি শুনি॥
ক্রোধে হুতাশনসম জ্বলিয়া রাজন।
বলে কোথা তোর হরি বল্ নরাধম॥
শুনিয়া প্রহ্লাদ বলে সর্ব্বত্র শ্রীহরি।
আছেন ঘেরিয়া সদা অপরূপ ধরি॥
শুনিয়া নৃপতি বলে স্ফটিকস্তম্ভেতে।
আছেন কি তব হরি আমার সাক্ষাতে॥
শুনিয়া প্রহ্লাদ বলে আছেন নিশ্চয়।
ইথে না করিও, পিতঃ, কদাচ সংশয়॥
ভকতবিহারী হরি ভক্ত তাঁর দাস।
দুর্জ্জয় ব্রহ্মের তেজ, ভকতে প্রকাশ॥
ভক্তে নরহরিরূপে ব্রহ্ম বিদ্যমান।
দেখিলে সে রূপ জীব পায় পরিত্রাণ॥
ব্রহ্মের ভীষণ সেই নরহরিরূপ।
দেখিয়া স্তম্ভিত মুগ্ধ হইলেন ভূপ॥
ভকতে সিংহের প্রায় পুরুষ দুর্জ্জয়।
করিলেন হিরণের পাপ তাপ ক্ষয়॥
অবিশ্বাসরূপ তার বক্ষ বিদারণ।
করিলেন মহাদেব পাষণ্ডদলন॥ (১)

---

(১) পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভগবান্ শ্রীহরি নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্ফটিকস্তম্ভ হইতে বহির্গত হইয়া হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদারণপূর্ব্বক তাহাকে বধ করেন। এই বিষয়টি গভীরভাবপূর্ণ একটি রূপক। নর হরি অর্থে নরেতে (অর্থাৎ মনুষ্যেতে) হরির প্রকাশ, তেমনি নৃসিংহ নরেতে অর্থাৎ ভক্ত প্রহ্লাদে (সিংহরূপ) অর্থাৎ তেজ ও শক্তিরূপে ভগবানের প্রকাশ এই অর্থই নিতান্ত স্বাভাবিক। সিংহ শব্দ অনেক সময় তেজ ও বিক্রমের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং নৃসিংহ অর্থে ভক্ত হৃদয়স্থিত তেজোময় ব্রহ্ম বলিলে কোন দোষ হয় না। বক্ষ বিদারণ ইহাও রূপক অর্থাৎ রাজার অন্তরস্থ পাপ ও অবিশ্বাস সমোবে ভগবান্ বিদূরিত করিলেন। আমরা আশা করি, আমাদের প্রিয় পাঠকগণ এই অর্থের মর্ম্মগ্রহণে প্রয়াস পাইবেন।

ভকতি বিশ্বাস প্রেম নৃপতির মনে।
উপজিল সেইক্ষণ হরি কৃপাগুণে॥
অসুর প্রকৃতি তার চলি গেল দূরে।
বিশ্বাসের জন্ম হ'ল সেই রাজপুরে॥
শ্রীহরির কৃপাগুণে পুত্র পুণ্যফলে।
পাপমুক্ত হয়ে নৃপ যান স্বর্গে চলে॥
হরিভক্তিস্রোতে আহা ভাসিল সংসার।
ভক্তিতে মানবগণ হইল উদ্ধার॥
আসুরিক ভাব যত হইল বিলয়।
পুনরায় দেবত্বের হইল উদয়॥
হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার মান অভিমান।
কাম ক্রোধ অনাচার পাপ অকল্যাণ॥
শ্রীহরির কৃপাগুণে সব চলি গেল।
ভক্তি, সেবা, দীনতায় ভারত ভাসিল॥
ধন্য দয়াময় হরি তোমার কৃপায়।
অসম্ভব কার্য্য যত হয় এ ধরায়॥
গরল অমৃত হয়, জলে শিলা ভাসে।
পাষণ্ড তরিয়া যায় আঁখির নিমেষে॥
তোমাতে ভকতি যার আছে দয়াময়।
এ জগতে কভু তার নাহি পরাজয়॥
তুমি যারে রক্ষা কর ওহে পরমেশ।
কে বা পারে পরশিতে বল তার কেশ॥
তুমি যারে রাখ তারে কে মারিতে পারে।
তোমার ইচ্ছার জয় এ ভব সংসারে॥
পাঠাইয়া ভবধামে প্রহ্লাদে তোমার।
দুরন্ত অসুরকুল করিলে উদ্ধার॥
ভকতি বিশ্বাস দুই প্রহ্লাদজীবনে।
প্রদর্শিত করিয়াছ প্রভু এ ভুবনে॥
তোমার অপূর্ব্ব লীলা ভাবিলে দেখিলে।
পাষাণহৃদয় মম যায় প্রেমে গলে॥
ক্ষুদ্র শিশুযোগে তুমি উদ্ধারিলে নরে।
ফুল দলে কাটিলে হে শাল্মলী তরুবরে॥

পরম ভকত, হরি, প্রহ্লাদ তোমার।
অতুল সুধার খনি চরিত তাঁহার।
অপূর্ব্ব নূতন বিধি প্রহ্লাদের যোগে।
পাঠাইলে দয়াময় তুমি অনুরাগে॥
আশীর্ব্বাদ কর যেন এ ভক্তিবিধান।
গ্রহণ করিতে মোরা পারি ভগবান্॥
তোমার যেরূপ ভক্ত দেখিলা নিয়ত।
মোরা যেন সেইরূপে হই বিমোহিত॥

৭ম লহরী।

রাজর্ষি জনক।

তপস্যানিরত, আর্য্য ঋষিগণ।
তপস্যার তরে, ধরিত জীবন॥
ব্রহ্মলাভ-হেতু, সাধন ভজন।
করিতেন তাঁরা, যত্নে অনুক্ষণ॥
অতি পুরাকালে, ঋষি সনাতন।
সনক সনন্দ, আদি-চারিজন॥
(১) নারদ অরুণি, ঋভুহংস যতি।
ছিলেন তাঁহারা, তপোনিষ্ঠ অতি॥
আজন্ম সংন্যাস, করিয়া গ্রহণ।
উর্দ্ধরেতা হ'য়ে, কাটাত জীবন॥
দার-পরিগ্রহ, না করি কখন।
সাধনে সতত, রতেন মগন॥
ইঁহাদের তীব্র, সাধনপ্রভাবে।
গৃহে বীতরাগ করিত মানবে॥
কত শত লোক গৃহধর্ম্ম ছাড়ি।
থাকিতেন সদা হ'য়ে বনচারী॥
"সংসারে ধর্ম্মের না হয় সাধন।
অতি কলঙ্কিত, গৃহীর জীবন॥
কেবা পিতা মোর, কেবা মাতা হয়?
সকলি অসার, মিথ্যা সমুদয়।"

(১) নারদ, অরুণি, হংস ঋভু নামক ঋষিগণ।

এই ভাব সদা, সাধকের মনে।
খেলিত নিয়ত, জীবনে মরণে॥
শত শত জ্ঞানী, ধার্ম্মিক বিদ্বান।
এই হেতু বনে, করিত প্রস্থান॥
সংসার ব্রহ্মের, মহালীলাস্থান।
নানা রূপে হরি, হেথা বিদ্যমান॥
পিতা মাতা জায়া, ভ্রাতা ভগ্নী যত।
সব ব্রহ্ম হ'তে, হয় সমাগত॥
ব্রহ্মের সংসার, বিশ্ববিদ্যালয়।
শ্রীহরি-শিক্ষক, ছাত্র জীবচয়॥
এ হেন সংসার, ত্যজিয়া সকলে।
ভ্রান্ত হ'য়ে জীব, বনমাঝে চলে॥
যথার্থ বৈরাগ্য, করি পরিহার।
কল্পনার পথে, ধায় অনিবার॥
শ্রীহরির পুণ্য, প্রেমের সংসার।
ভ্রান্ত জীব চয়, করে ছার খার॥
ধর্ম্ম বলি সবে, পাপ আচরণে।
রত হয় জীব, আপনার মনে॥
কৌপীন বল্কল, ধরি কটিমূলে।
অরণ্যে সাধক চলে কুতূহলে॥
যেন জীব সৃষ্টি, করিতে বিনাশ।
সাধকমণ্ডলী, করিয়াছে আশ॥
এইরূপে ক্রমে, অধর্ম্মের স্রোত।
বহিল ভারতে হয়ে অবিরত॥
পুণ্য গৃহ-ধর্ম্ম, পোষ্যের পালন।
ন্যায় ধর্ম্ম-মতে, অর্থ-উপার্জ্জন।
এ সকল কাজ, নিন্দনীয় বলি।
ত্যজিত প্রয়াসী, বিধানমণ্ডলী॥
এই হেতু হরি, করুণা করিয়া।
জগতে জনকে, (১) দিলা পাঠাইয়া॥

(১) জনক নামে রাজর্ষি ছিলেন।

সংসার ধরম, সুপবিত্র অতি।
পালিবে মানব, হ'য়ে শুদ্ধ-মতি॥
অনাসক্ত হয়ে, গৃহকার্য্য যত।
কর সবে হয়ে, ধর্ম্ম অনুগত॥
এই মহাতত্ত্ব, শিখাইতে জীবে।
জনকে শ্রীহরি, পাঠাইলা ভবে॥
কঠিন জটিল, রাজ কার্য্য মাঝে।
বৈরাগী জনক, অপরূপ সাজে॥
অতি মনোহর, চরিত্র তাঁহার।
কাল উপযোগী, পবিত্র উদার॥
শ্রীহরির আহা, করুণার দান।
ভাবিলে এ লীলা, শুদ্ধ হয় প্রাণ॥
যখন যে বিধি, হয় প্রয়োজন।
তাই নাথ তুমি, করহ প্রেরণ॥
দূরস্থ দেবতা, নহ দয়াময়।
জীব প্রতি তুমি, নিয়ত সদয়॥
তাই হেন নরে, করিয়া প্রেরণ।
জগতের দুঃখ, করিলা মোচন॥
মহাত্মা শ্রীরাম, অনুজ লক্ষ্মণ।
জনক দুহিতা, সাধ্বী সীতাধন॥
শত্রুঘ্ন ভরত, ভ্রাতৃগত-প্রাণ।
এহেন চরিত্র, রচি ভগবান্॥
ধরাতলে আনি, লীলা মধুময়।
করিলে সংসারে, ওহে দয়াময়॥
দেখাইলে জীবে, সংসারে যে জন।
ধর্ম্ম ভাবে করে, কর্ত্তব্য পালন।
মুক্তি ধর্ম্ম যশ, লভে সেই জন।
অনায়াসে পায়, তোমার চরণ॥
পরীক্ষা মন্দির, এ বিশ্ব সংসার।
করে যেই জন, ক্রমে পরিহার॥
তোমার বিধান, লঙ্ঘে সেই জন।
কর তুমি তারে, প্রেমেতে শাসন॥

ধন্য তুমি নাথ, ধন্য ভক্ত তব।
প্রণমি তোমারে, ওহে ভবধব ॥
কর আশীর্ব্বাদ, তাঁহাদের মত।
এ পাপীও যেন, লভে সে চরিত ॥
স্বর্গ-রাজ্য যেন, হ'য় এ সংসার।
এইহে মিনতি, চরণে তোমার ॥

—+—

মহাত্মা জনকের নবজীবন লাভ এবং ধর্ম্মজীবন।

অনাসক্ত মহামতি জনক রাজন।
বিদেহ নগরে জন্ম করেন গ্রহণ ॥
বাল্যকাল হ'তে তিনি সমগ্র যৌবন।
সাধারণ লোকপ্রায় সংসারেতে রন ॥
এক দিন পত্নী সহ জনক নৃপতি।
বিহরেন রম্যোদ্যানে হয়ে হৃষ্টমতি ॥
হেনকালে তামালের বনের ভিতরে।
শুনিলেন সিদ্ধগণ (১) কহে মিষ্টস্বরে ॥
"আনন্দ স্বরূপ যিনি স্বপ্রকাশ হরি।
ধ্রুব জ্ঞানময় ব্রহ্ম হৃদয়বিহারী ॥
বিষয়ে বিরত হয়ে প্রত্যাহার যোগে।
তার উপাসনা করি আজ অনুরাগে ॥"
"দর্শনের সাক্ষী যিনি, পরমাত্মা তিনি।
বিষয় ত্যজিয়া মোরা দিবসরজনী ॥
পরিহার করি যত বাসনাবিকার।
পরম আত্মার পূজি মোরা অনিবার ॥"
"এই বিশ্ব আছে যাঁরে করিয়া আশ্রয়।
যাঁহা হতে সমুৎপন্ন সৃষ্টি সমুদয় ॥
সবার কারণ যিনি যাঁতে স্থিত সব।
সেই পরমাত্মধনে করি মোরা স্তব ॥"

(২) "শীরোহীন হকারের মতন যে জন।
সর্ব্বভূতে বিদ্যমান রন অনুক্ষণ ॥
"আমি আছি" এই ধ্বনি সদা উচ্চারণ।
করিছেন সদা যেই ব্রহ্ম সনাতন ॥
তাঁর উপাসনা মোরা করি অবিরত।
তিনি জগতের পূজ্য একমাত্র সত্ ॥"
"সকলি অনিত্য ভবে সকলি অসার।
বিনষ্ট হইবে সব, জানিবেক সার ॥
জানিয়া এ সব যেই মজে মায়াপাশে।
গর্দ্দভ বলিয়া তারে সব লোকে ভাষে ॥
বজ্রাঘাতে গিরি যথা হয় বিদারিত।
তেমতি বিবেক দণ্ডে ইন্দ্রিয়াদি যত ॥
করিবে শাসন সদা তাহারা নিয়ত।
লভিতে না দেয় আহা সুখ মোক্ষপথ।"
সিদ্ধবাক্য শুনি নৃপ হলো সচেতন।
উপজিল আত্মবৃষ্টি তাঁহার তখন ॥
শ্রীহরির কৃপাগুণে অনুতাপানলে।
দগ্ধ হল পাপ তাপ তাঁর অবহেলে ॥
বুঝিলেন নরপতি ভোগ তৃষ্ণা যত।
মানবেরে পাপকূপে করয়ে পাতিত।
নির্ব্বেদ হইল ঘোর জনকের মনে।
অনুতাপভরে রাজা ভাবে সংগোপনে ॥
বিষয়ে মজিয়া আমি আছি এতদিন।
করিলাম অবহেলে বৃথা কাজে ক্ষীণ ॥
একমাত্র ব্রহ্ম সত্য পূজা ধ্যান তাঁর।
মানবের শ্রেষ্ঠ কার্য্য জীবনের সার ॥
সমস্ত ত্যজিয়া আমি আত্মার ভিতরে।
পরব্রহ্ম নিরখিব প্রেমানন্দভরে ॥

---

(১) আর্য্যদিগের গ্রন্থাদিতে সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি অশরীরজীবদিগের বিষয় লিখিত আছে।

(২) শিরোহীন হকার অর্থাৎ লুপ্ত অকার যেমন প্রত্যেক ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করিতে অ-কার উচ্চারিত হয়, তেমনি ব্রহ্ম প্রত্যেক বস্তুতে ব্রহ্ম লুকায়িত আছেন, অথচ আত্ম-প্রকাশ করিতেছেন।

এত ভাবি নরপতি গিয়া নিরজনে।
বসিলেন শ্রীহরির উপাসনাধ্যানে॥
ধ্যানে মগ্ন হইলেন জনক যখন।
হৃদয়বিকার তাঁর গেল ততক্ষণ॥
নির্ম্মল হৃদয়ে তিনি ব্রহ্মদরশন।
লভিলেন অতঃপর হয়ে হৃষ্ট মন॥
দরশন দিয়া হরি বলিলা বচন।
"পৃথিবীতে ত্যাজ্য গ্রাহ্য নহে কোন ধন॥
নাহিক তোমার কিছু জানিও এ ভবে।
আপনি নিজের নহ ত্যজিব কি তবে?
কোন বস্তু ত্যাগ কিংবা করিতে গ্রহণ।
কোন অধিকার তব নাহিক এখন॥
নির্লিপ্ত হইয়া বস্তু করহ সম্ভোগ।
থাকিয়া সংসারমাঝে সাধ ব্রহ্মযোগ॥
লোভপরতন্ত্র গৃহী ঘৃণিত যেমন।
অহঙ্কারী উদাসীন জানিবে তেমন॥
অতএব ত্যাগ তুমি করো না কখন।
লালায়িত নাহি হয়ো করিতে গ্রহণ॥
এই ভাবে অনাসক্ত হইয়া সতত।
ন্যায়ধর্ম্মে রাজ্য রক্ষা কর বিধিমত॥"
ব্রহ্মবাণী শুনি রাজা হ'লা হরষিত।
হৃদয়ে বহিল তাঁর অমৃতের স্রোত॥
ভেঙ্গে গেল মোহঘুম আনন্দ অপার।
উপজিল নৃপতির প্রাণের মাঝার॥
বিবেকের যোগে রাজা শুনিয়া বচন।
বিবেকের ধন্য ধন্য বলিলা তখন॥
তার পর নরপতি আপন আলয়ে।
চলিলেন সিদ্ধ হয়ে সানন্দ হৃদয়ে॥
অনাসক্ত ভাবে রাজা পরিবার সহ।
করেন শাসন রাজ্য সুখে অহরহ॥
খ্যাতি করিয়া লাভ রাজর্ষি বলিয়া।
বিখ্যাত হইলা নৃপ ভুবন ব্যাপিয়া॥

সকলের কর্ত্তা ব্রহ্ম আমি যন্ত্র তাঁর।
এই ভাবে করে রাজা নিয়ত সংসার॥
শ্রীহরিতে প্রাণ মন করি সমর্পণ।
করেন আনন্দে তিনি সাম্রাজ্য শাসন।

—*—

১

অনাসক্ত মহা ঋষি জনক রাজন।
ন্যায় ধর্ম্মে করে সদা সাম্রাজ্য শাসন॥
নির্ম্মল হৃদয় তার,
ব্রহ্মজ্ঞানে অনিবার,
রহে সদা সঞ্জীবিত, যেন সরোবর।
প্রফুল্ল কমলে শোভে অতি মনোহর॥

২

এই রাজ্য ধন জন পুত্র পরিবার।
কিছুই আমার নহে সকলি অসার॥
একমাত্র কর্ত্তা বিভু।
তিনি জগতের প্রভু?
ভব পান্থধামে আমি দাস মাত্র তাঁর।
এই জ্ঞান সদা জাগে হৃদয়ে তাঁহার॥

৩

ব্রহ্মজ্ঞান মানবের হৃদয় রতন।
ব্রহ্মজ্ঞান বিনা তাঁর বিফল জীবন॥
ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানী হলে,
মানব ধরণীতলে,
ছিন্ন করে অনায়াসে পাপের বন্ধন।
চলি যায় মহানন্দে অমর ভুবন॥

৪

পদ্মপত্রে জলপ্রায় জনকহৃদয়।
বিষয় মাঝারে সদা নিরলিপ্ত রয়॥
বিষয় বিকার পাপ,
মায়া মোহ মনস্তাপ,

নাহি পারে পরশিতে তাঁহার জীবন।
জনকের প্রাণ রহে ব্রহ্মেতে মগন॥

৫

ব্রহ্মে তিনি যোগযুক্ত রহেন সতত।
ভোগসুখে নহে তাঁর চিত বিচলিত॥
বাহিরে বিষয়িমত,
রন রাজ্য অবিরত,
কিন্তু প্রাণে জ্বলে সদা বৈরাগ্য অনল।
দগ্ধ হয় সে অনলে আসক্তি সকল॥

৬

বিপদ সম্পদ আর মান অপমান।
সুখ দুঃখ লাভালাভ সকলি সমান॥
অনলে নগরাগার,
যদি হয় ছার খার,
তবু কিছু মাত্র দগ্ধ না হয় আমার।"
এ মহা বৈরাগ্য প্রাণে বহে অনিবার॥

৭

এক দিন অনাসক্ত শুক (১) মহাজন।
উপদেশ তরে যান জনক সদন॥
জনকে বিষয়ে রত,
দেখি সাধু সঙ্কুচিত,
ভাবে মনে এই কি সে বৈরাগ্য সাধন।
যার তরে নরপতি বিখ্যাত ভুবন॥

৮

সাধুর অন্তর বুঝি জনক রাজন।
তৈলপূর্ণ পাত্র এক আনিয়া তখন॥
বলিলেন করতলে,
লয়ে পাত্র কুতূহলে,
করে এস অতি শীঘ্র নগর ভ্রমণ।
দেখ যেন নাহি হয় তৈলের পতন॥

৯

জনক আদেশ শুনি সাধক প্রবর।
তৈল পাত্র লয়ে করে সমস্ত নগর॥
আরম্ভিলা ভ্রমিবারে,
দৃষ্টি তাঁর তৈল'পরে,
দেখা শুনা নাম মাত্র হইল তাঁহার।
রক্ষা হল তৈল তাঁর যত্নে অনিবার॥

১০

ফিরিয়া আসিলে সাধু জনক তাঁহারে।
বলিলেন এই ভাবে থাকহ সংসারে॥
দৃষ্টি রাখ ধর্ম্মোপরে,
চলে যাও কার্য্য করে,
সংসারের পঙ্কে কভু লিপ্ত নাহি হবে।
তা হলে পাইবে ত্রাণ মোহময় ভবে॥

১১

ব্রহ্ম জ্ঞান জনকের প্রাণপ্রিয় ধন।
বিতরিতে সেইধন, নৃপতি সুজন॥
ঘোষিলেন আর্য্য ভূমে,
দিব আমি সেই জনে,
স্বর্ণবতী গো সহস্র অতি মূল্যবান।
সেই জন লভিবেক প্রিয় ব্রহ্মজ্ঞান॥

১২

হইল বিরাট সভা জনক আলয়ে।
এল তথা নর নারী সানন্দ হৃদয়ে॥
করি সবে সম্বোধন,
কহিলা নৃপ তখন,
তোমাদের মাঝে যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হন।
লউন স্বচ্ছন্দে তিনি এসব গোধন॥

(১) যোগবশিষ্ঠে বেদব্যাসের পুত্র শুক উল্লিখিত থাকিলেও অন্য শুক অন্য ব্যাস বলিলেও পুরাণমতে দোষ হয় না।

১৩

নৃপতির বাক্য শুনি নীরব সকলে।
"লভিয়াছি ব্রহ্মজ্ঞান" কেহ নাহি বলে॥
যাজ্ঞবল্ক্য হেনকালে,
বলিলেন কুতূহলে,
লয়ে যাও মম গৃহে গোধন সকল।
লভিয়াছি ব্রহ্মজ্ঞান আমি সুবিমল॥

১৪

যাজ্ঞবল্ক্য বাক্য শুনি গার্গী পুণ্যবতী।
জিজ্ঞাসিলা প্রশ্ন তাঁরে সভামাঝে সতী॥
যদি ব্রহ্মজ্ঞানী হও,
তবে মোরে ব'লে দেও,
কেমন সে ব্রহ্ম, যিনি উপাস্য তোমার।
কিরূপ স্বরূপ তাঁর কিবা ভাব তাঁর॥

১৫

বিদুষীর বাক্যে প্রীত হ'য়ে তপোধন।
ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্ব কথা কহিলা তখন॥
সে অমিয় পুণ্য কথা,
উপনিষদীয় গাথা,
অতুল সন্তোষ খনি হৃদয় রঞ্জন।
ভারতের মহামূল্য প্রাণের রতন॥

১৬

ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্য মহা সদাশয়।
ব্রহ্মজ্ঞান তরে দান জনক আশ্রয়॥
জনক অসংখ্য জনে,
জাতিভেদ নাহি মেনে,
ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেন হয়ে অনলস।
বহু নারী ব্রহ্মজ্ঞানে লভিলেন বশ॥

১৭

বনিতা মৈত্রেয়ী পতি যাজ্ঞবল্ক্য প্রাণ।
তাঁহারে বিভব দিয়া অরণ্যে প্রস্থান॥
করিতে মানস করে,
বলে ঋষি প্রেমভরে,
আমি যাব বন মাঝে করিতে সাধন।
তুমি থাক গৃহমাঝে লয়ে ধন জন॥

১৮

স্বামীরে বলিলা সতী, "এই ধন জনে।
অমরত্ব লাভ কি গো হবে এ জীবনে॥"
"হবে না হবে না তাহা,
বিষয়ীর সুখ যাহা,
তাহ তুমি পাবে হেথা আর কিছু নয়।"
এই কথা বলিলেন ঋষি মহাশয়॥

১৯

"শুনি সতী বলিলেন ওহে প্রাণ ধন।
হেন ধনে বল মোর কিবা প্রয়োজন॥
নাহি কাজ মোর ধনে,
তব সনে বনে বনে,
অনাসক্ত হয়ে সদা করিব ভ্রমণ।
প্রাণমাঝে ভগবানে করিব সাধন॥"

২০

ধন্য পতি ধন্য সতী ধন্য ব্রহ্মজ্ঞান।
ব্রহ্মজ্ঞানে কে বা বল মৈত্রেয়ী সমান॥
ভারত কামিনী যত,
হ'য়ে এঁর পদানত,
লভুক সকলে মিলে হেন ব্রহ্মজ্ঞান।
হউক ভারতভূমি পুণ্যময় (১) স্থান॥

২১

এইরূপে দয়াময় ভারত ভিতরে।
করিলেন মহালীলা মহা প্রেমভরে॥

---

(১) ব্রহ্মের পুণ্যময় সাধনভূমি হউক।
সংসারেতে ব্রহ্মনিষ্ঠা বৈরাগ্যসাধন।
যাতে পরিত্রাণ লভে যত জীবগণ॥

জনক রাজর্ষি যোগে,
শিখাইলা অনুরাগে,

২২

ওহে দয়াময় হরি সংসারসাগরে।
মরি অনুক্ষণ মোরা হাবু ডাবু করে॥
জনকের ব্রহ্মজ্ঞান,
অনাসক্তি সুমহান,
দাও নাথ, যেন মোরা তোমার বিধান।
লভিয়া এ ভবধামে পাই পরিত্রাণ।

উপনিষদুক্ত ব্রহ্মজ্ঞান সংক্রান্ত কয়েটিতত্ত্ব।

ঋষিদের প্রিয়ধন, তত্ত্ব জ্ঞান খনি।
ব্রহ্মের পবিত্র বিধি, হৃদয়ের মণি॥
হেন উপনিষদের তত্ত্ব সুধাময়।
শুনিলে সরস হয় অবশ হৃদয়॥
অন্তরে ব্রহ্মের বাণী শুনি ঋষিগণ।
ভারতে বেদান্ত শাস্ত্র করিলা ঘোষণ॥
যোগামৃতরসে ভরা, উচ্চ জ্ঞানময়।
একেশ্বরবাদ ঘোষে বেদান্তনিচয়॥
বেদান্তের পুণ্য কথা শুনি ওরে মন।
ব্রহ্মজ্ঞান জলধিতে হও নিমগন॥

১

এজগত পূর্ব্বে ছিল না যখন।
ছিলেন তখন ব্রহ্ম সনাতন॥
অজর অমর নিত্য নিরঞ্জন।
এক অদ্বিতীয় অজ পুরাতন॥
পরমাত্মা তিনি, জন্ম-জরা-হীন।
আদি অন্তশূন্য মহান স্বাধীন॥

২

স্থাবর জঙ্গম, ভূত সমুদয়।
যাঁহা হতে ভবে, সমুদিত হয়॥
সমুৎপন্ন হয়ে, যাঁতে অবস্থান।
করে ভূতগণ; তিঁহে মতি মান॥
প্রলয়ে যাঁহাতে, অন্তর্ধ্যান হয়।
তিনি হন ব্রহ্ম জানিবে নিশ্চয়॥

৩

অধোতে ঊর্দ্ধেতে, সম্মুখে পশ্চাতে,
উত্তরে দক্ষিণে তিনি।
ভূত ভবিষ্যত, তাঁহারি নিয়মে
হইছে দিন যামিনী॥
আজ তিনি যথা, আছেন নিয়ত
থাকিবেন তথা পরে।
অচল সচল, সুদূর নিকটে
তিনি বাহিরে অন্তরে॥

৪

নেত্রের নয়ন, বাক্যের বচন,
প্রাণের পরাণ তিনি।
কর্ণের শ্রবণ, মনের মনন
সব সেই অন্তর্য্যামী॥

৫

সর্ব্বত্র তাঁহার চক্ষু সর্ব্বত্র বদন।
সর্ব্বত্র তাঁহার বাহু সর্ব্বত্র চরণ॥
মানবের দেহে বাহু করেন প্রদান।
পক্ষিদেহে পক্ষ তিনি করেন নির্ম্মাণ॥
অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তিনি দ্যুলোক ভূলোক।
অসীম অগণ্য বিশ্ব ইহ পরলোক॥
সকলি সৃজন নত্য সেই বিশ্বপতি।
তাঁহারি ভজনা কর ওরে মম মতি॥

৬

কর নাই তবু করে সকল গ্রহণ।
পদ নাই তবু করে সর্ব্বত্র গমন॥
চক্ষু নাই করে সেই সব দরশন।
কর্ণ নাই তবু করে সকল শ্রবণ॥

জানিছেন সব তিনি, কিন্তু জ্ঞাতা তাঁর।
এ সংসারে একজন নাহি দেখি আর॥
অনাদি মহান্ বলি পুরুষরতনে।
স্তব স্তুতি করে নিত্য সাধু জ্ঞানিগণে॥

৭

বহু শ্রুতি মেধা আর উত্তম বচন।
ইহা দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয় না কখন॥
প্রার্থনা করিলে লাভ করা যায় তাঁরে।
ব্রহ্ম প্রকাশিত হন ব্যাকুল অন্তরে॥

৮

নয়ন তাঁহারে কভু পারে না দেখিতে।
পারে না বচন কভু তাঁহারে বর্ণিতে॥
না পারে ইন্দ্রিয় তাঁরে করিতে গ্রহণ।
তপস্যা যজ্ঞেতে লাভ হয় না কখন॥
সুনির্ম্মল জ্ঞানযোগে শুদ্ধচিত্ত জন।
ধ্যানেতে করিতে পারে ব্রহ্ম দরশন॥

৯

পরমাত্মা ব্রহ্মে কর দর্শন শ্রবণ।
সত্বাতে বিশ্বাসী হয়ে করহ মনন॥

১০

বচনের বচনীয় নহেন যেজন।
যাঁহা হতে সমাগত হয়েছে বচন॥
ব্রহ্ম বলি জান তারে, লোক উপাসিত।
পরিমিত বস্তু ব্রহ্ম নহে কদাচিত।

১১

পরাৎপর পরব্রহ্মে করিলে দর্শন।
মনের সংশয় যত হয় হে ছেদন॥
হৃদয়ের গ্রন্থি যত ছিন্ন হয়ে যায়।
কর্ম্মের বন্ধন ক্ষয় অনায়াসে হয়॥

১২

তুমি আমাদের পিতা, পিতার মতন।
জ্ঞান শিক্ষা দাও, মোরা নমি ও চরণ॥
মোহ পাপ হতে মোরে করহ মোচন।
ত্যাগ আর নাশ মোরে করো না কখন॥
ওহে দেব! ওহে পিত! ক্ষম পাপ তুমি।
যাহা শুভ তাহা দাও, ওহে অন্তর্য্যামি।

১৩

রসরূপ তৃপ্তিহেতু পরমাত্মা হরি।
আনন্দিত হয় জীব তাঁরে লাভ করি॥

১৪

সব বস্তু বিদ্যমান ব্রহ্মের ভিতরে।
পরমাত্মা পরিব্যাপ্ত অন্তরে বাহিরে॥
বিষয় লালসা আর পাপের চিন্তন।
পরিহরি ব্রহ্মানন্দ ভুঞ্জ অনুক্ষণ॥
অপরের ধনে লোভ করো না কখন।
পূর্ণ শান্তিময় ব্রহ্মে কর বিচরণ॥

১৫

ভূমা মহীয়ান্ যিনি তিনি সুখময়।
ক্ষুদ্রে সুখ নাই জীব জানিও নিশ্চয়।
সুখের স্বরূপ তিনি ভূমা মহেশ্বর।
তাঁহাকে জানিতে সবে হইবে তৎপর॥

১৬

জনম সফল হয় জানিলে তাঁহারে।
মহান অনর্থ ঘটে না জানিলে যাঁরে॥
সকল বস্তুতে সাধু সেই মহেশ্বরে।
দেখিয়া অমৃত লভি যান লোকান্তরে॥

১৭

সত্যের হইবে জয় জানিও নিশ্চয়।
মিথ্যার জগতে পদে পদে পরাজয়।
সত্যবাক্য বলা আর চিত্ত একাগ্রতা।
সম্যক্ প্রজ্ঞান আর মনের স্থিরতা॥
ইহাদ্বারা পরমাত্মা লাভ করা যায়।
ইহাই পরম পথ যোগের উপায়॥

এ সকল অনুষ্ঠান করি ঋষিগণ।
তৃপ্তচিত্তে প্রাপ্ত হন ব্রহ্ম সনাতন॥
সত্যের নিদান তিনি পরম সম্পদ।
সুরগণ ধ্যায় তাঁর বিশ্বব্যাপী পদ॥

—০—

কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকী।

কবিগুরু মহাঋষি বাল্মীকি সুমতি।
ঋষি প্রচেতার পুত্র ধর্ম্মশীল অতি॥
আশ্চর্য্য জীবন তাঁর হরিলীলা ময়।
শুনিলে মানব মনে উপজে বিস্ময়॥
ব্রাহ্মণ তনয় তিনি নাম রত্নাকর।
যৌবনেতে দস্যু কার্য্যে রত নিরন্তর॥
দিবা নিশি পরদ্রব্য করিয়া লুণ্ঠন।
করিতেন রত্নাকর স্বজন পোষণ॥
কিন্তু পাপী উদ্ধারিতে হরি কৃপাময়।
জননী হতেও ব্যস্ত রন অতিশয়॥
একদিন দৈবযোগে বিপ্র একজনে।
হেরিলেন রত্নাকর বিজন কাননে॥
তাঁহারে নিধন করি ধন রত্ন তাঁর।
লুণ্ঠন করিতে ব্যস্ত হল দুরাচার॥
বিপ্র তারে জিজ্ঞাসিল ব্রাহ্মণ হইয়া।
কেন কর হেন পাপ মোহেতে মজিয়া॥
রত্নাকর বলিলেন পরিবার তরে।
করিতেছি দস্যুবৃত্তি কানন ভিতরে॥
উত্তরিলা বিপ্রবর তব পিতা মাতা।
কিংবা তব পত্নী পুত্র অথবা দুহিতা॥
তোমার পাপের ভাগী হবে কি কখন?
অথবা ভোগিবে দণ্ড একাকী আপন?
শুনি বলিলেক দস্যু যাহাদের তরে।
করিতেছি পাপ কার্য্য সতত সংসারে॥
অবশ্য তাহারা মোর পাপ ভাগী হবে।
নতুবা করিব কেন হেন পাপ ভবে?
শুনি বলিলেন বিপ্র, তোমার স্বজনে।
পাপ ভাগী হবে কিনা পুছগে ভবনে॥
বিপ্রের বচন শুনি রত্নাকর চিতে।
চৈতন্যের রেখাপাত হল আচম্বিতে॥
কি জানি বা ফাকি দিয়ে পলায় ব্রাহ্মণ।
এইহেতু রাখি তারে করিয়া বন্ধন॥
ছুটি গেলা গৃহপানে স্বজন সদনে।
জিজ্ঞাসিলা পিতা মাতা পত্নী পুত্রগণে॥
আমার পাপের ভাগী তোমরা কি হবে?
কিন্তু অস্বীকার করে একে একে সবে॥
শুনিয়া তাঁদের কথা রত্নাকর প্রাণ।
অনুতাপ হুতাশনে দহে অবিরাম॥
হায়! আমি মহাপাপী কেহতো আমার।
হবেনা পাপের ভাগী বুঝিলাম সার॥
একা মম কর্ম্মফল হইবে ভুগিতে।
মম পাপ ভাগী নাই আর এ জগতে॥
এত ভাবি অনুতপ্ত হয়ে রত্নাকর।
উপনীত হইলেন ব্রাহ্মণ গোচর॥
বিমোচন করি তাঁর বন্ধন নিচয়।
করযোড়ে ক্ষমা চান করিয়া বিনয়॥
বলিলেন ওহে দেব মহাপাপ হতে।
মুকতি লভিব আমি বলহে কি মতে॥
তার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ।
বলিলেন দস্যুবৃত্তি ত্যজিয়া এখন॥
দিবানিশি জপ কর ঈশ্বরের নাম।
পাপ ব্যাধি দূরে যাবে হবে পূর্ণকাম॥
বিপ্রের মধুর বাণী করিয়া শ্রবণ।
ব্রহ্ম কৃপাগুণে তার ফিরে গেল মন॥
পাপ কার্য্য ত্যাগ করি নামের সাধনে।
নিযুক্ত হলেন তিনি কায়বাক্য মনে॥
কঠোর তপস্যা ব্রত করিয়া ধারণ।
দিবা নিশি যোগ ধ্যানে রহেন মগন॥

একভাবে একস্থানে ত্যজি নিদ্রাহার।
ঘোর সাধনেতে মত্ত রন অনিবার॥
হেন কিংবদন্তী আছে তাঁর দেহোপরে।
বল্মীক আপন গৃহ নিরমান করে॥
এহেতু বাল্মীকি নাম হইল তাঁহার।
যেনামে জগত তাঁরে ঘোষে অনিবার॥
ঈশ্বরের কৃপাগুণে নবীন জীবন।
পাইলেন রত্নাকর অতি সুশোভন॥
তার পরে ব্রহ্মকৃপা মরুৎ হিল্লোলে।
কবিত্বের উৎস তাঁর হৃদয়ে উথলে॥
একদিন ঋষিবর শিষ্যগণ সনে।
তমসা নদীতে যান স্নানের কারণে॥
তীরস্থিত কাননের শোভা মনোহর।
হেরি পুলকিত হল তাঁহার অন্তর॥
হেনকালে ব্যাধ এক ক্রৌঞ্চ মিথুনেরে।
তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করি প্রাণ নাশ করে॥
স্বামী শোকে ক্রৌঞ্চ বধূ কান্দিয়া আকুল।
লুটিছে ধরনীতল হইয়া ব্যাকুল।
জীবের এ হেন দশা নিরখি নয়নে।
অপূর্ব্ব করুণা তার উপজিল মনে॥
তাঁহার রসনা হতে আপনা আপনি।
স্ফুরিল কবিতা এক অপূর্ব্ব কাহিনী॥ (১)
তপস্যায় বিশোধিত হৃদয় যাঁহার।
প্রেম পুণ্যে পরিপূর্ণ অতি চমৎকার॥
হেন হৃদে বসি হরি কাব্য রসময়।
রচেন মধুর কাব্য অতি মধুময়॥
শ্রীহরি পরম কবি কবিত্ব জলধি।
তাঁহা হতে কাব্য স্রোত বহে নিরবধি॥

তাঁর সৃষ্টি মনোহর কবিত্ব পূরিত।
মানব প্রকৃতি সদা কবিত্বে খচিত॥
সুকবি ব্রহ্মের ভক্ত বিশ্বাসী প্রেরিত।
জগতের হিত তিনি সাধেন নিয়ত॥
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক আর সুকাব্য রচক।
প্রেরিত পুরুষ বটে, বিশ্বাসী সাধক॥
উভয়েই মানবের বন্ধু উপকারী।
ভকতি সম্মান দোঁহে কর নর নারী॥
ব্রহ্ম কৃপাগুণে লভি কবিত্ব সুন্দর।
মহানন্দে রন সদা ভক্ত ঋষিবর॥
ভগবান ঋষি হৃদে হয়ে আবির্ভূত।
কাব্য রচিবার তরে করেন ইঙ্গিত॥
তার পর নারদের উপদেশ লয়ে।
রামায়ণ রচিলেন প্রফুল্ল হৃদয়ে॥
শ্রীরামের অসামান্য চরিত্র সুন্দর।
এই কাব্য বর্ণিলেন ভক্ত ঋষিবর॥
সীতার সতীত্ব শোভা ভ্রাতৃগণ প্রীতি।
কর্ত্তব্যে অটল নিষ্ঠা প্রভুতে ভকতি॥
পাপের অব্যর্থ দণ্ড ব্রহ্মের বিধান।
প্রকটিলা মহাকাব্যে ঋষি সুমহান॥
জ্ঞানের ভাণ্ডার গ্রন্থ সুনীতির খনি।
জগতে অতুল বস্তু কাব্য শিরোমণি॥
ভারতের হিন্দুগণ প্রতি ঘরে ঘরে।
পাঠ করি এই গ্রন্থ পরম আদরে॥
গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ মহান।
সতীত্ব সৌভ্রাত্র নীতি সত্য ধর্ম্ম জ্ঞান॥
লাভ করে অনায়াসে ব্রহ্ম কৃপাবলে।
হয়েন কৃতার্থ ধন্য এই ধরাতলে॥
এই গ্রন্থ বিরচিয়া ব্রহ্ম কৃপাগুণে।
অমরত্ব লভে ঋষি মরত ভুবনে॥
এইরূপে জগতের সাধি উপকার।
স্বর্গধামে চলি গেলা ঋষি গুণাধার॥

---

(১) মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেক মবধীঃ কামমোহিতং॥
এই কবিতাটী আপনাপনি মহর্ষি বাল্মীকির রসনা হইতে নির্গত হয়।

ঋষিত্ব ক'বিত্ব তাঁহে মিলি একাধারে।
মণি কাঞ্চনের মত অতি শোভা ধরে ॥
ধন্য দয়াময় হরি করুণা তোমার।
কি কৌশলে পাপীজনে করিয়া উদ্ধার ॥
ঋষিত্ব কবিত্ব তাঁরে করিয়া প্রদান।
সাধ জগতের হিত ওহে ভগবান ॥
ধন্য হরি ধন্য তব পুত্র ভাগ্যবান।
তব পদে করে দাস বিনতি প্রণাম ॥
ঋষিবংশে জন্ম লভি চণ্ডালত্ব মোর।
হয় নাই দয়াময় এখনও দূর ॥
তাই তব পাদপদ্মে করি এ মিনতি।
দূর কর এ পাপীর যতেক দুর্মতি ॥
নামের মহিমা তব অদ্ভুত অপার।
নাম গুণে পাপী হয় ভবসিন্ধু পার ॥
যে নামেতে উদ্ধারিলে দস্যু রত্নাকরে।
সেনামে তারহে হরি এ পাপী দাসেরে ॥
বাল্মীকির পদধূলি করিয়া ধারণ।
তবলীলা রসামৃত করি প্রণয়ন ॥
তব পাদপদ্মে নাথ করি উৎসর্গিত।
চিরতরে ধন্য যেন হয় মোর চিত ॥
এই ভিক্ষা করি নাথ তব শ্রীচরণে।
করযোড়ে প্রণিপাত করি কায়মনে ॥

মহর্ষি বশিষ্ঠ।

ঋষি তপোধন বশিষ্ঠ সুজন
ক্ষমাশীল মহামতি।
বেশ্যার নন্দন, অথচ ব্রাহ্মণ
ভারতে আশ্চর্য্য অতি ॥
জন্মেতে ব্রাহ্মণ, কেহতো কখন
নাহি হয় এজগতে।
সত জ্ঞান প্রীতি, ধর্ম্ম তপ নীতি
ব্রাহ্মণত্ব জন্মে ইথে ॥
সত্যবাদী বলি, বালক জাবালী
ব্রাহ্মণ পদবী পান।
সত্যভ্রষ্ট হলে, কার এ জগতে
নাহি হয় ব্রহ্মজ্ঞান ॥
ব্রহ্মজ্ঞান বিনে, কেহ এ ভুবনে
ব্রাহ্মণ নাহিক হয়।
জাতিতে ব্রাহ্মণ, অদ্ভুত কথন
পতনের পরিচয় ॥ (১)
ক্ষমা তপস্যায়, বশিষ্ঠ ধরায়,
চিরদিন সুবিখ্যাত।
বৈরাগ্য সমতা, প্রেম উদারতা
নানাগুণে বিভূষিত ॥
শক্র হস্তে হত, হ'ল পুত্র শত
তথাপি অক্রোধ তিনি ॥
হেন ক্ষমা তাঁর, নাহি দেখি আর
ইনি ক্ষমী মহামুনি ॥
ঋষি, রঘুকুলে বিদ্যা তপোবলে,
কুল পুরোহিত হন।
শ্রীরামচন্দ্রের, প্রেমানন্দ ভরে
ব্রহ্মযোগ তত্ত্ব কন ॥
যেই যোগামৃত, পানে শত শত
জ্ঞানী চিত তিরপিত।

---

(১) ভারতীয় আর্য্যজাতি কতদূর অধঃ-পতিত হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই।—এখানে বর্ত্তমান সময়ে জাতিতেই ব্রাহ্মণ বলিয়া লোকে পরিচিত হয়, গুণে নহে।

বৈরাগ্য বিজ্ঞান, যোগ কর্ম্ম ধ্যান
লভে জীব অবিরত ॥ (১)
অতি সংগোপনে পুণ্য তপোবনে
বশিষ্ঠ করেন বাস।
সামান্য আহারে, পবিত্র আচারে,
কাটেন দিবস মাস ॥
নন্দিনী তাঁহার, গাভী গুণাধার
দুগ্ধ দেয় নিরমল।
আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়
তাহাতেই অবিরল ॥
নাহি আড়ম্বর আশ্রম ভিতর
শুধু সেথা চিন্তা ধ্যান।
আতিথ্য সৎকার, প্রীতি সদাচার
যেন মর্ত্তে স্বর্গধাম ॥ (২)
পত্নী অরুন্ধতী, অতি গুণবতী
ভারতে পরমা সতী।
বশিষ্ঠের সনে, ধরম সাধনে
নিত্য যুক্তা শুদ্ধমতি ॥
বিশ্বামিত্র তাঁর, ভাব চমৎকার
হেরি হ'লা বিমোহিত।
সিংহাসন ছেড়ে, ব্রাহ্মণত্ব তরে
হইলেন লালায়িত ॥
বশিষ্ঠ হইতে পবিত্র ভারতে
ঋষি বংশ সমুদ্ভূত।
শক্তি পুত্র তাঁর, পরাশর যাঁর
সন্তান ভারত খ্যাত ॥
পরাশর সুত, ব্যাস সুবিদিত
ভারতে ভারত (১) যাঁর।
কীর্ত্তি অতুলন, অমূল্য রতন
অগাধ জ্ঞান ভাণ্ডার ॥
যোগের বিধানে, শ্রীকৃষ্ণের সনে
যুক্ত ইনি অবিরত।
ধরমের খণি, গীতা মহামণি
ইঁহারি রচনামৃত ॥
ব্যাসের নন্দন, শুক তপোধন
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি যোগে।
ভারতে নূতন, ভাব প্রবর্ত্তন
করিলেন অনুরাগে ॥
ভাগবত যাঁর, কীর্ত্তি অনিবার
ঘোষিছে ভারত ভরে।
ভকতির স্রোত, বহে অবিরত
প্রকৃত ভক্ত অন্তরে ॥
ওহে ভগবান্, মহা ভাগ্যবান্
বশিষ্ঠ তব নন্দন।
ইঁহার চরিত, পুণ্য সুধামৃত
যোগীর পরম ধন ॥
কর আশীর্ব্বাদ, ওহে বিশ্বনাথ
বশিষ্ঠের মত সবে।

(১) মহর্ষি বশিষ্ঠ যোগ সম্বন্ধে শ্রীরামচন্দ্রকে যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা যোগ বাশিষ্ঠ রামায়ণ নামে খ্যাত।

(২) ইংরেজীতে যাহাকে Plain living and high-thinking বলে তাহা ঋষি জীবনের নিত্য অবস্থা ছিল।

(১) ভারত—মহাভারত। এরূপ অমূল্য গ্রন্থ জগতে আর দ্বিতীয় নাই, ইহাতে একাধারে ইতিহাস, অসাধারণ ধর্ম্মতত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, অদ্ভুত কবিত্ব প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস এই গ্রন্থে অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে এক লক্ষ সপ্তবিংশতি সহস্র শ্লোক দৃষ্ট হয়।

ক্ষমাশীল যোগী, তব অনুরাগী
হয় যেন এই ভবে ॥
ঋষি বংশ স্রোত, যেন প্রবাহিত
হয়, প্রভো! অনুদিন।
গৃহে তপোবন, করহ স্থাপন
এই ভিক্ষা যাচে দীন ॥

অষ্টম লহরী।

সত্যপরায়ণ ও প্রজাবৎসল শ্রীরাম চন্দ্র, পতিপরায়ণা মহাসতী সীতা, ভ্রাতৃ বৎসল ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

সত্য দয়া দান ধর্ম্ম পুণ্য প্রতিষ্ঠায়।
প্রাচীন ইক্ষ্বাকু বংশ বিখ্যাত ধরায় ॥
এই বংশে ঋষি সাধু বীর অগণন।
জনমিয়া ধরাতল করিছে শোভন ॥
এই বংশে ভগিরথ গঙ্গা আনয়ন।
করি ভারতের হিত করিলা সাধন ॥
এইবংশে বিশ্বামিত্র তপস্যার বলে।
ব্রাহ্মণত্ব লভি খ্যাত হলেন ভূতলে ॥
এই বংশে হরিশ্চন্দ্র নৃপ সুমহান।
ধর্ম্মতরে রাজ্যধন করিলেন দান ॥
অবশেষে পত্নী শৈব্যা আর আপনারে।
সমর্পণ করিলেন দক্ষিণার তরে ॥
প্রতিজ্ঞা রক্ষার তরে দুঃখ অগণন।
সহিলেন হরিশ্চন্দ্র বিদিত ভুবন ॥
মান্ধাতা দিলীপ রঘু আদি নৃপগণ।
করেছেন এ বংশের মহিমা ঘোষণ ॥
শাল্মলী তরুর প্রায় দেহ সুবিশাল।
কিন্তু মন প্রেম পুণ্যে অতি সুরসাল ॥
যথা হিমালয় হতে পুণ্য সুরধনী।
কলনাদে প্রবাহিতা দিবস রজনী ॥
সেইরূপ সুস্থ দেহ সুস্থ মন হ'তে।
জ্ঞান প্রেম পুণ্য তেজ আসে এ জগতে ॥
এইরূপ এবংশের অবস্থা সুন্দর।
ভাবিলে মুগ্ধ হয় মানব অন্তর ॥
এবংশের নৃপগণ বাল্যকাল হ'তে।
সুশিক্ষায় সমুন্নত নিরত জপতে ॥
মহাকবি কালিদাস অপূর্ব্ব ভাষায়।
ঘোষিলেন এবংশের গৌরব ধরায় ॥ (১)
বীরত্ব মহত্ত্বে বংশ সূর্য্যের মতন।
সমুজ্জ্বল করিয়াছে ভারত গগণ ॥
এইহেতু সূর্য্যবংশ নামে অবিরত।
ভারতে এবংশ হয় সদা পরিচিত ॥
সেই বংশে অযোধ্যায় দশরথরাজ।
জনমি বিক্রমে সদা করেন বিরাজ ॥
মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতি প্রধান।
নৃপতির বাহুবলে সবে কম্পমান ॥
সুমিত্রা কৈকেয়ী দেবী কৌশল্যা সুন্দরী।
এই তিন পত্নী ছিল নৃপ সহচরী ॥
নৃপতি ধার্ম্মিক অতি সত্য পরায়ণ।
ন্যায় ধর্ম্মে প্রজাগণে করেন পালন ॥
তিন পত্নী গর্ভে তাঁর চারি পুত্র হয়।
শ্রীরাম সবার জ্যেষ্ঠ সর্ব্ব গুণালয় ॥
ভরত কৈকেয়ীপুত্র নয়নরঞ্জন।
লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন দুই সুমিত্রানন্দন ॥
চারি পুত্র চারি রত্ন নৃপতির প্রাণ।
তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাম অতি গুণবান্ ॥

---

(১) মহাকবি কালিদাস তাঁহার বিখ্যাত কাব্য রঘুবংশ নামক গ্রন্থে এ বংশের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন।

নৃপতির অতি প্রিয় ছিলা রঘুবর।
তাঁরে না হেরিলে রাজা হতেন কাতর ॥
ক্রমে চারি পুত্র নানা বিদ্যায় ভূষিত।
হয়ে পুরবাসী জনে করে আহ্লাদিত ॥
পুত্রগণ মধ্যে রাম গুণের সাগর।
অশেষ বিদ্যায় তিনি হলেন তৎপর ॥
অনুজগণের প্রতি রাম মহাশয়।
অবিরত করিতেন স্নেহ অতিশয় ॥
ভ্রাতৃগণ জ্যেষ্ঠে ভক্তি করিত সতত।
থাকিতেন কনিষ্ঠেরা জ্যেষ্ঠ অনুগত ॥
পরস্পর ভ্রাতৃপ্রেম এঁদের যেমন।
দেখে নাই সে প্রকার পৃথিবী কখন ॥
জনক রাজার কন্যা সীতা গুণবতী।
নানা গুণে বিভূষিতা রূপবতী সতী ॥
রাম সহ পরিণয় হইল তাহার।
পণে জিনি আনিলেন গৃহে আপনার ॥
জনকের (১) অন্য তিন কন্যাগণ সহ।
যথাক্রমে ভ্রাতাদের হইল বিবাহ ॥
রাজর্ষির কন্যা সীতা, জনক তাহারে।
জ্ঞান ধর্ম্মে শিক্ষা দিলা অতি যত্ন করে ॥
যথাকালে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান।
করি সুখী হইলেন ঋষি মতিমান্ ॥
বাল্যাবধি অনুপম সীতার চরিত।
পাপ মলিনতা তাহে নাহি কদাচিত ॥
সোণায় সোহাগা প্রায়, শ্রীরামের সনে।
হইলেন সম্মিলিত বিবাহবন্ধনে ॥
পতি বিনা সীতা আর কিছু নাহি জানে।
সতীর সর্ব্বস্ব পতি এ ভবভবনে ॥
পতি অনুগতা সাধ্বী, পতিপ্রাণা সতী।
পতি সুখ দুঃখে তিনি সুখী দুঃখী অতি ॥

পতিগৃহে আসি সীতা নিত্য পতি সনে।
করেন বসতি আহা সদানন্দ মনে ॥
মহারাজ দশরথ বার্দ্ধক্য সময়ে।
রামে রাজা করিবারে ভাবিলা হৃদয়ে ॥
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবারে তাঁরে।
আয়োজন করে রাজা প্রফুল্ল অন্তরে ॥
বিমাতা কৈকেয়ী রাণী দেখিলা নয়নে।
দশরথ রামে রাজ্য দেন হৃষ্ট মনে ॥
কৈকেয়ীর মনে দ্বেষ হইল অপার।
ভাবিল ভরত নাহি পাবে রাজ্যভার ॥
রাজমাতা হইবেন কৌশল্যা সুন্দরী।
আমি দাসী হব তাঁর সদা অনুচরী ॥
এত ভাবি হিংসা দ্বেষে হইয়া মগন।
মহা অভিমানে নৃপে বলিলা বচন ॥
ওহে নৃপ সুপ্রসন্ন হ'য়ে মম প্রতি।
করেছিলে অঙ্গীকার আছে কি তা স্মৃতি?
দিবে মোরে দুই বর সেই বর আজ।
চাহিতেছি দিতে হবে শুন মহারাজ ॥
শুনি জিজ্ঞাসিল নৃপ চাও কি বা বর?
বলিলা কৈকেয়ী রাণী নৃপতি গোচর ॥
চৌদ্দবর্ষ তরে রামে পাঠাও কাননে।
ভরতেরে রাজ্য দাও অযোধ্যা ভুবনে ॥
এত বলি রামচন্দ্রে ডাকিয়া মহিষী।
আপনার অভিপ্রায় বলে হাসি হাসি ॥
শুনি নিদারুণ বাণী নৃপতি তখন।
দুঃখ শোকে হইলেন বিগতচেতন ॥
পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার তরে।
চলিলেন রামচন্দ্র অরণ্য ভিতরে ॥
কত জন রামচন্দ্রে করে নিবারণ।
কিন্তু নাহি শুনে রাম সত্যপরায়ণ ॥
পরিলেন রামচন্দ্র বল্কল ধারণ।
জটা [illegible] ঘোর গহন কানন ॥

(১) রাজর্ষি জনকের।

ধন্য রাম পিতৃভক্তি আশ্চর্য্য তোমার।
তাইতো তোমার গুণে মোহিত সংসার॥
ধন্য দয়াময় হরি তুমি করুণায়।
পাঠাইলে হেন ভক্তে এ নর ধরায়॥
তোমার চরণে নাথ করি নমস্কার।
তোমার লীলার গুণ গাই অনিবার॥

বনগমন।

দূর্ব্বাদল শ্যাম, পিতৃভক্ত রাম,
রাজ্যসুখ পরিহরি।
অম্লান বদনে, গহন কাননে,
চলিলা বলকল পরি।
পিতৃ অঙ্গীকার, প্রেমে পালিবার,
তরে রাম গুণমণি।
কল্য রাজা হবে, এই সুখ ভবে
অক্লেশে ত্যজেন তিনি॥
গৃহে অতি গোল, ক্রন্দনের রোল,
উঠিল চৌদিক হ'তে।
রাজা মূর্চ্ছাগত, কৌশল্যা নিয়ত,
কান্দেন পড়ি ভূমিতে॥
বিষন্ন বদনে, সীতার সদনে
যাইয়া বলেন রাম।
পিতৃ অঙ্গীকার, পালিতে আমার,
ত্যজিব অযোধ্যা ধাম॥
তুমি থাকি ঘরে, গুরু সেবা করে,
কাটা কাল অনুক্ষণ।
ব্রহ্মের কৃপায়, মম পুনরায়,
দেশে হবে আগমন॥
পতিপ্রাণা সতী, সীতা গুণবতী,
বলে রামে প্রেমভরে।
তোমা ছাড়া হয়ে, রব না আলয়ে,
লও মোরে সঙ্গে করে॥
পতি বিনে বল, সতীর সম্বল,
ভবে কিবা আছে আর?
এক মাত্র পতি, রমণীর গতি,
পতি মম প্রাণাধার॥
রবি সনে ছায়া, সেই রূপ জায়া
পতিব্রতা সদা রয়।
তবে তোমা ছেড়ে, কেমনে সংসারে
থাকিব হে মহাশয়॥
শ্রীরাম তখন, বনের ভীষণ,
বিভীষিকা আর যত।
দেখা'য়ে সীতারে, নিবৃত্তির তরে,
করেন যতন কত॥
কিন্তু সীতা বলে, মোরে নাহি নিলে
তেয়াগিব এ জীবন।
কেন নাথ আর, এ জীবন ভার
করিব বল বহন॥
অরণ্যের দুঃখ, মোর কাছে সুখ
যদি থাকি তব সনে।
তব সহবাস, মম স্বর্গবাস,
শান্তি মম ও চরণে॥
তপস্বিনী হয়ে, আনন্দ হৃদয়ে,
তব সনে বনে বনে।
বেড়াইব নাথ, এই মোর সাধ,
পূর্ণ কর কৃপা গুণে॥
সীতার বচন, করিয়া শ্রবণ,
রামচন্দ্র গুণধর।
সীতারে কাননে, লইবারে মনে,
করিলেন রঘুবর॥
অনুজ লক্ষ্মণ, শুনিয়া তখন
নিদারুণ সমাচার।
বলিলেন আমি, তব অনুগামী
হব আর্য্য অনিবার॥

তব সেবা তরে, দেখহ অন্তরে,
রয়েছে বাসনা মম।
তোমা বিনা আর, সকলি আঁধার
ওহে আর্য্য প্রাণসম॥
এইরূপে সীতা, জনক দুহিতা
লক্ষ্মণ ভ্রাতৃবৎসল।
চৌদ্দবর্ষ তরে, বিজন প্রান্তরে,
রাম সহ কুতূহল।
যাইতে উদ্যত, হইলা নিয়ত,
তিনজনে প্রেমে গলে॥
পিতার চরণ, করেন বন্দন,
মাতারে প্রণাম করি।
বলি বাক্য নানা, করিয়া সান্ত্বনা,
যান রাজ্য পরিহরি॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ, যেন তপোধন,
নীতিমান্ তেজোময়।
সীতা মহাসতী, তপস্বিনী অতি,
ছাড়ি গৃহ সুখময়॥
চলিলা কাননে, সুচীরবসনে,
মেঘ ঢাকা সূর্য্য হেন।
মর্ত্তে স্বর্গধাম, হল' মূর্ত্তিমান,
জগতের হিতে যেন॥
হেন পিতৃভক্তি, সত্যেতে আসক্তি,
কে কোথা দেখেছ আর।
এ হেন অপার, স্বামিপ্রেম আর,
দেখিয়াছ কি সংসার?
লক্ষ্মণের মত, ভ্রাতৃ অনুগত,
ভ্রাতা কোথা আছে হেন।
এঁদের মতন, সুখের জীবন,
লভি শুদ্ধ হই যেন॥

—+—

বন প্রস্থান, মহারাজ দশরথের পরলোক যাত্রা, ভরতের সঙ্গে সম্মিলন।

শ্রীরাম লক্ষ্মণে আর জানকীরে লয়ে।
সুমন্ত্র সারথী যান বিষণ্ন হৃদয়ে॥
অগস্ত আশ্রমে তিনি রাখিয়া তাঁদেরে।
বনবাস সমাচার দিলেন রাজারে॥
শুনি রাজা পুনরায় হইলা মূর্চ্ছিত।
বাক্যহীন অচেতন ভূতলে পতিত॥
রাণীগণ মন্ত্রিগণ দাস দাসী যত।
রাজার শুশ্রূষা তরে হইলেন রত॥
কিন্তু পুত্র শোকে রাজা একান্ত অস্থির।
দেহ হ'তে প্রাণ তাঁর হইল বাহির॥
হায় বহু বিবাহের ফল বিষময়।
জীবেরে ভোগিতে হয় সকল সময়॥
সুখের সংসার আজ দুঃখে ভেসে যায়।
দেখিলে এদশা প্রাণ কান্দে উভরায়॥
এক পতি এক পত্নী বিধির বিধান।
লঙ্ঘিলে বিধান এই নাই পরিত্রাণ॥
গৃহে ক্রন্দনের রব উঠে চারি ধারে।
প্রজাগণ মন্ত্রীগণ ভাসে অশ্রু ধারে॥
ভরত কৈকেয়ীপুত্র মাতুল আলয়ে।
শত্রুঘ্নের সনে রন নিশ্চিন্ত হৃদয়ে॥
কুটিলা মন্থরা (১) ভাবে আসিলে ভরত।
রাজা হবে অযোধ্যায় সুখ হবে কত॥
আমি দাসী কৈকেয়ীরে পরামর্শ দিয়ে।
শ্রীরামেরে বন মাঝে দিয়েছি পাঠিয়ে॥
ভরত হবেন হৃষ্ট মোদের উপরে।
এই ভাবি ভাসে দোহে সুখের সাগরে॥

(১) দাসী মন্থরার পরামর্শে কৈকেয়ী রাজার নিকট বর প্রার্থনা করেন।

রাজদেহ তৈলে মগ্ন করি মন্ত্রিগণ।
রাখিল ভরত তরে করিয়া যতন॥
নন্দীগ্রামে ভরতেরে দিল সমাচার।
ভরত দেখেন আসি শোকের ব্যাপার॥
শুনিলেন তাঁর মাতা কৈকেয়ীকারণ।
করেছেন রামচন্দ্র অরণ্যে গমন॥
অনুজ লক্ষ্মণ আর সাধ্বী সীতা সতী।
রাম সনে করেছেন মহারণ্যে গতি॥
পুত্রশোকে নৃপতির হ'য়েছে মরণ।
পুরবাসিগণ দুঃখে করিছে ক্রন্দন॥
হয়েছে শ্মশানপ্রায় অযোধ্যানগরী।
শ্রীরামবিরহে ক্ষুণ্ণ যত নরনারী॥
দেখি দুঃখ-শোক-ভরে ভরত সুধীর।
উন্মত্তের প্রায় হায় হলেন অস্থির॥
হায় মম সুখ তরে রাম গুণধর।
বন মাঝে দুঃখ কষ্ট সহেন বিস্তর॥
কেন আমি জন্মিলাম পৃথিবী মাঝারে।
মম সম হতভাগ্য কে আছে সংসারে॥
ভরত কৈকেয়ী পাশে গিয়া ক্রোধভরে।
তিরস্কার করে তাঁরে বিষণ্ণ অন্তরে॥
ধিক্ মম রাজ্যধন ধিক এ জীবন।
যে পাপীর তরে রাম প্রবেশিল বন॥
এত বলি ভ্রাতৃভক্ত সাধু মহামতি।
বলিলেন দৃঢ় ভাবে মন্ত্রিগণ প্রতি॥
শ্রীরামেরে অতিক্রম করিয়া কখন।
করিব না এই রাজ্য কদাচ গ্রহণ॥
চল যাই সবে মোরা রাম মতিমান্।
বনে যথা মহাক্লেশে সময় কাটান॥
যদি তিনি ফিরে আসি লন রাজ্য ভার।
তবেতো হইবে রক্ষা জীবন আমার॥
না লইলে রাম সহ যাইব কানন।
কিংবা অনশনে আমি ত্যজিব জীবন॥

এত বলি নৃপতির করিয়া সৎকার।
অমাত্য শত্রুঘ্ন সহ ভরত দুর্ব্বার॥
রাম অন্বেষণে যান ব্যাকুল অন্তরে।
ভ্রাতার বিরহে তাঁর হৃদয় বিদরে॥
এদিকে কৈকেয়ী মাতা দেখি বিপরীত।
মনে মনে হইলেন অতি বিষাদিত॥
কোথায় ভরত মম সাম্রাজ্যগ্রহণ।
করি সুখে করিবেক অযোধ্যা শাসন॥
সেই সুখ পরিহরি চলিল কাননে।
তবে পাপ করি আমি কিসের কারণে॥
যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর।
আমি অভাগিনী হায় ঘোর দুঃখ মোর॥
পতি পুত্র হারাইনু নিজ কর্ম্মদোষে।
আমার দুর্দ্দশা দেখি সব লোকে হাসে॥
আপনার পাপ আর ভরতের দশা।
স্মরিয়া কৈকেয়ী রাণী হলেন বিবশা॥
ধন্য দয়াময় তব অপূর্ব্ব কৌশল।
জ্বালাও পাপীর মনে অনুতাপানল॥
অনুতাপে করে লও পাপী সংশোধন।
তোমার বিধান হরি আশ্চর্য্য কেমন॥
অমাত্য বান্ধব সহ শত্রুঘ্ন ভরত।
রামের সদনে যান নিত্যদৃঢ়ব্রত॥
রাম সনে বনে যবে হইল সাক্ষাৎ।
দুই ভাই কেন্দে তাঁরে করে প্রণিপাত॥
পিতৃবিয়োগের কথা শুনিয়া শ্রীরাম।
ভ্রাতা পত্নী সহ শোকে কান্দে অবিরাম॥
পরস্পর সন্দর্শনে শোকের সাগর।
উথলিয়া ভাসাইল সবার অন্তর॥
ভরত বলেন আর্য্য তোমার বিহনে।
পরিণত হইয়াছে অযোধ্যা শ্মশানে॥
দেশে চল রাজা হও আমি দাস হয়ে।
সেবিব তোমার পদ সানন্দ হৃদয়ে॥

তুমি নাহি গেলে আমি ত্যজিব জীবন।
অথবা তোমার সনে করিব ভ্রমণ।।
শুনি বলিলেন রাম পিতৃসত্য তরে।
স্বইচ্ছায় আসিলাম কানন ভিতরে।।
প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা এভব সংসারে।
ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলি মানি তাঁরে॥
স্বর্গ হতে শ্রেষ্ঠ হন জনক সবার।
জনকের মত স্নেহময় কেবা আর?
যাঁহাহতে পাইলাম দেহ বুদ্ধি বল।
সব সুখমূল তিনি সংসারে কেবল॥
তাঁহার আদেশ সদা করিবে পালন।
পিতৃভক্ত যেই তার সার্থক জীবন॥
পিতা করিলেন সত্য জননী গোচর।
দিবেন তাঁহারে দুটি ইচ্ছামত বর॥
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিলে হয় নরকে গমন।
সকলে অখ্যাতি তাঁর করয় ঘোষণ।।
সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই এ ভুবনে॥
পরম পবিত্র সত্য মানব জীবনে॥
সত্যহীন হলে যত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান।
অসার নিষ্ফল হয় শুন মতিমান॥
মহারাজ দশরথ ছিলেন সুজন।
কেমনে তাঁহার সত্য করিব হেলন॥
পৃথিবীতে অপযশ ঘোষিবে তাঁহার।
করিবে নরকে বাস জনক আমার॥
তুমি যাও অযোধ্যায় পাল প্রজাগণে।
হবে জগতের দুঃখ নৃপতিবিহনে।।
অনাসক্ত হয়ে কর সাম্রাজ্য শাসন।
যাবৎ না হয় পুনঃ মম আগমন।।
শ্রীরামেরে ফিরাইতে নারিল ভরত।
অগত্যা বলেন তাঁরে ওহে সত্যব্রত॥
একান্তই অযোধ্যায় নাহি যাবে যদি।
তা হলে পাদুকা তব দাও রঘুপতি॥

তোমার পাদুকা আমি স্থাপি পুরোভাগে।
শাসিব তোমার রাজ্য ভক্তি অনুরাগে॥
তব রাজ্য ধন জন তব সিংহাসন।
আমি মাত্র দাস তব এই বিশেষণ॥
ভরতের বাক্যে রাম হয়ে হৃষ্টমতি।
ভরতে বিদায় দিলা পাদুকাসংহতি।।
শ্রীরামের প্রতিনিধি হইয়া ভরত।
পালেন রামের রাজ্য প্রেমে অবিরত॥
পরম ধার্ম্মিক জ্ঞানি ভরত সুধীর।
ভ্রাতৃভক্ত জিতেন্দ্রিয় অতি সুগম্ভীর॥
ধরিয়া সন্ন্যাসী বেশ রাম প্রতীক্ষায়।
কাটেন সতত কাল ভরত ধরায়।
রামপ্রায় জটা বল্ক করিয়া ধারণ।
ধরাসনে মহামতি র'ন অনুক্ষণ॥
করিয়া বিলাস ত্যাগ অনাসক্ত হয়ে।
পালেন বিশাল রাজ্য সানন্দ হৃদয়ে॥
কৌশল্যা সুমিত্রা আর কৈকেয়ীর প্রতি।
করেন সমান সেবা প্রণতি ভকতি।।
ধন্য পরমেশ ধন্য ভকত শ্রীরাম।
পালেন প্রতিজ্ঞা যিনি হইয়া নিষ্কাম॥
ধন্য হে ভরত তুমি ভ্রাতৃভক্তি তব।
বাখানিছে অনুদিন সকল মানব॥
হেন ভ্রাতৃ অনুরাগ অটল দৃঢ়তা।
তব শ্রীচরণে যাচি দয়াময় পিতা।।

—+—

বন মধ্যে সীতা হরণ।

জানকী লক্ষ্মণ সহ রাম বনে বনে।
যাপেন সময় সদা সাধন ভজনে॥
সন্ন্যাসিনী সীতাদেবী কামগন্ধহীন।
জিতেন্দ্রিয় ভ্রাতা দোঁহে দুঃখে উদাসীন॥
মাতৃবৎ জানকীরে লক্ষ্মণ সতত।
করিতেন ভক্তিপ্রীতি প্রেমে অবিরত।।

জানকীর মুখপানে চান না কখন।
রাখেন সতত তাঁর চরণে নয়ন॥
দাক্ষিণাত্যে অরণ্যেতে তাঁহারা সকলে।
কুটিরে করেন বাস সদা কুতূহলে॥
জ্ঞান আর সভ্যতার আলোক তখন।
হয় নাই সেই দেশে কভু বিকীরণ॥
অসভ্য মানব তথা করিত বসতি।
নরঘাতী রাক্ষসেরা করে গতি বিধি।
নিকটস্থ লঙ্কা দ্বীপে দুর্দ্দান্ত রাবণ।
করিত রাজত্ব দর্পে দুষ্ট দুরজন॥
শত শত অনুচর কালান্তক প্রায়।
সদর্পে সতত সেই অরণ্যে বেড়ায়॥
নরঘাতী নরাহারী রাক্ষস দুর্ব্বার।
করিত মানবজাতি সব ছারখার॥
সুবৃহৎ পল্লী সব হল জনহীন।
কান্দে জীব নিরাশায় হয়ে দীন ক্ষীণ॥
রাবণের ভয়ে কাঁপে সুর নরগণ।
রাক্ষসপীড়নে করে ধরণী ক্রন্দন॥
পতিহীনা করি কত সতী রমণীরে।
রাবণ আনিয়া রাখে আপন আগারে॥
কত জননীর পুত্র অঞ্চলের নিধি।
হারায়ে জীবনমণি কান্দে নিরবধি॥
বিশাল নগর গ্রাম কত জনপদ।
জনহীন অরণ্যেতে হয় পরিণত॥
কিন্তু শ্রীহরির রাজ্যে পাপ অত্যাচার।
নাহি পারে চির দিন রহিবারে আর॥
ন্যায়দণ্ডধারী হরি পাষণ্ডদলন।
অত্যাচারী পাপী জনে করেন শাসন॥
অপার কৌশলে তিনি অত্যাচারী জনে।
দণ্ড দিয়া সংশোধন করেন ভুবনে॥
এমনি হরির বিধি, নিজ কর্ম্ম মাঝে।
আপনার দণ্ডবীজ সতত বিরাজে (১)॥
অহঙ্কারী পাপী জনে দেখিতে না পায়।
করেন শ্রীহরিলীলা সতত ধরায়॥
এক বিন্দু পাপ হরি সহিতে না পারে।
দণ্ড দেন পাপী জনে ন্যায় দণ্ডধরে॥
সীতা সহ দুই ভাই সতত কাননে।
তপস্বীর বেশে ভ্রমে নিত্য নিরজনে॥
রাবণের প্রিয়তমা ভগ্নী সূর্পণখা।
তার সহ ভ্রাতাদের হইলেক দেখা॥
রাক্ষসী সুন্দরী অতি, দেখিয়া লক্ষ্মণে।
আসি তাঁর কাছে বলে সুমিষ্ট বচনে॥
তোমারে দেখিয়া আমি মুগ্ধ অতিশয়।
আমারে বিবাহ তুমি কর মহাশয়॥
শুনিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে হয়ে হুতাশন।
রাক্ষসীর নাসা কর্ণ করিল ছেদন॥
অপদস্থা হয়ে নারী রাবণ গোচরে।
বলিলেক সব কথা কান্দিয়া কাতরে॥
প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া রাবণ।
সীতারে হরিতে করে অন্তরে মনন॥
বন মাঝে গণ্ডী করি রাখিয়া সীতারে।
দুই ভাই সদানন্দে সদা কাল হরে॥
একদিন স্বর্ণমৃগ দেখি মনোহর।
বলিলা হরিণ (১) মোরে দেহ রঘুবর॥
জানকীর সাধ পূর্ণ করিবার তরে।
গেলেন শ্রীরামচন্দ্র কানন ভিতরে॥
রামের বিলম্ব দেখি জানকী লক্ষ্মণে।
পাঠাইলা বনমাঝে রামের কারণে॥

(১) প্রত্যেক পাপকার্য্যের মধ্যে দণ্ডের নিয়ম লুক্কায়িত ভাবে আছে।

(১) স্বর্ণ মৃগ—সুবর্ণ বর্ণের হরিণ।

একাকিনী সীতাদেবী যখন কাননে।
পাইল সুযোগ সেই দুরন্ত রাবণে॥
সন্ন্যাসির ছদ্ম বেশ করিয়া ধারণ।
"ভিক্ষা দাও" বলি এ'ল সীতার সদন॥
ভিক্ষা দিতে আসে সীতা রাবণসদনে।
কিছুমাত্র সন্দেহ না ছিল তাঁর মনে॥
ব্যঘ্র যথা হরিণীরে ধরয়ে কাননে।
তেমনি ধরিল দস্যু রামপ্রাণধনে॥
রথে তুলি জানকীরে লইল লঙ্কায়।
কান্দেন জানকী দেবী করি হায় হায়॥
হায় কেন মৃগে মোর লোভ উপজিল।
মোর বাক্যে কেন রাম বনমাঝে গেল॥
স্বামীর চিহ্নিত গণ্ডী করিনু লঙ্ঘন।
মম সম অভাগিনী নাহি এ ভুবন॥
এত বলি কান্দে সীতা শোকাকুলা হ'য়ে।
কিন্তু নাহি হয় দয়া রাবণ হৃদয়ে॥
অশোকের বনে তাঁরে রাখে দুষ্টমতি।
প্রহরি রাক্ষসী তাঁর রহে নিরবধি॥
শ্রীরাম বিরহে সীতা কান্দে দিবানিশি।
তাঁরে কষ্ট দেয় সদা যতেক রাক্ষসী॥
শুধু বিভীষণপত্নী সরমা সুন্দরী।
করিত সীতারে স্নেহ দিবাবিভাবরী॥
রাবণ কখন আসি সীতার সদনে।
কখন সুমিষ্ট কভু সুতীব্র বচনে॥
বলিত সুন্দরী দেখ তব স্বামী রাম।
সামান্য সন্ন্যাসী বটে কিবা গুণগ্রাম॥
তাঁর তরে কেন তুমি কান্দ দিবানিশী।
মোরে স্বামী কর তুমি ওগো চারুকেশী॥
ত্রিভুবনপতি আমি আমার প্রতাপে।
সুরনরগণ ভয়ে অবিরত কাঁপে॥
ধন ধান্য সুখৈশ্বর্য্য আমার ভবন।
পরিপূর্ণ রহিয়াছে দেখ অনুক্ষণ॥
আমার ঘরণী হলে পাবে কত সুখ।
তবে কেন রাম তরে পাও এত দুঃখ॥
শুনিয়া বলেন সীতা ওরে দুরাচার।
রাক্ষস অধম তুই অসুর দুর্ব্বার॥
গুণাধার দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম আমার।
তাঁর সনে সম্ভবেকি উপমা তোমার?
অসুর হইয়া তোর অমৃতেতে আশ।
এইপাপে হবে তোর সবংশে বিনাস॥
এক মাত্র পতি বিনা সতীর কি আর।
আছে ত্রিসংসারে গতি ওরে দুরাচার?
জলবুদ্বুদের মত তোর ধন জন।
অচিরে হইবে ধ্বংস শুন দুরজন॥
পাপের আগার তোর লঙ্কা নিকেতন।
অণুমাত্র সুখ তাহা আছে কি কখন?
স্বামী সনে সতী দুঃখে যাপিলে জীবন।
স্বর্গসুখ তার সম নহেতো কখন॥
কলঙ্কিনী অসতীরা নীচ সুখ তরে।
অতুল সতীত্বধন নাশে অকাতরে।
দুঃখময় নরকেতে করয়ে গমন।
পৃথিবীতে সুখ শান্তি লভে কি কখন?
রাক্ষস বেষ্টিত হ'য়ে রাক্ষস আগারে।
হরির কৃপায় সীতা ধর্ম্ম রক্ষা করে॥
অদ্ভুত সতীর তেজ কে সহিতে পারে?
কে পারে সতীর ধর্ম্ম নষ্ট করিবারে?
রাম-গত প্রাণা সতী অশোককাননে।
পবিত্র ভাবেতে কাল কাটে অনুক্ষণে॥
এদিকে শ্রীরাম আর লক্ষ্মণ সুমতি।
সীতার বিরহে ব্যস্ত হইলেন অতি॥
হাহাকার করি কান্দে ভ্রাতা দুই জন।
বনে বনে করে দোঁহে সীতা অন্বেষণ॥
বৃক্ষলতা পশু পক্ষী দেখিয়া সবারে।
ব্যাকুল হইহা রাম জিজ্ঞাসে তাদেরে॥

ওরে বৃক্ষ, ওরে পাখি, ওরে পশুগণ।
দেখেছিস্ তোরা কিরে মম প্রাণধন ?
অনাহারে অনিদ্রায় বিজন কাননে।
দুই ভাই শোকভরে ভ্রমে ব্যস্তমনে॥
ক্রমে হরি কৃপাগুণে অসভ্য মানব। (১)
রাম সনে সম্মিলিত হইলেক সব॥
হনুমান্ জাম্বুবান সুগ্রীব অঙ্গদ।
সহস্র সহস্র আর বীর শত শত।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সহ লভিয়া মিলন।
শ্রীরামের কার্য্য তারা করেন সাধন॥
অনুপম শ্রীরামের চরিত্র সুন্দর।
দেখি বিমোহিত হল যত নারী নর॥
বালকের প্রায় এরা চঞ্চল সতত।
বোধ হয় সেই হেতু বাল্মিকি সুব্রত॥
বানর বলিয়া সবে করেন বর্ণন।
কিন্তু মনে হয় এরা মানব নন্দন।
তাঁদের সাহায্যে রাম লক্ষ্মণ সুজন।
জানিলা রাবন সীতা করেছে হরণ॥
লঙ্কা আর ভারতের মধ্যগত স্থান।
সাগরপ্রণালী তথা আছে বিদ্যমান॥
নানা কষ্টে সেতু এক করিয়া বন্ধন।
লঙ্কায় সসৈন্যে দোঁহে করিলা গমন॥
ধার্ম্মিক রাবণ ভ্রাতা সাধু বিভীষণ।
বলিল জ্যেষ্ঠেরে কর সীতা প্রত্যর্পণ॥
শুনিয়া তাঁহার কথা দুরন্ত রাবণ।
তীব্র তিরস্কারে করে ভ্রাতারে তাড়ন॥

পাপ পঙ্ক পরিত্যাগ করি বিভীষণ।
লইল আসিয়া সাধু রামের শরণ॥
ধন্য বিভীষণ তব ধর্ম্ম অনুরাগ।
ধর্ম্ম তরে দারা পুত্র করি সব ত্যাগ॥
ধার্ম্মিক রামের তুমি লইলা শরণ।
ঘোষিছে তোমার যশ নিখিল ভুবন॥
সৈন্য সহ দুই ভাই লঙ্কাধামে গিয়ে।
রাবণে সংবাদ দিলা নির্ভয় হৃদয়ে॥
মম পত্নী সীতা ধনে কর প্রত্যর্পণ।
নতুবা সবংশে তোমা করিব নিধন॥
লঙ্কাপুরে শ্রীরামের দেখি আগমন।
বিস্মিত দুঃখিত অতি হইল রাবণ॥
যে মানুষে নিত্য করি আমরা ভোজন।
করেছে হেথায় আজ সেই আগমন॥
যার ভয়ে কাঁপে সদা যত বীরগণ।
সেই মোরে ক্ষুদ্র জীব করিবে নিধন॥
কখন রাবণ হয় ক্রোধেতে অস্থির।
কভু ভয় বিস্ময়েতে হয় সে অধীর॥
কভু অনুতাপ তার উপজে হৃদয়ে।
ভাবে জানকীরে দেই রামে ফিরাইয়ে॥
পরে অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া রাবণ।
রাম সনে সংগ্রামের করে আয়োজন॥
রাম রাবণেতে যুদ্ধ হইল ভীষণ।
অসংখ্য রাক্ষসবংশ হইল নিধন॥
কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ আদি বীর যত।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হস্তে হইল নিহত॥
পরিশেষে মহাবীর রাবণ দুর্ব্বার।
হইলেন পরাজিত সংগ্রামে এবার॥
রাবণে মুমূর্ষ দেখি শ্রীরাম তখন।
রাবণের সন্নিধানে করিলা গমন॥
ঈশ্বরপ্রেরিত রাম দুষ্টের দমন।
করিবারে করেছেন ভবে আগমন॥

---

(১) ইহাঁদিগকে মহর্ষি বাল্মিকি রামায়ণে বানর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, বস্তুতঃ ইহাঁরা বানর ছিলেন এরূপ মনে হয় না। অসভ্য মানুষ ছিলেন ইহাই বোধ হয়। নররূপে অযোধ্যায় আগমন কালিদাস বর্ণন করিয়াছেন।

এই জ্ঞান উপজিল রাবণ অন্তরে।
বলিলা রামেরে বীর করযোড় করে॥
পাইলাম পরিত্রাণ তব হস্তে মরি।
ক্ষম অপরাধ মোর ওহে রাবনারি॥
শ্রীরাম বলেন তবে তাঁর সন্নিধান।
মোরে কিছু উপদেশ কর তুমি দান॥
রাবণ বলেন শুন শুভকার্য্য যত।
যত শীঘ্র পার যত্নে কর অবিরত॥
করিতে অশুভ কার্য্য দীর্ঘসূত্রী হবে।
পালিলে এ নিবেদন সুখী হবে তবে॥
শুভকার্য্যে ইচ্ছা মোর হইত অন্তরে।
আজি কাল বলি তাহা রাখিতাম দূরে॥
যদি করিতাম সেই শুভকার্য্য নানা।
হত কি ভুগিতে মোর এত বিড়ম্বনা॥
কিন্তু পাপ ইচ্ছা মম হইত যখন।
অমনি সে ইচ্ছা আমি করেছি পালন॥
যদি নাহি করিতাম সীতারে হরণ।
তবে কি হইত মোর সবংশে নিধন॥
এত বলি প্রাণত্যাগ করিল রাবণ।
জগতের ভয় দুঃখ হ'ল বিমোচন॥
অশোক কানন হতে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
জানকী দেবীরে সুখে আনান তখন॥
শত্রুগৃহে করে সীতা একাকী বসতি।
এ হেতু সন্দেহ হ'ল রাম মনে অতি॥
নানারূপে নানা ভাবে পরীক্ষা তাঁহারে।
করি বুঝিলেন সীতা নির্দ্দোষী সংসারে।
সীতারে গ্রহণ করি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দল সহ হইলেন আনন্দে মগন॥
লঙ্কার রাজত্ব দিয়া সাধু বিভীষণে।
ভ্রাতা সহ রাম যান অযোধ্যাভবনে॥
পরিপূর্ণ হইয়াছে সম্পূর্ণ বৎসর।
তাই চলি যান তাঁরা অযোধ্যা নগর॥
অপার আনন্দে আজ সবার হৃদয়।
উচ্ছসিত হইতেছে সকল সময়॥
বহুকষ্টে হারাধন সীতারে লভিয়া।
আনন্দে পূরিত হল রাঘবের হিয়া॥
শ্রীরামের অনুগত অনুজ লক্ষ্মণ।
প্রাণপ্রিয় সৈন্যদল সবে হৃষ্ট মন॥
এই ভাবে সবে মিলে অযোধ্যা নগরে।
উপনীত হইলেন আনন্দ অন্তরে॥
কৈকেয়ীর গৃহে গিয়া ভক্ত রঘুনাথ।
ভক্তিভরে বিমাতারে করে প্রণিপাত॥
মাগো তব আশীর্ব্বাদে পুন অযোধ্যায়।
আসিলাম মহানন্দে শ্রীহরি কৃপায়॥
কত জ্ঞান কত শিক্ষা কত ধর্ম্ম ধন।
লভিলাম মোরা সবে থাকিয়া কানন॥
তব অনুগ্রহে সব হইল আমার।
লজ্জিত দুঃখিত মাগো হ'ও না কো আর॥
শ্রীরামের সুমধুর ব্যবহার দেখি।
ভরত জননী হলা লাজে অধোমুখী॥
জননীর পাদপদ্ম দরশন তরে।
চলিলেন ভ্রাতা দোঁহে সানন্দ অন্তরে॥
কৌশল্যা সুমিত্রা দেবী পাগলিনী প্রায়।
পুত্রশোকে দিবানিশি জীবন কাটায়॥
চাতকিনী হেন দোঁহে পথপানে চেয়ে।
রহেন সতত তাঁরা ব্যাকুল হৃদয়ে॥
হেনকালে রাম আর অনুজ লক্ষ্মণ।
জননীর প্রাণধন নয়ন অঞ্জন॥
উপস্থিত হইলেন জননী সদনে।
প্রণিপাত করিলেন দোঁহার চরণে।
সুমধুর স্বরে তাঁরা মা মা মা মা বলে।
ডাকিলেন জননীরে ভক্তি প্রেমে গলে॥
মৃত যেন সঞ্জীবিত হইল তখন।
মরুভূমে বারি যেন হইল বর্ষণ॥

মাতা পুত্রে সম্মিলন, ভাব মধুময়।
বর্ণিতে কে পারে বল এভাব নিচয় ॥
ভরত শত্রুঘ্ন আর স্বজন বান্ধব।
প্রজাগণ আদি করি আসিলেন সব।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর সীতা দরশনে।
উথলিল সুখসিন্ধু সবাকার মনে।
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ নৃত্য করে।
সকলে উন্মত্ত যেন প্রেমানন্দ ভরে ॥
সেই অনুপম দৃশ্য অতি সুখকর।
দেখিলে পাষাণ প্রাণ গলে নিরন্তর।
ধন্য দয়াময় হরি সংসারে এমন।
স্বরগের শোভা নাথ কর প্রদর্শন ॥
মাতা পুত্র পতি পত্নী ভ্রাতায় ভ্রাতায়।
হেন অপরূপ প্রেম দেখিনি ধরায় ॥
ধন্য তুমি লীলাময় তোমার চরণে।
প্রণিপাত করি মোরা সদানন্দ মনে ॥

—+—

শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক, রাজ্য পালন।

অযোধ্যার সিংহাসনে রাম গুণধর।
আরোহণ করিলেন আনন্দে সত্বর ॥
কুলপুরোহিত সাধু বশিষ্ঠ সুমতি।
করাইলা অভিষেক হয়ে হৃষ্ট মতি ॥
নানা দেশ হতে বহু রাজন্য সকল।
আসিলেন অভিষেকে হয়ে কুতূহল ॥
রাজর্ষি জনক বৃদ্ধ মিথিলার পতি।
অযোধ্যায় উপনীত হন শীঘ্র গতি ॥
রাজা প্রজা ধনী দীন পাপী সাধুজন।
রাম অভিষেকে সবে করে আগমন ॥
হল মহাসম্মিলন অযোধ্যা নগরে।
অনুপম শোভা আহা চারি ধারে ধারে ॥
শারদীয় সুবিমল বিশাল গগনে।
তারাগণ মাঝে শোভে চন্দ্রমা যেমনে।
সেইরূপ প্রজা আর বন্ধুতে বেষ্টিত।
হয়ে অযোধ্যায় শোভে রাম সত্যব্রত ॥
অনাসক্ত লোকপ্রিয় গুণধর রাম।
পুত্রবৎ প্রজাগণে পালে অবিরাম ॥
প্রজা সুখে সুখ তাঁর প্রজাহিতে হিত।
প্রজাসনে একীভূত ছিল তাঁর চিত ॥
প্রজার রঞ্জন আর কল্যাণের তরে।
রঘুকুল শিরোমণি সদা প্রাণ ধরে ॥
রাজ্যসুখ ধন ধান্য সম্পদ বিভব।
সকলি প্রজার তরে জানিত রাঘব ॥
ধর্ম্মবিধি মতে রাম প্রজা সমুদয়।
শাসেন পালেন সুখে সকল সময় ॥
যুদ্ধে মহাবীর রাম ক্ষমায় ভূধর।
দানে কল্পতরু তিনি প্রেমের সাগর ॥
ধর্ম্মে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহী যোগী তপোধন।
ন্যায়েতে ভীষণ কায় যমের মতন ॥
মাতার সমান তাঁর হৃদয় কোমল।
শিশুর মতন তাঁর জীবন সরল ॥
সকলের প্রতি তাঁর উদার স্বভাব।
তাঁহার রাজত্বে সবে সুখী অনিবার ॥
কৌশল্যা মাতারে রাম সতত যেমত।
করিতেন ভক্তি যত্ন প্রেমে অবিরত ॥
তেমতি সুমিত্রা আর কৈকেয়ীর প্রতি।
করিতেন সম ভাবে ভক্তি আর প্রীতি ॥
ভ্রাতৃগণ প্রতি ছিল স্নেহ অতুলন।
দেখে নাই হেন স্নেহ পৃথিবী কখন ॥
দাস দাসী ভৃত্যামাত্য নরনারী সব।
সবাকারে মহাপ্রেম করিত রাঘব ॥
প্রতি দিন করি শেষ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান।
রাজকার্য্যে করিতেন মনোযোগ দান ॥

অমাত্যের প্রতি ভার দিয়া রঘুবর।
কখন না হন তিনি নিশ্চিন্ত অন্তর॥
যথাকালে ভৃত্যগণে দিতেন বেতন।
প্রেমের শাসনে সবে করেন শাসন॥
সূর্য্য যথা কর যোগে নানা স্থানহতে।
বাষ্পরূপে জলরাশি তুলি গগনেতে॥
লোকহিত তরে তাহা আবার ধরায়।
বৃষ্টিরূপে বরিষণ করে পুন রায়॥
সেইরূপ প্রজা হতে লয়ে রাজকর।
প্রজাহিতে ব্যয় তাহা করে রঘুবর॥
মানীর সম্মান তিনি রাখেন সতত।
দীন জনে দয়া করে হয়ে সদারত॥
গুহকের সনে করি প্রণয় মিত্রতা।
দেখালেন অসামান প্রেম উদারতা॥
দাক্ষিনাত্য বাসী যত অনার্য্যের সনে।
সম্মিলিত হয়ে রাম প্রেমের মিলনে॥
আর্য্য আর অনার্য্যের সম্মিলন ভূমি।
পরিস্কৃত করিলেন রঘুকুল মনি॥
বিদ্যা আর ধরমের সমুৎসাহ দান।
নানা রূপে করিতেন কাকুস্থ (১) সন্তান॥
অধীনস্থ নৃপগণে সতত রাজন।
প্রেমে ন্যায়ে বশীভূত রাখে অনুক্ষণ॥
তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখি যাতে প্রজাগণ।
হয় সদা শান্ত শিষ্ট ধর্ম্মপরায়ণ॥
এই ভাবে পালিতেন সবে অবিরত।
নিস্কলঙ্ক রাখিতেন আপন চরিত॥
রাজা সাধু হলে তবে প্রজা সমুদয়।
সাধুতার অভিলাষী অনুক্ষণ হয়॥
যেই রাজা রন সদা পাপেতে মগন।
প্রজাগণ করে তাঁর পদানুসরণ॥

(১) রঘুবংশে কাকুস্থ নামে এক নরপতি ছিলেন, রামচন্দ্র তাঁহারই বংশধর।

এইরূপ রাজ্য মধ্যে অধর্ম্মের স্রোত।
করে প্রজাগণ হৃদি সদা কলুষিত॥
রাজদোষে প্রজানষ্ট হয় অনুদিন।
হয় দেশ ছার খার অর্থ শান্তি হীন॥
অন্য রাজা আসি করে দেশ অধিকার।
লুপ্ত হয় স্বাধীনতা রাজার প্রজার॥
আপন চরিত্র রাখি নিষ্কলঙ্ক পূত।
প্রজাগণে ধর্ম্মে রাম করেন শাসিত॥
শ্রীরামের আজ্ঞাকারী অনুজ সকল।
পালিতে তাঁহার আজ্ঞা প্রস্তুত কেবল॥
শ্রীরামের পুরোহিত বশিষ্ঠ সুব্রত।
ধর্ম্ম শিক্ষা দেন রামে প্রেমে অবিরত॥
বশিষ্ঠের মহামূল্য উপদেশ শুনি।
ধর্ম্মপথে স্থির থাকে সদা রঘুমণি॥
বশিষ্ঠ বলেন রাম করহ শ্রবণ। (১)
এক ব্রহ্ম জগতের প্রকৃত কারণ॥
সৃজন পালন আর বিনাশ প্রলয়।
সব কার্য্য একমাত্র ব্রহ্ম হতে হয়॥
ব্রহ্ম অন্তরাত্মা হয়ে বাহিরে অন্তরে।
স্বরগে ভূতলে আর গগনে প্রান্তরে॥
সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত করি আছেন সতত।
তাঁহারে প্রণাম আমি করি অবিরত॥
মানবের হৃদয়স্থ বাসনাবিকার।
রোধ করে মানবের মুকতির দ্বার॥
ত্যজিলে বাসনা তৃষ্ণা মুক্তি লভে নর।
ব্রহ্ম লভিবার এই সোপান সুন্দর॥
মৃগ পক্ষী তরু লতা সবে প্রাণ ধরে।
কিন্তু ব্রহ্ম মননেতে যেবা কাল হরে॥

(১) মহর্ষি বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রে যেসকল অমূল্য উপদেশ দান করেন, তাহা যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ গ্রন্থ নামে পরিচিত।

সার্থক জীবন তার এ সংসারে হয়।
অন্য সবে বৃথা কাজে করে আয়ু ক্ষয়॥
ইন্দ্রিয়দমন আর সাধুজনসঙ্গ।
দিবানিশি শ্রীহরির সুকথা প্রসঙ্গ॥
এ জনমে যেই জন সদা লাভ করে।
সেই ত যথার্থ ভাবে ভবে প্রাণ ধরে॥
ব্রহ্মজ্ঞান শান্তিসুধা সুসঙ্গ সন্তোষ।
মুকতির চারি দ্বার শুন আশুতোষ॥
সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্য নিজ অনুভব।
এই তিন ঐক্য করি সুধীর মানব॥
ব্রহ্মজ্ঞান যদি করে নিয়ত সাধন।
অনায়াসে পায় সেই ব্রহ্ম দরশন॥
তীর্থবাসে কিংবা দেহ করিলে পীড়ন।
শ্রীহরির পদ জীব পায় না কখন॥
আপনার মন যেই করে পরাজয়।
সাধু তার ভাগ্যে ব্রহ্মপদ লাভ হয়॥
অবৈরাগ্য আর আশা যাহার হৃদয়।
করে কলুষিত আহা সকল সময়॥
ব্রহ্মজ্ঞান তার চিত্তে ফুটে না কখন।
মলিন দর্পণে কে বা দেখিবে আনন॥
দেখিলে সে ব্রহ্মধনে মোহ পাপ যত।
কুদৃষ্টি আপদ সব হয় অপগত॥
দেখিলে তাঁহার জ্যোতি বাসনাবিকার।
মানবহৃদয়ধাম করে পরিহার॥
হইলে বাসনাক্ষয় শান্তি লভে মন।
অনায়াসে হয় চিত্ত ব্রহ্মনিকেতন॥
সাধুসঙ্গ সম তীর্থ নাই এ ভুবনে।
সুসঙ্গ মহাত্ম্য আমি বলিব কেমনে॥
সাধুসঙ্গ গঙ্গাজলে যেই করে স্নান।
কি বা প্রয়োজন তার যাগ যজ্ঞ দান॥
মোহপাপমুক্ত বটে ব্রহ্মজ্ঞানী জন।
সতত সেবিবে তুমি তাঁদের চরণ॥

এ সংসারে জ্ঞান আর কর্ম্ম সযতনে।
ঐক্য করি গৃহধর্ম্ম পালহ যতনে॥
কেহ জ্ঞানপথ সদা করিয়া আশ্রয়।
অরণ্যে প্রস্থান করি জীবন যাপয়॥
কেহ কর্ম্মে সমাসক্ত হয়ে অনুক্ষণ।
যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানে থাকেন মগন॥
কেহ ভাবে গৃহে যোগ না হয় সাধন।
যোগের প্রকৃত ভূমি বিজন কানন॥
কিন্তু শুন নরপতি যোগ আর জ্ঞান।
বিহঙ্গের দুই পক্ষ পুটের সমান॥
এক পক্ষে পাখী যথা উড়িতে না পারে।
অবশ হইয়া পাখী ভূমিতলে পড়ে॥
সেইরূপে এক কর্ম্ম কিংবা এক জ্ঞান।
কভু নাহি পারে দিতে জীবে পরিত্রাণ॥
জ্ঞান আর কর্ম্ম দুই করি সম্মিলন।
সমন্বয়ে ব্রাহ্মী গতি যে করে সাধন॥
সেই জন অনায়াসে ব্রহ্ম লাভ করে।
অন্য সবে মগ্ন হয় সংসারসাগরে॥
অনাসক্ত শুদ্ধ চিত্ত ভক্ত গৃহী জন।
লাভ করে মুক্তি আর শ্রীহরি চরণ॥
বিষয়ে আসক্ত হলে বহু তপস্যায়।
মায়াবদ্ধ জীব কভু মুক্তি নাহি পায়॥
অনাসক্ত গৃহস্থের গৃহ তপোবন।
দেবতা বাঞ্ছিত স্থান শান্তি নিকেতন॥
ব্রহ্ম তরে প্রাণ যার ব্যাকুল নিয়ত।
সেইত প্রকৃত যোগী বটে অবিরত॥
এইরূপে বহু তত্ত্ব যোগ উপদেশ।
দিলেন বশিষ্ঠ রামে যত্নে সবিশেষ (১)
হয়ে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহী ব্রহ্মপরায়ণ।
অনুক্ষণ রাজ্য রাম করেন পালন॥

(১) এই সকল উপদেশ মহর্ষি বশিষ্ঠের কৃত যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে বিবৃত আছে।

রামের মতন রাজা হয়নি কখন।
এই হেতু রামচন্দ্র বিখ্যাত ভুবন॥
গৃহধর্ম্ম রাজকার্য্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠান।
অনাসক্ত হয়ে করে রাম মতিমান॥
প্রজাগণ তাঁর রাজ্যে সুখী অনিবার।
পৃথিবী তাঁহার যশ করয়ে প্রচার॥

সীতাদেবীর স্বর্গারোহণ।

এক দিন দূত মুখে, শুনে রাম মনোদুখে,
প্রজাগণ সীতার দুর্ণাম।
করিতেছে অবিরত, বলে তারা নানামত,
জানকীরে কেন রাখে রাম॥
রাবণ রাক্ষস ঘরে, সীতা বহু কাল হরে,
রাম তার কি পরীক্ষা করি।
হেন মনে নিজ পুরে, আনিলেন প্রেমভরে,
এ দৃষ্টান্তে যত কুলনারী॥
পতিতে বিরাগী হবে, কেহ নাহি হবে ভবে,
পতিব্রতা নিষ্কলঙ্কা সতী।
শুনি লোক অপবাদ, রামমনে অবসাদ,
উপজিল ঘোরতর অতি॥
জানেন শ্রীরামচন্দ্র, সীতা অকলঙ্ক চন্দ্র,
অণুমাত্র পাপ নাহি তায়।
তবু পুরবাসী জন, করে কুৎসা অনুক্ষণ,
হেন দুঃখ প্রাণে নাহি সয়॥
প্রজাহিতে অনুরাগী, রামচন্দ্র সর্ব্বত্যাগী,
ভাবিলেন আপন অন্তরে।
যদিচ শুদ্ধাচারিণী, সীতা পতিসোহাগিনী,
তবু তাঁরে না রাখিব ঘরে॥
আমার দৃষ্টান্তে যদি, নারীগণ এ অবধি,
হয় কভু ব্যভিচারে রত।
তা হলে কলঙ্ক ঘোর, হইবে ভূতলে মোর,
বহিবেক দেশে পাপস্রোত॥
এত ভাবি শ্রীলক্ষ্মণে, ডাকিয়া বিষণ্ণ মনে,
বলে রাম সীতারে কাননে।
রেখে এস ভ্রাতৃবর, সীতারে বনে সত্বর,
ত্যজিলাম আমি সীতাধনে॥
পূর্ণগর্ভা সীতা লয়ে, বাল্মীকির পুণ্যালয়ে,
রাখিলেন সুমন্ত্র (১) লক্ষ্মণ।
নিত্য পতিরতা সীতা, হয়ে অতি বিষাদিতা,
তপোবনে রন অনুক্ষণ॥
হা রাম, হা রাম বলে, কান্দে সীতা প্রাণখুলে,
পতি নিন্দা না করে কখন।
শ্রীহরি করুণাগুণে, জনমিল শুভক্ষণে,
দুই পুত্র সীতা প্রাণধন॥
বাল্মীকি তাপসবর, কন্যারূপে নিরন্তর,
জানকীরে করেন পালন।
লব কুশ বলি নাম, দিলা পুত্রে গুণধাম,
বাড়ে শিশু চন্দ্রমা যেমন॥
সুমধুর রামায়ণ, রচি মুনি মহাজন,
শিখাইলা যতনে দোঁহারে।
তাঁহারা মধুর স্বরে, রামায়ণ গান করে,
শুনি প্রাণ নাচে প্রেম ভরে॥
এক মহাযজ্ঞ রাম, করিলেন অনুষ্ঠান,
ভারতের ঋষি নরপতি।
আসিলেন অযোধ্যায়, জনস্রোত বহে তায়,
নর নারী অতি হৃষ্টমতি॥
লব কুশে সঙ্গে লয়ে, বাল্মীকি হৃষ্ট হৃদয়ে,
উপনীত অযোধ্যা আলয়।
লবকুশ মিষ্ট স্বরে, রামায়ণ গান করে,
শুনি রাম তুষ্ট অতিশয়॥

---

(১) সারথি সুমন্ত্র এবং লক্ষ্মণ।

দেখি পুত্রে রঘুপতি, স্নেহে বিগলিত অতি,
জিজ্ঞাসেন ঋষি বাল্মীকিরে।
পত্র দুটি কার হয়, বলুন হে মহাশয়,
প্রাণ মোর কান্দে স্নেহভরে॥
শুনিয়া বাল্মীকি কন, সীতার প্রিয় নন্দন
শিশুদ্বয় তোমার নন্দন।
সতী সাধ্বী গুণবতী, তুমি জানকীর গতি,
তিনি মম তপোবনে রন॥
তুমি রাম অকারণ, জানকীরে বিসর্জ্জন,
করিয়াছ কানন ভিতরে।
তোমা বিনা কিছু আর, না জানে সীতা তোমার
তব চিন্তা সীতা সদা করে॥
শুনিরাম রঘুবর, মন্ত্রণা করি সত্বর,
তপোবনে সীতা আনিবারে।
পাঠাইলা সুমন্ত্রেরে, সুমন্ত্র লয়ে সীতারে,
আনিলেন অযোধ্যা আগারে॥
জানকীর প্রেমানন, দেখি পুরবাসিগণ,
নিমগন আনন্দ সলিলে।
কিন্তু সেই সুখ হায়, তিলেক শুখায় যায়,
ভাসে সবে দুঃখের হিল্লোলে॥
সভায় আসিলে সীতা, পুনঃ পরীক্ষার কথা,
উঠিলেক শ্রীরামের মুখে।
শুনি সীতা মহাসতী, হইয়া বিষণ্ণ অতি,
অধোমুখে রহিলেন দুঃখে।
সভা মাঝে জানকীরে, দেখি রাম ধীরে ধীরে
বলিলেন সুগভীর স্বরে।
জানি আমি সীতা সতী, অকলঙ্কা গুণবতী,
কিন্তু তিনি প্রবোধের তরে॥
সকল জন গোচরে, বলুন শপথ করে,
তিনি শুদ্ধা পুণ্যবতী সতী॥
জনকনন্দিনী সীতা, শুনি শ্রীরামের কথা,
অধোমুখে বলে পুণ্যবতী॥

রাম ভিন্ন অন্য জনে, কখন ভাবনা মনে,
বসুন্ধরে এই সত্যে মোরে।
তব গর্ভে দাও স্থান, রাখ তনয়ার মান,
লও মাগো এই দুঃখিনীরে॥
কায়মনোবাক্যে আমি সেবিয়াছি রঘুস্বামী,
বসুন্ধরে এই সত্যে মোরে
তব গর্ভে দাও স্থান, রাখ তনয়ার মান,
লও মাগো এই দুঃখিনীরে॥
রাম বিনে অন কারে, জানিনা আর সংসারে,
বসুন্ধরে এই সত্যে মোরে।
তব গর্ভে দাও স্থান, রাখ তনয়ার মান,
লও মাগো এই দুঃখিনীরে॥
এত বলি ক্ষীণমনা, সতীদেবী পতিপ্রাণা,
তেয়াগিল আপন জীবন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর, ভাই বন্ধু পরিবার,
সবে শোকে করেন ক্রন্দন॥
অনুতাপভরে রাম, সীতা শোকে অবিরাম,
কান্দে দুঃখে পাগলের মত।
হায় আমি এ জীবনে, পবিত্র জানকী ধনে,
অযতন করিলাম কত॥
সীতার সতীত্বরাশি, অকলঙ্ক পূর্ণশশী,
শুদ্ধতার জলন্ত অনল॥
পাপ তাপ আছে যত, সে অনলে ভস্মীভূত,
হইতেছে নিয়ত কেবল॥
সতীর অতুলতেজে, পাপিগণ বিশ্বমাঝে,
প্রাণভয়ে কাঁদে বারে বারে॥
জননীর কোলে বসি, রহে সতী দিবানিশি,
পাপ তারে পরশিতে নারে॥
বিশ্বমাতা মহাসতী, তিনি সতীদের গতি,
সতীগণ জননীর প্রাণ।
যে গৃহে সতীর বাস, পাপ তাপ হয় নাশ,
অনায়াসে হয় পুণ্যধাম॥

আদ্যাশক্তি মহামায়া, দেন জীবে পদ ছায়া,
সতী প্রতি সুপ্রসন্না হয়ে।
মায়ের কৃপায় সতী, লাভ করে মোক্ষ গতি,
স্বর্গে যায় সানন্দ হৃদয়ে॥
ধন্য সীতা পুণ্যবতী, তব গুণে নারীজাতি,
ধন্য হল মরত ভুবনে।
সতীর ধরম তরে, প্রাণ দিলে অকাতরে,
তুচ্ছ করি রাজ্যসুখ ধনে॥
তোমার দৃষ্টান্ত স্মরি, ভারতের কত নারী,
সতীধর্ম্ম করিছে পালন।
বিপদ দুঃখ মরণে, রোগে শোকে গৃহে বনে,
সতী সদা পতিপ্রাণা রন॥
এক পত্নী এক পতি, এই স্বরগের নীতি,
রাম আর সীতার জীবনে।
প্রকাশিলা ভগবান্, জগতেরে দিতে ত্রাণ,
অনুপম করুণার গুণে॥
স্বর্গধামে সীতা সতী, করিলা আনন্দে গতি,
রাম আর বিবাহ না করে।
জানকীর প্রতিকৃতি, রচি স্বর্ণে রঘুপতি,
ধর্ম্ম হেতু রাখে প্রেম ভরে॥
"সপত্নীক হয়ে সবে, করিবে ধরম ভবে,
একাধিক বিবাহ না করি।"
এই মহাধর্ম্ম রাম, পালিলেন অবিরাম,
রচি স্বর্ণ জানকী সুন্দরী॥
আধ্যাত্মিক পরিণয়, সুখপূর্ণ মধুময়,
কামগন্ধ নাহি কিছু যায়।
বিবাহে। হেন বিধি, প্রচার করিলা বিধি,
পাপময় পঙ্কিল ধরায়॥
"কোন জন ভাবে মনে, ইন্দ্রিয়সুখসাধনে,
আর বংশ বৃদ্ধির কারণ।
বিবাহ করিবে নর, পত্নী কিংবা পত্যন্তর,
যত ইচ্ছা করিবে গ্রহণ॥"
হেন পাপে প্রতিবাদ, করিবারে দীননাথ,
সীতা রামে করিলা প্রেরণ।
নরনারী পরিণয়, স্বর্গীয় বন্ধন হয়,
নহে ইহা পাশব মিলন॥
একবার পরিণয়, যাহাদের ভবে হয়,
নর কিংবা নারীর সংসারে।
পরিণয় পুনর্ব্বার, শুধু মাত্র ব্যভিচার,
কভু তাহা হইতে না পারে॥
ধন্য সেই মহাজন, পতী পত্নী কোন জন,
যদি ত্যজে মরত ভুবন।
অপরে জীবিত থাকি, কাটে কাল নিরবধি,
আর দারা না করি গ্রহণ॥
হইয়া বৈরাগী প্রায়, জীবন কাটে ধরায়,
সম্মিলন করিয়া সাধন।
পতি পত্নীপ্রেম জলে, নদনদী প্রায় মিলে,
প্রেমজলে হয় নিগমন॥
আশীর্ব্বাদ কর হরি, জগতের নর নারী,
দাম্পত্যের পবিত্র বিধান।
শ্রীরাম সীতার মত, পালি যেন অবিরত,
তবপদে লভে সবে স্থান॥
ধন্য ওহে দয়াময়, মানবে হয়ে সদয়,
নব বিধি কর প্রকটন।
তোমার বিধান বলে, জীবগণ ভূমণ্ডলে
ধর্ম্মে যেন করে বিচরণ॥
তোমার চরণে নাথ, ভক্তিভরে প্রণিপাত
করিতেছি ওহে লীলাময়।
তোমাতে বিশ্বাসী হয়ে, যেন প্রফুল্ল হৃদয়ে,
পালি বিধি সকল সময়॥

শ্রীরাম ও তাঁহার অনুজগণের

[illegible]

[illegible] র।
[illegible]
[illegible]
[illegible] ॥
চারি জনে এক জন হইয়া সতত।
সাম্রাজ্য শাসন করে প্রেমে অবিরত ॥
চারি দেহ কিন্তু যেন সবার ভিতরে।
একটি জীবন স্রোত সদা খেলা করে ॥
এক ভাই অন্য সনে প্রেমে একীভূত।
চারে এক একে চারি এমনি মিশ্রিত ॥
চারিটী জীবন স্রোত মিশে একাকার।
হইয়া মেলিত যেন করিছে সংসার।
আমি আর মম ভ্রাতা দুই-এক জন।
এই তত্ত্ব বুঝাইতে ব্রহ্ম সনাতন ॥
ধরা মাঝে চারি জনে করিলা প্রেরণ।
ভ্রাতৃ সম্মিলন বিধি হইল ঘোষণ ॥
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠেরে করে সদা প্রেমদান।
অনুজ জ্যেষ্ঠেরে করে সতত সম্মান ॥
প্রেম আর আনুগত্য সবার অন্তরে।
অবিচ্ছেদে নিরন্তর কত শোভা করে ॥
এক গুচ্ছে পুষ্পরাশি শোভয়ে যেমন।
সেইরূপ শোভা পায় ভ্রাতা চারি জন ॥
ভ্রাতৃবিচ্ছেদের মূল স্বার্থ অভিমান।
ভ্রাতৃগণে কভু নাহি ছিল বিদ্যমান ॥
মহাপ্রেমে চারিভাই ছিলেন মগন।
হেনভ্রাতৃবৎসলতা শুনিনি কখন ॥
এইরূপ ধর্ম্ম আর প্রেমের বন্ধনে।
ভ্রাতা সহ রাম রাজ্য পালেন যতনে ॥
এক দিন মুনি এক রামের সদনে।
আসিয়া বলেন রামে আনি নিরজনে ॥
তোমাকে বলিব এক কথা গুরুতর।
কেহ যেন নাহি আসে মোদের গোচর ॥
যদি কেহ আসে রাম সেই গুপ্ত স্থানে।
তাহারে বিনাশ তুমি করিবেক প্রাণে ॥
মুনির বচন শুনি রাম রঘুবর।
পালিতে মুনির আজ্ঞা হইলা সত্বর ॥
বিদায় করিয়া দিয়া সব লোক জনে।
প্রহরী রাখিল দ্বারে অনুজ লক্ষ্মণে ॥
হেন কালে অন্য এক মুনি দুর্নিবার।
লক্ষ্মণ সমীপে আসি বলে বার বার ॥
শ্রীরাম সমীপে মোরে লহ শীঘ্রগতি।
শুনিয়া লক্ষ্মণ বলে শুন মহামতি ॥
নিরজনে অন্য এক ঋষির সহিত।
আলাপ করেন রাম হয়ে সাবহিত ॥
তারকাছে অন্যলোক প্রবেশ নিষেধ।
করুন প্রতীক্ষা ইথে নাহি কোন খেদ ॥
শুনি ক্রোধে জ্বলে বলে মুনি তপোধন।
অবিলম্বে লহ মোরে রামের সদন ॥
নৈলে মম অভিশাপে রাজ্য ঘর দ্বার।
রাম সহ হইবেক আজি ছারখার ॥
ভাবিলেন মনে মনে ধার্ম্মিক লক্ষ্মণ।
রাম শুভ হতে বড় নহে এ জীবন ॥
যায় যাবে প্রাণ মোর, তবু রামনিধি।
পালুন কুশলে এই রাজ্য নিরবধি ॥
এত ভাবি মুনিবরে রামের সদনে।
লক্ষ্মণ লইয়া গেলা ত্বরিত গমনে ॥
লক্ষ্মণে দেখিয়া রাম হলা বিষাদিত।
দুঃখশেলে প্রাণ যেন হল বিদারিত ॥
রামকার্য্য শেষ হলে ধার্ম্মিক লক্ষ্মণ।
রামের চরণে গিয়া করে নিবেদন ॥
আমার জীবন বধ করিয়া রাজন।
আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর যশোধন ॥

প্রাণসম প্রিয়তম লক্ষ্মণের কথা।
শুনিয়া হৃদয়ে রাম পাইলেন ব্যথা॥
পুন প্রতিজ্ঞার কথা ভাবিয়া অন্তরে।
একেবারে ভাসে রাম শোকের সাগরে॥
প্রাণ হতে প্রিয়তম অনুজ লক্ষ্মণ।
কেমনে তাহারে আমি করিব নিধন॥
সুখে দুঃখে সদা সেই মম সহচর।
বধিব কেমনে আমি হয়ে নিশাচর॥
এত ভাবি মন্ত্রী আর বশিষ্ঠদেবেরে।
ডাকিয়া বলেন রাম সবে সকাতরে॥
একবাক্য হয়ে সবে বলিলা রাজন।
শাস্ত্রে সমতুল্য বলে ত্যাগ বিনাশন (১)॥
লক্ষ্মণেরে কর, তুমি বনে বিসর্জ্জন।
তাহা হলে হবে তব প্রতিজ্ঞা পূরণ॥
ভ্রাতৃপ্রেমে পূর্ণ রঘুকুলবিভূষণ।
বলিতে নারিল এই কঠোর বচন॥
জ্যেষ্ঠ্যের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার তরে।
আপনি লক্ষ্মণ গেলা কানন ভিতরে॥
যোগে মগ্ন হয়ে তিনি সরযূর তীরে।
দেহ ত্যাগ করিলেন অতি ধীরে ধীরে॥
ধন্য পরমেশ তুমি এ হেন চরিত।
রচয়া এ ধরাধাম করিলে মোহিত॥
লক্ষ্মণের মত হেন সাধু সদাশয়।
ভ্রাতৃভক্ত বীর বল আর কেবা হয়।
জিতেন্দ্রিয় স্বার্থশূন্য ইঁহার মতন।
দেখে নাই কোন দিন মরত ভুবন॥
বনবাস কালে তিনি সীতাদেবী সনে।
কাটিতেন কাল সদা বিজন কাননে॥
কিন্তু সীতা মুখপানে সুমতি লক্ষ্মণ।
দৃষ্টিপাত নাহি করে ভ্রমেও কখন॥
সুধু সীতা পদপ্রান্তে রাখিত নয়ন।
করে নাই সীতামুখ চন্দ্র নিরীক্ষণ॥
হেন জিতেন্দ্রিয় ভবে পবিত্র জীবন।
সৃষ্টি খুঁজিয়া আর পাবেনা কখন॥
লক্ষ্মণ বিয়োগে রাম একান্ত অধীর।
ক্রমে রাজ্য ত্যজিবারে করিলেন স্থির॥
তিন ভ্রাতা এক প্রাণ বয়সে প্রবীণ।
করিলেন রাজ্যভোগ সুখে বহুদিন॥
ভরতে বলিলা রাম তুমি রাজ্যভার।
গ্রহণ করিয়া পাল প্রজা অনিবার।
বৈরাগী ভরত তাহে নহেন সম্মত।
লবকুশে রাজ্য রাম দিলা সেইমত॥
শত্রুঘ্নের পুত্রগণে অন্য রাজ্য দিয়া।
তিন ভাই চলিযান অযোধ্যা ত্যজিয়া॥ (১)
যোগেতে জীবন তাঁরা ত্যজিয়া সকলে।
কার্য্য সারি স্বর্গধামে যান কুতূহলে॥
ধন্য দয়াময় তব করুণা অপার।
কত লীলা কর তুমি ভবে অনিবার॥
ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহী যাতে হয় জীবগণ।
পিতৃ মাতৃ অনুগত বিশুদ্ধ জীবন॥
প্রতিজ্ঞা পালনে রত সত্যব্রত নর।
হয় যাতে সবে এই সংসার ভিতর॥
স্বামিপরায়ণা সতী হয়ে নারী যত।
পতি হয়ে সতীপ্রাণ ধর্ম্মে বিভূষিত॥

(১) শাস্ত্রে ত্যাগ এবং বধ একই বিষয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কোন ব্যক্তিকে ত্যাগ করিলেই বধ করা হইয়া থাকে, এইটী সাধুদিগের মত।

(১) মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণে লিখিত আছে শ্রীরামচন্দ্র, উপনিষদের ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্লোক সকল আবৃত্তি করিতে করিতে ভ্রাতৃদ্বয় সহ বনগমন করিলেন এবং যোগে দেহত্যাগ করিলেন।

ভ্রাতায় ভ্রাতায় হয়ে অভেদ্য প্রণয়।
ভ্রাতা ভগ্নী মিলে হবে গৃহ সুখময় ॥
কুটম্ব বান্ধব প্রজা প্রতিবেশী সনে।
বদ্ধ হবে জীবগণ প্রেমের বন্ধনে ॥
হিংসা দ্বেষ অভিমান স্বার্থ অহঙ্কার।
ইন্দ্রিয় বিলাস পাপ কাম স্বেচ্ছাচার।
দূর হবে গৃহ হতে, শান্তি নিকেতন।
হইবে জীবের গৃহ পুণ্য তপোবন ॥
গৃহরূপ মহাতীর্থে থাকিয়া মানব।
চতুর্ব্বর্গ ফললাভ করিবেক সব ॥
"গৃহধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম পরম সাধন।
পুণ্যতীর্থ এসংসারে, সাধন কানন ॥"
এই তত্ত্ব প্রচারিতে দয়াল ঈশ্বর।
পাঠাইলা রামচন্দ্রে ধরণী উপর ॥
হরি পাদপদ্মে মন রাখিয়া নিয়ত।
সংসার ধরম জীব পাল অবিরত।
ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য হইবে সাধন।
সশরীরে যাবে চলে স্বর্গনিকেতন ॥
ওহে জীব দেখ না কি চৌদিকে চাহিয়ে।
করিছেন হরি লীলা পুত্র কন্যা লয়ে ॥
ধন ধান্য সুখ মোক্ষ দিতেছেন জীবে।
তবে কেন ওহে জীব বিষয়ে মজিবে।
মাতৃক্রোড়ে শিশু যথা করয়ে বিহার।
তেমনি জননী কোলে থাক অনিবার ॥
পার্থিব পিতাতে দেখি স্বর্গীয় পিতারে।
ব্রহ্মের শাসনে বদ্ধ থাক এসংসারে ॥
মাতাতে পরমা মাতা করি দরশন।
নির্ভয়ে সংসার ধর্ম্ম করহ পালন ॥
নরনারী সমুদয়ে ভ্রাতা ভগ্নী জ্ঞানে।
ভালবাস সেবা কর স্বার্থশূন্য প্রাণে ॥
দেখিবে শ্রীহরিলীলা তোমার জীবনে।
হইবেক প্রকাশিত ব্রহ্মকৃপাগুণে ॥
সংসারের ভয় তাপ যাবে দূরে চ'লে।
ভাসিবে তোমার প্রাণ আনন্দহিল্লোলে ॥
ওহে দয়াময় হরি প্রেমপারাবার।
প্রত্যেক বিধান তব অনন্ত অপার ॥
আশীর্ব্বাদ কর নাথ এ পাপ জীবন।
হয় যেন তব লীলাপূর্ণ রামায়ন ॥
শ্রীরামের ধর্ম্মনিষ্ঠা পিতাতে ভকতি।
সীতার সতীত্বরত্ন ভরতের প্রীতি ॥
লক্ষ্মণ শত্রুঘ্নের ভ্রাতৃবৎসলতা।
প্রতি পরিবারে পিতা দাও হে সর্ব্বথা ॥
যেন প্রতি পরিবার এহেন বিধান।
করিয়া গ্রহণ প্রভো পায় পরিত্রাণ ॥
তব পদে মাগি প্রভো এই আশীর্ব্বাদ।
ও পদপল্লবে হরি করি প্রণিপাত ॥

নবম লহরী।

সমন্বয়ের বিধান।

যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ।

পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তে অশেষ বিধান।
তটিনীর স্রোতঃ প্রায় সদা বহমান ॥
উর্ব্বরা ভারত ভূমি, শস্যের ভাণ্ডার।
প্রাকৃতিক অনুপম শোভার আধার ॥
প্রকৃতির কোলে বসি আর্য্য ঋষিগণ।
শান্ত মনে করিতেন ধরম সাধন ॥
নিত্য নব নব ধর্ম্মতত্ত্ব সুধামৃত।
লভিতে ব্যাকুল তাঁরা ছিলেন সতত ॥
মুনি ঋষি যোগী কর্ম্মী ভকতনিচয়।
ধর্ম্ম অন্বেষণে সবে সদা মত্ত রয় ॥
বহু শাস্ত্র বহু মত বহুল সাধন।
ভারতভূমিতে ক্রমে হল প্রবর্ত্তন ॥

বহু লোক বেদবাদী হইয়া নিরত।
অনুক্ষণ কর্ম্মকাণ্ডে রহেন নিরত॥
কর্ম্মকাণ্ডে অনুরক্ত নহেন যে জন।
নাস্তিক বলয়ে তারে বেদবাদিগণ॥
যাগ যজ্ঞ ব্রত পূজা নানা অনুষ্ঠান!
বেদমতে করে বহু ভারতসন্তান॥
কর্ম্ম বিনা পরিত্রাণ না হয় সাধন।
এই তত্ত্ব ঘোষিতেন বেদবাদিগণ॥
বেদান্তের অনুগামী জ্ঞানী জনগন।
কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করি অনুক্ষণ॥
তত্ত্বজ্ঞান আলোচনা করিত অদ্ভূত।
জীব আর ব্রহ্ম এক করি অনুভূত॥
নিষ্ক্রিয় হইয়া সদা যাপিত জীবন।
অনুক্ষণ করিতেন ব্রহ্মের চিন্তন॥
অজ্ঞানী বালক বলে বেদবাদিগণে।
উপহাস করিতেন জ্ঞান অভিমানে॥
কেহ কেহ ভক্তিপথ করিয়া আশ্রয়।
ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যত মানবনিচয়॥
অবতীর্ণ ব্রহ্ম বলি তাঁহারা তাঁদেরে।
ভ্রম জ্ঞানে উপহাস করিত সাদরে॥
এই সব ভক্তগণে বেদবাদিগণ।
পথভ্রষ্ট বলি সদা করিত নিন্দন॥
জ্ঞানিগণ ভ্রান্ত বলি সেই ভক্তগণে।
উপহাস তুচ্ছজ্ঞান করে মনে মনে॥
পরকাল কোন জন করয়ে স্বীকার।
কেহ বলে আত্মা কোথা, দেহমাত্র সার॥
কেহ বা অদ্বৈত ছিল, কেহ দ্বৈতবাদী।
কেহ ছিল বিধানের ঘোর প্রতিবাদী॥
কেহ জটা মৃগচর্ম্ম করিত ধারণ।
কেহ বা উলঙ্গ বেশে করে বিচরণ॥
কেহ হিংসারত কেহ হিংসায় বিহীন।
কেহ কর্ম্মরত কেহ হন উদাসীন॥
কেহ স্বাভাবিক পথ করি পরিহার।
কঠোর তপস্যা যজ্ঞ করে অনিবার॥
এইরূপ নানা মতে নানা সম্প্রদায়ে।
হয় বহু বিসংবাদ প্রাচীন সময়ে॥
জ্ঞানিগণ কর্ম্মিগণ ভক্ত সমুদয়।
পরস্পর নিন্দাবাদে সদা রত রয়॥
ধর্ম্মসম্প্রদায়ে দেখি মত্ত বিসংবাদে।
সন্দেহে ডুবে মানবচিত্ত অবসাদে॥
সংশয়ী মানবগণ ধর্ম্মের বন্ধন।
ছিন্ন করি স্বেচ্ছাচারী হয় অনুক্ষণ॥
তপস্যা বিশ্বাস প্রেম নীতি সদাচার।
ক্রমেতে বিলুপ্ত প্রায় হয় অনিবার॥
বলবান্ ক্ষত্রগণ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে।
অত্যাচার উৎপীড়ন করয়ে নির্ভয়ে॥
অর্থলুব্ধ নৃপগণ ধর্ম্মের বিধান।
পরিহরি রহে সদা পাপে মুহ্যমান॥
একে অপরের রাজ্য করে আক্রমণ।
সবল দুর্ব্বলে করে সদা উৎপীড়ন॥
মদ্যপান ব্যভিচার, সাধুভক্তে দ্বেষ।
ব্যাপ্ত হ'ল চতুর্দ্দিকে ধরি ভীমবেশ॥
বিবাহের সুপবিত্র মধুর বন্ধন।
ক্রমে ছিন্ন প্রায় যেন হইল এখন॥
হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার কাম ক্রোধ মান।
অধিকার করে আহা এই আর্য্যস্থান॥
ঘোর বিপ্লাবনকালে সমুদ্রের নীর।
মিলিয়া বায়ুর সনে হইয়া অধীর॥
যথা দেশ জনপদ করি আক্রমণ।
ভাসাইয়া লয়ে যায় কাঁদায়ে ভুবন॥
তেমতি ভারত মাঝে ভীষণ বিপ্লব॥
উঠিয়া আকুল করে নর নারী সব॥
হেনকালে দয়াময় করুণা করিয়া।
অবতীর্ণ হইলেন ভারতে আসিয়া॥

আপনার প্রিয়ভক্ত (১) শ্রীকৃষ্ণে ত্বরিতে।
পাঠাইলা ধরামাঝে, ধর্ম্ম প্রচারিতে॥
ভারতের বহু ধর্ম্ম অসংখ্য বিধান।
এক সূত্রে বাঁধি সবে মিলন মহান্॥
দেখাইতে যোগেশ্বর শ্রীহরি সুন্দর।
প্রেরিলেন ভবধামে বিধি মনোহর।
শ্রীহরির প্রিয়দাস কৃষ্ণ মহাশয়।
ব্রহ্ম হস্তে এ বিধানে ব্যবহৃত হয়॥
সুমহান্ যোগধর্ম্মে করিয়া দীক্ষিত।
যোগাচার্য্যরূপে কৃষ্ণ হলেন প্রেরিত॥
ব্রহ্ম বলে বলি হয়ে মহাবীর প্রায়।
বিধান বারতা কৃষ্ণ ঘোষিলা ধরায়॥
ভারতের যোগ ভক্তি কর্ম্ম আর জ্ঞান।
সম্মিলিত করিলেন ব্রহ্মের সন্তান।
আনিয়া নূতন বিধি পতিত ভারতে।
সাধিলা ভারত হিত কৃষ্ণ নানামতে॥
সুগভীর ব্রহ্মপ্রেম যোগ সুমধুর।
একাধারে মিলাইলা দয়াল ঠাকুর (২)॥
ভারতের পাপ তাপ দুঃখ অগণন।
বিনাশিলা দয়াময় বিপদভঞ্জন॥
ধন্য দয়াময় হরি যোগের বিধান।
অনন্ত অপার শুদ্ধ সুন্দর মহান্॥
তোমার সন্তান কৃষ্ণ যোগের সাগরে।
তব বক্ষে নিরন্তর আনন্দে বিহরে॥
তাঁহার চরিত্র আর ভাব মনোহর।
কে বুঝিতে পারে বল করুণাসাগর॥
কত জ্ঞানী কত ভক্ত কত যোগী জন।
নারিল বুঝিতে হরি শ্রীকৃষ্ণ কেমন॥

(১) ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ; কেন না প্রতি দিন তিনি ব্রহ্মচিন্তাসুধ্যানে রত ছিলেন।

(২) দয়াময় ঈশ্বরকে বুঝাইতেছে।

কেহ তোমা সনে তাঁরে করি একাকার।
ঈশ্বর বলিয়া ভ্রমে পূজে অনিবার॥
কেহ বা কুৎসিত বর্ণে চিত্রিয়া তাঁহারে।
ঘৃণিত করয়ে সেই সাধু ভক্তবরে॥
তাই প্রভো তুমি যদি না বুঝাও মোরে।
বুঝিতে না পারি, হরি, তব পুত্রবরে॥
তুমি কৃপাসিন্ধু গুরু করুণা করিয়া।
ভকত চরিত্র মোরে দাও বুঝাইয়া॥
যথাযথ ভাবে যেন চরিত্র তাঁহার।
গ্রহণ করিয়া মোরা হই হে উদ্ধার॥
তাই তব পদতলে করি প্রণিপাত।
কর তব পাপী দাসে নাথ আশীর্ব্বাদ॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যাবস্থা।

শূরসেন ছিল নৃপ মথুরা নগরে।
তাঁর বংশে বসুদেব জন্ম লাভ করে॥
দেবক রাজের কন্যা দেবকী দেবীরে।
বসুদেব পরিণয় করে প্রেমভরে॥
উগ্রসেন পুত্রে কংস দেবকীর ভাই।
অতীব দুর্দ্দান্ত, তার ধর্ম্ম জ্ঞান নাই॥
কারাগারে বদ্ধ করি আপন পিতায়।
আত্মবলে রাজা হয় কংশ মথুরায়॥
মহাপাপী ধর্ম্মহীন পাষণ্ড দুর্ব্বার।
অত্যাচারে জনগণে করে ছার খার॥
নারদের মুখে কংশ করিলা শ্রবণ।
ভগ্নীর (১) অষ্টম গর্ভে হবে যে নন্দন॥
সেই কংশে যথাকালে করিবে নিপাত।
শুনি আতঙ্কিত অতি হ'লা নরনাথ॥
মহাভয়ে হতজ্ঞান হয়ে দুষ্টমতি।
দেবকীর ছয়পুত্রে বিনাশে ঝটিতি॥

(১) কংসের ভগ্নী দেবকী।

ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে।
জনমিলা কৃষ্ণ ঘোর গভীর নিশীতে॥
অষ্টম গর্ভের পুত্র অতি মনোহর।
দেখি ভয়ে বাসুদেব হলেন কাতর॥
কেমনে বাঁচাব আমি হেন পুত্রধনে।
এই ভাবি বসুদেব কান্দে নিরজনে॥
অবশেষে পুত্রে কোলে করি ভীত মনে।
বসুদেব চলি যান নন্দের ভবনে॥
যমুনার পরপারে নন্দের আলয়।
কেমনে যমুনা পার হবে এই ভয়॥
একে কংসভয়ে ভীত, নিশীথ সময়।
তাহাতে যমুনা নদী, তরী নাহি বয়॥
কিন্তু শ্রীহরির কৃপা অনন্ত অপার।
বিপদভঞ্জন তিনি দয়ার আধার॥
মাঝে মাঝে চড়া হয় যমুনা সলিলে।
জানা নাহি যায় কেহ নাহি দেখাইলে॥
হেন কালে শিবা (১) এক নদীপার হয়।
দেখি তারে মনে হল আশার উদয়॥
শ্রীহরি স্মরণ করি, সেই পথ ধরি।
পুত্রলয়ে যান পিতা যমুনা উত্তরি॥
পরম প্রেমিক নন্দ যদুবংশজাত।
যশোদা তাঁহার পত্নী, স্বামী অনুগত॥
সেই রাত্রে পতিব্রতা যশোদা সুন্দরী।
করেন প্রসব এক কন্যা মনোহারী॥
বসুদেব সনে নন্দ পরামর্শ করে।
সমর্পিলা নিজ পুত্রে যশোদার করে॥
যশোদার কন্যা আনি দেবকীর পাশে।
রাখিলেন বসুদেব নৃপতির ত্রাসে॥
শ্রীহরির কৃপাগুণে অসীম কৌশলে।
কংশ হ'তে রক্ষা হ'ল কৃষ্ণ অবহেলে॥

(১) শৃগালী।

শ্রীকৃষ্ণের অগ্র ভ্রাতা রোহিণী নন্দন।
কৃষ্ণ সনে নন্দালয়ে সম্মিলিত হন॥
গোপগৃহে নন্দালয়ে কৃষ্ণ বলরাম।
শশিকলা সম নিত্য বাড়ে অবিরাম॥
নবজলধর কৃষ্ণ রূপের সাগর।
শোভা করে যশোদার ক্রোড়ে নিরন্তর॥
অতি বলবান্ শিশু সুন্দর সুঠাম।
নিরখিলে পরিপূর্ণ হয় মনস্কাম॥
যশোদার প্রাণধন নয়নরঞ্জন।
অকূলের নিধি কৃষ্ণ মানসমোহন॥
যে দেখে সে শিশুরূপে হয় বিমোহিত।
ভালবাসে কোলে লয় প্রেমের সহিত॥
মা, মা বলি যশোদাকে ডাকে কৃষ্ণ সদা।
জুড়ায় মায়ের প্রাণ শুনিয়া সে কথা॥
গোপাল বলিয়া তাঁরে ডাকে গোপগণ।
দেয় তাঁরে খাদ্য নান করিয়া যতন॥
ছেলে মেয়ে শিশু বৃদ্ধ সকল মানবে।
অতিশয় ভালবাসে সুন্দর কেশবে (১)॥
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই গোপশিশু সনে।
ক্রীড়া করে অনুক্ষণ সদানন্দ মনে॥
রাখালের বেশে বনে ধড়া চূড়া পরে।
গোচারণ করে কৃষ্ণ মহানন্দ ভরে॥
বীণা বাদ্যে সুনিপুণ কৃষ্ণ মহাশয়।
সুমধুর প্রেমে পূর্ণ তাঁহার হৃদয়॥
বাল্যাবধি প্রকৃতির সনে মন তাঁর।
নিগূঢ় বন্ধনে বদ্ধ ছিল অনিবার॥
বাল্যকাল হ'তে তাঁর মহত্ত্ব লক্ষণ।
দেহে আর ব্যবহারে ব্যক্ত অনুক্ষণ (২)॥

(১) শ্রীকৃষ্ণের একটী নাম কেশব ছিল।
(২) শ্রীকৃষ্ণের মনোহর দেহলাবাণ্য এবং মধুর ব্যবহার দেখিলে তাঁহার মহত্ত্ব প্রতীয়মান হইত।

রাখাল বালক সহ নানা বনে বনে।
বেড়াতেন কৃষ্ণ সদা আনন্দ বদনে॥
বনফুলে মালা গাঁথি আপন গলায়।
কভু পরিতেন সুখে কৃষ্ণচন্দ্র রায়॥
কভু শিখিপুচ্ছ বাঁধি চূড়ার উপরে।
মহানন্দে বন্ধু সহ নানা নৃত্য করে॥
বনমাঝে প্রকৃতির শোভা মনোহর।
দেখি মুগ্ধ হইতেন কৃষ্ণ গুণাকর॥
নির্দ্দোষ স্বভাব তাঁর প্রেমেতে পূরিত।
বয়স্যগণের ভাল বাসেন নিয়ত॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপূর্ণ সরল ব্যাভারে।
প্রাণসম ভালবাসে সকলে তাঁহারে॥
একে শিশুকাল, তাহে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি।
দেখিয়া বিহ্বল হ'ত বয়স্যেরা অতি॥
(১) ছিদাম সুবল আর, কানাই বলাই।
প্রেমে একাকার সবে ভিন্ন ভাব নাই॥
বালক বালিকা সহ হয়ে সম্মিলত।
গোল হ'য়ে হাত ধরে আনন্দে নাচিত (২)॥
কভু বৃক্ষে উঠে কভু জলক্রীড়া করে।
বন্ধু সহ ভাসে কৃষ্ণ আনন্দসাগরে॥
কখন করেন শিশু নানা আবদার।
সেই হেতু মাতা তাঁরে করেন প্রহার।
নানা কার্য্যে বীরত্বের দেন পরিচয়।
দেখি জনগণ যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়॥
প্রকৃতির কোলে থাকি প্রকৃতি সন্তান।
প্রকৃতির ভাবে সদা হন বর্দ্ধমান॥
প্রকৃতির যোগে হরি, কৃষ্ণের হৃদয়।
ধর্ম্মে আকর্ষণ করে হইয়া সদয়॥
শ্রীহরির কৃপা গুণে বাল্যকাল হ'তে।
শোভিছে কৃষ্ণের মন প্রেমকুসুমেতে॥
বৈরাগ্যের আবরণে, সে প্রেম সুন্দর।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল আহা রহে নিরন্তর॥
বাল্য হতে স্বভাবের নিয়ম পালনে।
করিতেন যত্ন কৃষ্ণ সদা প্রাণপণে॥
বিজন অরণ্যে বাস করিয়া নিয়ত।
ধ্যান ভরে প্রাণ তাঁর ছিল লালায়িত॥
স্বভাবের প্রেরণায় ব্রহ্ম প্রেম তাঁর।
অন্তরেতে বাল্যকালে হইল সঞ্চার॥
পিতা মাতা বন্ধু ভ্রাতা আত্মীয় স্বজন।
শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগে মত্ত অনুক্ষণ॥
জন্মবধি একাদশ বরষ সময়।
মহানন্দে কৃষ্ণচন্দ্র বৃন্দাবনে রয়॥
সুমধুর বাল্যকাল অতি সুখময়।
প্রকৃতির সনে যাহে নিত্য পরিচয়॥
পিতার অতুল স্নেহ মাতার সোহাগ।
স্বজনের সুকোমল স্নেহ অনুরাগ॥
সবে মিলে স্বর্গধাম করে সমুদয়।
তাই বাল্যকাল আহা অতি মধুময়॥
যেখানে বালক কৃষ্ণ করিত বিহার।
বৃন্দাবন নামে তাহা বাখানে সংসার॥
ধন্য দয়াময় হরি তোমার চরণে।
প্রণিপাত করি নাথ ভক্তিযুক্ত মনে॥

—+—

মথুরায় গমন ও কংস বধ ও শিক্ষাদি সম্পাদন।

শুনিল নৃপতি কংস, কৃষ্ণ বৃন্দাবনে।
বাস করে নিরাপদে নন্দের ভবনে॥

(১) ছিদাম ও সুবল এই দুই জন কৃষ্ণের অতি প্রিয়সখা ছিলেন কানাই কৃষ্ণের একটী নাম। বলাই বলরামের নাম।

(২) এইরূপ ক্রীড়া রাস নামে খ্যাত। ইংরেজদিগের ball বল নৃত্যের কতক অনুরূপ।

রাম কৃষ্ণ দুই ভাই মহাবলবান্।
শুনি ভয়ে নরপতি হ'ল কম্পমান॥
পাছে দোঁহে যৌবনেতে করি পদার্পণ।
আমারে করয়ে তারা সবংশে নিধন॥
তাই অঙ্কুরেতে আমি মমশত্রুগণে।
নিধন করিব শীঘ্র সুকৌশল ক্রমে॥
এই পরামর্শ করি নৃপতি দুর্জ্জন।
কৃষ্ণে আনিবারে দূত করেন প্রেরণ॥
নাহি জানে দুরাচার আপন মরণ।
আপনি ডাকিয়া ঘরে আনে অণুক্ষণ॥
পরের অনিষ্ট যেই করিবারে চায়।
আপনি আবদ্ধ হয় নিজ বাগুরায় (১)॥
আপন অনিষ্ট সেই করে বিধিমতে।
বিনাশে জীবন সেই আপনার হাতে॥
রাম কৃষ্ণ সনে হবে মল্লদের রণ।
এই ছলে ব্রজে দূত পাঠান রাজন॥
ভকত অক্রুর মুনি বৃন্দাবনে গিয়া।
আনিলেন রাম কৃষ্ণে আকুল হইয়া॥
কৃষ্ণ ছাড়া হয়ে যত ব্রজনারীগণ।
অধীর হইয়া সবে করেন রোদন॥
রাম কৃষ্ণ সনে বহু গোপের তনয়।
যুদ্ধ দেখিবারে যায় কংসের আলয়॥
সুসজ্জিত মল্ল-ভূমে গিয়া দুই জন।
মত্ত হস্তী, মল্ল দুই করেন দর্শন॥
নিয়োজিলা কংসরাজ কৃষ্ণবধতরে।
মত্ত হস্তী সনে কৃষ্ণ আগে যুদ্ধকরে॥
প্রমত্ত বারণে কৃষ্ণ করিয়া নিধন।
তাহার বিশাল দন্ত করি উৎপাটন॥
সেই অস্ত্র লয়ে দোঁহে মল্লের সহিত।
করে যুদ্ধ, দেখি দৃশ্য সকলে বিস্মিত॥

ক্রমে মল্লগণে তাঁরা করিল নিধন।
দেখি সাধুবাদ করে সুদর্শকগণ॥
দুই মল্ল হত দেখি অন্য মল্লদ্বয়।
পাঠাইলা রঙ্গভূমে কংস দুরাশয়॥
তা দোঁহারে দুই ভাই করিলা হনন।
দেখি অন্য মল্ল যত করে পলায়ন॥
বালকের পরাক্রম, মল্লের নিধন।
দেখি ক্রোধে নরপতি হলা হুতাশন॥
আদেশিল রঙ্গ হতে যত গোপগণে।
করে দাও বহিষ্কৃত সবে এইক্ষণে॥
মোর রাজ্যে না থাকিবে ইহারা কখন।
গোধনাদি ইহাদের করহ হরণ॥
বসুদেব আর মম পিতা উগ্রসেন।
ইহারাও শত্রুপক্ষ করেছে গ্রহণ॥
এখনি এদের প্রাণ করহ বিনাশ।
প্রচার করিলা কংস এই অভিলাষ॥
শুনি হাসি কৃষ্ণচন্দ্র লম্ফ দান করি।
ভূমিতলে পাড়ে কংসে কেশপাশ ধরি॥
টানিয়া কংসের প্রাণ করিলা নিধন।
ক্রমে অন্য শত্রু সব হইল হনন॥
রামকৃষ্ণ দুইভাই পিতা মাতা দোঁহে।
করেন প্রণাম স্তুতি দণ্ডবৎ দেহে॥
বলিলেন বাল্যে মোরা তোমার চরণ।
না সেবিয়া বৃথা কাল করেছি হরণ॥
কংসবধে কংস পত্নী করেছে রোদন।
দেখি অনুতপ্ত হল শ্রীকৃষ্ণের মন॥
অশ্রুজলে ভাসি তিনি কংসপত্নীগণে।
দিলেন সান্ত্বনা বহু সুমিষ্ট বচনে॥
বলিলেন উগ্রসেনে কৃষ্ণ মহাশয়।
রাজ্যে মোর অভিলাষ কিছুমাত্র নয়॥
রাজ্যলোভে তব পুত্রে করিনি নিধন।
জগতের হিত আমি করিতে সাধন॥

(১) বাগুরা অর্থ—ফাঁদ, ইহা দ্বারা ব্যাধগণ পক্ষী সকলকে ধৃত করে।

আর শুদ্ধ যশোলাভ করিবার তরে।
করেছি নিধন আমি তব বংশধরে॥
কুলের কলঙ্ক ছিল তোমার নন্দন।
তার তরে আর তুমি করো না রোদন॥
নাই প্রয়োজন মম রাজ্য ধন মানে।
বলিতেছি সত্য ক'রে তব সন্নিধানে॥
মত্ত করী প্রায় আমি সুখে বনে বনে।
করিব ভ্রমণ সদা গোপগণ সনে॥
যদুগণ প্রভু তুমি সম্মানভাজন।
অতএব রাজপদ করহ গ্রহণ॥
এত বলি উগ্রসেনে করি রাজ্য দান।
করিলেন মাতুলের সৎকার বিধান॥
তার পর দুই ভাই নন্দের সদনে।
আসিয়া ডাকিলা তাঁরে পিতৃসম্বোধনে॥
বহু উপহার দিয়া করিয়া যতন।
পাঠাইলা পিতা নন্দে ব্রজনিকেতন॥
এইরূপ বহু যুদ্ধ মানব নিধন।
করিছেন কৃষ্ণচন্দ্র অরিনিসূদন॥ (১)
অত্যাচার নিবারণ করিবার তরে।
সংগ্রাম করেছে কৃষ্ণ নিস্বার্থ অন্তরে॥
তবু নরহত্যাপাপ, অতি ভয়াবহ।
ইহাতে সন্দেহ আর না করিবে কেহ॥
বাহু যুদ্ধ কিংবা মানবের প্রাণনাশ।
দিব্য ধর্ম্ম নহে ইহা জেন ব্রহ্মদাস॥
মানব ব্রহ্মের পুত্র, শরীর তাহার।
ব্রহ্মের পবিত্র গৃহ অতি চমৎকার॥
হেন দেহ নাশ করা নহেত সঙ্গত।
এইতো পবিত্র ধর্ম্ম ভকতের মত॥
কিন্তু মহাজনে কেহ করো না বিচার।
বিচারকমাত্র তাঁর হরি গুণাধার॥

(১) শত্রু সংহারকারী।

রাম কৃষ্ণ দুই ভাই অভিন্নহৃদয়।
এক মনে অপরের অভেদ্য প্রণয়॥
এক সঙ্গে করে বাস এক সঙ্গে খেলে।
একে না দেখিলে অন্যে কান্দে দুঃখানলে॥
রাম লক্ষ্মণের প্রায় ভ্রাতা দুইজন।
ভ্রাতৃপ্রেমে এ জগতে বদ্ধ অনুক্ষণ॥
দোঁহাকার প্রেমে দোঁহে এমনি মোহিত।
প্রেমে যেন দুইজন সদা একীভূত॥
মথুরায় গর্গমুনি ভ্রাতা দুই জনে।
(১) উপনীত করিলেন বৈদিক বিধানে॥
ক্রমে বেদ স্মৃতি আদি শাস্ত্র অগণন।
করিলেন অল্পকালে শিক্ষা দুই জন॥
পরে অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করিয়া দু ভাই।
গৃহাশ্রমে আসিলেন কানাই বলাই॥
নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কৃষ্ণ মহাজন।
চৌষট্টি বিদ্যায় তিনি পারদর্শী হন॥
ধর্ম্মশাস্ত্র রাজনীতি চিত্রণ প্রভৃতি।
শিখিলেন কত বিদ্যা কৃষ্ণ মহামতি॥
অনাসক্ত জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মপরায়ণ।
ছিলেন প্রেমিত ভক্ত প্রেমেতে মগন॥
বাল্যাবধি যোগপ্রিয় জীবন তাঁহার।
সব কার্য্যে প্রকাশিত হত অনিবার॥
কিন্তু কোন আড়ম্বর ছিল না কখন।
স্বভাবের সনে ছিল প্রাণের মিলন॥
কিছুতে আসক্ত নন কৃষ্ণ মতিমান্।
কিছুতেই উদাসীন নহে তাঁর প্রাণ॥

(১) উপনয়ন সংস্কার গর্গমুনি কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইল।

বলরাম ও কৃষ্ণ উভয়েই ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব ছিলেন সুতরাং দ্বাদশ বর্ষকালে তাঁহারা উপনীত হইয়া গুরুগৃহে ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষাদি করেন।

সংসারে সংসারী কৃষ্ণ, ধর্ম্মে মহাযোগী ॥
যুদ্ধক্ষেত্রে মহাবীর, কর্ম্ম অনুরাগী ॥
প্রকৃতির সনে যোগ করিয়া বন্ধন।
প্রকৃতির অধিপতি ব্রহ্ম সনাতন ॥
তাঁর সনে যোগযুক্ত হইয়া নিয়ত।
জীবন যাপনে নিত্য কৃষ্ণ মহাব্রত ॥
প্রকৃতি যেমন হন নানা গুণালয়।
বিরোধ তাহাতে কভু কিছু নাহি রয় ॥
প্রকৃতির অনুরাগী শ্রীকৃষ্ণের মন।
সমন্বয় অনুরূপ করিত সাধন ॥
বেদ উপনিষদের মাঝারে ডুবিয়া।
সমন্বয় সূত্র তিনি খোঁজেন মাতিয়া ॥
নানামত নানা ভাব শাস্ত্রের ভিতরে।
সদামগ্ন তাঁর মন একত্বসাগরে ॥
এইরূপ বাল্য আর শিক্ষার সময়।
কাটেন শ্রীকৃষ্ণ হয়ে সানন্দ হৃদয়।
ভাবী জীবনের মহাকার্য্য সাধিবারে।
প্রস্তুত করেন ব্রহ্ম, কৃষ্ণে এ প্রকারে ॥
দশমাস দশদিন মাতৃগর্ভে থাকি।
ভূমিষ্ঠ হয়েন শিশু যেমন একাকী ॥
সেইরূপ যোগ চার্য্য বিধানবারতা।
যোবিতে প্রস্তুত ভবে হলেন সর্ব্বথা ॥
ধন্য দয়াময় হরি তোমার বিধান।
যে বুঝিতে পারে প্রভো সেই ভাগ্যবান ॥
তাই দয়াময় হরি তোমার চরণে।
প্রণিপাত করি নাথ ভক্তিযুক্ত মনে ॥

কুরু ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত।

হস্তিনা নগরে ছিল শান্তনু নৃপতি।
চিত্রাঙ্গদ তাঁর পুত্র সুন্দর সুমতি ॥
অম্বা অম্বালিকা ছিল দুই পত্নী তাঁর (১)।
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু দুই নন্দন দোঁহার ॥
ধৃতরাষ্ট্র জন্মঅন্ধ রাজ্য নাহি পায়।
পাণ্ডু নরপতি হয়ে পালেন সবায় ॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন আদি শতজন।
ধৃতরাষ্ট্র পাইলেন দুরন্ত নন্দন ॥
পাণ্ডুর বনিতা দুই পাঁচ পুত্র তার।
যুধিষ্ঠির আদি সবে বিখ্যাত সংসার ॥
অল্পকালে পাণ্ডুরাজ শরীর ত্যজিয়া।
চলি গেলা পরলোকে সবে কাঁদাইয়া ॥
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন নকুল সদেব (২)।
পাঁচ পুত্র নৃপতির যেমন ভূদেব (৩) ॥
পাঁচ ভ্রাতা মতিমান্ ধার্ম্মিক সুজন।
রূপবান্ বলবান্ বিখ্যাত ভুবন ॥
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক প্রধান।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় অতি জ্ঞানবান্ ॥
মহাবীর অন্য সবে সরলহৃদয়।
জ্যেষ্ঠ অনুগত তাঁরা রন অতিশয় ॥
পিতৃহীন হয়ে সবে পিতৃব্য আলয়ে।
যাপেন শৈশব কাল সানন্দ হৃদয়ে ॥
দুর্য্যোধন ক্রূরকর্ম্মা হিংসান্বিত অতি।
পাণ্ডুপুত্রগণে দ্বেষ করিত দুর্ম্মতি।
মনে ভাবে যুধিষ্ঠির নরপতি হবে।
মোর ভাগ্যে রাজপদ কভু না সম্ভবে।
শকুনি মাতুল তার ভ্রাতা দুঃশাসন।
সকলেই পাপাসক্ত হিংসুক দুর্জ্জন ॥
পুত্রের একান্ত বাধ্য অন্ধ মহাশয়।
অপকার্য্যে পুত্রে তিনি দিতেন প্রশ্রয় ॥

---

(১) চিত্রাঙ্গদের দুই পত্নী, অম্বা ও অম্বালিকা।

(২) সদেব—সহদেব।

(৩) পৃথিবীতে দেবতার প্রায় ছিলেন।

বিষবৃক্ষ অনুদিন বাড়ে যে মত।
দুর্য্যোধনে হিংসা দ্বেষ বাড়ে সেই মত ॥
হিংসার সমান পাপ নাই কভু আর।
কালকূট হতে বিষ হিংসা অনিবার ॥
হিংসাবিষে জর্জ্জরিত যাহার হৃদয়।
সুখ শান্তি সে হৃদয়ে কভু নাহি রয় ॥
মনোহর কুসুমেতে কালকীট যথা।
পশিয়া বিনাশ করে সে ফুলে সর্ব্বথা ॥
সেইরূপ হিংসা দ্বেষ মানবের মন।
অন্তঃসার শূন্য আহা করে অনুক্ষণ ॥
অপরের সুখ দেখি যাহার অন্তরে।
দুঃখের কুভাব আসি বিজড়িত করে ॥
হায় সেই হতভাগ্য, তাহার জীবন।
নাহি পারে লভিবারে আনন্দ কখন ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অতি দয়াবান্।
স্নেহে পরিপূর্ণ তাঁর কোমল পরাণ ॥
পিতার মতন তিনি ধৃতরাষ্ট্রে সদা।
প্রাণপণে করিতেন ভকতি সর্ব্বথা ॥
মাতৃবৎ গান্ধারীরে করেন সেবন।
দুর্য্যোধন আদি সবে করেন যতন ॥
নিজ ভ্রাতৃগণপ্রায় পিতৃব্যতনয়ে ॥
করিতেন প্রীতি অতি সরল হৃদয়ে ॥
কিন্তু দুর্য্যোধন মনে ভাব বিপরীত।
তারে পর ভাবে যেই করে তার হিত ॥
মনে স্থির করে দুষ্ট পাণ্ডুপুত্রগণ।
সুখের কণ্টক সম হয় অনুক্ষণ ॥
এত ভাবি তাঁহাদেরে বধিতে নিয়ত।
নানামতে করে যত্ন দুর্যোধন কত ॥
বাল্যকালে এক দিন দুষ্ট দুর্য্যোধন।
ভীমে হলাহল বিষ করায়ে সেবন ॥
হস্ত পদ বাঁধি তাঁরে জলের ভিতরে।
করিল নিক্ষেপ ক্রূর আনন্দ অন্তরে ॥
কিন্তু ব্রহ্মকৃপাবলে ভীমসেন তায়।
অতীব আশ্চর্য্যরূপে প্রাণে রক্ষাপায় ॥
যৌবনেতে উপনীত হলে যুধিষ্ঠির।
হস্তিনায় রাজা হন ধার্ম্মিক সুধীর ॥
ন্যায়ধর্ম্মে রাজ্য তিনি করেন পালন।
দেখি যশ গায় তাঁর যত প্রজাগণ ॥
পাণ্ডবের পদোন্নতি ঐশ্বর্য্য বিভব।
দেখি হিংসানলে জ্বলে ধার্ত্তরাষ্ট্র সব (১) ॥
হত্যা করি পাণ্ডবেরে নিজে রাজা হবে।
দুর্য্যোধন যুক্তি করে লয়ে বন্ধু সবে ॥
একদিন দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রে কয়।
রাজা হ'ল যুধিষ্ঠির পিতা মহাশয় ॥
ধন ধান্য অশ্বগজ সকলি তাহার।
তাহারে বাখানে পিতা সকল সংসার ॥
কিন্তু হীনজনপ্রায় আমরা সকলে।
জীবন যাপন করি নিয়ত ভূতলে ॥
এত বলি পিতৃসহ করয়ে যুকতি।
কি প্রকারে দুর্য্যোধন হইবে ভূপতি ॥
অন্ধনৃপ একদিন ডাকি যুধিষ্ঠিরে।
বলেন কপট করি অতি মিষ্টস্বরে ॥
নগরী বারণা-বতী অতি মনোহর।
যদি ইচ্ছা কর তুমি ওহে পুত্রবর ॥
সবান্ধবে তথা গিয়া সবে করি বাস।
শ্রান্তি দূর করপুত্র এই অভিলাষ ॥
পিতৃব্যের আজ্ঞা পেয়ে নৃপতি সুধীর।
ভ্রমণে যাইতে দিন করেন সুস্থির ॥
এদিকে বারণাবতে দূত পাঠাইয়া।
দুর্য্যোধন জতুগৃহ রাখে নির্ম্মাইয়া ॥
কিছুদিন যুধিষ্ঠির থাকিলে তথায়।
অগ্নি দিয়া মারিবেক পুড়িয়া সবায় ॥

(১) ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানগণকে ধার্ত্তরাষ্ট্র বলে।

এই ইচ্ছা করি গৃহ করিল প্রস্তুত।
কুটিলের দুষ্টবুদ্ধি অতীব অদ্ভুত॥
অন্ধনৃপতির ভ্রাতা বিদুর সুনীতি।
পাণ্ডুপুত্রগণে তাঁর অতিশয় প্রীতি॥
গোপনে পাণ্ডবগণে গমন সময়।
বলিয়া দিলেন তিনি সকল বিষয়॥
বারণাবতীতে গিয়া পাণ্ডুপুত্রগণ।
মনোদুঃখে সদাকাল করেন হরণ॥
বিদুরের বুদ্ধিমতে জতুগৃহ ভিতে।
বিশাল সুরঙ্গ তাঁরা কাটেন নিভৃতে॥
সেই গর্ত দিয়া তাঁরা যান বাহিরিয়া।
দুর্য্যোধন দূত মরে আগুনে পুড়িয়া॥
পাণ্ডুপুত্রগণ সবে মাতা সহকারে।
ব্রাহ্মণের বেশে নানা বনে বাস করে॥
হস্তিনা নগরে আর যাইবার তরে।
হ'লো না সাহস কভু তাঁদের অন্তরে॥
ঈশ্বরের প্রতি করি নির্ভর সতত।
মহাদুঃখে কাটে কাল পাণ্ডুপুত্র যত॥
দুঃখ কষ্ট বিপদেতে তাঁহাদের প্রাণ।
অনুক্ষণ হরিপ্রেমে হ'য়ে ধাবমান॥
ভ্রাতৃপ্রেম মাতৃভক্তি ঈশ্বরে নির্ভর।
বিপদে করেন লাভ পাণ্ডবনিকর॥
ধর্ম্মপরায়ণা অতি পাণ্ডবজননী;
হরিপ্রেমে মত্ত সদা দিবসরজনী॥
দুঃখ শোক বিপদ পরীক্ষা ভয়ঙ্কর।
কিছুতেই কুন্তীদেবী নহেন কাতর॥
যতই বিপদ তাঁর হয় সমাগত।
তত হরিপদে চিত হয় সমাহিত।
কুন্তীর কোমল প্রাণ ভকতি জড়িত।
ভক্তিযোগে দুঃখ হয় সুখে পরিণত॥
প্রার্থনা করেন কুন্তী প্রেমে নিশিদিনে।
"ওহে হরি এই ভিক্ষা যাচি ও চরণে॥
যত তুমি দুঃখ দাও তত মম মন।
তব প্রেমরসে প্রভো হয় নিমগন॥
তাই যদি ইচ্ছা হয় দুঃখ দাও মোরে।
পাইহে তোমারে যেন দুঃখের ভিতরে॥"
দয়াপূর্ণ মন তাঁর পরদুঃখে গলে।
তাঁরমত দয়াবতী কে আছে ভূতলে?
জতুগৃহদাহ অন্তে পুত্রগণ সনে।
আসিলেন একচক্রে (১) ব্রাহ্মণ ভবনে॥
দ্বিজবেশে দ্বিজাবাসে থাকি সবে মিলে।
ভিক্ষান্নে জীবন রক্ষা করেন সকলে॥
একদিন দ্বিজগৃহে উঠিল ক্রন্দন।
শুনি তথা কুন্তীদেবী করিলা গমন॥
একচক্র গ্রামে এক রাক্ষস (২) দুর্জ্জন।
আসিয়া উৎপাত বহু করে অনুক্ষণ॥
সে গ্রামের অধিবাসী হইয়া মিলিত।
করেছেন পরামর্শ ভাবি নিজ হিত॥
প্রতি পরিবার হতে এক এক করি।
প্রতিদিন পালাক্রমে নর কিংবা নারী॥
দিতে হবে ভোজ্য এই দুরন্ত পামরে।
নতুবা বধিবে দৈত্য সবে একেবারে॥
আজি হল ব্রাহ্মণের পালার সময়।
তাই হল দ্বিজ গৃহে শোকের উদয়॥
দ্বিজ, দ্বিজপত্নী আর পুত্র কন্যাগণ।
সবে মিলে মহাদুঃখে করিছে রোদন॥
দ্বিজ বলে আমি যাই রাক্ষস সদনে।
তোমরা সকলে থাক আমার ভবনে॥
এইরূপ পত্নী কন্যা শিশুপুত্রবর।
সকলেই যেতে চায় রাক্ষসগোচর॥

(১) একচক্রনামক গ্রামে পাণ্ডবগণ মাতা সহ আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

(২) নরমাংস ভোজী অসভ্য মানুষগণই রাক্ষস নামে উক্ত হইয়াছে।

ক্রন্দনের মহারোল উঠিল ভবনে।
শুনি কুন্তী বলিলেন অমিয় বচনে ॥
পাঁচ পুত্র আছে মম শুন তপোধন।
আমি দিব এক পুত্র রাক্ষস কারণ ॥
আমাসবে দিয়ে তুমি বিপদে আশ্রয়।
করেছ জীবন রক্ষা ওহে মহাশয় ॥
বিশেষ ব্রাহ্মণ তুমি তব রক্ষা তরে।
উচিত যে মম পুত্র অর্পি অকাতরে ॥
শুনিয়া কুন্তীর বাণী বলিল ব্রাহ্মণ।
এহেন প্রস্তাব গ্রাহ্য নহে কদাচন ॥
তোমরা অতিথি মম, অতিথির প্রাণ।
সব হতে এসংসারে অতি মূল্যবান্ ॥
কেমনে সে অতিথিরে রাক্ষসের করে।
অর্পণ করিব আমি নিষ্ঠুর অন্তরে ॥
শুনি কুন্তী বলিলেন তনয় আমার।
অতিশয় বলবান্ বিদিত সংসার ॥
অনায়াসে রাক্ষসেরে করিয়া নিধন।
বাচাইবে পুত্র মম সবার জীবন ॥
শুনি বিপ্র অনুমতি করিল কুন্তীরে।
কুন্তী আসি জানাইল তনয় ভীমেরে ॥
যথাকালে ভীমসেন রাক্ষস সদন।
গিয়া তারে করিলেন সদর্পে নিধন ॥
একচক্র গ্রামবাসী হইল নির্ভয়।
দূরে গেল শোকদুঃখ ক্রন্দন সংশয় ॥
ধন্য কুন্তী ধন্য তব নিঃস্বার্থ জীবন।
হেন স্বার্থত্যাগ আর দেখিনি কখন ॥
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম তনয় রতন।
হেন তনয়েরে যেই পরের কারণ ॥
পারে সমর্পিতে এই মলিন সংসারে।
সেইতো কৃতার্থ ধন্য বাখানি তাহারে ॥
এহেন নিঃস্বার্থ উচ্চ পবিত্র জীবন।
না হলে কে পায় বল সন্তান এমন ॥
তব পুণ্যগর্ভে যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন।
জনমি করেছে ধন্য ভারত ভুবন ॥
তোমার নিস্বার্থ ভাব তাঁদের জীবনে।
ফুটিয়া করেছে আলো ভারত গগনে ॥
এহেন নিঃস্বার্থ ভাব ওহে দয়াময়।
দাওসবে প্রাণসখা হইয়া সদয় ॥
এই ভিক্ষা যাচি নাথ তোমার চরণে।
করিনু প্রণাম এবে ভক্তিযুক্ত মনে ॥

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, পাণ্ডবগণের পরিচয়, রাজ্যলাভ, দ্যূতক্রীড়া ও পুনরায় বন গমন প্রভৃতি।

একদিন পঞ্চভ্রাতা পান শুনিবারে।
দ্রৌপদীর স্বয়ংবর পাঞ্চাল নগরে ॥
ধনুযোগে লক্ষ্যভেদ করিবে যে জন।
দিবেন তাঁহারে কন্যা দ্রুপদ রাজন ॥
কুতূহলপরবশ হইয়া সবায়।
অন্য বিপ্র সহ তাঁরা যান হস্তিনায় ॥
অপূর্ব্ব কৌশল তথা প্রকাশি অর্জ্জুন।
লক্ষ্য ভেদি দ্রৌপদীরে করিলা গ্রহণ ॥
বিপ্রবেশধারী এক অতিহীন জন।
পরমা সুন্দরী কন্যা করিল গ্রহণ ॥
দেখিয়া রাজন্যগণ অর্জ্জুনের সনে।
হইল প্রবৃত্ত ঘোর নিদারুণ রণে ॥
কিন্তু সবাকারে তিনি করি পরাজয়।
দ্রৌপদীরে লয়ে যান নাহি করি ভয় ॥
ভীষ্ম দ্রোণ আদি সবে বুঝিলেন মনে।
পার্থ বিনা আর কোন্ বীরের জীবনে ॥
এ হেন বীরত্ব শৌর্য্য সম্ভব না হয়।
নিশ্চয় এ মহাবীর পার্থ মহাশয় ॥

এক দ্রৌপদীরে পাণ্ডুপুত্র পাঁচজন।
পত্নীরূপে করিলেন বিবাহে গ্রহণ॥
সেই কালে ছিল নানা অসভ্য আচার।
তাই হেন পাপরীতি দেখি ব্যবহার॥
"এক পতি এক পত্নী" পবিত্র বিধান।
যেই জন মান্য করে সেই পুণ্যবান্॥
কেশবের সনে সাধু পাণ্ডুপুত্রগণ।
এই কালে লভিলেন প্রেমের মিলন॥
পাণ্ডবজননী কুন্তী কৃষ্ণ পিতৃস্বসা।
এক মাত্র হরি তাঁর প্রাণের ভরসা॥
শ্রীহরির কৃপাগুণে দ্রুপদ নৃপতি।
পাণ্ডবে আশ্রয় দেন হয়ে হৃষ্টমতি॥
জানিল সকলে এবে পাণ্ডুপুত্রগণ।
আছেন জীবিত সুস্থ সবে অনুক্ষণ॥
ধৃতরাষ্ট্র আর তার দুরন্ত তনয়ে।
নিন্দা করে জনগণ সকল সময়ে॥
যুধিষ্ঠির মনে মনে করিলেন স্থির।
হস্তিনায় দুর্য্যোধন থাক্ নৃপবীর॥
অন্য রাজধানী করে অর্দ্ধ রাজ্য লয়ে।
ভ্রাতৃগণ সনে কাল কাটাব নির্ভয়ে॥
এত ভাবি ধৃতরাষ্ট্রে করিলা প্রস্তাব।
সম্মত হলেন তিনি মনে পেয়ে তাপ॥
প্রকাণ্ড খাণ্ডব বন করিয়া দাহন।
রাজধানী স্থাপিলেন পাণ্ডুপুত্রগণ॥
অপূর্ব্ব নগরী মাঝে পাণ্ডবনন্দন।
রাজা হয়ে প্রজাগণে করেন পালন॥
হইল খাণ্ডবপ্রস্থ শোভার আধার।
দেখিয়া সৌন্দর্য্য তার মোহিত সংসার॥
ভ্রাতৃগণ বাহুবলে দেশ অগণন।
পাণ্ডব সাম্রাজ্য ভুক্ত হয় অনুক্ষণ॥
পরম ধার্ম্মিক কৃষ্ণ, ধর্ম্ম অনুরাগী।
ন্যায়পরায়ণ সাধু নানা যোগে যোগী॥
পাণ্ডুপুত্রগণ সবে ধার্ম্মিক সুজন।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগত বিশুদ্ধ জীবন॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সবার।
যাহা বলে কৃষ্ণচন্দ্র সেই বাক্য সার॥
পাণ্ডবের বন্ধু কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের সখা।
সুধাময় ভাব তাঁর মধুরতা মাখা॥
কৃষ্ণ ভগ্নী সুভদ্রারে অর্জ্জুন সুমতি।
করেন বিবাহ প্রেমে হয়ে হৃষ্টমতি॥
খাণ্ডবপ্রস্থেতে সুখে ভাই পাঁচ জন।
মাতা পত্নী সহ কাল করেন ক্ষেপণ॥
রাজধর্ম্ম অনুসারে রাজসূয় যাগ।
করিতে সংকল্পে যুধিষ্ঠির মহাভাগ॥
পরম সুন্দর করি খাণ্ডব নগর।
সুসজ্জিত করিলেন পাণ্ডবনিকর॥
নানা দেশ হতে কত রাজন্য সকল।
রাজসূয়ে আসিলেন হ'য়ে কুতূহল॥
কৃষ্ণ সেই মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণচরণ।
ধৌত করিবার ভার করিলা গ্রহণ॥
কৃষ্ণের বিনয় ভক্তি দেখি সভাজন।
হইলেন বিমোহিত সবে অনুক্ষণ॥
পাণ্ডব ঐশ্বর্য্য দেখি দুর্য্যোধন মনে।
ঈর্ষা হুতাশন জ্বলি উঠে ক্ষণে ক্ষণে॥
মনে মনে আপনার করয়ে ধিক্কার।
বৃথা ধরিলাম আমি জীবন অসার॥
যশ পরাক্রম সুখ লভিছে পাণ্ডব।
নাহি পাইলাম আমি সম্পদ বিভব॥
হস্তিনায় রাজ্যভোগ করে দুর্য্যোধন।
তবু হিংসানলে তার দহিছে জীবন॥
আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট যে নয়।
তার ভাগ্যে কভু কি হে হয় সুখোদয়॥
সম্পদের কোলে বসি দুঃখেতে সে জন।
দিবানিশি দুঃখভারে করয়ে রোদন॥

শকুনি মাতুল আর কর্ণ বন্ধুবরে।
মনের বেদনা রাজা জানায় কাতরে॥
শকুনি কৌশল করি রাজা যুধিষ্ঠিরে।
আনিলেন এক দিন হস্তিনা নগরে॥
(১) পাশা ভাল নাহি জানে রাজা যুধিষ্ঠির।
দ্যূতযুদ্ধ ডাকে তাঁরে শকুনি অধীর॥
না বুঝিয়া যুধিষ্ঠির খেলিতে লাগিলা।
ধন রত্ন বহুতর ক্রমশঃ হারিলা॥
পাপময় দ্যূতক্রীড়া বিপদের মূল।
ধন মান বুদ্ধি যত করয়ে নির্ম্মূল॥
ভ্রমে নিপতিত হয়ে পাণ্ডব নৃপতি।
শত্রু সনে দ্যূতক্রীড়া করে হৃষ্টমতি॥
ক্রীড়াতে বিজিত হয়ে করিলেন পণ।
তের বর্ষ বনে বনে করিতে ভ্রমণ॥
এক বর্ষ করিবেন গুপ্ত বনবাস।
পুন হবে বনবাস হইলে প্রকাশ॥
এইরূপ আত্মকৃত পাপের কারণ।
রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন পাণ্ডব রাজন॥
ভ্রাতা পত্নী সহ তিনি নানা বনে বনে।
ভ্রমণ করেন সদা মহাক্ষুণ্ণ মনে॥
পরিশেষে মৎস্য দেশে একবর্ষ কাল।
বিরাট আলয়ে কাটে গোপনে বিশাল॥
এইরূপ বনবাস হইলে পূরণ।
দুর্য্যোধন সন্নিধানে দূত এক জন॥
কৃষ্ণসহ যুক্তি করি পাঠান সত্বর।
মম পিতৃরাজ্য মোরে দাও কুরুবর॥
বলিলেন দুর্য্যোধন দূতের গোচরে।
যুদ্ধ বিনা রাজ্য আমি নাহি দিব তারে॥
সূচ অগ্রে যতটুকু মৃত্তিকা থাকয়।
তাহা নাহি দিব আমি শুন মহাশয়॥

(১) পাশাখেলা যুধিষ্ঠির ভাল জানিতেন না।

এত শুনি দূতবর বিষণ্ণ হৃদয়ে।
যুধিষ্ঠিরে কহে আসি অবসন্ন হয়ে॥
বলিলেন যোগাচার্য্য রাজা দুর্য্যোধন।
না করিবে তোমাসনে প্রণয় স্থাপন॥
হিংসাপরায়ণ লোভী হয় যেইজন।
মিত্রের মন্ত্রণা সেই শুনে না কখন॥
দুর্য্যোধন-পাপে ধ্বংস হবে কুরুচয়।
যথা পাপ তথা মৃত্যু নাহিক সংশয়॥
তবু আমি তার কাছে করিয়া গমন।
সন্ধি সংস্থাপন তরে করিব যতন॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন আপনি আমার।
বল বুদ্ধি বন্ধু সখা আশার আধার॥
যাহা ভাল হয় কর যা করিবে তুমি।
আমরা সকলে তার হব অনুগামী।
পাঁচখানি গ্রাম যদি দেয় দুর্য্যোধন।
বিনা যুদ্ধে তাই আমি করিব গ্রহণ॥
কিন্তু ভয় হয় মনে পাছে বা তোমারে।
অপমান করে দুষ্ট পাপের বিকারে॥
আশ্বাসিয়া পাণ্ডবেরে দেবকীনন্দন।
শান্তি তরে দৌত্যকর্ম্মে করিলা গমন॥

শ্রীকৃষ্ণের কুরুসভায় গমন, সন্ধির প্রস্তাব ও বিফলমনোরথ হওয়া এবং যুদ্ধের আয়োজন।

রথে আরোহণ, করি যশোধন,
চলিলেন হস্তিনায়।
দেখিতে দেখিতে, হস্তিনা পুরীতে
আসিলেন উত্তরায়॥
অন্ধ নৃপ সনে, সদানন্দ মনে
করিয়া সাক্ষাৎ আগে।

কুন্তীরে সান্ত্বনা, দেন কৃষ্ণ নানা
ভক্তি আর অনুরাগে॥
গিয়ে তার পরে, বিদুরের ঘরে
করেন ভোজন সুখে।
তাঁর অন্ন পান, অমৃত সমান
লাগে যেন কৃষ্ণ মুখে॥
ভকতের সনে, প্রেম আলাপনে
দোঁহার অনন্দ অতি।
ভক্তের জীবন, অমূল্য রতন
মরুভূমে পুণ্যনদী॥
দরিদ্র বিদুর, প্রেমিক চতুর
শ্রীকৃষ্ণের অনুগত।
ধর্ম্ম বিনা তাঁর, ভবে কিছু আর
নাহি প্রিয় মনোমত॥
ভকত সুজন, ভক্ত প্রিয় ধন
তাঁর সনে অনিবার।
বিশ্বাসী ভকত, থাকিতে নিয়ত
বাঞ্ছা করে বার বার॥
পুছে দুর্য্যোধন, কিসের কারণ
না খাইলে অন্ন মোর?
রাজপূজা ত্যজি, কি হেতু হে আজি
বিদুরান্নে হও ভোর?
বলে মহাজন, দূতের নিয়ম
কার্য্যসিদ্ধি নাহি হলে।
তব অন্ন বারি, খাইতে না পারি
ধর্ম্ম অনুসারে চলে॥
বিশেষ জগতে, আপদে প্রীতিতে
অন্ন প্রদানের রীতি।
বিপন্নতো নই, তব প্রীতি কই,
তাই অন্নে নাহি প্রীতি॥
পরদিন প্রাতে, কৌরব সভাতে,
গেলেন যাদবপতি।

ধৃতরাষ্ট্রে মানি, সুমধুর বাণী,
বলেন আনন্দে অতি॥
কৌরব পাণ্ডব, আপনারি সব,
আপনি সবার পতি।
যাহে দুই কুল, না হয় নির্ম্মূল,
এই কর নরপতি॥
তোমার নন্দন, মন্দ দুর্য্যোধন,
পরিহরি ধর্ম্মবিধি।
আত্মীয় স্বজনে, মন্দ আচরণে,
করিছে ব্যথিত অতি॥
বিষম বিপদ, এবে সমাগত,
উপেক্ষা করিলে তায়।
পৃথিবীর ক্ষয়, হবে নিঃসংশয়
শোণিত বহে ধরায়॥
তব ইচ্ছা হলে, শান্তি ধরাতলে,
আশু প্রতিষ্ঠিত হবে।
শান্তিতে তোমার, পাণ্ডব সবার,
কল্যাণ হইবে ভবে॥
পাণ্ডুর তনয়, তোমারি তনয়,
তব প্রিয় পরিজন।
তাহারা তোমার করিলে সহায়,
কি ভয় বল রাজন॥
রাজ্য অংশ দানে, পাণ্ডুপুত্রগণে,
তোষ ওহে মহারাজ।
যাহে শান্তি হয়, কর মহাশয়,
শুভ কার্য্যে নাহি ব্যাজ॥
কুরুকুলে তুমি, পাণ্ডবের আমি,
সর্ব্ব কার্য্যে অধিপতি।
তুমি সন্ধি কর, পাণ্ডবনিকর,
করিবে শান্তিতে স্থিতি॥
অন্তে মহাজ্ঞানী, ধর্ম্মযুক্ত বাণী,
বলেন দুরযধনে।

ত্যজি দুরাশয়, শান্তি পথাশ্রয়,
কর তুমি এইক্ষণে ॥
মহাজ্ঞানীকুলে, জনম লভিলে,
কুলোচিত কাজ কর।
হিংসা অভিমান, নিজ অকল্যাণ
অবিলম্বে পরিহর ॥
সুহৃদ শাসন, করিয়া শ্রবণ,
পালন না করে যেই।
হয় তার ক্ষতি, অনুতপ্ত অতি,
পরিশেষে হয় সেই ॥
অর্থলোভী হলে, হৃদয়ের মূলে,
আত্মশত্রু করে বাস।
তাহার বচন, শুনে যেই জন,
পাপেতে হয় বিনাশ ॥
পাপীর মন্ত্রণা, শুনে যেই জনা,
বিপদ তাহারে ঘেরে।
মুখ্য মন্ত্রী ত্যজে, হীনে যেবা ভজে,
সে জন বিপদে পড়ে ॥
পাণ্ডুপুত্রগণ, তব বন্ধুজন,
ইন্দ্র সম মহাবল।
তারে অতিক্রম, করি কোনজন,
অন্যাশ্রয় (১) নয় বল ॥
তাহাদের প্রতি, নাহি তব প্রীতি
কর তুমি অত্যাচার।
কিন্তু পাণ্ডুগণ, তোমার কখন
নাহি করে অপকার ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম, ত্রিবর্গ-বিধান
শুন বৎস সাবহিত।
যদি একমনে, না দিলে কখনে
সাধ ধর্ম্ম কিঞ্চিত ॥

(১) অন্যের আশ্রয়।

মন্দ মূঢ় জন, ধর্ম্ম বিসর্জ্জন
করি অর্থ কাম লয়।
সেই অর্থ কামে, হয় পরিণামে
আপন জীবন ক্ষয় ॥
ক্রোধে অভিভূত, হলে জীব যত
বুঝিতে না পারে হিত।
কুশল বচন, করিতে গ্রহণ
নাহি পারে কদাচিত ॥
সংগ্রামবাসনা, বিজয়কল্পনা
ত্যজ বৎস দুর্য্যোধন।
ভীমসেন সম, বল তব হেন
আছে যোদ্ধা কোন্ জন ?
অর্জ্জুনের সনে, দাঁড়াইবে রণে
আছে কোন্ সেনাপতি ?
তাই যুদ্ধে চিত, না করি স্থাপিত,
সন্ধিকর শীঘ্রগতি ॥
সংগ্রামে নিশ্চয়, কুরুকুল ক্ষয়,
হইবে জানিও মনে।
কুলনাশা ব'লে তোমারে সকলে,
যেন না ঘোষে ভুবনে ॥
তাই সন্ধি কর, মম বাক্য ধর,
সুখে থাক চিরদিন।
সম্পদ কল্যাণ, শান্তি সুমহান্,
লভ সদা সমিচীন ॥
শুনি দুর্য্যোধন, বলিলা বচন,
বুঝিবারে নাহি পারি।
আমি কি অন্যায়, করি মহাশয়,
বল ওহে চক্রধারী (১) ?
ভয়েতে কখন, কিছু রাজ্যধন,
নাহি দিব পাণ্ডবে।

(১) সুদর্শনচক্র নামে শ্রীকৃষ্ণের একটি অস্ত্র ছিল সেই জন্য তাঁহাকে চক্রধারী বলিত।

সূচাগ্র সমান, বিন্দু ভূমিদান,
না দিব কহি তোমারে ॥
শুনি পুনরায়, কৃষ্ণ মহাশয়,
ধর্ম্মযুক্ত বাক্যে তারে।
বলিলা বচন, তবু দুর্য্যোধন,
নাহি বুঝে কোন প্রকারে ॥
হিংসা মোহে যার, হৃদয় আঁধার,
সুহৃদের হিতবাণী।
বুঝিতে কি পারে, সে জন সংসারে,
না বুঝে নিজ হানি ॥
কৃষ্ণের বচন, শুনি দুর্য্যোধন,
সম্মত নাহিক হ'ল।
দেখি ভীষ্ম তারে, বিবিধ প্রকারে,
নানারূপ বুঝাইল ॥
সকলি নিষ্ফল, হইল কেবল,
দেখি বলে মহাজন (১)।
কুলের কারণে, কুলাঙ্গার জনে,
ত্যজিবেক অনুক্ষণ ॥
গ্রামহিত তরে, কুলত্যাগ করে,
জনপদ তরে গ্রাম।
ত্যজে সাধুজন, আপন কারণ,
ত্যজে ধরা মতিমান্ ॥
দুর্য্যোধন অতি, কুলঘ্ন দুর্ম্মতি,
তারে ত্যজি পাণ্ডবেরে।
অন্ধক রাজন, দাও রাজ্যধন,
হৌক শান্তি এসংসারে ॥
শুনিয়া রাজন, গান্ধারী কারণ,
বিদুরে প্রেরণ করে।
রাজপত্নী এসে, পুত্রে মিষ্টভাষে,
বুঝাইলা প্রেমভরে ॥

কিন্তু দুর্য্যোধন, সে কথা শ্রবন,
না করিয়া তত ক্ষণ।
কৃষ্ণে অবরোধ, করিতে অবোধ,
করয়ে সদা যতন ॥
শুনিয়া তনয়ে, ক্রোধান্বিত হয়ে,
ভৎর্সিলেন কুরুপতি।
শান্তিতে নিরাশ, হয়ে ব্রহ্মদাস (১),
ফিরে আসে শীঘ্রগতি ॥
কৌরব পাণ্ডব, করিতে আহব,
হইল প্রস্তুত সবে।
কুরুক্ষেত্র মাঝে, সৈন্যগণ সাজে,
যেন কাল নাচে ভবে ॥
ভারত রাজন্য, এক কিংবা অন্য,
পক্ষের আশ্রয় করে।
লক্ষ লক্ষ সেনা, হয় গজ নানা,
নিযুক্ত হল সমরে ॥
ভৈরব সমরে, অস্ত্র নিজ করে,
ধরিবে না কৃষ্ণ আর।
এই দৃঢ়পণ, ছিল অনুক্ষণ,
সতত হৃদয়ে তাঁর ॥
যুদ্ধে সুনিপুণ, গোপ সেনাগণ,
দিলা কৃষ্ণ দুর্য্যোধনে।
আপনি সখার, (২) সারথ্য স্বীকার,
করিলা সানন্দ মনে ॥
ভীষ্ম কুরুদলে, সেনাপতি হলে,
পাণ্ডবের সেনাপতি।
হলেন অর্জ্জুন, করিবারে রণ,
সকলে ব্যাকুল অতি ॥
হায় দয়াময়, মানবনিচয়,
ভ্রাতৃগণ বধ তরে।

(১) মহাজন শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে বলা হইয়াছে।

(১) শ্রীকৃষ্ণ।
(২) কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন।

কি পাপ উৎসাহ, করে অহরহ,
সদা ক্রোধ-লোভভরে ॥
কত নরকুল, হইল নির্ম্মূল,
রণভূমে অবিরত।
দেশ ছারখার, হইল অপার,
বহিল শোণিত স্রোত ॥
ওহে জগদীশ, করহ আশীষ,
ভ্রাতৃবধে জনগণ।
প্রবৃত্ত না হয়, যেন দয়াময়,
কর ধরা তপোবন ॥
হিংসা অভিমান, ক্রোধভ্রান্তি জ্ঞান,
অবিশ্বাস অন্ধকার।
দূর কর হরি, যেন যুদ্ধ অরি,
না রহে জগতে আর ॥
তব পদে নাথ, করি প্রণিপাত,
তব ইচ্ছা হৌক পূর্ণ।
মানব হৃদয়ে, অবতীর্ণ হয়ে,
পাপ তাপ কর চূর্ণ ॥

—+—

গীতা।

অর্থাৎ যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে সকল মহামূল্য উপদেশ দেন তাহা।

সাংখ্যযোগ।

জীবাত্মার অমরত্ব।

মানবের আত্মা, পার্থ! চিন্ময় অক্ষয়।
অবিনাশি শুদ্ধ সত্য সুন্দর অব্যয় ॥
শরীরে শরীরে বাস করে অনুক্ষণ।
কিন্তু দেহ নহে দেহী শুনদিয়া মন ॥
কুমার যৌবন জরা দেহের বিকার।
দেহীতে এ সব কভু সম্ভবে কি আর ॥
জীর্ণবস্ত্র ত্যজি যথা নবীন বসন।
পরিয়া সুন্দর সাজে, সাজে নরগণ ॥
তেমতি ভৌতিক দেহ করি পরিহার।
ভাগবতী তনু জীব লভে অনিবার ॥ (১)
অস্ত্রে ছিন্ন হয় দেহ অগ্নিদগ্ধ হয়।
জলে আর্দ্র হয় উহা বায়ুতে শুকয় ॥ (২)
কিন্তু শস্ত্র নাহি পারে দেহীরে ছেদিতে।
অনলের সাধ্য নাই দগধ করিতে ॥
জলে আর্দ্র নাহি হয়, বায়ুতে শোষণ।
অচ্ছেদ্য অদাহ্য সদা তব আত্মধন ॥
দেহতরে শোক তুমি করো না কখন ॥
দেহীতে নিবদ্ধ রাখ, তব প্রাণ মন।
দেহতরে শোক নাহি করে জ্ঞানিগণ।
নিশ্চয় দেহের নাশ হইবে যখন ॥
শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ দেহের ধরম।
তাই সমভাবে উহা করিবে বহন ॥
সত্যের বিনাশ কভু না হয় সংসারে।
অসত্যের সত্বা বল হইতে কি পারে?
সুমধুর আত্মতত্ত্ব করিলে শ্রবণ।
কর্ত্তব্য পালনে এবে ঢালি দেহ মন ॥

———

বুদ্ধিযোগ।

বুদ্ধি সুবিমল, মুকতির পথ
জানিবে নিশ্চয় তুমি।
লভিলে এ বুদ্ধি, মানব সকল
হয় নিত্য স্বর্গগামী ॥

---

(১) দেহ মুক্তে জীব চিন্ময় দেহ ধারণ পূর্ব্বক পাপ পুণ্যের ফলাফল ভোগ করিতে করিতে অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়।

(২) শুকয়—শুষ্ক হয়।

শুদ্ধ বুদ্ধিযোগে, কর্ম্মবন্ধ সব
অনায়াসে যায় দূরে।
মহাভয় হতে, ত্রাণ পায় জীব
লভে শান্তি ভবপুরে॥
ঐশ্বর্য্য ভোগেতে, হৃদয় যাহার
অনুরক্ত অনুক্ষণ।
ব্রহ্ম সমাধিতে, কখন সে নর
হইতে নারে মগন॥
সত্ব রজ তম, তিন গুণাত্মক
কর্ম্ম সব বেদমতে।
তুমি গুণাতীত, হইয়া অর্জ্জুন
কর্ত্তব্য সাধ নিয়ত॥
বুদ্ধিযুক্ত হয়ে, ব্রহ্মনিষ্ঠ হলে
বেদে কি বা প্রয়োজন?
মহাহ্রদ পেলে, কূপের সলিলে
কভু কি ধায় হে মন?
সমুদ্রে যেমন, নদ নদীগণ
ঢালে জল অনুক্ষণ।
কিন্তু জলনিধি, তীর অতিক্রম
নাহি করে কদাচন॥
তেমতি যোগীতে, বিষয়নিচয়।
সতত প্রবেশ করে।
কিন্তু শান্তি তাঁর, রহে অনিবার,
বিষয় না শান্তি হরে॥
এইরূপে যেই, ব্রহ্মে স্থিতি করে
মোহে নাহি মগ্ন হয়।
ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ, লভি যোগী সেই
আনন্দে মগন রয়॥

—+—

কর্ম্মযোগ।

জ্ঞানযোগে সাংখ্যগণ, কর্ম্মযোগে যোগিজন,
দুইরূপ নিষ্ঠালাভ করেন সংসারে।
কিন্তু কর্ম্ম বিনা কেহ ধরিতে না পারে দেহ,
প্রকৃতির বশে জীব সদা কর্ম্ম করে॥
ক্ষণমাত্র কর্ম্ম বিনে, কেহ না রহে ভুবনে,
কর্ম্ম বিনা নিষ্কর্ম্মত্ব (১) সম্ভব না হয়।
কর্ম্মশূন্য হতে কর্ম্ম, হয় শ্রেষ্ঠ তব ধর্ম্ম,
তাই পার্থ কর কর্ম্ম হবে পাপ ক্ষয়॥
মন দ্বারা বৃত্তিগণ, করিয়া যে বা শাসন,
কামের কামনা সদা করি পরিহার।
করে কর্ম্ম অনুষ্ঠান, সেই জনে মতিমান্
বলিয়া বাখানে সবে প্রেমে অনিবার॥
ব্রহ্মপ্রীতি তরে যে বা, করে করমের সেবা,
কর্ম্মপাশে চিত্ত তার বদ্ধ নাহি হয়।
তাই ব্রহ্মপ্রীতি তরে, কর কর্ম্ম অকাতরে,
অথচ নিষ্কাম যেন তব হৃদি রয়॥
ইন্দ্রিয় সংযম করি, সব কর্ম্ম পরিহরি,
হৃদয়ে বিষয় ধ্যান করে যেই জন।
বিমল পরমা গতি, না পায় সে মূঢ়মতি,
ঘৃণিত কপটাচারী সেই অভাজন॥
পুণ্যের পরমাকর, কর্ম্মচক্র মনোহর,
যজ্ঞময় ব্রহ্মপ্রিয় মুকতির দ্বার।
এই চক্র যেই জন, না করে অনুসরন,
বৃথা বহে সেইজন জীবনের ভার॥
কর্ম্ম দ্বারা জনকাদি, ঋষিগণ নিরবধি,
লভেছেন জ্ঞাননিধি, সতত জীবনে।
তুমিও তাঁদের মত নিষ্কাম হয়ে সতত,
কর্ত্তব্য করম কর পাবে মোক্ষ ধনে॥
জ্ঞানিগণ যাহা করে, অন্যে তাহা অনুসরে,
তাই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে সতত।

---

(১) যে অবস্থায় কর্ম্মফলে ও কর্ম্মজনিত পাপে চিত্ত আবদ্ধ হয় না, তাহাকে নিষ্কর্ম্মত্ব বলে।

কর্ম্মাসক্ত জীবচয়, করে কর্ম্ম সমুদয়,
জ্ঞানী করে সেই কর্ম্ম জ্ঞানে অবিরত ॥
অজ্ঞানীর বুদ্ধিভেদ, তাহাদের মনে খেদ,
ওহে পার্থ উৎপাদন করো না কখন।
কর্ম্মকর্ত্তা তুমি নহ, এই জ্ঞান অহরহ,
সযতনে প্রাণপণে করিবে সাধন ॥
তোমার প্রকৃতিগত, যে ধর্ম্ম আছে নিয়ত,
ব্রহ্মপ্রেরণায় তাহা প্রতিভাত হয়।
ইহাই স্বধর্ম্ম তব, অপর জন স্বভাব, (১)
পর ধর্ম্ম বলি তুমি জানিবে নিশ্চয় ॥
নিজ ধর্ম্মে স্থিরতর, থাক তুমি নিরন্তর,
পরধর্ম্ম যদি হয় পরম সুন্দর।
স্বধর্ম্মে নিধন ভাল, অপর ধর্ম্ম ভয়াল,
এই জ্ঞান অনুক্ষণ জেন তুমি সার ॥
ব্রহ্মে কর্ম্ম সমর্পণ, কর তুমি অনুক্ষণ,
আত্মাতে হৃদয় মন রাখ তুমি অনিবার।
নিষ্কাম মমতা হীন, হয়ে তুমি অনুদিন,
কর্ম্ম কর শোক তুমি করোনাকো আর ॥
এ জগতে কাম হেন, শত্রু নাই আর কোন,
দুর্নিবার কামানলে দগ্ধ নরগণ।
এই কামে জয় করি, মম উপদেশ স্মরি,
অনুক্ষণ কর্ম্মযোগ করহ সাধন ॥

—+—

জ্ঞানযোগ।

ব্রহ্ম অবিনাশী জন্ম জরাহীন।
জগত ঈশ্বর স্বতন্ত্র স্বাধীন ॥
অব্যক্ত ঈশ্বর ব্যক্ত হন যবে।
জন্ম হল তাঁর বলে ভবে সবে ॥
ধরমের গ্লানি অধর্ম্মের জয়।
এই বিশ্ব মাঝে যে সময়ে হয় ॥
সাধুগণে ত্রাণ দুষ্কৃতি বিনাশ।
করিবারে হয় ব্রহ্মের প্রকাশ ॥
এ হেন বিধানে বিশ্বাসী যে জন।
অনায়াসে পায় শ্রীহরি চরণ ॥
অনুরাগ-ভয়-ক্রোধ-শূন্য হয়ে।
একমাত্র ব্রহ্মে হৃদয় সঁপিয়ে ॥
তপস্যা জ্ঞানেতে হয়ে পুণ্যকাম।
লভে কত জন ব্রহ্মে অবিরাম ॥
যে ভাবে যে জন ডাকয়ে তাঁহারে।
সেই ভাবে তাঁর কৃপা লাভ করে ॥
সকলের কর্ত্তা ব্রহ্ম গুণময়।
কর্ম্মপাশ তাঁহে করে না আশ্রয় ॥
জ্ঞান সম কিছু নাই এ ভুবনে।
(১) কর্ম্মসিদ্ধ যিনি, জ্ঞান তাঁর মনে ॥
যথাকালে স্বতঃ প্রকাশিত হয়।
কর্ম্ম ছাড়া তাহা হইবার নয় ॥
জিতেন্দ্রিয় ভক্ত শ্রদ্ধাবান্ জন।
লাভ করে ভবে শুদ্ধ জ্ঞানধন ॥
জ্ঞানপোতে চড়ি মহাপাপী জন।
পাপের সাগর হয় উত্তরণ ॥
কাষ্ঠ দাহ করে অনল যেমন।
জ্ঞানে দগ্ধ হয় পাতক তেমন ॥
জ্ঞানে মোক্ষ পদ লাভ করে নর।
কিন্তু শ্রদ্ধাহীন সংশয়িনিকর ॥
ইহ পরলোকে প্রীতি নাহি পায়।
শান্তি সুখ যত সকলি হারায় ॥

(১) প্রত্যেক মনুষ্যের প্রকৃতিনীহিত যে বিশ্বাস তাহাই তার স্বধর্ম্ম। ভারতীয় আর্য্য-জাতির মধ্যে যে বর্ণ বিভেদ ছিল তাহাও গুণ এবং কর্ম্ম অনুসারে নিবদ্ধ হইয়া ছিল।

(১) কর্ম্মসিদ্ধ—কর্ম্মযোগ সিদ্ধ।

সংশয়াত্মা নষ্ট হয় এ সংসারে।
অবিশ্বাসী বল তরিতে কি পারে?
প্রণাম জিজ্ঞাসা গুরুসেবা যোগে। (১)
জ্ঞান লাভ কর পার্থ অনুরাগে॥
তত্ত্বজ্ঞানিগণ জ্ঞান উপদেশ।
দিবেন তোমাকে করিয়া বিশেষ॥
যোগে করি কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ।
আত্মজ্ঞানে করি সংশয় ছেদন॥
কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে যেই জন।
কর্ম্মে বদ্ধ সেই হয় না কখন॥
করি জ্ঞান খড়্গে সংশয় ছেদন।
উঠ পার্থ কর করম সাধন॥

কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ।

কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মযোগ দুই মোক্ষকর।
তার মাঝে কর্ম্ম যোগ হয় শ্রেষ্ঠতর॥
আকাঙ্ক্ষা-বিদ্বেষ হীন যেই জন হয়।
প্রকৃত সন্ন্যাসী তারে জানিবে নিশ্চয়॥
রাগ-দ্বেষ-দ্বন্দ্বহীন (২) মানব সকল।
আসক্তি যতনে সদা ত্যজে কুতূহল॥
জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ ভিন্ন ভিন্ন হয়।
এইরূপ অজ্ঞানীরা সতত ভাবয়॥
কিন্তু ইহা নহে দুই একের সাধনে।
উভয়ের ফললাভ করে নরগণে॥
জ্ঞানযোগী কর্ম্মযোগী উভয়ে সমান।
মোক্ষপদ লাভকরে শুন মতিমান্॥

সাংখ্য আর যোগ যেই এক বলি মানে।
সম্যক্‌দর্শন তারে ঘোষে এ ভুবনে॥
কর্ম্মযোগ বিনা কেহ না লভে সংন্যাস।
প্রত্যক্ষ করেন যোগী ব্রহ্মে বারমাস॥ (১)
সর্ব্বভূতে আত্মবৎ যে করে দর্শন।
কভু তার নাহি হয় কর্ম্মের বন্ধন॥
কর্ম্ম করি অভিমান হয়না তাহার।
"আমি কর্ত্তা নহি" জ্ঞান তার অনিবার॥
পদ্মপত্রে জল যথা না লাগে কখন।
সেইরূপ ব্রহ্মে কর্ম্ম যে করে অর্পণ॥
ফলাসক্তি হীন সেই মহাযোগী জন।
কর্ম্মপাশে বদ্ধ ভবে হয় না কখন॥
দেহ মন বুদ্ধি যোগে জ্ঞানী যোগিগণ।
আত্মশুদ্ধি তরে কর্ম্ম করেন সাধন॥
কর্ম্মফলে অনাসক্ত কর্ম্ম যোগীগণ।
ব্রহ্মানন্দ শান্তিলাভ করে অনুক্ষণ॥
কিন্তু কর্ম্মফলে চিত্ত আসক্ত যাহার।
প্রবৃত্তি বিকারে শান্তি নাহি হয় তার॥
পরম আত্মায় যার সুনিশ্চয় জ্ঞান।
তাঁতে স্থিতি করে সদা যাহাদের প্রাণ॥
তিনিই পরমাগতি যাহাদের হয়।
জ্ঞান যোগে হয় যাঁর পাপ তাপ ক্ষয়॥
তিনিই মুকুতি লাভ করেন সংসারে।
আর কেবা মুক্তিলাভ করিবারে পারে?
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে গাভী বারণে কুকুরে।
জ্ঞানীগণ সমভাবে সন্দর্শন করে॥
সমভাবাপন্ন হয় যাঁদের হৃদয়।
সংসারে তাহারা করে সংসারের জয়॥
ব্রহ্মের মতন তাঁরা দোষহীন হন।
সুখে দুঃখে অনুক্ষণ স্থিরচিত্ত রন॥

---

(১) তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি, তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলে ও সেবা দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলে তাঁহারা উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। প্রাচীনকালে ভারতে এই রীতি ছিল।

(২) দ্বন্দ্ব—সুখ দুঃখাদি।

(১) বার মাস—সর্ব্বদা।

বিষয়জনিত সুখ অনিত্য অসার।
বিবেকীর চিত্ত তাহে নহে মত্ত আর॥
যত দিন দেহে প্রাণ রহে বিদ্যমান।
তত দিন কামক্রোধে দমি (১) মতিমান্॥
ব্রহ্মে অবস্থিতি করে যেই যোগিজন।
সেই সুখী ভবে তার সার্থক জীবন॥
আত্মদৃষ্টি আত্মানন্দ লভে যেই নর।
ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ তার হয় নিরন্তর॥
সংশয় পাতকহীন সুসংযত চিত।
পূর্ণদর্শী সর্ব্বপ্রাণিহিতেতে ব্যাপৃত॥
এহেন পবিত্র চেতা ঋষি মুনিগণ।
ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ লাভ করে অনুক্ষণ॥
তপস্যা যজ্ঞের ভোক্তা ব্রহ্মসনাতন।
সবার ঈশ্বর তিনি বন্ধু প্রাণধন॥
এইবলি জানে তাঁরে যে জন নিয়ত।
সেইজন পায় ভবে শান্তি মোক্ষপদ॥

অভ্যাস যোগ।

কর্ম্মফলে অনাসক্ত হইয়া যে জন।
কর্ত্তব্য করম করে সতত সাধন॥
সেইত সংন্যাসী যোগী নহেন নিষ্ক্রিয়। (২)
যে জন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সেই ব্রহ্মপ্রিয়॥
সংন্যাসের যোগ বলি সাধুগণ কয়।
না হলে সংকল্প হীন যোগ নাহি হয়॥
নিজে নিজ মিত্র নিজে শত্রু আপনার।
এই মহাতত্ত্ব তুমি জানিবেক সার॥

আপনারে সমুদ্ধার করহ আপনি।
আপনারে অবসন্ন করো না কখনি॥
আপনারে জয় যেই করেছে সংসারে।
আপন সুহৃদ আমি বলিব তাহারে॥
কিন্তু যেবা আত্মজয় করিতে না পারে।
আপনার শত্রু হয়ে বধে আপনারে॥
জ্ঞানেতে বিজ্ঞানে যেই পরিতৃপ্ত হন।
তাঁর কাছে সমতুল্য প্রস্তর কাঞ্চন॥
নির্ব্বিকার জিতেন্দ্রিয় সেই মহাজনে।
যোগারূঢ় বলি সবে বাখানে ভুবনে॥
শত্রু মিত্র উদাসীন সাধু পাপিজন।
সমভাবে দেখে যেই সেই শ্রেষ্ঠ হন॥
নির্জ্জনে একাকী যোগী করি অবস্থান।
করিবেন স্থির চিত্তে আত্মসমাধান॥
শুচিদেশে শুদ্ধাসন করিয়া স্থাপন।
ইন্দ্রিয় হৃদয় ক্রিয়া করিয়া সংযম॥
স্থিরচিত্তে আত্মশুদ্ধি লাভের কারণ।
করিবেক যোগাভ্যাস যতনে সাধন॥
প্রশান্ত নির্ভয় চিত্ত-ব্রহ্ম পরায়ণ।
হইয়া যোগের ধর্ম্ম করিবে সাধন॥
মিতাহারী-মিতাচারী মিত নিদ্রাশীল।
যেই হয় সেই লভে যোগ অনাবিল॥
অধিক আহার করে অধিক ঘুমায়।
কিংবা অনাহারে যেবা জীবন কাটায়॥
যোগে অধিকারী নহে সেই নরগণ।
মিতাচার মনোহর যোগের লক্ষণ॥
বায়ুহীন স্থানে দীপ থাকিলে যেমন।
স্থির অচঞ্চল ভাবে রহে অনুক্ষণ॥
আত্মসমাধান যোগ করে যেই জন।
সেইরূপ স্থির হয় তার প্রাণমন॥
যোগাভ্যাসে চিত্তবৃত্তি হয় নিরোধিত।
আত্মারে দেখিয়া নিজে হয় হৃষ্টচিত॥

---

(১) দমি—দমন করিয়া।

(২) তিনি কখন ধর্ম্মহীন ক্রিয়াহীন নাহেন।

ভূমানন্দে প্রাণ তাঁর হয় নিমগন।
গুরুতর দুঃখে তিনি বিচলিত নন॥
সংকল্প হইতে যত কামনানিচয়।
মানবহৃদয়ে সদা উপনীত হয়॥
কামনা সকল যত্নে কর পরিহার।
সংযত করহ যত ইন্দ্রিয় বিকার॥
ধারণার যোগে বুদ্ধি করি বশীভূত।
আত্মাতে স্থাপহ মন ধীরে অবিরত॥
যে বিষয়ে মন তব হয় প্রধাবিত।
তাহা হতে ফিরাইয়া আনহ নিয়ত॥
অভ্যাস বৈরাগ্য যোগে মন অনিবার।
বশীভূত করিবেক এই জেন সার॥
যোগাভ্যাসে যাঁর চিত্ত হয় সমাহিত।
সমদৃষ্টি হয় যার সর্ব্বত্র নিয়ত॥
আত্মারে সে সর্ব্বভূতে সকল আত্মাতে (১)
দেখিয়া মুকতি লাভ করে এ জগতে॥
সর্ব্বত্র ব্রহ্মেরে দেখে ব্রহ্মে সর্ব্বভূত।
যে দেখে সে পায় ব্রহ্মদর্শন অদ্ভুত॥
ব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ করিয়া যে জন।
শ্রদ্ধাবান্ হয়ে তাঁরে করয়ে ভজন॥
মম মতে সেইজন যোগীশ্রেষ্ঠ হয়।
ইথে না করিবে তুমি কদাচ সংশয়॥

— :: —

বিজ্ঞান যোগ।

মানবের মাঝে, অতি অল্প লোক
সিদ্ধতরে যত্ন করে।
তাহাদের মাঝে, অত্যল্প মানব
তত্ত্বতঃ জানে ঈশ্বরে॥
ভূমি অগ্নি জল, ব্যোম বায়ু মন
বুদ্ধি আর অহঙ্কার।
এ সকল দেখ, প্রকৃতি ব্রহ্মের
ইহা ছাড়া এক আর॥
জীবের প্রকৃতি' আছয়ে ব্রহ্মের
এ দুই স্বভাব যোগে।
উৎপত্তি প্রলয়, করে অনুক্ষণ
ব্রহ্মপ্রেম অনুরাগে॥
সূত্রে বদ্ধমণি, থাকয়ে যেমন
তেমনি প্রকৃতিদ্বয়।
ব্রহ্মেতে গ্রথিত, রহে অনুদিন
ব্রহ্মে সঞ্জীবিত রয়॥
চন্দ্র সূর্য্যরূপ, ব্যোমবহ্নি স্থল
পৃথিবী মানব বেদ।
সবাকার প্রাণ, ব্রহ্মই কেবল
ইথে না করিবে ভেদ॥
সত্ত্ব রজ তম, তিন গুণে ব্রহ্ম
জগতে সৃজন করে।
কিন্তু গুণাতীত, অনন্ত অব্যয়
পূজ তাঁরে প্রেমভরে॥
মূঢ়জন তাঁরে, করে না আশ্রয়
আসুরিক ভাবে থাকে।
দুঃখার্ত্ত জিজ্ঞাসু, অর্থপ্রার্থী জ্ঞানী
ভজন করয়ে তাঁকে॥
ভক্তিমান্ জ্ঞানী, সবার প্রধান
ব্রহ্মপ্রিয় অতিশয়।
জ্ঞানীর সমান, কভু ত্রিভুবনে
কেহ তো নাহিক হয়॥
অজ্ঞান মানব, শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে
দেবতা অর্চ্চনা করে।
ভক্তি অনুরূপ, ফল তারা লভে
কিন্তু যে যা ভক্তিভরে॥
পরম ব্রহ্মেরে, করয়ে পূজন
সেই ব্রহ্মধনে পায়।

(১) এস্থলে আত্মা শব্দে পরমাত্মাকে বুঝায়।

যিনি ত্রিকালজ্ঞ, অব্যক্ত মহান্
জনম রহিত হায় ॥
এক মনে যেবা, ব্রহ্মাশ্রয় করে
ব্রহ্মতত্ত্ব আত্মজ্ঞান।
কর্ম্ম অনুষ্ঠান জানে সে সকল
লভে সেই পরিত্রাণ ॥

আধ্যাত্ম যোগ।

অন্তিম সময়ে, ব্রহ্মের স্মরণে
যার দেহ অন্ত হয়।
ব্রহ্মসহ তার, হয় সম্মিলন
ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় ॥
মরণ সময়, যে ভাব জীবের
মনে হয় সমাগত।
দেহত্যাগ হলে, সে ভাবের বশ
রহে জীব অবিরত ॥
তাই তুমি সদা, ব্রহ্মের স্মরণ
করি নিজ বুদ্ধি মন।
ব্রহ্মে সমর্পণ, করিয়া উদ্যমে
কর্ম্ম কর প্রাণপনে ॥
অভ্যাস যাঁহার, চিত্ত সমাহিত
হইয়াছে এ সংসারে।
সেই ভাগ্যবান্, পরম পুরুষে,
প্রাপ্ত হয় চিদাধারে ॥
সবার নিয়ন্তা, পুরাণ সর্ব্বজ্ঞ
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর।
অচিন্ত্য স্বরূপ, নিয়ন্তা বিধাতা
ব্রহ্ম শুদ্ধ তমহর ॥
প্রয়াণ সময়, ভক্তিযুক্ত মনে
যে জন তাঁহারে ভাবে।
পরম পুরুষে, সেই ভাগ্যবান্
অনায়াসে প্রাণে পাবে ॥
হরি লীলা স্মরি, ওঁকার উচ্চারি
যোগে যেই ত্যজে দেহ।
পরম উত্তম, গতি মনোরম
লভে সেই অহরহ ॥
অক্ষয় ঈশ্বর, তিনি শ্রেষ্ঠপতি
তিনিই পরম ধাম।
তাঁহারে লভিলে, জীব সমুদয়
হয় পূর্ণ মনস্কাম ॥

—+—

রাজ যোগ।

অতি গুহ্যজ্ঞান তত্ত্ব। করহ শ্রবণ।
যার গুণে মুক্তি লাভ করে নরগণ ॥
অব্যক্ত রূপেতে ব্রহ্ম ব্যাপ্ত চরাচর।
সমুদয় ভূত তাঁহে স্থিত নিরন্তর ॥
সমুদয় ভূতগণে ধারণ পালন।
করিছেন শক্তি যোগে ব্রহ্মসনাতন ॥
কিন্তু ভূতে লিপ্ত তিনি নন কদাচন।
সর্ব্বব্যাপী ভূতাতীত ব্রহ্ম নিরঞ্জন ॥
ভূতেশ্বর ভগবান সবার আশ্রয়।
ক্রিয়াশীল কিন্তু কার্য্যে লিপ্ত তিনি নয় ॥
দেবভাবাপন্ন জীব, ব্রহ্মসনাতনে।
নিত্যভূত আদি (১) বলি পূজে কায়মনে ॥
দৃঢ় নিষ্ঠ হয়ে তারা পূজা নমস্কার।
যাজন কীর্ত্তন তাঁর করে অনিবার ॥
অনন্ত ব্রহ্মের মুখ তিনি নানা ভাবে।
করেন গ্রহণ সদা পূজা এই ভাবে ॥

---

(১) ভূত আদি—ভূত সমুদয়ের আদি।

ব্রহ্ম ক্রতু ব্রহ্ম যজ্ঞ ব্রহ্ম অগ্নি ঘৃত।
ব্রহ্ম মোহ ব্রহ্ম স্বধা ব্রহ্মই অমৃত ॥
ব্রহ্ম মন্ত্র ব্রহ্মৌষধ ব্রহ্ম পিতা মাতা।
তিনি বেদ তিনি বেদ্য ওঁকার বিধাতা ॥ (১)
ব্রহ্ম পিতামহ স্বামী প্রভু সাক্ষী গতি।
নিবাস শরণ বন্ধু স্রষ্টা লয় স্থিতি ॥
অনাদি কারণ তিনি প্রলয়ান্ত কারী।
জীবের সর্ব্বস্বধন ভকত বিহারী ॥
বেদমতে কার্য্য কর্ম্ম করে যেই জন।
অক্ষয় অনন্ত স্বর্গ পায়না কখন ॥
কিন্তু ব্রহ্মে যেই পূজে অনন্য হৃদয়ে।
তাঁর চিন্তা উপাসনা করে প্রাণদিয়ে ॥
হরি ভিন্ন আর কিছু চায় না যে জন।
তাঁর সব ভার হরি করেন বহন ॥
ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেবে পূজে যেইজন।
অবিধিতে তাঁহারেই করয়ে ভজন ॥
যাহারে পূজয়ে যেই তাহার প্রকৃতি।
লাভকরে উপাসক, শুন মহামতি ॥
দেবতা উদ্দেশ্যে ব্রত করে যেই জন।
দেবতারে প্রাপ্ত হয় সেই অনুক্ষণ ॥
পিতার পূজায় পিতৃগণে করে লাভ।
ভূতের পূজায় হয় ভূতের স্বভাব ॥
কিন্তু যেই ব্রহ্মপূজা করে প্রাণপণে।
অনায়াসে লাভ করে, সেই ব্রহ্মধনে ॥
যে কার্য্য করহ পার্থ যাকর আহার।
যজ্ঞদান তপস্যাদি যা হয় তোমার ॥
সকলি ব্রহ্মেতে তুমি কর সমর্পণ।
তাহা হলে পাবে তুমি সেই ব্রহ্মধন।
ভক্তি সহ ব্রহ্মে যেবা করয়ে পূজন।
সেই ব্রহ্মে ব্রহ্ম তাঁতে জানিও অর্জ্জুন ॥

(১) "নাথ তুমি সর্ব্বস্ব আমার" এই ব্রহ্মসঙ্গীতের ভাব স্মরণ করুন।

ব্রহ্ম উপাসনা যদি করে দুরাচার।
অনায়াসে পাবে সেই সংসারে নিস্তার ॥
ব্রহ্মের ভকত কভু বিনাশ না হয়।
লভে সেই ধর্ম্ম শান্তি পরম আশ্রয় ॥
ভকত ব্রাহ্মণ আর দেবর্ষি সকল।
তাহাদের কথা আর কি বলিব বল ?
শূদ্র বৈশ্য নারী আর নিম্নজাতি যত।
ব্রহ্মের শরণে মুক্তি লভে অবিরত ॥
অনিত্য সংসারে থাকি নিত্য ব্রহ্মধনে।
ভজন প্রণাম তুমি কর কায়মনে ॥
ব্রহ্ম পরায়ণ হয়ে আত্ম সমাধানে।
লভিবে পরম ব্রহ্মে তাঁর কৃপাগুণে ॥

বিভূতি যোগ ও বিশ্বরূপ।

দেবতা মহর্ষিগণ, ব্রহ্মের প্রভাব ধন,
বুঝিবারে পারে না কখন।
ব্রহ্ম সবাকার আদি, অক্ষয় অজ অনাদি,
তিনি জগতের প্রাণ ধন ॥
এই ভাবে যে তাঁহারে, জানে পার্থ এসংসারে,
সেই পায় পাপ হতে ত্রাণ।
বুদ্ধিজ্ঞান ক্ষমা সম, সত্যসুখ দুঃখদম,
অহিংসা অভয় তুষ্ট দান ॥
ইত্যাদি যে সব গুণ, দেখিছ ভবে অর্জ্জুন,
সবার উৎপত্তি স্থান হরি।
তাঁহারি প্রভাব হতে, সপ্তর্ষি মনু জগতে,
জনমিলা হইয়া শরীরী ॥
ব্রহ্মের মহা বিভূতি, শুদ্ধ মনোহর অতি,
খাটি ভাবে জানে যেই জন।
সংসার রহিত হয়ে, তাঁরে তদ্‌গত হৃদয়ে,
অনুক্ষণ করয়ে ভজন ॥
অনন্ত বিস্তৃত তিনি. সর্ব্বভূত অন্তর্য্যামী,
সকলের মধ্যে আদি অন্ত ॥

যেখানে শ্রেষ্ঠত্ব যত, আছে ভবে অবিরত,
সব ব্রহ্মশকতি প্রশান্ত ॥
এই বিশ্ব চরাচরে, যা কিছু বিরাজ করে,
জল স্থল অনল অনিল।
হায় সবাকার প্রাণ, বিশ্বে ব্রহ্ম বিদ্যমান,
ব্রহ্মে বিশ্ব ভাসে অবিরল ॥
অনন্ত ব্রহ্ম সাগরে, বিশ্বচয় ক্রীড়া করে,
দেশ কাল সব পূর্ণ করি।
সব বিশ্ব ক্রোড়ে লয়ে, বিশ্বেশ সব সময়ে
বিদ্যমান দিগন্ত প্রসারি ॥
বিশ্বব্যাপী মহারূপ, যাহে বিশ্ব অপরূপ,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা সহ।
অনন্ত দেবতা নর, সুরাসুর কিন্নর,
রহিয়াছে সুখে অহরহ ॥
বিশ্বাস ভক্তি নয়নে, দেখ সেই নিরঞ্জনে,
বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপে তাঁরে।
দেখিরূপ ভক্তিভরে, মোহপাশ ছিন্ন করে,
মুক্তি লভ এ ভব সংসারে ॥
অসামান্য ভক্তিবিনে, এসংসারে কোনজনে,
বিশ্বরূপ দেখিতে না পারে।
সেইরূপ সুমহান, দেখিলে জীবের প্রাণ,
আসে না সংসারে ফিরে ॥

—

ভক্তি যোগ।

নির্গুণের উপাসক, আছেন যত সাধক,
তাঁহারাও ব্রহ্ম লাভ করে।
কিন্তু যোগী শ্রেষ্ঠ তাঁরা লীলাময় রূপে যাঁরা,
পূজে ব্রহ্মে প্রেম ভক্তি ভরে ॥
হয়ে হরি পরায়ণ, করি কর্ম্ম সমর্পণ,
ভক্তি যোগে ধ্যান পূজা করে।
ব্রহ্মগত প্রাণ মন, সেইসব সাধুজন,
মুক্তি লভে সংসার সাগরে ॥

ব্রহ্মেতে স্থাপহ মন, দেহান্তে তুমি অর্জ্জুন,
ব্রহ্মে সদা করিবে বসতি।
যদি ব্রহ্মে সমাধান, নাহি পার মতিমান
অভ্যাসে লভিতে কর মতি ॥
অভ্যাস না পার যদি, কর কর্ম্ম নিরবধি,
ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে অকাতরে।
তাতেও আশক্ত হলে, ব্রহ্ম যোগে কুতূহলে,
কর্ম্মফল ত্যজ ভক্তি ভরে ॥
অভ্যাস হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হতে যোগধ্যান,
ধ্যান হতে কর্ম্মফল, ত্যাগ।
ত্যাগ হতে শান্তি শ্রেয়, এই জানিওহে প্রিয়,
শান্তি তরে করে অনুরাগ ॥
ব্রহ্মের ভক্ত নর, দ্বেষহীন নিরন্তর,
সকলের মিত্র ক্ষমাবান।
সন্তুষ্ট মমতাহীন, দয়াবান অতিদীন,
অহঙ্কার শূন্য মতিমান ॥
সুখে দুঃখে সমভাব, উদার শুদ্ধ স্বভাব,
ব্রহ্মার্পিত মন বুদ্ধি তাঁর।
যোগী সংযত হৃদয়, কর্ত্তব্য দৃঢ় নিশ্চয়,
ব্রহ্ম প্রিয় তিনি অনিবার ॥
উদ্বেগ অমর্ষ ভয়, হর্ষ শোক নাহি হয়,
কা'হতে উদ্বিগ্ন যিনি নন ॥
তাঁ'তে উদ্বিগ্ন কেহ, নাহি হয় অহরহ,
ব্রহ্মপ্রিয় তিনি ভক্তজন ॥
উদাসীন অনপেক্ষ, ব্যথাহীন শুচিদক্ষ,
উদ্যম বিহীন (১) যেবা হয়।
হর্ষ শোক নাহি করে, শুভাশুভ পরিহরে,
সুখে দুঃখে সমভাবে রয় ॥

---

(১) এখানে ব্রহ্মের আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে যে উদ্যম তাহাকে লক্ষ্য করা হয় নাই। নিজ স্বেচ্ছা প্রণোদিত কার্য্যে যে উদ্যম সেই উদ্যম শূন্য হইতে হইবে।

শত্রু মিত্রে সমজ্ঞান, সম মান অপমান,
স্তুতি নিন্দা বর্জ্জিত যে জন।
বাসনা আকাঙ্ক্ষাহীন, স্থিরচিত্ত যোগী দীন,
ব্রহ্মপ্রিয় সেই ভক্ত হন ॥
এই ধর্ম্মে নিরন্তর, অমৃতত্ব লভে নর,
ব্রহ্মপর শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে।
যে ইহা পালন করে, ব্রহ্মপ্রীতি এ সংসারে,
লভে সেই সানন্দ হৃদয়ে ॥

—+—

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ যোগ।

দেহ আর দেহস্থিত জীবাত্মা সকলে।
ক্ষেত্র বলে বুধগণ সদা কুতূহলে ॥
ক্ষেত্রকে জানে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ প্রধান।
সব ক্ষেত্রে ব্রহ্মমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ মহান্ ॥
অনাদি পরম ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত।
নির্গুণ আসক্তি হীন নিত্য ভূতাতীত ॥
গুণজ্ঞ পালক তিনি সবার অন্তরে।
দূরাদূরে সর্ব্ব স্থানে অবস্থিতি করে ॥
জ্যোতির পরম জ্যোতি হৃদয় বিহারী।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা পাপহারী ॥
তিনি জ্ঞান তিনি জ্ঞেয় তিনি জ্ঞানগম্য।
অবিজ্ঞেয় অবিভক্ত অনাদি অগম্য ॥
পরম পুরুষ তিনি ক্ষেত্রে বর্ত্তমান।
সাক্ষী ভর্ত্তা মহেশ্বর তিনি ভগবান ॥
এক ব্রহ্ম ক্ষেত্রী হয়ে সব আত্মা দেহ।
সূর্য্য প্রায় আলোকিত করে অহরহ।
সেই জন দেহ মাঝে দেখে আপনারে।
আর দেখে পরব্রহ্মে বিমল অন্তরে ॥
পরম উত্তমা গতি লভে সেই জন।
দেহ মন প্রাণে করে ব্রহ্ম দরশন ॥

—০—

গুণত্রয় বিভাগ যোগ।

সত্ত্ব রজঃ তম এই তিন গুণ।
দেখ প্রকৃতিতে হে সখে অর্জ্জুন ॥
নির্ব্বিকার দেহি গুণে বদ্ধ হয়।
গুণাতীত হলে মুকতি নিশ্চয় ॥
সুনির্ম্মল সত্ত্ব শুভ্র অনাময়।
জ্ঞান সুখ তাহে সদা লাভ হয় ॥
অনুরাগাত্মক জেন রজ গুণ।
আসক্তি পিপাসা বহে অনুক্ষণ ॥
অজ্ঞান সম্ভূত গুণ তমোময়।
ইহাতে দেহীর ভ্রান্তি উপজয় ॥
প্রমাদ আলস্য নিদ্রা আর মোহ।
তমোগুণে জীব ভুঞ্জে অহরহ ॥
জ্ঞানের প্রকাশে বৃদ্ধি সত্ত্বগুণ।
লোভের প্রকাশে প্রবৃত্তি বিগুণ ॥
নিবৃত্তিতে ঘৃণা কর্ম্মেতে লালসা।
রজোগুণে নরে লভে এই দশা।
ভ্রান্তি মোহ আদি তমের লক্ষণ।
গুণের প্রকৃতি জানিবে অর্জ্জুন ॥
ঊর্দ্ধগতি লভে সত্ত্বগুণে নর।
রজোগুণে মধ্যগতি নিরন্তর ॥
তমোগুণে হীনগতি লাভ হয়।
এই তত্ত্ব তুমি জানিবে নিশ্চয় ॥
ব্যভিচার হীন যেবা ভক্তিযোগে।
পূজা করে ব্রহ্মে প্রেম অনুরাগে।
সেই ব্রহ্মযুক্ত গুণাতীত হয়।
ইথে যেন তব না রহে সংশয় ॥

—০:০—

দেবাসুর সম্পদ্বিভাগ।

এ সংসারে বহু লোক আসুরিক ভাবে।
মত্ত রহে অনুক্ষণ পাপের প্রতাপে ॥

মনে করে এজগত ঈশ্বর বিহীন।
অসত্য ব্যবস্থা শূন্য পাপেতে মলিন॥
কামাশ্রয় করি তারা দম্ভ অভিমানে।
মত্ত হয়ে পাপকার্য্য করে নিশিদিনে॥
আমরণ পাপ চিন্তা করিয়া আশ্রয়।
কাম ভোগে সমাসক্ত রহে দুরাশয়॥
ধন কাম মনোরথ লভিবার তরে।
নিয়ত যতন করে তাহারা সংসারে॥
আমি শক্তিশালী ভোগী সিদ্ধ বলবান।
আমিই কুলীন সুখী কে মম সমান?
যজ্ঞ দান আমোদ করিব চিরদিন।
এই চিন্তা কামনায় সদা হয় ক্ষীণ॥
শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করি দুরজন।
কামাচারে মত্ত সদা থাকে অনুক্ষণ।
অহঙ্কার বলদর্প কাম ক্রোধ বশে।
নিয়ত কাটায় কাল মোহের আবেশে॥
সুখসিদ্ধি শ্রেষ্ঠ গতি কিছু নাহি পায়।
নরকে করয়ে গতি হায় হায় হায়॥
দিব্যভাবাপন্ন লোক নহে ত এমন।
ধর্ম্মার্থে তাঁহারা সদা ধরেন জীবন॥
শুদ্ধ চিত্ত জ্ঞানবান শান্ত তপোরত।
সরল দয়ালু ত্যাগী হিংসাদি রহিত॥
দান যজ্ঞ অধ্যয়ন ধৈর্য্য তেজ ক্ষমা।
তাঁহাদের হৃদয়ে নিত্য শোভে অনুপমা॥

—+—

গুণভেদ শ্রদ্ধাভেদ।

প্রতি মানবের মনে, শ্রদ্ধা আছে সঙ্গোপনে,
জীবগণ হয় শ্রদ্ধাময়।
প্রকৃতির অনুরূপ, শ্রদ্ধা হয় তিন রূপ,
সত্ব রজ তম সমুদয়॥
দম্ভ কাম অহঙ্কারে, আসক্তি আগ্রহ তরে,
শাস্ত্র বিধি করি অতিক্রম।
করিয়া দেহ কর্ষণ, করে তপো আচরণ,
আসুরিক উহা সংশোধন॥
আহার তপস্যা দান, যজ্ঞ আদি অনুষ্ঠান,
সকলই এ তিন প্রকার।
আয়ু সত্ব বল সুখ, আরোগ্য প্রীতিবর্দ্ধক,
স্নিগ্ধ সারস্থায়ী যে আহার॥
তাহাই সাত্বিক জেন, কটু অম্ল বিদাহন,
অতি উষ্ণ দুষ্পাচ্য ভোজন।
যাহে দুঃখ রোগ শোক, ভোগ করে অজ্ঞলোক
রাজসিক জেন অনুক্ষণ॥
শুষ্ক বাসী পচা সরা, উচ্ছিষ্ট অসুখকরা (১)
দুর্গন্ধ মলিন দ্রব্যচয়।
তামসিক জনপ্রিয়, সাত্বিক জন অপ্রিয়,
সেই খাদ্যে তামসিক কয়॥
ফলাকাঙ্ক্ষা পরিহরি, যথাবিধি অনুসরি
কর্ত্তব্য জ্ঞানেতে যেই জন।
করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান, সাত্বিক সে মতিমান,
তার পাপ হয় না কখন॥
দম্ভ অভিমান তরে, ফল কামনায় তরে
রাজসেরা (২) করে যজ্ঞ যত।
বিধিহীন মন্ত্রহীন, দক্ষিণা শ্রদ্ধাবিহীন,
যজ্ঞ করে তামস নিয়ত॥
গুরুদেব.বিপ্রগণ, পণ্ডিত জন পূজন,
ব্রহ্মচর্য্য সরলতা শুচি।
অহিংসাদি সমুদয়, দৈহিক তপস্যা হয়,
যাহে জীব লভে দেহ শুচি॥
সত্য প্রিয়, হিতকারী, বচন উদ্বেগহারী,
ধর্ম্মশাস্ত্র নিত্য অধ্যয়ন।
এই তপ বাক্যময়, জানিবে পার্থ নিশ্চয়,
যাহে পাপ হয় বিমোচন॥

(১) অসুখকরা - যাহাতে অসুখ করে।
(২) রাজসেরা—রাজোগুণাবলম্বী লোকেরা।

ইন্দ্রিয়দমন মৌন, ভাবশুদ্ধি শান্তি সৌম, (৩)
মানস তপস্যা একে কয়।
ফলাকাঙ্ক্ষীহীন হয়ে, একাগ্র শুদ্ধ হৃদয়ে,
করে যেই এই তপত্রয়॥
সাত্বিক বলিয়া তারে, ঘোষে সবে এসংসারে,
কিন্তু যেই দম্ভ সহকারে।
সৎকার সম্মান লোভে, তপ করে এই ভবে
রাজসিক জেন পার্থ তারে॥
অজ্ঞানে বা দুরাশায়, পীড়ন করি আত্মায়,
কিম্বা অন্যে বিনাশের তরে।
তপস্যা করে যে জন, তামস সে আচরণ,
জীব দুঃখ কভু নাহি হরে॥
অনুপকারী মানবে, যে জন কর্ত্তব্য ভেবে,
কাল দেশ পাত্র জ্ঞান করি।
যোগ্য জনে করে দান, সেই পুণ্য অনুষ্ঠান,
সাত্বিক মানব হিতকারী॥
উপকার প্রত্যাশায়, কিম্বা ফলকামনায়,
কষ্ট জ্ঞানে যেই দান হয়।
রাজস বলিয়া তারে, বুধগণ এ সংসারে,
অশ্রেষ্ঠ বলিয়া সদা কয়॥
অনুচিতকালে দেশে, অনুচিত পাত্রে রোষে,
অসম্মান অবজ্ঞা করিয়ে।
যে জন করয়ে দান, তামস ব'লে ধীমান,
জেন তুমি সতত হৃদয়ে॥
অশ্রদ্ধাতে যজ্ঞ দান, তপস্যাদি অনুষ্ঠান,
অসৎ সে জেন স ন্দয়।
ইহ পরকাল তায়, কিছু ফল নাহি হয়,
তাহে পাপ নাহি হয় ক্ষয়॥
ব্রহ্মবাদী ভক্ত জন, ওম্‌কার উচ্চারণ,
করি করে যজ্ঞ ক্রিয়া দান।

(৩) সৌমত্ব—দুঃখে সুখে সর্ব্বাবস্থায় এক বিধ ভাব।

ব্রহ্মের স্মরণে পাপ, দুঃখ শোক মনস্তাপ
দূর হয় শুন পুণ্যবান্॥

উপসংহার।

কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ, সন্ন্যাস উত্তম।
সর্ব্ব কর্ম্ম ফলত্যাগ ত্যাগ অনুপম॥
কেহ বলে কর্ম্ম ভাল কেহ বলে নয়।
কিন্তু মম মতে তুমি জানিবে নিশ্চয়॥
যজ্ঞ দান তপস্যাদি করিবে নিয়ত।
নিত্য কর্ম্মে ত্যাগ নাই শুন ওহে ভ্রাতঃ॥
আসক্তি ও ফলত্যাগ করিয়া যে জন।
কর্ত্তব্য জ্ঞানেতে করে কর্ম্ম প্রবর্ত্তন॥
তাহারি সাত্বিক ত্যাগ জানিবে অর্জ্জুন।
অন্য ত্যাগ ত্যাগ নহে শুন দিয়া মন॥
যাহার সংশয় ছিন্ন হয়েছে সংসারে।
বুদ্ধি স্থির হইয়াছে ব্রহ্মলাভ তরে॥
দুঃখকর কর্ম্মে তার নাহি হয় দ্বেষ।
সুখকর কার্য্যে নাই আসক্তির লেশ॥
জ্ঞান কর্ম্ম কর্ত্তা তিন গুণ অনুসারে।
তিন ভাবে দৃশ্যমান হয় এ সংসারে॥
ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভিতরে যে জন।
অখণ্ড বিকার হীন এক নিরঞ্জন॥
দেখিবারে পায় ভবে সে জনার জ্ঞান।
সাত্বিক বলিয়া ঘোষে যত জ্ঞানবান্॥
সর্ব্বভূতে ভিন্ন ভাব হয় যে জনার।
রাজস তাহার জ্ঞান জানিবেক সার॥
খণ্ডেতে অখণ্ড জ্ঞান করে যেই জন।
পরমাত্মতত্ব যাহে নাহি কদাচন॥
তামস তাহার জ্ঞান শুন মহামতি।
না জানি সে ব্রহ্ম তত্ব দুঃখ পায় অতি॥
রাগ দ্বেষ হীন কর্ম্ম আসক্তি রহিত।
নিয়ম সঙ্গত কার্য্য সাত্বিক বিহিত॥

কাম্যবস্তু লাভ তরে অহঙ্কার ভরে।
যেই কর্ম্ম হয় তাহা রাজস সংসারে॥
মোহবশে যেই কার্য্য হয় অনুষ্ঠিত।
তামস বলিয়া তাহা সংসারে নিন্দিত॥
আমি করি এই জ্ঞান নাহিক যাহার।
সিদ্ধি অসিদ্ধিতে যেই সম নির্ব্বিকার॥
আসক্তি বিহীন ধীর উৎসাহী যে জন।
সুসাত্বিক কর্ত্তা তাঁরে জানিবে অর্জ্জুন॥
কর্ম্মফল অভিলাষী সমাসক্ত চিত।
অশুচি হিংসুক লুব্ধ হর্ষ শোক যুত॥
হেন জনে রাজসিক কর্ত্তা ব'লে জেন।
কিন্তু অবিবেকী শঠ অলস যে জন॥
দীর্ঘসূত্রী বিষাদিত পর অপমানী। (১)
তামসিক কর্ত্তা সেই জানিবে ফাল্গুনী॥ (২)
এইরূপ বুদ্ধি ধৃতি তিন রূপ হয়।
জানিয়া অর্জ্জুন তুমি হও নিঃসংশয়॥
অগ্রে বিষ সম লাগে কিন্তু পরিণামে।
অমৃত সমান বোধ হয় তব প্রাণে॥
আত্ম নির্ম্মলতা হতে দুঃখ সুখ হয়।
সাত্বিক বলিয়া এরে বুধগণ কয়॥
ইন্দ্রিয় বিষয় সুখ প্রথমে অমৃত।
পরিণামে বিষবৎ হয় প্রতিভাত॥
রাজসিক হেন সুখ কর পরিহার।
সাত্বিক সুখেতে চিত্ত রাখ অনিবার॥
প্রমাদ আলস্য নিদ্রা হতে সুখ যেই।
আত্মারে মুগধ করে তামসিক সেই॥
জীবের হৃদয়দেশে পরম ঈশ্বর।
মন্ত্রী হয়ে অবস্থান করে নিরন্তর॥

(১) অপমানী যে ব্যক্তি অন্যের অপমান করে।

(২) ফাল্গুনী—অর্জ্জুনের এক নাম। পার্থও তাঁহার নাম।

প্রাণপণে লও তুমি তাঁহার শরণ।
নিত্য শান্তি সুখ লাভ করিবে অর্জ্জুন॥
ব্রহ্মভক্ত ব্রহ্মচিত্ত হও অনিবার।
তাঁরে ভজ, কর তুমি তাঁরে নমস্কার॥
সব ধর্ম্ম ত্যজি লও ব্রহ্মের শরণ।
মুক্ত করিবেন তোমা ব্রহ্মসনাতন॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যেবা এই তত্ত্ব কথা।
করেন শ্রবণ তার দূর হয় ব্যথা॥
এই সুসংবাদ যেই করে অধ্যয়ন।
সেইজন লাভ করে ব্রহ্মের চরণ।

শ্রীকৃষ্ণে যোগভাব, প্রকৃতি এবং স্বভাব।

যোগযুক্ত হয়ে কৃষ্ণ সুহৃদ অর্জ্জুনে।
সুধাময় গীতাতত্ত্ব বলে হৃষ্ট মনে॥
কেশব রসনা হরি করি ব্যবহার।
নিজ মুখে নিজতত্ত্ব করিলা প্রচার॥
গীতার মধুর কথা শুনিয়া অর্জ্জুন।
অপার আনন্দ লাভ করিলা তখন॥
কিছু দিন পরে তিনি বলিলা কেশবে।
যুদ্ধ কোলাহলে তব উপদেশ সবে॥
ভুলিয়া গিয়াছি আমি উপদেশ মোরে।
পুনরায় বল কৃষ্ণ দাসে কৃপা ক'রে॥
শুনিয়া বলেন কৃষ্ণ মূঢ়ের মতন।
করিয়াছ কার্য্য তুমি পাণ্ডুনন্দন॥
ব্রহ্মযোগে যোগী হয়ে যে সব বচন।
বলিয়াছি তাহা মোর নাহিক স্মরণ॥
কেমনে সে সব কথা বলিব আবার।
সে সব বচন পার্থ নহেত আমার॥
এত বলি পুনরায় নানা উপদেশ।
বলিলেন অর্জ্জুনেরে করিয়া বিশেষ॥

মিতাচারী মিতাহারী উপাসনা রত।
প্রেমিক কর্ম্মঠ কৃষ্ণ ছিলেন নিরত ॥
মহোৎসাহে পূর্ণ ছিল জীবন তাঁহার।
কর্ত্তব্য সাধনে রত ছিল অনিবার ॥
প্রত্যুষে উঠিয়া তিনি জলস্পর্শ করে।
ব্রহ্মধ্যান করিতেন অনুরাগ ভরে ॥
নির্ম্মল সলিলে স্নান করি তারপরে।
সন্ধ্যাতর্পণাদি করে সানন্দ অন্তরে ॥
করিয়া গায়ত্রী জপ আহুতি প্রদান।
বিপ্রগণে যথাবিধি করিতেন দান ॥
বসন ভূষণ আর মাল্যানুলেপনে।
সাজাতেন নিজদেহ বিশেষ যতনে ॥
অন্তঃপুরচারী আর প্রজা পৌরজনে।
তুষিতেন কৃষ্ণ সদা কাম্য বস্তু দানে ॥
তারপর অন্য কর্ম্ম করিয়া সাধন।
শুদ্ধচিত্তে করিতেন জীবন যাপন ॥
ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মে চিত্ত সতত স্থাপন।
প্রধান কর্ত্তব্য তাঁর ছিল অনুক্ষণ ॥
শৈবমতে বহুদিন করিয়া সাধন।
লভিয়াছিলেন কৃষ্ণ বহু সাধুগুণ ॥
ছিলেন প্রধান যোগী শিব মহাশয়।
শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার ভাব উদ্দীপিত হয় ॥
তপস্যা সাধনে তাঁর ছিল নিষ্ঠা অতি।
তপস্বী জানিয়া বিপ্রে করিত ভকতি ॥
বিপ্রগণ ব্রহ্মজ্ঞানী সত্যতপ রত।
এই হেতু কৃষ্ণ শ্রদ্ধা করিত সতত ॥
রাজসূয় যজ্ঞে তিনি বিপ্রপদসেবা।
করি রেখেছেন কীর্ত্তি অতি মনোলোভা ॥
সাধুজন সেবা বিনা শ্রেষ্ঠত্ব কি হয় ?
সেই শ্রেষ্ঠ, যেই সেবে ধার্ম্মিকনিচয় ॥
একদিন মহাক্রোধী দুর্ব্বাসা আসিয়া।
বলিলেন দীনভাবে কৃষ্ণে সম্বোধিয়া ॥

কোপন স্বভাব বলি নাহি কোনজন।
স্থান দান করে মোরে আপন ভবন ॥
তুমি কি আমারে করিবে হে স্থান দান।
শুনি কৃষ্ণচন্দ্র তাঁরে দেন বাসস্থান ॥
বহু উপদ্রব ঋষি করিতা কৃষ্ণেরে।
সব সহিতেন তিনি সদা প্রেমভরে।
একদিন বলে ঋষি পায়স ভোজন।
করিব পায়স মোরে দাও এইক্ষণ ॥
শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁরে পায়স প্রচুর।
দিলেন আনিয়া সেথা অতি সুমধুর ॥
কিছু পায়সান্ন খেয়ে উচ্ছিষ্ট পায়সে।
লেপিল কৃষ্ণের দেহ তাপস হরষে ॥
আর কত অত্যাচার করিল ব্রাহ্মণ।
তবু ক্রোধ নাহি করে যাদবনন্দন ॥
হায় হেন ক্ষমাশীল কে আছে জগতে।
হেন অপমান বল কে পারে সহিতে।
অন্যায় বিরোধী কৃষ্ণ ধর্ম্মের সহায়।
ঢালিয়া দিতেন প্রাণ ন্যায়ের সেবায় ॥
দেখিলে অন্যায় তাঁর নির্ভীক হৃদয়।
প্রতিবিধানের তরে, সমুৎসুক হয় ॥
যেই পক্ষে ন্যায় সেই পক্ষের আশ্রয়।
করিতেন কৃষ্ণচন্দ্র সানন্দ হৃদয় ॥
হউক অন্যায়চারী নিজ পরিজন।
তবু কৃষ্ণ নাহি করে তার সমর্থন ॥
নিঃস্বার্থ হৃদয়ে তিনি বীরের মতন।
যথা তথা ন্যায়ডঙ্কা করিত ঘোষণ ॥
ন্যায় পক্ষ সমর্থনে কভু ভীত নন।
যথা ন্যায় তথা কৃষ্ণ করেন গমন ॥
ভীরুর মতন কৃষ্ণ পাপ অত্যাচার।
নাহি সহিতেন সেই ন্যায় অবতার ॥
পাপ পথে দুর্য্যোধন করিছে গমন।
তাই কৃষ্ণ পাণ্ডুপক্ষ করিলা গ্রহণ ॥

কিছুমাত্র স্বার্থ নাই হৃদয়ে তাঁহার।
জয় পরাজয়ে তিনি সমনির্ব্বিকার ॥
ছিল সুগভীর প্রেম তাঁহার অন্তরে।
সদা যত্ন ছিল তাঁর জীবহিত তরে ॥
ব্রহ্মের প্রেরিত কৃষ্ণ তাঁহার ইচ্ছায়।
তাঁর কার্য্য সাধিবারে এলেন ধরায় ॥
জ্ঞান ভক্তি যোগ কার্য্য হয় সম্মিলন।
এই হেতু করে কৃষ্ণ নিয়ত যতন ॥
কর্ত্তব্য পালনে মুক্তি লাভ করে নর।
এই তত্ত্ব প্রচারিলা ধর্ম্মিকপ্রবর ॥
নানাবিধ অবস্থার মধ্যে তাঁর মন।
ছিল নির্ব্বিকার যেন প্রশান্ত গগন ॥
যদিও প্রেরিত ভক্ত অতীব মহান।
সাধেন ধরার তিনি বহুল কল্যাণ ॥
তথাপি নির্দ্দোষ পূর্ণ নহেন কখন।
ব্রহ্ম ভিন্ন এ জগতে কেহ পূর্ণ নন ॥
হউক পরম ভক্ত সাধু মহাজন।
ঈশ্বরের সমকক্ষ কভু নাহি হন ॥
অনন্ত মহান হরি ত্রিলোক ঈশ্বর।
তাঁর তুলনায় সবে অতি ক্ষুদ্রনর ॥
মনুষ্যে ঈশ্বর বোধ না হয় কখন।
এ হেতু নির্দ্দোষ নন কোন মহাজন ॥
যে দেশে যে কালে ভক্ত জনমে সংসারে।
সে দেশের জল বায়ু আহার্য্য আহারে ॥
পরিপুষ্ট হয় সদা ভকত শরীর।
অন্যথা না হয় কভু বিধি প্রকৃতির ॥
সেইরূপ সে পাপের মানবপ্রকৃতি।
তাহাদের দোষ গুণ অবস্থার গতি ॥
ভকত চরিত্র হয় আপনি আগত।
তাই কিছু ভ্রান্তি দোষ রহে ভক্তে যত ॥
দোষ দেখি ভক্তে যেই করিবে বর্জ্জন।
জগতে পাতকী নাই তাহার মতন ॥
ভক্তের বিচার যেই করে এজগতে।
বিধান কখন সেই পারে না বুঝিতে ॥
কিম্বা ভক্ত দেখি যেই করিয়া গোপন।
গুণ বলি দোষ সব করয়ে ঘোষণ ॥
ভক্তেরে ঈশ্বর বলি ঘোষে এ সংসারে।
কল্পিত দেবতা সেই ভজে অন্ধকারে ॥
ঘোর অবিশ্বাসী সেই ভক্ত হত্যাকারী।
তার ব্যবহারে ঝরে ভক্ত নেত্রবারি ॥
কৃষ্ণের চরিত্র শিষ্ট পরম উদার।
জ্ঞান শান্তি প্রেম পূর্ণ শুদ্ধ নির্ব্বিকার ॥
মনের স্বভাব কৃষ্ণ ছিলেন বিদিত।
জ্ঞানী সূক্ষ্মদর্শী আর নাই তাঁর মত ॥
উত্তম ভেষজ করি রোগের বিচার।
রোগ উপযোগী যথা করে প্রতীকার ॥
সেইরূপ প্রকৃতিজ্ঞ কৃষ্ণ মতিমান।
রুগ্ন ভগ্ন আত্মা তরে ঔষধ মহান ॥
করেছেন সুবিধান তাঁহার মতন।
মানবের হিতকারী বন্ধু কোনজন ?
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রায় তাঁহার প্রতাপ।
কখন মানব প্রাণে দেয় ঘোরতাপ ॥
কিন্তু তাহে একমাত্র উপকার হয়।
মানবের বন্ধু কৃষ্ণ নাহিক সংশয় ॥
গভীর রহস্যময় শ্রীকৃষ্ণ চরিত।
অনন্ত যোগের ধর্ম্ম বিধান বিহিত।
পবিত্রাত্মা শ্রীহরির কৃপা বিনে আর।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র বুঝে সাধ্য আছে কার ?
যদি হরি কৃপা করে যোগের বিধান।
বুঝিবার উপযোগী নাহি দেয় জ্ঞান ॥
তবে বল সেই যোগ কে বুঝিতে পারে ?
মগ্ন হয় জীব শুধু পাপের সাগরে ॥
তাই দয়াময় হরি করুণা করিয়া।
কৃষ্ণের চরিত সবে দাও বুঝাইয়া ॥

যেন সবে ব্রহ্মলোকে দেখিয়া কেশবে।
কর্ম্মযোগে যোগী মোরা হই এই ভবে॥
তব পাদপদ্মে হরি করি প্রণিপাত।
সংসার আসক্ত জীবে কর আশীর্ব্বাদ॥

—+—

কুরুকুল ধ্বংস, যদুবংশ ধ্বংস, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের স্বর্গারোহণ।

দুর্য্যোধন পাণ্ডুপুত্রগণের সহিত।
না করিল সন্ধি হায় হিংসায় মোহিত॥
কুরুক্ষেত্র মহাভূমে সমর অনল।
হইলেক প্রজ্বলিত গ্রাসিতে সকল॥
পাণ্ডব কৌরব পক্ষে সৈন্য অগণন।
সমবেত হইলেন যুদ্ধের কারণ॥
ভারতের নানাস্থান হ'তে রাজগণ।
কুরুপাণ্ডবের পক্ষ করিল গ্রহণ॥
অষ্টাদশ দিন ব্যাপী হল মহারণ।
রাজা প্রজা লক্ষ লক্ষ হইল নিধন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি মহারথীগণ।
মহাবীর অভিমন্যু অর্জ্জুন নন্দন॥
ইত্যাদি অনেক জ্ঞাতি আত্মীয় স্বজন।
অনন্ত শয্যায় সবে করিলা শয়ন॥
দ্রৌপদীর গর্ভজাত পাঁচটী নন্দন।
কৃতবর্ম্মা করিলেক গোপনে নিধন॥
ভীম সনে গদা যুদ্ধে রাজা দুর্য্যোধন।
ভ্রাতা সহ মহারণে হইল নিধন॥
কুরুক্ষেত্রে কুরুকুল হইল নির্ম্মূল।
রহিলেন ধৃতরাষ্ট্র সবাকার মূল॥
পুত্র বন্ধুহীন পঞ্চপাণ্ডব তনয়।
জয়ে যেন হইলেন অতি পরাজয়॥
উঠিল শোকের ঝড় হস্তিনা নগরে।
ভাসিল সকল হায় শোকের সাগরে॥

যুধিষ্ঠির হইলেন রাজা হস্তিনায়।
কিন্তু তাঁর মনে শান্তি কিছুতে না হয়॥
ন্যায় ধর্ম্মে করিলেন সাম্রাজ্য শাসন।
পিতৃব্যেরে করিলেন সপ্রেমে পালন॥
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধশেষে দৈবকী নন্দন।
দ্বারকায় করিলেন সত্বর গমন॥
শ্রীকৃষ্ণের শত শত পুত্র পৌত্রগণ।
তাহা ছাড়া আরো কত যাদব নন্দন॥
অতীব দুর্দ্দান্ত তারা হইল সকলে।
মদ্যপান করে সবে অতি কুতূহলে॥
মদ্যপান মহাপাপ বিনাশের মূল।
ধর্ম্ম প্রাণ বিত্ত হয় ইহাতে নির্ম্মূল॥
সংসারেতে যত পাপ সম্ভাবিত হয়।
মদ্যপায়ী সেই পাপ করে সমুদয়॥
পরদার নরহত্যা অখাদ্য ভোজন।
চৌর্য্য মিথ্যা নাস্তিকতা পাপ অগণন॥
মদ্যপায়ী সব পাপ করিবারে পারে।
তাই মদ্য সম বিষ নাই এসংসারে॥
অস্পৃশ্য অপেয় মদ্য গরল ভীষণ।
যেই পান করে তার নিশ্চয় মরণ॥
সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞানী কৃষ্ণ মহাশয়।
মদ্যের অশেষ দোষ জানিয়া নিশ্চয়॥
ঘোষিলেন যদুবংশে যেন কোন জন।
অদ্য হতে মদ্য পান না করে কখন।
যেই জন করিবেক কভু সুরাপান।
সবান্ধবে শূলে তার হত হবে প্রাণ॥
কৃষ্ণের কঠোর আজ্ঞা হইল ঘোষিত।
তবু মদ্য পানে লোক না হল বিরত।
দ্বারকায় উপদ্রব দেখি নানা মত।
প্রভাসে যাদবগণ হল সমাগত॥
কৃষ্ণের সমক্ষে সেথা বক্র বলরাম।
কৃতবর্ম্মা সাত্যকিরা করে মদ্যপান॥

সাত্যকী মদেতে মত্ত হইয়া তখন।
কৃতবর্ম্মে বলিলেক কঠোর বচন॥
তোমার মতন ক্ষত্রী কে আছে সংসারে।
নিদ্রিত জনেরে যেবা বধিবারে পারে?
কৃতবর্ম্মা ক্রুদ্ধ হয়ে প্রত্যুত্তর দিল।
সাত্যকী তাহার শির সদর্পে ছেদিল॥
দেখিয়া যাদবগণ একে অন্যজনে।
বধিতে প্রবৃত্ত সবে হল সেইক্ষণে॥
সাত্যকী প্রদ্যুম্ন আদি বহু যদুগণ।
সুরাযুদ্ধে ধরাশয্যা করিল গ্রহণ॥
মদ্যপানে জ্ঞানহীন হইয়া সকলে।
বন্ধুভ্রাতা পিতাপুত্রে বধে কুতূহলে॥
হেতু বিনা রক্তপাত স্বজন নিধন।
এহেন দুর্দ্দশা ভবে কে দেখে কখন?
নিজ পুত্রগণে হত দেখিয়া কেশব।
আপনি বিনাশ করে বহুল যাদব॥
পরে বক্র দারুকের বিনীত বচনে।
নিবৃত্ত হইয়া যান জ্যেষ্ঠ অন্বেষণে।
দেখিলেন তরুপরে চিন্তামগ্ন হয়ে।
রয়েছেন বলদেব বিষণ্ণ হৃদয়ে॥
জ্যেষ্ঠের অবস্থা দেখি দৈবকী নন্দন।
অর্জ্জুনে আনিতে লোক করেন প্রেরণ॥
বলদেবে প্রতীক্ষা করিতে তাঁর তরে।
বলিয়া গেলেন কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে॥
তথা গিয়া পিতৃদেবে বলিলা বচন।
তোমা সবে লইবারে আসিবে অর্জ্জুন॥
সে অবধি নারীগণে করহ রক্ষণ।
জ্যেষ্ঠ সহ তপতরে যাব আমি বন॥
এত বলি পিতৃপদ করিয়া বন্দন।
বনমাঝে কৃষ্ণচন্দ্র করিল গমন॥
আসিয়া দেখেন কৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ বলরাম।
দেহ ত্যজি গিয়াছেন পরলোক ধাম।

করিয়া অবস্থা চিন্তা দৈবকী নন্দন।
একাকী বিজন বনে করেন ভ্রমণ॥
ভাবিলেন মম কার্য্য হইয়াছে শেষ।
এখন যাইব আমি আপনার দেশ॥
এত ভাবি মহাযোগে হলেন মগন।
হেনকালে জরা নামে ব্যাধ একজন॥
মৃগভ্রমে বাণক্ষেপ করে বনমাঝে।
বিদ্ধ হল বাণ কৃষ্ণ চরণসরোজে॥
ব্যাধ আসি দেখে বাণ এক যোগীজনে।
বিদ্ধ করিয়াছে তাঁর কোমল চরণে॥
অনুতপ্ত হয়ে ব্যাধ পদতলে তাঁর।
পড়িয়া করিল ক্ষমা ভিক্ষা বার বার॥
অনুতপ্ত ব্যাধে করি আশ্বাস প্রদান।
যোগাচার্য্য বাসুদেব ত্যজিলেন প্রাণ।
দয়াময় কৃপাসিন্ধু শ্রীহরি সুন্দর।
পাঠাইলা বাসুদেবে অবণী ভিতর॥
ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করি সমাপণ।
করিয়া যোগের বিধি জগতে ঘোষণ॥
যোগাধামে কৃষ্ণচন্দ্র করিলা গমন।
হইল পৃথিবী যেন আঁধারে মগন॥
ধন্য হরি ধন্য তব প্রেরিত কেশব।
যিনি প্রচারিলা ভবে যোগবিধি সব॥
পরম পবিত্রচেতা তোমার ভকত।
নির্ম্মল স্ফটিক তুল্য তাঁহার চরিত॥
তাঁহার জীবনভূমে ওহে গুণাকর।
যোগবৃক্ষ জন্মাইলে অতি মনোহর॥
সে বৃক্ষ শাখায় বসি কত নর নারী।
যোগফল ভোগ করে দিবা বিভাবরী॥
তোমাতে ভকত তুমি ভক্তে বিরাজিত।
তোমাতে তোমার ভক্তে দেখিব নিয়ত॥
এই আশা করি নাথ তোমার চরণে।
প্রণিপাত করি সবে ভক্তিযুক্ত মনে॥

পরবর্ত্তী ঘটনা ॥

হস্তিনা নগরে, গিয়া পাণ্ডবেরে,
দারুক সংবাদ দিল।
সুরাবিষ পানে, প্রভাস ভবনে
যদুবংশ ধ্বংশ হল ॥
শুনিয়া সকলে, শোকের সলিলে,
হইলা চির মগন ॥
কৃষ্ণপরিবারে, পার্থ আনিবারে,
দ্বারকা করে গমন ॥
দ্বারকা নগর, অতি মনোহর,
সমুদ্রের কোলে শোভে।
কিন্তু আজি হায়, শ্মশানের প্রায়,
কি বেশ ধরেছে এবে ॥
পার্থ আগমনে, ভীষণ ক্রন্দনে,
পূরিল দ্বারকা পুরী।
কৃষ্ণপত্নীগণ, আত্মীয় স্বজন,
ফেলিছে নয়ন বারি।
শ্রীকৃষ্ণ-বিহনে, অর্জ্জুনের মনে,
শোকবেগ উথলিল।
প্রাণসখা বিনে, অর্জ্জুন জীবনে,
আশা আর না রহিল ॥
অর্জ্জুনের প্রিয়, শিক্ষক আত্মীয়,
সখা বন্ধু কৃষ্ণ হন ॥
কৃষ্ণগত প্রাণ, পার্থ মতিমান,
কেমনে সুস্থির রন ॥
নয়নের মণি, সান্ত্বনার খনি,
প্রাণের আরামস্থল।
হেন কৃষ্ণ হারা, পার্থ দুঃখ ভরা,
দেখে এই ভূমণ্ডল ॥
হৃদয়ের বল, প্রাণের সবল,
সাহস উৎসাহ যত।
কৃষ্ণ বিনে তাঁর, নাই কিছু আর,
সব যেন হল গত ॥
দ্বারকা দর্শনে, পার্থের জীবনে,
যে ভাব উদিত হল।
কোন্ চিত্রকর, ভাবদুঃখকর,
আঁকিতে পারিবে বল ॥
পরদিন প্রাতে, ইহলোক হতে,
চলিগেলা বসুদেব।
সংকার তাঁহার, করি অনিবার,
রামকৃষ্ণ দেহ শব ॥
করিয়া দাহন, শ্রাদ্ধ সমাপন,
করি যান হস্তীনায়।
শত শত নারী, ফেলি অশ্রুবারি,
পার্থ সনে চলি যায় ॥
পথে দস্যুগণ, . করি আক্রমণ,
অর্জ্জুনে বিপন্ন করে।
কিন্তু পার্থে আর, সে বল সঞ্চার,
নাহি হল রক্ষা তরে ॥
হস্তিনা নগরে, পাণ্ডব অন্তরে,
কৃষ্ণ শোক উথলিল।
কৃষ্ণ বিনা আর, সংসারের ভার
বহিতে নাহি পারিল ॥
পরীক্ষিতে (১) রাজ, দিয়া ধর্ম্মরাজ, (২)
দ্রৌপদী অনুজে লয়ে।
হয়ে বিদায়ান, মহান্ প্রস্থান,
করিল ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে ॥
পুণ্য হিমগিরি, তপস্যার পুরী,
যোগিজন প্রিয় ভূমি।

---

(১) পরীক্ষিত—অর্জ্জুনের পৌত্র।

(২) ধর্ম্মরাজ—যুধিষ্ঠির। ইনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন বলিয়া ধর্ম্মরাজ নাম হইয়াছে।

তথায় সকলে, যান কুতূহলে,
স্মরিয়া অন্তরযামী।
পাণ্ডুর তনয়, বহু গুণালয়,
বিধানে বিশ্বাস অতি।
ব্রহ্ম কৃপাবলে, তাঁহারা সকলে,
লভিলা উত্তম গতি॥
এইরূপে হরি, পাপতাপহারী,
করিলেন মহালীলা॥
যোগের বিধান, সত্যের নিশান,
ধরাধামে উড়াইলা
যুধিষ্ঠির হেন সত্যবাদী জন,
কোথা ভবে বল আর?
ভীমের মতন, সরস জীবন,
আর হে হইবে কার?
জিতেন্দ্রিয় বীর, অর্জ্জুন প্রবীর,
মহাজন অনুগত।
মাদ্রীপুত্রদ্বয়, দেব তুল্য হয়,
উভয়ে পবিত্র চিত॥
কুন্তীর মতন, হরি পরায়ণ,
সুখে দুঃখে কেবা বল?
হরির কারণ, দুঃখ আকিঞ্চন,
করে যেই অবিরল॥
পতি অনুগতা, দ্রুপদ দুহিতা,
ধর্ম্ম কর্ম্মে অনুরত।
তাঁহার মতন, রমণী রতন,
সংসারে দুর্ল্লভ এত॥
আহা ভ্রাতৃগণ, জ্যেষ্ঠের কেমন,
সকলেই অনুগত॥
এহেন চরিত, ওহে দীননাথ,
রচিলে তুমিহে কত।।
তাই দয়াময়, হইয়া সদয়,
কর আশীর্ব্বাদ সবে॥
এঁদের মতন, চরিত্র রতন,
লভি মোরা এই ভবে॥
করি আকিঞ্চন, তোমায় চরণ,
চুম্বিনাথ প্রাণভয়ে।
যেন প্রাণধন, কভু ও চরণ,
এ পাতকী নাহি ছাড়ে॥

যোগের গতি, উন্নতি ও পরিণতি।

ভারতের পুরাতন জ্ঞানী মহাজন।
ছিলেন শঙ্কর শিব জগত ভূষণ॥
জ্ঞানময় ব্রহ্মযোগ প্রথমে ভারতে।
প্রবর্ত্তিত করিলেন শিব বিধিমতে॥
যোগেশ্বর দয়াময় ব্রহ্ম সনাতন।
শঙ্করে যোগের বীজ করিলা বপন॥
জ্ঞানযোগ ব্রহ্মতত্ত্ব করি প্রতিষ্ঠিত।
হলেন শঙ্কর চির ভারতে বিখ্যাত॥
উপনিষদের ঋষি ধ্যানী জ্ঞানীগণ।
করিলেন মহাযোগ অন্তরে পোষণ॥
রাজর্ষি জনক যাজ্ঞবল্ক ঋষিবরে।
জ্ঞানবৃক্ষ বৃদ্ধি হয়ে নানা শোভা ধরে॥
শ্রীকৃষ্ণে এ জ্ঞানবৃক্ষ হয়ে প্রবর্দ্ধিত।
দুইটী শাখায় বৃক্ষ হল বিভাজিত॥
জ্ঞানযোগ বুদ্ধদেবে হইল পুষ্পিত।
শঙ্করাচার্য্যেতে হল নানা ফলযুত॥
পরে পক্ক হয়ে নববিধানে কেশবে। (১)
সুরসাল ফলদান করিতেছে সবে॥
ব্যাসদেব ভক্তিযোগ করি সমাশ্রয়।
সরস ভকতি ধর্ম্ম ব্যাপে ধরাময়॥

---

(১) নবভক্ত ও আচার্য্য মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন।

মহাজ্ঞানী মহাভক্ত ব্যাস মহাশয় ।
প্রচারেন নানা গ্রন্থ অতি সুধাময় ॥
আচণ্ডাল সব জাতি ভক্তি জ্ঞান লভে ।
এই হেতু বহুগ্রন্থ রচিলেন ভবে ॥
ইঁহার মতন জ্ঞানী দুর্লভ জগতে ।
বিদিত ইঁহার জ্ঞান মহান্ ভারতে ॥
কিন্তু শুধু জ্ঞানে ব্যাস (১) তৃপ্ত নাহি হয়ে ।
প্রচারিলা ভক্তিযোগ সানন্দ হৃদয়ে ॥
ভাগবত গ্রন্থ রচি ধর্ম্ম ভাগবত ।
প্রচারিলা মহামতি ব্যাপিয়া ভারত ॥
নারদ প্রহ্লাদ ধ্রুব আদি ভক্তগণ ।
ভাগবতে লভিলেন সকলে মিলন ॥
আধ্যাত্মিক অনুপম রূপকের ছলে ।
প্রচারিলা ব্যাসদেব ভক্তি কুতূহলে ॥
ঈশ্বর পরমপতি জীব পত্নী তাঁর ।
মনোবৃত্তি সখি সব প্রেম পরিবার ॥
মনোবৃত্তি সখি সব প্রাণপতি সনে ।
মিলাইয়া দিযে জীবে মধুর মিলনে ॥
শ্রীহরি দর্শনে আর তাঁর পরশনে ।
কত মহাভাব খেলে জীবাত্মার মনে ॥
জীবাত্মারে লয়ে হরি হৃদি বৃন্দাবনে ।
কত রঙ্গ রস লীলা করে নিশি দিনে ॥
উথলে ভাবের স্রোতে প্রেম উর্ম্মিচয় ।
ভাবায় জীবের হৃদি কিবা মধুময় ।
পরম সুন্দর হরি হৃদয়মোহন ।
ভক্ত হৃদে করে সদা বীণার বাদন ॥
যে মধুরধ্বনি শুনি জীব সখিসনে ।
থাকিতে না পারে আর বিষয় বন্ধনে ॥
পাগলিনী প্রায় ধায় বীণাধ্বনি শুনি ।
হরি দরশনে যায় কিছু নাহি গণি ॥

(১) ব্যাস—ইনি জগদ্বিখ্যাত মহাভারত নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া জগতে বিখ্যাত ।

হরিসহ সম্মিলনে আনন্দ অপার ।
উথলে সবার মনে কিবা চমৎকার ॥
কিন্তু হরি অদর্শনে জীবের হৃদয় ।
হয় মহাউচাটন অন্ধকার ময় ॥
দশম দশায় জীব হয় অচেতন ।
হরি দরশনে পুন লভয়ে জীবন ॥
হরি সঙ্গে কভু মনে হাস্য পরিহাস ।
করেন জীবাত্মা ভবে হইয়া উদাস ॥ (১)
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ জীবাত্মা রাধিকা ।
মনোবৃত্তি সমুদয় সাধের গোপিকা ॥
ব্রহ্মসনে জীবাত্মার যে মিলন হয় ।
রাধাকৃষ্ণ সম্মিলন ভক্তগণে কয় ॥
এই ভাবে ব্যাসদেব উচ্চ ভক্তি অঙ্গ ।
ভাগবতে করিলেন বিবিধ প্রসঙ্গ ॥
কিন্তু হায় ভ্রান্তমতি বহুজনগণে ।
ব্রহ্ম বলি মনে করে দৈবকী নন্দনে ॥
আধ্যাত্মিক রূপকের ভাব পরিহরি ।
মানবপূজায় মত্ত যত নর নারী ॥
পরম সুন্দর হরি ভুবন মোহন ।
ত্রিজগত নিজ দিগে করে আকর্ষণ ॥
এই হেতু শ্রীহরির কৃষ্ণ নাম হয় ।
তাই ব্রহ্ম নহে কভু দৈবকী তনয় ॥
দৈবকী তনয়ে যেই ব্রহ্ম বলি ভজে ।
সেই জন অনুক্ষণ পাপে তাপে মজে ॥
দৈবকী তনয় কৃষ্ণ কভু ব্রহ্ম নন ।
কিন্তু তিনি ব্রহ্মযোগী ব্রহ্মভক্ত হন ॥
এই ভাবে যেই জন সম্মানে তাঁহারে ।
ব্রহ্ম লাভ করে সেই ভব পারাবারে ॥
ব্যাসদেব নবভক্তি করিলা প্রচার ।
ভক্তিতে প্রমত্ত হল ভারত আগার ॥

(১) সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন হইয়া জীবাত্মা সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন ।

বঙ্গদেশে শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তি অবতার।
দেখাইলা মহাজ্ঞান আহা কি সুন্দর ॥
শ্রীগৌরাঙ্গে মহাভাব ভক্তির বিকাশ।
হইয়া পুরিল এই ভারত আকাশ ॥
মহাভাবময়ী ভক্তিভরা নদীপ্রায়।
গৌরাঙ্গেতে উথলিয়া ভাসান ধরায় ॥
কৃষ্ণে যোগ গৌরে ভক্তি দুয়ের মিলন।
নূতন বিধানে হরি করিলা এখন ॥
অবশেষে বঙ্গদেশে নূতন বিধানে।
নবীন কেশবে মহাভক্তি দিনে দিনে ॥
মনোহর মহাক্রমে হয়ে পরিণত।
সুরসাল ভক্তিফল বিতরে নিয়ত ॥
দয়াময় শ্রীহরির বিশেষ কৃপায়।
আসিল নূতন বিধি এবার ধরায় ॥
মহাযোগে মহাভক্তি হয়ে সমন্বিত।
কি শোভায় ধরা আজ হয়েছে শোভিত ॥
ওহে যোগেশ্বর হরি ভকতের ধন।
তোমার চরণে নাথ করি নিবেদন ॥
দাস হয়ে চির দিন তোমার চরণে।
নবীন বিধান যেন লভি এ জীবনে ॥
মহাযোগ মহাভক্তি লভি যেন নাথ।
ভক্তিভরে তব পদে করি প্রণিপাত ॥

মহানির্ব্বানের বিধান।

দশম লহরী।

বিধানের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা।

যোগাচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র ভারত ভিতরে।
প্রচারিলা যোগ তত্ত্ব মহোৎসাহ ভরে ॥
জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি যোগ করিয়া বিস্তার।
সাধিলেন মানবের বহু উপকার।
বৈরাগ্য অভ্যাস দুই ধ্যানের সহায়।
ধ্যান ভিন্ন ব্রহ্মে বল দেখিতে কে পায় ?
সাংসারিক জীবগণ বৈরাগ্য বিমুখ।
চায় লভিবারে তারা বিষয়ের সুখ ॥
বৈরাগ্য বিহীন নর নীতির বন্ধন।
ছিঁড়িয়া বিলাস হ্রদে হয় নিগমন ॥
বাসনা কামনা আর ষড় রিপুগণ।
মানব হৃদয়ে ক্রীড়া করে অনুক্ষণ ॥
ক্রমে ভ্রান্তি পাপাচার স্বার্থ অভিমান।
আসি অধিকার করে মানবের প্রাণ ॥
ধ্যানহীন নরগণ ধর্ম্ম আড়ম্বরে।
মত্ত থাকে অনুক্ষণ ভুলিয়া ঈশ্বরে ॥
ক্রমে ক্রমে ভারতের সুন্দর গগণ।
অবিদ্যার অন্ধকারে হইল মগন ॥
বাসনার কোলাহলে ইন্দ্রিয় বিকারে।
ডুবিল ভারতবাসী ঘোর অনাচারে ॥
জাতিভেদ রূপ এক ভীম বিষধর।
ভারতের দেহে পশি, তারে নিরন্তর ॥
অবসন্ন করিতেছে ভীষণ দংশনে।
কাঁদিছে ভারতমাতা শোকভগ্ন মনে ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র অগণন।
জাতির গণ্ডীতে বদ্ধ রহে অনুক্ষণ ॥
যোগধ্যান চিত্ত শুদ্ধি ব্রহ্ম দরশন।
এ সকল নাই আর ভারতে এখন ॥
কর্ম্ম কাণ্ডে বদ্ধ হয়ে আর্য্য পুত্রগণ।
যজ্ঞহোম পশুবধ করে অনুক্ষণ ॥
মদ্যমাংস পানাহারে, ইন্দ্রিয় সেবায়।
মজিল ভারতবাসী হায় হায় হায় ॥
আপনার সুখভোগ করিতে সাধন।
ভুলিল জীবের দুঃখ আর্য্য পুত্রগণ ॥
পশুপক্ষী বধ করি আপন উদর।
করিল পূরণ কত অজ্ঞ নারী নর ॥

পশুরক্তে ভারতের চারু বক্ষঃস্থল।
অবিরত কলঙ্কিত হইল কেবল॥
শূদ্র আদি নীম্নবর্ণ ক্রীতদাস প্রায়।
কাটায় জীবন সদা ব্রাহ্মণ সেবায়॥
বাহ্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে, বৃথা আড়ম্বরে।
হইল প্রমত্ত জীব ভারত আগারে॥
ঈশ্বরের নাম করে মানব সকলে।
করে বহু আড়ম্বর সদা ধরাতলে॥
ব্রহ্মনাম করে জীব ব্রহ্মে নাহি পায়।
কেবল পাপের স্রোতে জীবন কাটায়॥
বেদাদি শাস্ত্রের জালে বদ্ধ হয়ে নর।
হারায়েছে স্বাধীনতা ভবে নিরন্তর॥
চিন্ময় সুন্দর পাখী মানবাত্মাধীন।
শাস্ত্রীয় পিঞ্জরে বদ্ধ হ'লে অনুক্ষণ॥
চিদাকাশে প্রেম বশে উড়িতে না পারে।
বাসকরে অনুদিন মলিন সংসারে॥
জাতিভেদ প্রপীড়িত মানব নিচয়।
পাপ দুঃখে অভিভূত হ'ল অতিশয়॥
জড়বাদ অবিশ্বাস ইন্দ্রিয় বিলাসে।
ডুবিল ভারতবাসী মোহের আবেশে॥
স্ত্রী পুত্র লইয়া জীব অচেতন প্রায়।
আপন নিয়তি ভুলি জীবন কাটায়॥
অনিত্য অসার দেহ নিত্য জ্ঞান করি।
সংসার সাধনে মত্ত যত নর নারী॥
নিত্য বাসস্থান ভাবি এই ভবধামে।
ঘুমায় মানবকুল ঘোর মায়া ঘুমে॥
দুঃখ পাপ ভারাক্রান্ত নর নারীগণ।
পরিত্রাণ লাভ তরে করিছে রোদন॥
নিরবে মানব প্রাণ ভাবে অনিবার।
কবে হরি নাশিবেন ভবের ভূভার॥
জগতের হেন দশা দেখি দয়াময়।
কভু কি রহেন তিনি হ'য়ে নিরদয়?

রুগ্ন ক্ষীণ শিশু প্রতি জননী যেমন।
করেন অধিক স্নেহ যত্ন অনুক্ষণ।
সেইরূপ জগতের পাপ অকল্যাণ।
নাশিবারে পূর্ণব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্॥
অবতীর্ণ হইলেন বীর পুত্র লয়ে।
উদিল বিধান সূর্য্য ভারত আলয়ে॥
রচিয়া বিরলে হরি শাক্যের জীবন।
নির্ব্বাণের মহাতত্ত্ব করিলা ঘোষণ॥
অনন্ত নির্ব্বাণ বিধি সাগরের পার।
হেন বিধি দয়াময় আনিলে ধরায়।
বৈরাগ্যের উচ্চতম দৃষ্টান্ত জগতে।
দেখাইয়া পাপদগ্ধ জীবে নানা মতে॥
উদ্ধারিলা জগদীশ আপন কৃপায়।
ধর্ম্মের বসন্ত পুনঃ আসিল ধরায়॥
বৈরাগ্য অভ্যাস যোগে ধ্যান পথ ধরি।
চলিল স্বর্গের পথে কত নর নারী॥
ভারতের দুঃখ পাপ বিদূরিত হ'ল।
সবার মলিন মুখ হইল উজ্জ্বল॥
আশ্চর্য্য ব্রহ্মের কৃপা আশ্চর্য্য বিধান।
আশ্চর্য্য শাক্যের ভাব, আশ্চর্য্য নির্ব্বাণ॥
মলিন পাতকী মোরা, মায়ায় জড়িত।
বুঝিতে না পারিলাম বিধাতার চরিত॥
তোমার নূতন বিধি বুদ্ধির অতীত।
কেমনে বলিব তাহা ওহে লোকাতীত॥
তুমি কৃপা করি দেব আমাদের মনে।
বুঝাইয়া দাও সব নিজ কৃপাগুণে॥
এই ভিক্ষা করি হরি চরণে তোমার।
ভক্তিভরে করি সবে মোরা নমস্কার॥

—০—

মহাত্মা শাক্য সিংহের জন্ম এবং বাল্যকাল। (১)

রোহিণী তটিনী তীরে, কপিলবস্তু নগরে,
শাক্যকুল করেন বসতি।
শুদ্ধোধন শুদ্ধমতি, সে কুলের নরপতি,
ধর্ম্মশীল ন্যায়বান অতি॥
সতী সাধ্বী মায়া দেবী, পুণ্যময়ী দেবছবি,
রাজপত্নী নৃপ প্রিয়তমা।
সহকার সনে যথা, শোভয়ে মাধবী লতা,
সেইরূপ শোভে মনোরমা॥
ন্যায় ধর্ম্মে প্রজাগণ, নৃপতি করে পালন,
প্রজাগণ সুখী সমুদয়।
রমণীর শিরোমণি, মায়া, দিবস রজনী,
ধর্ম্ম কার্য্যে রত অতিশয়॥
কথন অনৃতবানী, বলেনা শাক্য ভামিনী,
মিষ্ট বাক্যে তোষে সর্ব্বজনে।
অন্যের ঐশ্বর্য্য দেখি, নাহি হন ম্লানমুখী,
কপটতা নাহি তাঁর মনে॥
সুমিষ্ট প্রেম বচনে, তোষে দাস দাসীগণে,
বৃথালাপ করেনা কখন।
ঈশ্বরে ভকতিযুত, সদা পতি সেবা রত,
ধর্ম্মে তিনি সতত মগন॥
এহেন মাতৃ উদরে, হেন জনকের ঘরে,
জনমিলা শাক্য মহাশয়।
পৃথিবীতে পূর্ণশশি, উদয় হইল আসি,
জগতের হলো ভাগ্যোদয়॥
আসক্তি কণ্টক বন, করিতে দাবদাহন,
বৈরাগ্যের অনল স্ফুলিঙ্গ।

(১) মহামতি শাক্যসিংহ মহর্ষি ঈশার ৫৫৯ বর্ষ পুর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। কপিলবস্তু গ্রাম বর্ত্তমান গোরখপুরের নিকটবর্ত্তী ছিল।

জ্বলিল ভারত মাঝে, সাজিল অপূর্ব্ব সাজে,
অনুপম ভারতের অঙ্গ॥
সন্তানে উদরে ধরি, জননী দিবা শর্ব্বরী,
শুদ্ধভাবে যাপেন জীবন।
কামইচ্ছা হিংসা দ্বেষ, রাগ মোহ আদি লেশ,
মনে স্থান দেননি কখন॥
করি পাপ পরিহার, করেন বিশুদ্ধাহার,
প্রাণিহিংসা না করি কখন।
হয়ে নিত্য সমাহিত, অপ্রমত্ত শুদ্ধচিত,
মায়া কাল করেন যাপন॥
পূর্ণগর্ভা হলে সতী, লয়ে পতি অনুমতি,
রম্যবনে করেন গমন।
প্রকৃতির শোভা তথা, দেখিয়া আনন্দে মাতা,
শান্তি সুখে হলেন মগন॥
হেন কালে বৃক্ষমূলে, মায়া দেবী কুতূহলে,
দেব শিশু করেন প্রসব।
বসন্তের পূর্ণিমায়, শাক্যসিংহ এধরায়,
আসিলেন মাতাইয়া সব।
স্বর্গে উঠে জয়ধ্বনি, আনন্দে ভাসে মেদিনী,
দেবগণ করেন উল্লাস।
সহচরী সনে মাতা, আনন্দে ভাসে সর্ব্বদা,
শুভ গীতি গায় দাসী দাস।
পুত্রজন্ম বার্ত্তা শুনি, মহানন্দে নৃপমণি,
করিলেন শুভ অনুষ্ঠান।
পুত্রমুখ নিরখিয়া, সাতদিন পরে মায়া,
পরলোকে করেন প্রস্থান॥
হেন পুত্র প্রসবিনী, ধন্য তুমি গো জননী,
তব সমা কে বল ভুবনে?
তুমি পুত্রে বিদ্যমান, তাই পুত্র যশবান,
এ জগত ধনী তব ধনে॥
সতী গর্ভে সাধু সুত, এই জগতের রীত,
রসালে কি হীন ফল ফলে।

তোমার চরিত্রপ্রভা, শাক্যসিংহে করে শোভা,
তাই তাঁরে বাখানে সকলে॥
শুদ্ধাচারী শুদ্ধাহারী, তোমা হেন সাধ্বীনারী,
বল ভবে কে আছে কোথায় ?
নারীকুল শিরোমণি, তুমি ধন্যা রাজরাণী,
মোরা সবে নমি তব পায়॥
দেখিয়া সন্তান মুখ, দূর করি সব দুঃখ,
গেলা সতী স্বর্গ নিকেতনে।
শুদ্ধোদন নরপতি, পেয়ে সুত হৃষ্ট অতি,
মহানন্দ করেন ভবনে॥
সন্তানের মাতৃস্বসা, গৌতমী পরমা যশা,
নৃপতির দ্বিতীয়া রমণী।
তিনি সন্তানের ভার, লন বলি আপনার,
পালে পুত্রে দিবস রজনী॥
দাসদাসী বহুতর, রক্ষে সুতে নিরন্তর,
রাজগৃহ আনন্দে পূরিত।
তরুণ তপন প্রায়, নব শিশু শোভা পায়,
শিশুরূপে সকলে মোহিত॥
মহৎ লক্ষণ যত, নব সুতে প্রকাশিত,
দেখি নৃপ আনন্দে মগন।
অসিত নামেতে ঋষি, একদিন তথা আসি,
পুছে নৃপে কোথা শিশুধন॥
দেখিয়া শিশুর মুখ, ঋষির হৃদয়ে দুঃখ,
উথলিল আহা বেগভরে।
বলিলেন নরবরে, জগত কল্যাণ তরে,
জন্মিয়াছে শিশু তব ঘরে॥
জগতের দুঃখ তাপ, রাগ দ্বেষ মনস্তাপ,
এই শিশু করিবে নিঃশেষ।
জগতের সুখ হিত, সাধিবারে সমুচিত,
দিবে জীবে বহু উপদেশ॥
জাতি পাশে বদ্ধ নর, শুনিয়া বচন ওঁর,
করিবেক সে পাশ ছেদন।
সংসার বন্ধন হতে, জীবগণ এ জগতে,
লভিবেক সহজে মোচন॥
কত কল্প বর্ষ পরে, হেন নর এ সংসারে,
যুগে যুগে হয় সমুদিত।
দুর্লভ এহেন নর, কিন্তু ওহে নরবর,
আমি বুদ্ধ না রব জীবিত॥
তব তনয়ের ক্রিয়া, আমি যাব না দেখিয়া,
এই হেতু এত দুঃখ মোর।
এত বলি নৃপতিরে, যান ঋষি নিজঘরে,
বন্দি সুতে প্রেমে হয়ে ভোর॥
সর্ব্ব সিদ্ধার্থ নাম, রাখে নৃপ গুণধাম,
ক্রমে শিশু দিনে দিনে বাড়ে।
বিদ্যারম্ভ দিয়ে তাঁর, নৃপতি শিক্ষার ভার,
দেন যোগ্য শিক্ষক উপরে॥
যেমন সুন্দর রূপ, বুদ্ধি তার অনুরূপ,
শিশু শিক্ষা লভে শীঘ্র গতি।
প্রহ্লাদের মত তিনি, "অ"কার দেখি অমনি,
অনিত্য ভাবেন বিশ্ব অতি॥
বিধাতা প্রেরিত জন, বাল্য হতে অনুক্ষণ,
নিয়তি সাধনে ব্যস্ত রন।
প্রচ্ছন্ন জ্ঞান অনল, ক্রমেতে হয় প্রবল,
তুবড়ীর (১) অগ্নির মতন॥
নানা বিদ্যা অল্পদিনে, শিখে শিশু হৃষ্টমনে,
বিদ্যাসহ প্রশান্ত প্রকৃতি।
মিশিয়া চরিতে তাঁর, ধরে শোভা চমৎকার,
স্বর্ণ যথা সোহাগা সংহতি॥
শুদ্ধ শান্ত অচপল, চরিত তাঁর বিমল,
তিনি কভু অন্য শিশু প্রায়।

(১) তুবড়ী বাজী নামে একপ্রকার অগ্নি ক্রিয়া আছে। তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলে অভ্যন্তরস্থ বারুদে একটি ক্রমোচ্চ সুন্দর অগ্নি রক্ষ উৎপন্ন হয়।

ক্রিড়াতে আসক্ত নন, চিন্তাশীল অনুক্ষণ,
সদা যেন নির্জ্জনতা চায়॥
এক দিন বন্ধু সনে, কৃষি পল্লী দরশনে,
চলিলেন নৃপতি কুমার।
নির্জ্জন উদ্যান ভূমি, দেখিয়া তথা অমনি,
সঙ্গীগণে করি পরিহার।
জম্বু বৃক্ষ মূলে গিয়ে, বাসলা ধ্যানস্থ হয়ে,
যোগী শিশু আহা কি সুন্দর।
না দেখি পুত্রেরে রাজা, অন্বেষণে ভৃত্য প্রজা
পাঠাইলা স্থান স্থানান্তর॥
করি তাঁর অন্বেষণ, বলে আসি ভৃত্যগণ,
মহারাজ দেখ একবার।
কিবা নব অনুরাগে, কি সুন্দর ধ্যান যোগে,
মগ্ন তব প্রাণের কুমার।
আশ্চর্য্য বারতা শুনি, শীঘ্র করি নৃপমণি,
গেল তথা কুমার যথায়।
গভীর ধ্যানে মগন, দেখিয়া পুত্রে রাজন,
মনে মনে নমে তাঁর পায়। (১)
পর্ব্বতে অনল রাশি, তারকা মণ্ডিত শশি,
হেন শোভা ধ্যানী শিশু ধরে।
দেখি সেই অপরূপ, অবাক হইলা নৃপ,
মনে মনে কত চিন্তা করে॥
বয়ঃক্রম বাড়ে যত, ততই তাঁহার চিত,
ধ্যান প্রিয় হয় অনিবার।
সংসারে আসক্ত হীন, সদা প্রাণ উদাসীন,
নিত্যধন চায় প্রাণ তাঁর।
বিচিত্র লীলাবিহারী, ধন্য দয়াময় হরি,
ধন্য তব প্রেমের বিধান।
আহা কিবা সংগোপনে, বসিয়া ভকত মনে
তব পানে টান তাঁর প্রাণ॥

(১) রাজা শুদ্ধোধন পুত্রের মহত্ত্ব দৃষ্টি করিয়া মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, বাহ্যে প্রণাম করিলেন না।

জীবের উদ্ধার তরে, প্রাণে বসি ধীরে ধীরে,
পুত্রে তুমি কতই যতনে।
গোপনে প্রস্তুত কর, ওহে নাথ নিরন্তর,
কিন্তু তাহা কেহ নাহি জানে॥
নিয়ত সন্তান সনে, থাকি তার প্রাণ মনে,
রচ তুমি বিধান জলদ।
সংসার নিদাঘ কালে, বরষিয়া সেই জলে,
নাশ তুমি পাপ তাপ যত॥
তাই তব শ্রীচরণে, নমি নাথ কায়মনে,
বিধানে প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া তব।
দেখি যেন পাপ মন, তোমাতে রহে মগন,
এই ভিক্ষা ওহে ভবধব॥
থেকে এ পাপ অন্তরে, বিধান প্রচার তরে,
করিতেছ যে লীলা বিধান।
তাহে যেন দয়াময়, এ প্রাণ বিশ্বাসী রয়,
এই কৃপা কর ভগবান॥

মহাত্মা সিদ্ধার্থের বিবাহ, বৈরাগ্যোদয়, গৃহত্যাগ।

যৌবনেতে পদার্পণ করিলে কুমার।
জন্মিল নৃপতি চিতে আনন্দ অপার॥
বসন্তে প্রকৃতি প্রায় নৃপতি নন্দন।
যৌবনে অপূর্ব্ব শোভা করিল ধারণ॥
বর্ষাকালে ভরা নদী শোভে যে প্রকার।
ততোধিক শোভা ধরে নৃপতি কুমার॥
সংসারে আসক্তি হীন দেখিয়া নন্দনে।
পুত্র স্নেহে নরপতি ভাবে মনে মনে॥
উপযুক্ত পাত্রী সনে হলে পরিণয়।
সংসারে বিরাগ এঁর ঘুচিবে নিশ্চয়॥
রমণীর স্নেহপাশে হইয়া মগন।
ভুলিবে বৈরাগ্য ভাব মোর বাছা ধন॥

এত ভাবি গুণবন্তী কন্যা রূপবতী।
অন্বেষণে মনোযোগী হলেন নৃপতি॥
বিবাহ প্রস্তাব শুনে নৃপতিনন্দন।
সুগভীর চিন্তাকূপে হলেন মগন॥
বিষম সমস্যা তাঁর হৃদয় আগার।
করিলেক চারিদিকে যেন অধিকার।
হৃদয়ের স্বাভাবিক বৈরাগ্য অনল।
কখন হৃদয় মাঝে হইয়া প্রবল॥
বিবাহ বাসনা তাঁর করয়ে নির্ব্বাণ।
কভু অন্য ভাবে হয় বিচলিত প্রাণ॥
অবশেষে স্থির তিনি করিলেন মনে।
পরিবার হবে মোর সহায় সাধনে॥
সাধক যদ্যপি পান পত্নির সহায়।
সংসারে তাঁহার বন্ধ কি রহে অপায়?
পঙ্কেতে পঙ্কজ বৃদ্ধি পায় অনুদিন।
সংসারে থাকিয়া হব জ্ঞানে সুপ্রবীন॥
পূর্ব্ব বোধীসত্বগণ (১) সংসারে থাকিয়া।
করেছে সাধন ধর্ম্ম স্ত্রী পুত্র লইয়া॥
আমিও নিস্কাম ভাবে তাঁহাদের মত।
সংসারে বৈরাগী হয়ে থাকিব নিয়ত॥
এতভাবি পিতৃদেবে করিলা জ্ঞাপন।
গুণবতী ভার্য্যা আমি করিব গ্রহন।
শুনি মহানন্দে ভূপ করিলা প্রচার।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আদি আর॥
যে জাতি যে কুলে মম কুমার বাঞ্ছিত।
কন্যারত্ন লাভ হয় আনহ ত্বরিত॥
বহু অন্বেষণ পরে দণ্ডপাণি (২) সুতা।
গোপানামে বরাননা রূপগুণযুতা॥
কুমারের মনোমত হল অতিশয়।
তাঁর সনে সিদ্ধার্থের হয় পরিণয়॥
অতি গুণবতী গোপা পরমাসুন্দরী।
সিদ্ধার্থের প্রাণসমা প্রিয় সহচরী॥
বিনয় বাধ্যতা প্রেম সতীত্ব ভূষণে।
গোপার হৃদয় মন পূর্ণ অনুক্ষণে॥
কুমার গোপার প্রেমে মুগ্ধ অবিরত।
দেখি নৃপতির মনে আহা সুখ কত॥
ক্রমে দশ বর্ষ কাল ধর্ম্মপত্নী সনে।
কাটান কুমার দিন মহানন্দ মনে॥
ক্রমে সিদ্ধার্থের এক সুন্দর তনয়।
জনমিয়া করিলেক গৃহ শোভাময়॥
অসীম আনন্দ হল নৃপতির মনে।
বহিল আনন্দ স্রোত নৃপতি ভবনে॥
চারি দিগে গীতবাদ্য মঙ্গল উৎসব।
যজ্ঞ দান আদি ধর্ম্ম অনুষ্ঠান সব।
রাজগৃহ পূর্ণ করি হইছে নিয়ত।
আনন্দে প্রমত্ত সবে, সুখে বিমোহিত॥
কিন্তু হ'ল ভাবান্তর কুমারের মনে।
জ্বলিল বৈরাগ্যানল পুত্র দরশনে॥
এক দিন শাক্যসিংহ আছেন শয়নে।
বৈতালিক নারীগণ মধুর স্বননে॥
গাহিয়া অপূর্ব্ব গাথা জাগাইছে তাঁরে।
জাগিয়া শুনেন গীত ব্যাকুল অন্তরে॥

"জরা ব্যাধি দুঃখে, জ্বলে ত্রিভুবন
মৃত্যুর অনল তায়।
জীবে অবিরত, গ্রাসিছে নিয়ত
কোথা যাবে জীব হায়॥
রঙ্গভূমি মাঝে, নটের মতন
জীবের জনম লয়।

(১) মহাত্মা শাক্যসিংহের পূর্ব্বেও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ছিল। উক্ত ধর্ম্ম যাঁহারা সাধন করিতেন তাঁহাদিগকে বোধীসত্ব বলে।

(২) দণ্ডপাণি নামক এক ব্যক্তি।

শরতে মেঘের, মতন এ বিশ্ব
সতত অনিত্য হয়।।
বিদ্যুতের প্রায়, আয়ু চলি যায়
অবিদ্যার মোহে নর।
চক্রবৎ সদা, ঘুরিয়া বেড়ায়
পথভ্রষ্ট নিরন্তর ॥
লোভে মৃগ যথা, জালবদ্ধ হয়ে
দুঃখে মরে অবিরত।
তেমনি মানব, ইন্দ্রিয় বিকারে
অনুদিন হয় হত ।।
বাসনার মোহে, জীবের জীবন
শোকে দুঃখে পূর্ণ হয়।
শূলের মতন, করয়ে আহত
সতত জীবহৃদয় ।।
মরীচিকা প্রায়, চঞ্চল বাসনা
মানবকল্পনা জাত।
মূর্খ জন সদা, বাসনা প্রভাবে
হয় সদা বিড়ম্বিত ।।
সুন্দর এ দেহে, গ্রাসে জরা ব্যাধি,
ত্যজে প্রাণপাখী তারে।
স্বাস্থ্য শোভাহীন, হইলে মানব
সুখ না পায় সংসারে ॥
ধন জন মান, কিছু নাহি রয়
জলস্রোতে কাষ্ঠ প্রায়।
সব ভেসে যায়, দুদিনে ফুরায়
জগতের সুখ হায় ।।
তাই ওহে মুনি, জগত উদ্ধার
করিবার তরে এবে।
তব সন্ন্যাসের, এই তো সময়
জানাইনু মোরা সবে ।"
নারীকণ্ঠে সুমধুর বৈরাগ্য সঙ্গীত।
শুনিয়া নৃপতি সুত হলেন মোহিত ॥

তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী উঠিল বাজিয়া।
বিষয়ের ঘোর ঘুম গেল ত ভাঙ্গিয়া ।।
কি আশ্চর্য্য হরিলীলা, আহা কি প্রকারে।
জাগান যতনে হরি মানবনিকরে ।।
সঙ্গীতের যোগে হরি মধুর বচনে।
ডাকিলেন সিদ্ধার্থের নির্ব্বাণ সাধনে ।।
"কেন বৎস! থাক মজে সংসার মায়ায়।
শোভে না এ হেন ভাব কখন তোমায় ।।
সংসার বাসনানলে, মানবনিকর।
দগ্ধ হতেছে চারি দিকে দেখ নিরন্তর ॥
তা সবারে উদ্ধারিতে, তোমারে জগতে।
পাঠাইছি ওহে পুত্র স্বর্গধাম হতে ॥
তোমার হৃদয়ে বসি আমি কতক্ষণে।
পরম বৈরাগ্য তত্ত্ব ঘোষিব ভুবনে ॥
নূতন বিধান চক্র করি প্রবর্ত্তন।
জীবের মুকতি আমি করিব সাধন ॥
জীবনের কার্য্য বৎস কেন ভুলে রও।
তব নিয়তির পানে ফিরিয়া তাকাও ॥"
ব্রহ্মের প্রচ্ছন্ন বাক্যে সিদ্ধার্থের মন।
সচকিত বিচলিত হইল তখন ॥
জীবনের মহাব্রত, করিয়া স্মরণ।
চিন্তিত মলিন ভাব করিল ধারণ ।।
হাসি নাই স্ফূর্ত্তি নাই, বিরস বদন।
গভীর চিন্তায় শাক্য সতত মগন ॥
স্বামীচিত্ত বিনোদন করিবার তরে।
কত যত্ন করে গোপা সদা সকাতরে ॥
কিন্তু কিছুতেই তাঁর হৃদয়ের ভার।
নাহি বিদূরিত হয়, বাড়ে অনিবার ॥
পুত্রমুখ নিরখিয়া নৃপতি কুমার।
বৈরাগ্য বসনে মুখ ঢাকিল আবার ॥
ভাবিলেন মনে মনে পুত্র রাজ্য ধনে।
ভালই সংসারী আমি সেজেছি এখনে ॥

সংসার বন্ধন পাশ করিতে ছেদন।
করিলেন শাক্যসিংহ অন্তরে মনন॥
নির্জ্জন প্রদেশে গিয়া মায়ার নন্দন।
নিয়ত গভীর ধ্যানে রহেন মগন॥
ধ্যান ভিন্ন কেবা আর সংসার মাঝারে।
আপন নিয়তি বল বুঝিবারে পারে?
সংসারের কোলাহলে ইন্দ্রিয় বিকারে।
জীবনের পথ জীব দেখিতে না পারে॥
ধ্যানে যবে প্রাণ মন হয় প্রশমিত।
তখনি শুনিতে পায় ব্রহ্মের ইঙ্গিত॥
হেন কালে একদিন রাজা শুদ্ধোদন।
দেখিলেন রজনীতে ভীষণ স্বপন॥
যেন প্রিয় পুত্র তাঁর সন্ন্যাসীর বেশে।
গৃহ ত্যজি চলি যাবে দূরতর দেশে॥
স্বপনের পরে জাগি, সত্বরে রাজন।
সিদ্ধার্থের গৃহে লোক করেন প্রেরণ॥
জানাইল দূত আসি পুত্র আপনার।
গৃহ মাঝে সুকুশলে আছে অনিবার॥
শুনিয়া আশ্বস্ত ভূপ হলেন তখন।
কিন্তু নাহি হল তাঁর চিন্তা নিবারণ॥
স্বভাবতঃ পুত্র তাঁর ধ্যানপ্রিয় অতি।
সংসারে আসক্ত নয় কভু তাঁর মতি॥
কি জানি কখন পুত্র ছাড়িবে সংসার।
এই চিন্তা পিতৃমনে জাগে অনিবার।
এক মাত্র পুত্র তাঁর রাজ্য অধিকারী।
হৃদয়ের প্রিয়নিধি, শোকতাপহারী॥
হেন পুত্র সংসারেতে উদাসীন হয়।
এ দুঃখ কি নৃপতির প্রাণে কভু সয়?
তনয়ে বিষয়ে লিপ্ত করিবার তরে।
বিবিধ উপায় নৃপ করে সকাতরে॥
করিবারে তনয়ের চিত্ত আকর্ষণ।
তিন রম্য হর্ম্ম রাজা করিলা গঠন॥

আলয়ের তিন দিকে সুন্দর উদ্যান।
স্থাপিলেন নরপতি করিয়া সন্ধান॥
গোপনে কুমার যাহে যেতে নাহি পারে।
এই হেতু রাখে নৃপ দ্বারবান্ দ্বারে॥
গীত বাদ্য তরে সুশ্রী নর্ত্তকী নিচয়।
নিয়োজিলা নরপতি করি বহুব্যয়॥
সংসারের সুখ যত নাচিয়া নাচিয়া।
বেড়ায় কুমার পাশে হাসিয়া হাসিয়া॥
ধনরত্ন ফুল ফল বিহার কানন।
চর্ব্ব্য চুষ্য, লেহ্য পেয় খাদ্য অগনণ॥
দাস দাসী, সুখশয্যা সুরভি সঙ্গীত।
সকলি প্রস্তুত সদা করিতে মোহিত॥
কিন্তু হায় হরি যারে করেন আহ্বান।
কে আছে সংসারে তারে করে মুহ্যমান॥
বিষয়ের প্রলোভন, ইন্দ্রিয় বিলাস।
পারে কি বৈরাগ্য তাঁর করিতে বিনাশ?
যে সুখের তরে তাঁর কাঁদিছে পরাণ।
সাধ্য কি পৃথিবী তাহা করে তাঁরে দান?
বৈরাগ্য প্রভাবে যাঁর প্রাণ সচেতন।
পৃথিবীর হাস্যামোদ বিলাপ কীর্ত্তন॥
পাগলের নৃত্য হেন সদা বোধ হয়।
তাহে কি জ্ঞানীর চিত্ত কভু বদ্ধ রয়?
সংসারী মানবগণ মায়ার ছলনে।
অনিত্য সংসার নিত্য ভাবে মনে মনে॥
নিত্য ধন পরিহরি আমরা সকলে)
অনিত্য ধনের লাগি মত্ত কুতূহলে॥
বিশাল প্রমত্ত সিংহে বাঁধিবার তরে।
শিকারী যেমন আহা কত যত্ন করে॥
সেইরূপ মায়াপাশে করিতে বন্ধন।
শুদ্ধোদন করিলেন নানা আয়োজন॥
কিন্তু সিংহ নিজ তেজে অতি বলীয়ান।
তাহে শুনিয়াছে পুন ব্রহ্মের আহ্বান।

কে আছে সংসারে বল হেন নরবরে।
রাখিবে বান্ধিয়া আর বিষয় নিগড়ে ?"
একদিন শাক্যসিংহ, সান্ধ্য সমীরণ।
সেবিবারে রথে চড়ি করিলা গমন॥
পূরব তোরণ দিয়া কুসুম কাননে।
যাইছে নৃপতিসুত বহুজন সনে॥
হেনকালে দেখিলেন বৃদ্ধ একজন।
জরাগ্রস্ত জীর্ণ শীর্ণ পলিত দশন॥
একমাত্র ছিন্ন বস্ত্র গাত্রের সম্বল।
ক্ষুধায় কাতর অতি দেহে নাহি বল॥
দেখিয়া বৃদ্ধের দশা নৃপতি নন্দন।
জিজ্ঞাসেন সারথিরে এবা কোন জন ?
শুনিয়া সারথি বলে বার্দ্ধক্য পীড়ায়।
হইয়াছে প্রপীড়িত এই নর হায়॥
নিস্তেজ ইন্দ্রিয় এর বল বীর্য্য হীন।
চলিতে শকতি নাই সম্বল বিহীন॥
ত্যজিয়াছে বন্ধুজন সকল ইহারে।
ভেসেছে অনাথ হয়ে অকুল পাথারে॥
শুনি যুবরাজ পুন বিষাদিত হয়ে।
জিজ্ঞাসেন সারথিরে ব্যাকুল হৃদয়ে॥
এ লোকের কুলধর্ম্ম এই কি হে হয় ?
অথবা জীবের ধর্ম্ম ইহাই নিশ্চয় ?
নহে কুলধর্ম্ম ইহা শুন মহাশয়।
নিখিল জীবের ইহা নিয়তি নিশ্চয়॥
জরাতে বিনষ্ট হয় সবার যৌবন।
তুমি ও তোমার পিতা আত্মীয় স্বজন॥
সকলি জরার হস্তে বদ্ধ চিরদিন।
কে আছে যে নহে বল ইহার অধীন॥
সারথির বাক্য শুনি নৃপতি কুমার।
বলিল "অজ্ঞানী জনে ধিক্! বার বার॥
যৌবনের গর্ব্বে অন্ধ হইয়া সকলে।
এ দেহের পরিণাম যাই মোরা ভুলে॥
সম্বর সারথি রথ, কি কাজ ক্রীড়ায়।
জরা যবে এক দিন গরসিবে হায়॥
অন্য এক দিন তিনি রথ আরোহণে।
দক্ষিণ তোরণ দিয়া চলিয়া উদ্যানে॥
সম্মুখে দেখেন এক ব্যাধি নিপীড়িত।
রয়েছে পুরুষ পথে, ধুলায় লুণ্ঠিত॥
অস্থি চর্ম্ম সার তার, নিজ মূত্র মলে।
জড়িত তাহার দেহ, দেখি প্রাণ গলে॥
বিবর্ণ শরীর তার ইন্দ্রিয় বিকল।
ফেলিছে নিশ্বাস ঘন, অতি হীনবল॥
দেখিয়া জীবের দশা হইয়া কাতর।
জিজ্ঞাসেন সারথিরে কেবা এই নর ?
"এই নর ওহে আর্য্য ব্যাধিতে পীড়িত।
আরোগ্যের আশা এর নাহি কদাচিত॥
অন্তিম সময় এর হয়েছে এখন।
নাই তেজ বল বন্ধু আশ্রয় ভবন॥"
শুনিয়া করুণ ভাবে বলিলা কুমার।
"সুস্থাবস্থা স্বপ্ন প্রায় অস্থায়ী অসার॥
ব্যাধি যদি হেন দশা করে মানবেরে।
তবে কেন জ্ঞানী হয় বদ্ধ এ সংসারে॥
সম্বর সারথি রথ কি কাজ ক্রীড়ায়।
ব্যাধি যারে এক দিন গরসিবে হায়॥"
পশ্চিম তোরণ দিয়া অন্য একবার।
রথে চড়ি উদ্যানেতে চলিলা কুমার॥
দেখিলেন বস্ত্রাবৃত খট্টায় শায়িত।
পথ মাঝে মৃত দেহ হতেছে বাহিত॥
বন্ধুগণ আগে পাছে, করিছে রোদন।
আর্ত্তনাদে বিদারিছে কেহ বা গগন॥
বক্ষে করাঘাত করি রমণী সকল।
শোকেতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িছে ভূতল॥
দেখি শোকাবহ দৃশ্য হইয়া বিস্মিত।
জিজ্ঞাসেন সারথিরে নৃপতির সুত॥

"বল হে সারথি বল এ কি চমৎকার।
কেন হেন দশা বল হয়েছে ইহার॥
বিলাপ রোদন কেন করিছে সকলে।
কেন সবে করাঘাত করে বক্ষঃস্থলে?
শুনিয়া সারথি বলে "ওহে মহাশয়।
হয়েছে মরণ এর জানুন নিশ্চয়॥
পিতা মাতা জ্ঞাতি বন্ধু আত্মীয় স্বজন।
ত্যজি সবে পরলোকে গিয়াছে এ জন॥
কভু কারে দেখিবারে নাহি পাবে আর।
সংসারের সুখভোগ ফুরাল ইহার॥
শুনিয়া শোকার্ত্ত হয়ে নৃপতি কুমার।
বলিলেন সারথিরে, "ধিক এ সংসার॥
জীবন যৌবন স্বাস্থ্য ধিক সমুদয়।
জরা ব্যাধি মৃত্যু যারে সদা করে ক্ষয়॥
জেনে শুনে যেই জন প্রমত্ত সংসারে।
ধিক্! তারে শত ধিক্! দেই বারে বারে॥
ফিরাও সারথি রথ কি কাজ ক্রীড়ায়।
চিন্তিব জীবনে আমি মুক্তির উপায়॥
অন্য এক দিন তিনি রথ আরোহণে।
উত্তর তোরণে যান প্রমোদ কাননে॥
হেনকালে দেখিলেন ভিক্ষু এক জন।
রাজপথে শান্তমনে করিছে গমন॥
কষায় বসন পরা, ভিক্ষা পাত্র হাতে।
সংযত ইন্দ্রিয় সাধু সুখী এ জগতে॥
পুণ্যালোকে দেহ তাঁর অতি সমুজ্জ্বল।
শান্ত দান্ত সমাহিত পবিত্র সরল॥
সাধুর মধুর রূপ দেখিয়া কুমার।
বলিলেন সারথিরে কি ভাব ইঁহার॥
বলিলা সারথি "ইনি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
বিনীত ধর্ম্মাত্মা ইনি, অসঙ্গ উদাসী॥
ত্যজিয়াছে হৃদয়ের বাসনা নিচয়।
রাগ দ্বেষ হীন ইনি বিনীত হৃদয়॥
ভিক্ষায়ে জীবন ইনি করেন ধারণ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতে করেন দর্শন॥"
সারথির কথা শুনি নৃপতিনন্দন।
অপার আনন্দ হৃদে হলেন মগন॥
বলিলেন সারথিরে ইঁহার জীবন।
বড় ভাল লাগে মোর শুনহ বচন॥
আপনার হিত আর পরের মঙ্গল।
সন্যাসেতে লাভ হয় সদা অবিরল॥
সুখময় হয় প্রাণ, অমৃতের স্রোত।
জীব হৃদে প্রবাহিত হয় অবিরত॥
এত বলি চিন্তান্বিত হ'য়ে যুবরাজ।
গৃহ অভিমুখে যান করিয়া অব্যাজ॥
চারিটী ঘটনা যোগে হরি লীলাময়।
করিলেন শাক্যপ্রাণে নব ভাবোদয়॥
ঘটনার মধ্য দিয়া ব্রহ্মের আদেশ।
মহাবেগে আলোকিল তাঁর হৃদিদেশ॥
বজ্রাঘাতে গিরি শৃঙ্গ বিদরে যেমন।
তেমনি ব্রহ্মের বাণী করিয়া শ্রবণ॥
দূর গেল সিদ্ধার্থের বাসনা বিকার।
করিল বৈরাগ্য আসি প্রাণ অধিকার॥
চাহেনা হৃদয় আর থাকিতে সংসারে।
পিঞ্জরের পাখী যথা চাহে উড়িবারে॥
জীবনের মহাব্রত করিতে গ্রহণ।
ছটফট করে তার মন অনুক্ষণ॥
দারা পুত্র ধন রত্ন রাজত্ব বিভব।
শেল সম প্রাণে হেন লাগে তাঁর সব॥
এক দিন গোপা দেবী নিশিথে স্বপনে।
দেখেন সিদ্ধার্থ তাঁর গিয়াছেন বনে॥
জাগি ভয়ে ভীতা হয়ে, স্বপনের কথা।
স্বামীকে জানান গোপা প্রাণে পেয়ে ব্যথা॥
শুনিয়া গোপারে শাক্য মধুর বচনে।
বলিলেন "প্রিয়তম শুন হৃষ্ট মনে॥

সংসারের দুঃখভার করিতে মোচন।
করেছি সংসারে আমি জনম গ্রহণ॥
অনিত্য সুখের তরে এ জীবন নয়।
প্রিয়তমে, ইহা তুমি জানিও নিশ্চয়॥
লক্ষ লক্ষ প্রাণীগণ সংসার পাথারে।
পড়িয়া কাঁদিছে সদা বাসনা বিকারে॥
কে ভাবে তাদের কথা, কিন্তু মোর প্রাণ।
জীব দুঃখে হইয়াছে অতি খিদ্যমান॥
আহ্লাদিতা হও প্রিয়ে, ত্যজ শোকভার।
হবে সত্য এই দশা আমার তোমার।
পুণ্যবতী সতী তুমি, মঙ্গল কারণ।
দেখিয়াছ মনোহর স্বপন এমন॥
বলিতে বলিতে শাক্য জীবদুঃখে গলে।
করিলা ক্রন্দন আহা একান্ত বিরলে॥
দেখিয়া অদ্ভূত ভাব, গোপা গুণবতী।
অবাক অবশ মুগ্ধ হইলেন অতি॥
সিদ্ধার্থ আপন মনে করিলেন স্থির।
সন্ন্যাসীর বেশে হব গৃহের বাহির॥
কিন্তু স্নেহময় বৃদ্ধ জনক আমার।
মম স্নেহপাশে বদ্ধ রন অনিবার॥
নয়ন অঞ্জন প্রায় তিলেকের তরে।
করিতে আঁখির আড় না পারেন মোরে॥
এ হেন জনকে আমি না বলি কখন।
পারি না সন্ন্যাস ব্রত করিতে ধারণ॥
এত ভাবি গিয়া তিনি জনক সদনে।
জানান সংকল্প তাঁরে বিনম্র বদনে॥
পুত্রের বচন শুনি রাজা শুদ্ধোদন।
শোক দুঃখে করিলেন কতনা রোদন॥
কি অভাব বল তব, কিসের কারণ।
যাবে চলি, ওহে বৎস, ত্যজি ধনজন॥
সুবিশাল রাজত্বের তুমি অধিকারী।
গুণবতী ভার্য্যা তব নিত্য সহচরী।
নবজাত পুত্রতব মানস মোহন।
অতুল ঐশ্বর্য্য, হয় গজ অগনন॥
এসব থাকিতে বাছা কিসের লাগিয়া।
যাইবে অরণ্য মাঝে সংসার ত্যজিয়া?
অনেক তপস্যা করি পেয়েছি তোমারে।
যাবে কি ছাড়িয়া মোরে ভাসায়ে পাথারে॥
হৃদয় রতন তুমি প্রাণের সম্বল।
তুমি বিনা এ ভবন শ্মশান কেবল।
কিবা প্রয়োজন বল থাকে এ জীবনে।
নয়নের মণি মোর যাও যদি বনে॥
শুনিয়া পিতার বাক্য মধুর বচনে।
নিবেদিলা শাক্যসিংহ জনকচরণে॥
"চারি অভিলাষ দেব আছয়ে আমার।
পার যদি দিতে পিতঃ, যাব না কো আর॥
এ দেহে বার্দ্ধক্য যেন না করে প্রবেশ।
থাকে স্থির যেন মম যৌবন নরেশ।
সুস্থ দেহ সদাকাল থাকিব জগতে।
ব্যাধির যাতনা কভু হবে না সহিতে॥
না পারিবে মৃত্যু মোরে ছুঁইতে কখন।
রহিব জীবিতভাবে আমি অনুক্ষণ॥
যদি পার পুরাইতে এ প্রার্থনা মম।
থাকিব সংসারে আমি নৃপতিসত্তম॥"
পুত্রের প্রার্থনা শুনি অবাক্ নৃপতি।
বলিলেন "ভিক্ষা তব অসম্ভব অতি॥
কি সাধ্য আমার বল বিধির বিধান।
খণ্ডন করিব আমি ওহে মতিমান॥"
শুনি বলিলেন শাক্য পিতা মহাশয়।
তবে বর দিন মোরে হইয়া সদয়।
জগতের দুঃখভার করিতে মোচন।
করেছি সংকল্প আমি জন্মের মতন॥
অতএব পুত্রস্নেহ করিয়া ছেদন।
মম কার্য্যে অনুমতি করুন এখন॥

বজ্র সম নিদারুণ পুত্রের বচন।
শুনি কত কান্দিলেন রাজা শুদ্ধোদন॥
নিবর্ত্তিতে তনয়েরে কত না প্রকারে।
অনুরোধ করিলেন নৃপ বারে বারে॥
শাক্যের অটল নিষ্ঠা প্রতিজ্ঞা ভীষণ।
কিছুতেই বিচলিত হলো না কখন॥
অবশেষে নরপতি ভাসি অশ্রুনীরে।
দিলেন বিদায় পুত্রে অশীর্ব্বাদ করে॥
ভক্তি সহকারে শাক্য বিনীত অন্তরে।
প্রণমিয়া পিতৃপদে গেলা অন্তঃপুরে॥
এ দিকে নৃপতি হৃদে শোকের সাগর।
উথলিয়া একেবারে করিল কাতর॥
বাতাহত কদলির মতন পড়িয়া।
কাঁদিতে লাগিল নৃপ তনয়ে স্মরিয়া॥
হইল শ্মশান যেন নৃপতিভবন।
ক্রন্দনের রোল তাহে উঠে ঘন ঘন॥
নিশি যোগে শাক্যচন্দ্র যাবেন চলিয়া।
পিঞ্জরের পাখী যাবে পিঞ্জর ছাড়িয়া॥
সহে কি এ হেন দুঃখ পিতার পরাণে।
শত শেল সম তার বিধিছে জীবনে॥
কেঁদ না কেঁদনা পিতা তনয় তোমার।
জগতের পূর্ণচন্দ্র শোভার আধার॥
অবিদ্যার অন্ধকার করিবারে দূর।
পাঠায়েছে তব সুতে বিশ্বের ঠাকুর॥
স্থির হও ওহে পিতঃ কর দরশন।
আলোকিবে তব পুত্র নিখিল ভুবন॥
কেবা আছে ভাগ্যবান্ তোমার সমান।
যুগ যুগান্তরে গাবে তব যশো গান॥
ধন্য পিতা ধন্যা মাতা রত্ন প্রসবিনী।
যার গৃহে জন্মে হেন পুত্র গুণমণি॥
শাক্যের সংকল্প শুনি পুরবাসী যত।
শোকে দুঃখে একেবারে হলো অভিভূত॥

মাতৃসমা মাতৃস্বসা গৌতমী মহিষী।
পাগলিনী প্রায় কাঁদে সদা দিবা নিশি॥
কোন পথে নাহি পারে যাইতে কুমার।
এই হেতু প্রহরী রাখিয়া চারি ধার॥
জননী গৌতমী দেবী ডাকিয়া সকলে।
বলিলেন জেগে থাক শত দীপ জেলে॥
কোন মতে প্রাণ সম সিদ্ধার্থ আমার।
নাহি যায় চলি যেন আঁধারি সংসার॥
এদিকে নর্ত্তকীদল মনোহর বেশে।
করে নৃত্য গীত সদা নৃপতি আদেশে॥
যদি বা সংসার প্রেমে ভুলিয়া কুমার।
আপন সংকল্প ত্যাগ করেন আবার॥
ক্রমে সুগভীর নিশি দিলা দরশন।
গভীর আঁধার গর্ভে ডুবিল ভুবন॥
হেনকালে নিদ্রা হইতে জাগিয়া কুমার।
দেখেন নীরব স্তব্ধ নিখিল সংসার॥
পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে নর্ত্তকী নিচয়।
আলু থালু বেশে সবে নিদ্রাগত রয়॥
নির্ম্মল আকাশ কোলে চন্দ্রমা যেমন।
মনোমুগ্ধকর শোভা করয়ে ধারণ।
তেমতি গোপার কোলে শিশু সুশোভন।
শোভি আলোকিছে আহা আবাস ভবন॥
কিন্তু সে শোভায় মুগ্ধ নহে তো কুমার।
তাঁহার মানস পাখী ছাড়িয়া সংসার॥
উড়িতেছে চিদাকাশে, মায়ার বন্ধনে।
বাঁধিয়া রাখিবে তারে বল কোন জনে॥
মহাবীর শাক্যসিংহ, ভাবিলেন মনে।
গৃহত্যাগ করিবার সময় এক্ষণে॥
পূর্ব্ব বোধীসত্বদের জীবন চরিত।
করিলা স্মরণ শাক্য হয়ে অবহিত॥
পূর্ব্ববর্ত্তী সাধুভক্ত যোগী মহাজন।
করেন জীবন পথে আলোক বর্ষণ॥

তাঁহাদের পদচিহ্ন, ধরিয়া সকলে।
স্বর্গধামে চলি যায় সুখে অবহেলে ॥
তাঁহাদের জীবনের পরীক্ষা বিপদ।
সংগ্রাম বিজয় যত, স্মরণে নিয়ত ॥
হয় প্রাণে আশা আর বিশ্বাস সঞ্চার।
উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয় হৃদয় আগার ॥
যেন সাধুগণ পশি হৃদি নিকেতনে।
সাধকের কাণে কাণে বলেন গোপনে ॥
ব্রহ্ম আজ্ঞা পালনেতে কি ভয় তোমার।
সাধ তাঁর প্রিয়কার্য্য ভবে অনিবার ॥
স্মরি সাধু মহাজনে, নিজের নিয়তি।
বুঝিলেন শাক্যসিংহ জ্ঞানী মহামতি ॥
বদ্ধ জীবচয়ে আমি করিব মোচন।
অবিদ্যার অন্ধকার করিয়া হরণ ॥
ধর্ম্মালোকে প্রজ্ঞা চক্ষু করিব প্রকাশ।
মহাশত্রু অহঙ্কারে করিব বিনাশ ॥
করিব নূতন ধর্ম্ম ভবে প্রকটন।
যাহে প্রজ্ঞা পরিতৃপ্ত রবে অনুক্ষণ ॥
এরূপ সংকল্প স্থির করি মহামতি।
করপুটে করিলেন বুদ্ধগণে নতি ॥
পরিশেষে ছন্দকেরে করিয়া আহ্বান।
বলিলেন আন শীঘ্র অশ্ব বেগবান ॥
শুনিয়া ছন্দক বলে কিসের কারণ।
নিশিথে কোথায় যাবে নৃপতি নন্দন ?
বলিলেন শাক্যসিংহ জান না কি আর।
কেন আমি ত্যজিতেছি গৃহ পরিবার ॥
জরা ব্যাধি মৃত্যুপাশে পড়ি জীবগণ।
পাইতেছে কত দুঃখ দেখ অনুক্ষণ ॥
তাদের মুকতি তরে, তাদের সেবায়।
সঁপিব এ প্রাণ মন ব্রহ্মের কৃপায় ॥
কত মতে বুঝাইল ছন্দক তাঁহারে।
বলিল তাঁহারে কত থাকিতে সংসারে ॥

কিন্তু কিছুতেই আর ফিরিল না মন।
ফেরে কি সাগর গতি রোধিলে কখন ॥
রাজবেশে বিভূষিত হইয়া কুমার।
চড়ি বেগবান অশ্বে ছাড়িলা আগার ॥
পুত্র বিত্ত ধন জন ভার্য্যা গুণবতী।
অপার স্নেহের নিধি জনক নৃপতি ॥
ত্যাজি সবাকারে শাক্য ছিড়ি মায়া ডোর।
ছন্দকের সনে যান বৈরাগ্যে বিভোর ॥
কোথা রাজ চক্রবর্ত্তী হবেন কুমার।
বীরদর্পে শাসিবেন প্রজা অনিবার ॥
আজ আহা সে আশায় দিয়া জলাঞ্জলি
হইলেন একেবারে পথের কাঙ্গালী ॥
কত রঙ্গ জান তুমি ওহে দয়াময়।
কি বেশে কখন প্রভু সাজাও কাহারে।
ভবরঙ্গ তুমি মাঝে তুমি নটবর।
দেও তারে যারে যাহা সাজয়ে সুন্দর ॥
তোমার মঙ্গল বিধি প্রচারের তরে।
পাঠাও যাহারে তুমি পৃথিবী ভিতরে ॥
কত রঙ্গ কর নাথ তাঁহার জীবনে।
অবিশ্বাসী মোরা তাহা বুঝিব কেমনে ॥
কিন্তু ধন্য সেই জন যে তব শ্রীকরে।
আপনার স্বেচ্ছা রুচি সমর্পণ করে ॥
তব হস্তে বীণা হায় বাজে অনুক্ষণ।
সার্থক জনম তার সার্থক জীবন ॥
অমরত্ব লাভ করে সেই ভাগ্যবান।
জীবনে মরণে তার তুমি মহীয়ান ॥
আশীর্ব্বাদ কর নাথ এদীন সন্তান।
এইরূপ নিজ প্রাণ করি যেন দান ॥
তোমার বিধান রঙ্গে হয়ে ব্যবহৃত।
তব হাতে নাচি যেন শ্রীহরি নিয়ত ॥
ধন্য নাথ ধন্য নাথ তব শ্রীচরণে।
প্রণিপাত করি মোরা ভক্তিপূর্ণ মনে ॥

তত্ত্বান্বেষণ, সাধন এবং সিদ্ধিলাভ।

ছাড়ি গৃহ পরিবার, চলিলা রাজকুমার,
ছিন্ন করি মায়ার বন্ধন।
আসি অনোমার তীরে, (১) বলিলেন ছন্দকেরে
যাও ফিরে পিতার ভবন॥
বিষয়ের সুখ যত, লবণাক্ত নীর মত,
নহে তৃপ্ত তাহে মোর মন।
যাহে নিত্য সুখ হয়, দূর হয় ভবভয়,
করিতেছি তার অন্বেষণ॥
বল গিয়া জনকেরে, ফিরিব না আমি ঘরে,
তুমি তাঁরে করো শান্তিদান।
এত বলি আভরণ, করি সব উন্মোচন,
করিলেন ছন্দকে প্রদান।
বিষণ্ণ ভগ্ন হৃদয়ে, ছন্দক নৃপ আলয়ে,
চলিলেন করিয়া রোদন।
তিনি গিয়ে নৃপতিরে, বলিলেন সকাতরে,
সিদ্ধার্থের সব বিবরণ॥
শোক দুঃখ নিরাশায়, করে সবে হায় হায়,
জনক জননী বন্ধু দারা।
সবাকার দুনয়নে, ঝরিতেছে নিশি দিনে,
অবিরল শোক অশ্রুধারা॥
আনন্দের কোলাহল, নিরব এবে কেবল,
বহিতেছে শোক ঝঞ্ঝাবাত।
উন্মূলিত তরু প্রায়, শোকের পীড়নে হায়,
হতজ্ঞান সবে দিবা রাত॥
মাতা পত্নী জনকেরে, ভাসায়ে শোকের নীরে
কোথা যাও নৃপতি নন্দন।
বৃদ্ধ পিতা শিশু সুত, ছাড়ি কোথা যাও ভ্রাতঃ
বল তব কিবা প্রয়োজন॥

শুনেছি তোমার প্রাণ, জীব দুঃখে ম্রিয়মাণ,
কাঁদ তুমি পরের কারণ।
তবে হেন ব্যবহার, দেখি হে কেন তোমার,
যেন দয়াহীন তব মন॥
বুঝিয়াছি মহাশয়, নহ তুমি নিরদয়,
জীবের অশেষ দুঃখ হেরি।
তোমার প্রেমিক মন, রহে সদা উচাটন,
তাই তুমি গৃহ সুখ ছাড়ি॥
জীবের দুঃখ মোচিতে, বেড়াইছ পথে পথে,
সাগরগামিনী নদী প্রায়।
প্রাণসাগর সনে, মিশিয়া বুঝি দুজনে,
বাঁচাইবে তৃষিত ধরায়॥
যাও তবে যাও ভাই, বিলম্বেতে কাজ নাই
সাধ আমাদের পরিত্রাণ।
মোদের মুকতি তরে, ঘোষ গিয়া ঘরে ঘরে,
জীবে দয়া বাসনা নির্ব্বাণ॥
প্রমত্ত সিংহের মত, চলিলেন নৃপসুত,
কেবা বল রোধিবে তাঁহায়।
কিছু দূর গিয়া পরে, কেশ গুচ্ছ ছিন্ন করে,
ফেলাইয়া তাহা দিলা হায়॥
সংসার বন্ধন যত, গেল চিরকাল মত,
এই হেতু নিজ কেশ পাশ।
ছেদিয়া আপন হাতে, আসক্তিরে পদাঘাতে,
করিলেন অন্তরে বিনাশ॥
পরে এক ব্যাধ সনে, নিজ বেশ হৃষ্ট মনে,
করিলেন শাক্য বিনিময়।
তাহার কষায় বেশ, পরি শাক্য নানা দেশ
ভ্রমিলেন ব্যাকুল হৃদয়॥
শান্তি পাইবার আশে, পণ্ডিত সাধক পাশে,
করিলেন কত না ভ্রমণ।
কিন্তু পিপাসিত চিত, নাহি হল তিরোহিত
হল প্রাণ চিন্তায় মগন॥

(১) অনোমা নামক একটী নদী।

ভিক্ষুবেশে এক দিন, রাজগৃহে (১) সুপ্রবীণ
মহামতি হলা উপনীত।
দেখিয়া প্রেম মুরতি, বিম্বসার (২) নরপতি,
হইলেন একান্ত মোহিত॥
বলিলেন শাক্যবরে, থাক তুমি এ নগরে,
যোগাইব তব অন্ন পান।
কি কাজ ভ্রমণে আর, পাবে দুঃখ অনিবার,
থাক হেথা ওহে মতিমান॥
শুনি শাক্যসিংহ তাঁরে, বলিলেন প্রেমভরে,
রাজ্য ধন দারা পুত্র ছাড়ি।
নিত্য সুখ লাভ তরে, ঘুরিতেছি দ্বারে দ্বারে,
হইয়াছি পথের ভিখারী॥
শুন হে শুন নরেশ, বাসনায় মহা ক্লেশ,
পায় নিত্য ভবে জীবগণ।
লবণাম্বু পান প্রায়, অনিত্য সুখ সেবায়,
সুখ নাহি হয় তো কখন॥
সিদ্ধার্থের বাক্য শুনি, বিম্বসার নৃপমণি,
হইলেন অবাক মোহিত।
সিদ্ধার্থের প্রতি তাঁর, হইল ভক্তি অপার,
মন তাঁর হল বিচলিত॥
তথা হতে স্থানান্তর, চলিলেন বীরবর,
মহাজ্ঞানী রুদ্রক সদনে।
হইলেন উপনীত, কিন্তু শাক্য তিরপিত,
নাহি হল রুদ্রক বচনে॥
তাঁর শিষ্য পাঁচ জন, শুনিয়া শাক্যবচন,
হয়ে তার চরিত্রে মোহিত।
রুদ্রেকের পরিহরি, চলিলা আনন্দ করি,
মহামতি শাক্যের সহিত॥
যাইতে যাইতে, লাগিলা ভাবিতে
শাক্যসিংহ মহামতি।

ভোগ কামনায়, জীব দুঃখ পায়,
তাই তার দুরগতি।
ভোগের বিষয়ে, মানব হৃদয়ে,
হয় তৃষ্ণা উদ্দীপিত॥
সে তৃষ্ণা অনলে, জীবহিয়া জ্বলে
পাপে হয় বিমোহিত।
আর্দ্র কাষ্ঠসনে, আর্দ্রের ঘর্ষণে,
কভু না অনল জ্বলে।
না ত্যজি বাসনা, করিলে সাধনা,
শুভ ফল নাহি ফলে।
ইন্দ্রিয়াদি মন, করিয়া শাসন,
বাসনা হইতে সবে॥
সুনিবৃত্ত করি, কৃচ্ছ্রতা (১) আচরি
মগন হইব যোগে॥
হেন ভাবি মনে, পঞ্চ শিষ্য সনে,
গেলা উরুবিল্ব গ্রামে।
নৈরঞ্জনা নদী, বহে নিরবধি,
ধীরে সেই পুণ্যধামে॥
প্রকৃতি সুন্দরী, পুণ্যবেশ ধরি,
শোভিছে কানন মাঝে।
পুষ্প তরুলতা, রহিয়াছে তথা,
সাজিয়া অপূর্ব্ব সাজে।
কোলাহল হীন, সুন্দর বিপিন,
মুনিজন সুখকর।
এ হেন কাননে, বসিলা সাধনে,
শাক্যসিংহ নরবর॥
প্রাচীন পদ্ধতি, ধরি মহামতি,
বসিলা ঘোর সাধনে।
আগে অল্পাহার, পরে অনাহার,
করে ক্ষয় দেহ মনে॥

(১) রাজগৃহ নামক স্থান।
(২) বিম্বসার রাজগৃহের তৎকালীন নৃপতি।

(১) কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া—আত্মা ও শরীরকে ক্ষীণ করিয়া।

হলে দেহ ক্ষয়, বাসনা বিজয়,
হইবে মনেতে গণি।
দেহ নিপীড়ন, করি অনুক্ষণ,
ভ্রান্ত হয়ে মহামুনি ॥
ছয় বর্ষকাল, তপস্যা ঘোরাল,
করিলেন নৃপসুত।
কিন্তু তাহে তাঁর, সিদ্ধির ব্যাপার,
হলনা প্রাণে আগত ॥
ক্রমে দেহ জীর্ণ, বিকৃত বিবর্ণ,
হইলেক দিনে দিনে।
সুঠাম সুন্দর, চারু কলেবর,
কদাকার হল ক্রমে ॥
বিশাল নয়ন, হইল মগন,
গভীর কোটর মাঝে।
বল শক্তীহীন, কুরূপ প্রবীন,
অহো শাক্যসিংহ সাজে।
দেহ সুবিশাল, হয়েছে কঙ্কাল,
যেন মৃত্যু সমাগত।
সে দশা হেরিলে, নেত্র অশ্রুজলে,
হয় হে পরিপূরিত ॥
নৃপতি নন্দন, এই কি সেজন,
এই কিহে রূপ তাঁর ?
যাহার সেবায়, দাস দাসী চয়,
ছিল রত অনিবার ॥
দুগ্ধ ফেন প্রায়, কোমল শয্যায়,
করিত শয়ন যেই।
কত সুখ ভোগ, করিত যে লোক,
এই কি সিদ্ধার্থ সেই ?
রাজা শুদ্ধোদন, পুত্রের কারণ,
লইতেন সমাচার।
অপত্যের প্রতি, আহা কিবা প্রীতি,
দেখাহ সকলে তাঁর ॥

শরীর পীড়নে, কঠোর সাধনে,
সিদ্ধি নাহি লাভ হ'ল।
দেহের শকতি, মধুর প্রকৃতি,
ক্রমে ক্রমে দূরে গেল ॥
দেহের পীড়নে, কেহ কি ভুবনে,
সিদ্ধি লভিবারে পারে ?
জীবের শরীর, ব্রহ্মের মন্দির,
রক্ষ আদরে তাহারে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম, মোক্ষ পুণ্যধাম,
সবাকার মূল দেহ ॥
দেহ অনাদর, করি কিহে নর,
সিদ্ধি লাভ করে কেহ ?
দেহের দুর্গতি, দেখি মহামতি,
করিলেন মনে স্থির।
নাহি সিদ্ধ হল, দেহ ভেঙ্গে গেল,
হইবে প্রাণ বাহির ॥
শরীর পীড়ন, নহেত কখন,
মুকতি লাভের পথ।
এত ভাবি তিনি, উঠিলা অমনি,
ছাড়ি কৃচ্ছ্র, ভ্রান্ত মত ॥
ত্যজিয়া সাধন, করিলা ভোজন,
শাক্যসিংহ মহামতি।
মত বিপর্য্যয়, দেখি শিষ্যচয়,
ত্যজে তাঁরে শীঘ্রগতি ॥
গৃহ পরিজন, জনক নন্দন,
ত্যজিলেন সিদ্ধি তরে।
কিন্তু সিদ্ধিধন, না পেয়ে সুজন,
ডুবিলা চিন্তা সাগরে ॥
সংসারের সুখ, পুত্র প্রেম মুখ,
জনকের অশ্রুবারি।
গোপার ক্রন্দন, আত্মীয় স্বজন,
উঠিল অন্তরে তাঁরি ॥

কাঁদায়ে সবারে, রাজসুখ ছেড়ে,
কেন আসিলাম বনে।
এসব বিষয়, নৃপতি তনয়,
ভাবিলা বিষণ্ণ মনে ॥
ভাবিলেন মনে, পুনঃ স্বভবনে,
যাইতে কি পারি আর?
কাপুরুষ প্রায়, কোন লাজে হায়,
যাইব পুন আগার?
এইরূপে মনে তাঁর নানা আন্দোলন।
উঠিছে পড়িছে আর করিছে পীড়ন ॥
উত্তাল তরঙ্গময় সাগরের কোলে।
ক্ষুদ্র তরণীর প্রায়, চিন্তার সলিলে ॥
ভাসিছেন শাক্যসিংহ, না দেখিয়া কুল।
ভাবনায় হইলেন একান্ত আকুল ॥
বৈরাগ্যের আবরণে মায়ার বন্ধন।
আছিল প্রচ্ছন্ন যাহা, সে সব এখন ॥
পুনরায় প্রজ্জ্বলিত হইল জীবনে।
হইলেন বিচলিত মহা প্রলোভনে ॥
এহেন সঙ্কট কালে, কামনা নিচয়।
জাগিয়া উঠিল হৃদে পাইয়া প্রশ্রয় ॥
কামনা বাসনা যেন হয়ে মূর্ত্তিমান।
(১) "মার" রূপধরি এল তাঁর বিদ্যমান ॥
সুখভোগে প্রলোভিত করিবার তরে।
সুমিষ্ট বচনে মার বলিল তাঁহারে ॥
"কেন শাক্য এত ক্লেশ ভোগিছ জীবনে।
কিরূপে লভিবে ধর্ম্ম দেহের পীড়নে?
কেমন বিবর্ণ ক্ষীণ হয়েছে শরীর।
মৃত্যু তব সন্নিকটে দেখনা সুধীর?
এমন সুন্দর দেহ কেন কর পাত?
নির্ব্বাণে কি প্রয়োজন বল নরনাথ?
অকাতরে ধন রাজ্য দিব হে তোমারে।
গৃহে যাও সুখভোগ কর অকাতরে ॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণে কর ধন ধান্য দান।
লভিবে পরম পুণ্য শুন মতিমান ॥"
প্রলোভন বাক্য শুনি সিদ্ধার্থ তখন।
বলিলেন বীরদর্পে "ওরে পাপাত্মন ॥
মানি না মরণ আমি, মরণান্তে পুনঃ।
আনন্দে লভিব আমি অনন্ত জীবন ॥
ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী হয়ে নিরন্তর।
কাটাব জীবন আমি সানন্দ অন্তর ॥
প্রাণহর মৃত্যু ভাল ধিক্ নীচ প্রাণে।
পরাজয় হতে শ্রেয় মরণ সংগ্রামে ॥"
প্রকৃত সাধকের নিত্য জীবনসংগ্রামে।
এইরূপ প্রলোভন আসে যথাক্রমে ॥
নিরাশায় সমাচ্ছন্ন হইলে হৃদয়।
প্রলোভন আসি মন করে বিষময় ॥
সংসারের সুখ যত হইয়া স্মরণ।
বিষয়ের পানে প্রাণ করে আকর্ষণ ॥
সাধকের মহাশত্রু নিরাশা সতত।
নিরাশায় প্রাণ হয় বিষয়ে ধাবিত।
বিষয়ে আসক্ত চিতে সুখের কল্পনা।
নানারূপ ধরি করে সাধকে ছলনা ॥
হেন পাপ প্রলোভনে কেহ "শয়তান"।
কেহ বা বলেন "মার" অতি বলবান্ ॥
প্রলোভন সহ হয় সংগ্রাম ভীষণ।
পরাজিত হলে হয় নিশ্চিত মরণ ॥
এত বলি প্রলোভনে করিলেন জয়।
প্রমুক্ত প্রশান্ত হল তাঁহার হৃদয় ॥
নিরাশার অন্ধকার হল তিরোহিত।
বিশ্বাস নির্ভর বল হল প্রকাশিত ॥
বাসনার মূল তাঁর গেল ছিন্ন হয়ে।
ব্রহ্মালোক প্রকাশিত হইল হৃদয়ে।

(১) মার কোন জীব নহে, সমুদয় পাপের সমষ্টিস্বরূপ মাত্র।

বুঝিলেন সে আলোকে শাক্য মহাশয়।
সম্বোধি লাভের পথ কৃচ্ছ্রব্রত নয়॥
এতেক ভাবিয়া তবে আহারের তরে।
উদ্যোগী হলেন শাক্য কানন ভিতরে॥
সুজাতা প্রভৃতি বহু কুলনারীগণ।
করিত তপস্যাকালে শাক্যের সেবন॥
শেষে অন্ন মধু তিনি খাওয়াতেন তাঁরে।
করিতেন বহু যত্ন সিদ্ধার্থের তরে॥
শ্মশানের বস্ত্র এক করিয়া গ্রহণ।
পরিধান করিলেন সিদ্ধার্থ সুজন॥
নৈরঞ্জনা নদীজলে, সুখে করি স্নান।
সুশীতল হইলেন শাক্য মতিমান॥
একাসনে ছয় বর্ষ সুদীর্ঘ সময়।
যাপি পুনঃ উঠিলেন নৃপতি তনয়॥
অনিদ্রায় অনাহারে গেল বর্ষ ছয়।
হইল তাঁহার প্রাণে যুগান্ত প্রলয়॥
স্নান করি স্নিগ্ধ হয়ে বোধিদ্রুমতলে।
বসিলেন শাক্যসিংহ মুনি কুতূহলে॥
পূর্ব্ব বোধিসত্বদের চরিত সুন্দর।
ভাবিতে লাগিলা বুদ্ধ হইয়া তৎপর॥
প্রলোভন জয়ে তাঁর বাসনা বিকার।
গিয়াছে জন্মের মত ফিরিবে না আর॥
নির্ম্মল হৃদয়ে তিনি সাধুর জীবন।
যত করে অনুধ্যান, তত তাঁর মন॥
স্বভাবের সুনিয়মে, শ্রীহরি কৃপায়।
তাঁদের চরিত্র সনে এক হয়ে যায়॥
প্রমুক্ত সাধুর বল বৈরাগ্য বিজ্ঞান।
করিলেন সঞ্জীবিত তাঁর মন প্রাণ॥
পূর্ব্ববর্ত্তি জিন (১) সহ জীবনে জীবনে।
যোগযুক্ত হইলেন নিগূঢ় বন্ধনে॥

পৃথিবীর মর্ত্তভূমি করি পরিহার।
অমরাত্মা পরলোকে গেল যেন তাঁর॥
পরকালগত সাধু অমরাত্মাগণ।
করিতে লাগিল তাঁর প্রাণ আকর্ষণ॥
সাধু দেবগণ তাঁর সিদ্ধির কারণ।
সাধন সাহায্য করে প্রেমে অনুক্ষণ॥
তাঁহাদের সমাগমে চরিত্র প্রভাবে।
ডুবিল শাক্যের আত্মা মধুময় ভাবে॥
আহা কি অপূর্ব্ব তত্ত্ব সাধু সমাগম। (১)
ভাবিলে আনন্দে মন হয় নিমগন॥
মানবের ধর্ম্মজ্যেষ্ঠ সাধু মহাজন।
তাঁহাদের চরিত সুধা, যিনি অনুক্ষণ॥
করেন ভোজন পান, তিনি এ জগতে।
সাধু সহ সম্মিলন পারেন লভিতে॥
প্রেম কর সাধুগণে, তাঁহাদের মত।
চরিত্র লভিতে যত্ন কর অবিরত॥
তাহাদের ভাবে হও একান্ত বিহ্বল।
লভিতে অমৃত শান্তি জ্ঞান বুদ্ধি বল॥
আত্মগত হয় যবে সাধুর চরিত।
তখনি জীবন তব হয় বিমোহিত॥
যে সাধু যে ভাব মর্ত্তে করেন প্রচার।
সেই ভাবে হয় ব্রহ্মে সাক্ষাৎ তাহার॥
সাধু সহ সাধকের পরিচয় হয়।
করেন সাহায্য তাঁরে হইয়া সদয়॥
সাধু কভু ব্রহ্ম নন ব্রহ্মবাদী তাঁরা।
সাধন সাগর মাঝে তাঁরা ধ্রুব তারা॥
তাদের দৃষ্টান্তে লক্ষ্য রাখে যেই জন।
অনায়াসে পায় সেই শ্রীহরি চরণ॥
পূর্ব্ব বোধিসত্বদের চরিত চিন্তায়।
ধ্যেয় ব্রহ্ম প্রতিভাত হইল তাঁহায়॥

(১) পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধ সাধকগণকে জিন বলে।

(১) সাধুগণের সহিত জীবনের এইরূপ মধুর মিলনকে সাধু সমাগম বলে।

নবালোকে গম্যপথ দেখিয়া সুজন।
পুনরায় পাতিলেন ধ্যানের আসন॥
স্বাস্তিক হইতে প্রেমে তৃণগুচ্ছ লয়ে।
বিছাইলা ভূমিতলে সানন্দ হৃদয়ে।
বীরাসনে বসি ক্রোড়ে রাখি দুই কর।
ঋজু ভাবে বসিলেন শাক্য গুণাকর॥
প্রতিজ্ঞায় বাঁধি প্রাণ বলিলা তখন।
এ আসনে হয় যদি দেহের শোষণ॥
ত্বক অস্থি মাংস যদি ক্ষয় হয়ে যায়।
তবু বোধিসত্বে আমি না পেলে ধরায়॥
পরিত্যাগ করিব না আমি এ আসন।
এইতো সংকল্প মম, এই মোর পণ॥
সংকল্প করিয়া শাক্য বসিলা আসনে।
ডুবিল তাহার প্রাণ সুগভীর ধ্যানে॥
উচ্চ হতে উচ্চতর সমাধি শিখরে।
উঠিতে লাগিলা শাক্য আনন্দ অন্তরে॥
অবশেষে শ্রীহরির অপার কৃপায়।
অনন্ত বিজ্ঞানময় মহান্ সত্তায়॥
পাইলেন দরশন শাক্য মহামতি।
অবিদ্যার অন্ধকার ঘুচিল ঝটতি॥
"বুদ্ধং জ্ঞান মনন্তং" রূপ মনোহর।
দেখি বিমোহিত হল শাক্যের অন্তর॥
জ্ঞানালোকে হল তার মন বিভাসিত।
শাক্য হইলেন "বুদ্ধ" (১) জ্ঞানে আলোকিত॥
"আমিত্ব" চলিয়া গেল, জ্ঞানময় সনে।
মিলিল তাহার প্রাণ অনন্ত মিলনে॥
হইলেন শুদ্ধসত্ব হর্ষ শোকাতীত।
বাসনা কামনা সব হল তিরোহিত॥
ঝটিকার পরে যথা বিশাল গগন।
প্রশান্ত নির্মল ভাব করয়ে ধারণ॥

(১) বুদ্ধ শব্দের অর্থ—জ্ঞানে আলোকিত উদ্বোধিত চৈতন্য।

সেইরূপ কামনার একান্ত নির্বাণে।
মহাশান্তি উপজিল সিদ্ধার্থের প্রাণে॥
যে সিদ্ধি লাভের তরে, শুদ্ধোদনসুত।
ত্যজিলেন গৃহ বিত্ত রাজ্য সুখযুত॥
শ্রীহরির কৃপাগুণে সিদ্ধার্থ এখন।
লভিলেন প্রাণ মনে সেই সিদ্ধিধন॥
স্পর্শমণি লাভ হল তাঁহার জীবনে।
হইল সম্বোধিপ্রাপ্তি অতুল সাধনে॥
দেবগণ বুদ্ধশিরে পুষ্পবৃষ্টি করে।
ভাসিল বুদ্ধের প্রাণ আনন্দ সাগরে॥
এইরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়া তখন।
সপ্ত রাত্রি দ্রুমতলে করিল যাপন॥
অবশেষে মহানন্দে করিতে ভ্রমণ।
করিলা সংকল্প মনে বুদ্ধ মহাজন॥
অবস্তুতে বস্তুজ্ঞানে, ক্ষণিক বিষয়ে।
স্থির বলি যেই জ্ঞান উপজে হৃদয়ে॥
তাহারে অবিদ্যা বলি জানিবে নিশ্চিত।
অবিদ্যায় সমাচ্ছন্ন নর নারী যত॥
হেন অবিদ্যার ঘোর তামসী রজনী।
শাক্যহৃদি হতে দূর হইল অমনি॥
শারদীয় পূর্ণিমার গগনের মত।
শোভিল শাক্যের চিদাকাশ অবিরত॥
নিরন্তর ব্রহ্মসত্তা তাঁর প্রাণ মন।
অনন্তের পানে আহা করে আকর্ষণ॥
অনন্ত করুণা হৃদি হ'রে সঞ্চারিত।
করিল জীবের দুঃখে তাঁরে বিগলিত॥
মহাসাধনেতে বুদ্ধ লভিয়া নির্বাণ।
হইলেন পঞ্চনেত্রে (১) মহা চক্ষুষ্মান॥
বাসনানির্বাণে তাঁর আমিত্ব মরিল।
তাঁহার জীবন নব জীবনে পশিল॥

(১) মাংসচক্ষু; ধর্মচক্ষু; প্রজ্ঞাচক্ষু; দিব্যচক্ষু; বুদ্ধচক্ষু।

চিদানন্দঘনে সদা নিরখি অন্তরে ।
ভাসিতে লাগিলা বুদ্ধ আনন্দ সাগরে ॥
জীব সনে একীভূত হ'ল মন তাঁর ।
নাশিতে জীবের দুঃখ চিন্তে অনিবার ॥
ধন্য দয়াময় হরি তোমার বিধান ।
যাহে বুদ্ধ লভিলেন অনন্ত নির্ব্বাণ ॥
জীব দুঃখ বিনাশিতে ওহে দয়াময় ।
করিলা ভারতাকাশে বুদ্ধের উদয় ॥
আশীর্ব্বাদ কর নাথ যেন এ জীবন ।
নির্ব্বানের রসাস্বাদ করে অনুক্ষণ ॥
শ্রীবুদ্ধের মহাধ্যান জীবগণে প্রীতি ।
লভি যেন ওহে নাথ অগতির গতি ॥
এই ভিক্ষা করি নাথ তব শ্রীচরণে ।
প্রণিপাত করি হরি ভক্তিযুক্ত মনে ॥

নির্ব্বাণ তত্ত্ব ।

মহাযোগে নিত্য যুক্ত হ'য়ে তপোধন ।
নির্ব্বাণজলধি জলে হলেন মগন ॥
বহু কল্প সুদুর্ল্লভ সম্বোধি (১) উত্তম ।
লভি-সিদ্ধ হইলেন পুরুষসত্তম ॥
যে ধনের লাগি বুদ্ধ গৃহ পরিবার ।
ছাড়ি করিলেন আহা চীরবাস সার ॥
শ্রীহরির কৃপাগুণে সেই মহাধন ।
লভি এবে হইলেন ধনী মহাজন ॥
বাসনা অনলে জীব দগ্ধ অনিবার ।
তাহার নির্ব্বাণ বিনা সুখ কোথা আর ॥
নির্ব্বাণের মহাতত্ত্ব লভিয়া জীবনে ।
সাধ্য কি থাকেন তিনি একাকী বিজনে ॥
জীবের মঙ্গল তরে জনম তাঁহার ।
জীবদুঃখে প্রাণ তাঁর কান্দে অনিবার ॥
তাই বিতরিতে মহানির্ব্বাণ রতণ ।
করিলেন শাক্যসিংহ অন্তরে মনন ॥

(১) পরম জ্ঞান ।

তাঁর প্রচারিত ধর্ম্ম ব্রহ্মের বিধান ।
এ বিধান বিনা কারো নাহি পরিত্রাণ ॥
আর্য্যের পরম ধর্ম্ম ব্রহ্ম দরশন ।
ধেয়ান উপায় তার বলে সাধুগণ ॥
কিন্তু ধ্যানরাজ্যে কেহ পশিতে না পারে ।
বাসনার ঢাক বাজে যার হৃদাগারে ॥
বৈরাগ্যে হইলে জীবে বাসনার ক্ষয় ।
ধ্যান তরে প্রাণ মন সমাহিত হয় ॥
নির্ব্বিকল্প ধ্যানে হয় ব্রহ্ম দরশন ।
নির্ব্বাণ শোপান তার অতি সুশোভন ॥
নীতির বন্ধনে বাঁধি আপন অন্তরে ।
করিবে প্রস্তুত তারে নির্ব্বাণের তরে ॥
শরীর শোষণ কিংবা বিলাসে কখন ।
হয় না প্রমত্ত যেন মানবের মন ॥
অতীব শিথিল কিংবা অতি সুকঠিন ।
হলে ভাল নাহি বাজে বীণ (১) কোন দিন ॥
কিন্তু মধ্য ভাবে যদি রাখে তার তায় ।
বাজিবে সুমিষ্ট রবে মধুর সেতার ॥
সেইরূপ জীবনের মধ্য পথে থাকি ।
অনাসক্ত হয়ে সাধ নির্ব্বাণ একাকী ॥
ক্রমেতে নির্ব্বাণ লাভ হইবে তোমার ।
নির্ব্বাণে ধ্যানের পথ হবে পরিষ্কার ॥
ধ্যানে চিদানন্দ তত্ত্ব করিয়া দর্শন ।
দুঃখ শোক হতে মুক্ত হবে তব মন ॥
এই তো নির্ব্বাণতত্ত্ব সহজ সরল ।
হল যাহা সিদ্ধার্থের জীবন সম্বল ॥
ব্রহ্ম ব্রহ্ম করি কেহ ব্রহ্ম নাহি পায় ।
ব্রহ্মপদ লাভ তরে নির্ব্বাণ উপায় ॥

(১) একপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের নাম বীণ । তাহায় তার খুব ঢিল বা খুব কসা করিলে ভাল বাজে না, কিন্তু মধ্যম অবস্থায় বেশ বাজে ।

এ হেতু ঈশ্বর শব্দ না করি ব্যভার।
ঈশ্বর লাভের পথ করিলা প্রচার॥
কোন কোন অজ্ঞ লোকে এই হেতু তাঁরে।
নাস্তিক বলিয়া ঘোষে সংসার মাঝারে॥
নাস্তিক নহেন বুদ্ধ. আস্তিক প্রধান।
পরম বৈরাগী সাধু বিশ্বাসী মহান্॥
অনিত্য সংসারসুখ ত্যজি সেই জন।
চিদানন্দ অনুক্ষণ করে দরশন॥
সেই কি নাস্তিক? যেই চঞ্চল বাচাল।
মন মুখ এক যার নহে কোনকাল॥
ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলি সদা করে আড়ম্বর।
কিন্তু ব্রহ্মে নাহি দেখে যাহার অন্তর॥
সেজন আস্তিক কিসে? এ ভ্রম কখন।
নাহি হয় কভু যেন ওরে মম মন॥
পথ পেলে গম্য স্থান সহজে মিলয়।
তাইতো পথের তত্ত্ব শাক্য মহাশয়॥
নিজ হৃদে লাভ করি বলিলা সবারে।
শাক্যের আদর তাই নিখিল সংসারে॥
পরিত্যাজ্য নহে কভু শ্রীহরির নাম।
কিন্তু দরশন বিনা পূর্ণ নহে কাম॥ (১)
তাই দরশনতরে নির্ব্বাণ উপায়।
প্রকাশিত হল ভবে শ্রীহরি কৃপায়॥
"সংসারের অনিত্যতা করিয়া শরণ।
বৈরাগ্য সাধন কর করি প্রাণপণ॥
অভ্যাস বৈরাগ্য যোগে ধ্যান সহকারে।
নির্ব্বাণ সাধন কর সদা প্রেমভরে॥
সর্ব্বজীবে সম ভাবে সদা দয়া কর।
লভিবে উত্তম গতি মানসনিকর॥"
সহজ অথচ এই তত্ত্ব সুধাময়।
লভিলেন নিজ হৃদে নৃপতিতনয়॥

অবিদ্যা আঁধারে মগ্ন দুঃখিতার্ত্ত জনে।
বিতরিতে মহাধন প্রেরিত জীবনে॥
জলিল ব্রহ্মের ইচ্ছা পবিত্র অনল।
ধরম প্রচারে শাক্য হলেন পাগল॥
ওহে হরি কি বা তব করুণা অদ্ভুত।
জীবদুঃখে যেন তুমি সদা অভিভূত॥
কিরূপে সাধিবে তুমি জীবের কল্যাণ।
এই হেতু সদা ব্যস্ত থাক ভগবান॥
সুখভোগে পরিপুষ্ট নৃপতি কুমারে।
আনিলে, হে দীননাথ, কানন মাঝারে॥
নির্ব্বাণরতনে তাঁরে করি বিভূষিত।
জীবের উদ্ধার তরে করিলে প্রেরিত॥
বুদ্ধ আসি বলে জীবে করিয়া আহ্বান।
উঠ নিদ্রা পরিহর সাধহ নির্ব্বাণ॥
হায় হরি এইরূপ প্রতি যুগে যুগে।
পাঠাও ভকতে যেন জীবগণ জাগে॥
বিধান তূরীর ধ্বনি করিয়া সকলে।
ডাকিছে ভকত মোরে কত না কৌশলে॥
প্রতি দিন শাক্য মোর প্রাণ মাঝে এসে।
ডাকিছেন কত ভাবে আহা হেসে হেসে॥
তবু তো অবশ প্রাণ জাগিল না হরি।
জাগাও জাগাও নাথ তব পায়ে ধরি॥
যেন ভুলে নাহি থাকি মায়ার ছলনে।
করি প্রাণ সমর্পণ নির্ব্বাণসাধনে।
এই শুভ আশীর্ব্বাদ করহ আমারে।
প্রণিপাত করি নাথ প্রেম ভক্তিভরে॥

মহাত্মা বুদ্ধের ধর্ম্ম প্রচার এবং শেষ জীবন।

নির্ব্বাণের নববিধি. প্রচারিতে নিরবধি,
শাক্যসিংহ মহামতি, হইলা তৎপর।
সাধিবারে মনস্কাম, যান বুদ্ধ কাশীধাম,
ভারতের কেন্দ্রভূমি জ্ঞানের আকর॥

(১) ব্রহ্মদরশন বিনা কখন সকল কামনা পূর্ণ হয় না।

পূর্ব্বশিষ্য পাঁচজন, ত্যজিয়া তাঁরে এখন,
রহিয়াছে যারা হেথা তাহাদের সনে।
হইল সাক্ষাৎকার, কিন্তু একজন তার,
তুচ্ছ করে শাক্যসিংহে হীন সম্বোধনে॥
কষ্ট নাহি হয় তায়, আনন্দে শাক্য তাহায়,
প্রেম ভরে করিলেন কত না যতন।
তাঁর মিষ্ট ব্যবহারে, প্রেমপূর্ণ সমাদরে,
লজ্জা অনুতাপে মুগ্ধ হল তাঁর মন॥
শাক্যপদতলে প'ড়ে ক্ষমা যাচে সকাতরে,
শাক্য তারে আলিঙ্গন করিলেন দান॥
অন্য শিষ্য চারি জন, আসিয়া লভে মিলন,
বুদ্ধ সবে ধর্ম্মতত্ত্ব করিলা ব্যাখ্যান।
প্রদীপ্ত উৎসাহ ভরে, শাক্যসিংহ সে নগরে,
প্রচারিলা মহানন্দে নূতন বিধান।
শত শত নর নারী, শুনি ব্যাখ্যা মুগ্ধকরি,
বিধান গ্রহণ তরে হলা আগুয়ান॥
পণ্ডিত মুরখ জন, ধনী আর নিরধন,
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল আদি সবে সমভাবে।
শুনি উপদেশ তাঁর, হলো মুগ্ধ চমৎকার,
দীক্ষিত হইল কত ধর্ম্মের প্রভাবে॥
চারিদিকে ধর্ম্ম তাঁর, হতেছে সদা প্রচার,
হেনকালে মগধের স্বাধীন নৃপতি।
সিদ্ধার্থেরে ভক্তিভরে, নিমন্ত্রিলা রাজঘরে, (২)
শুনিবারে বিধানের সংবাদ ঝটিতি॥
কাশ্যপ দ্বিজতনয়, মহাজ্ঞানী সদাশয়,
ব্রহ্মচারী দার্শনিক পণ্ডিত সুজন।
শাক্য উপদেশ শুনে, মহানন্দে হৃষ্টমনে,
বুদ্ধের পরম ধর্ম্ম করিলা গ্রহণ॥
ক্রমে ভ্রাতৃদ্বয় তার, করিয়া মনে বিচার,
দীক্ষিত হইল নব নির্ব্বাণ বিধানে।

(২) রাজগৃহ নামক স্থানে মগধরাজের রাজধানী ছিল।

পাপে তাপে শান্তিহত, নর নারী শত শত,
এইরূপে সুদীক্ষিত হল মন প্রাণে॥
পরে কাশ্যপের সনে, যান বুদ্ধ হৃষ্ট মনে,
বিম্বসার নরপতি রহেন যথায়।
নৃপ বহু সমাদরে, নিলা বুদ্ধে নিজ ঘরে,
বুদ্ধ উপদেশে মুগ্ধ হয়ে নররায়॥
বুদ্ধের পবিত্র বিধি, লইলেন নরপতি,
নির্ব্বাণ ধরমে তিনি হলেন দীক্ষিত।
নানাভাবে নানাস্থানে, বিধানের আকর্ষণে,
ব্রহ্মকৃপাগুণে জীব হইল আহূত॥
পবিত্র বুদ্ধ চরিত, প্রেম পূর্ণ সুবিনীত,
পুণ্যময় সুপ্রসন্ন বদন তাঁহার।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বেশে, বুদ্ধ ভ্রমে দেশে দেশে,
অধোমুখে ভিক্ষামাগে কি বা চমৎকার॥
সে শোভা দেখিলে হায়, প্রাণ মন গলে যায়,
সংসারের অসারতা উপজে অন্তরে।
নির্ব্বাণসাধনে মন, সহজে হয় মগন,
মধুময় প্রেরিতের ভাব এ সংসারে।
শাক্যের সুযশ শুনি, শুদ্ধোদননৃপমণি,
সন্তানে দেখিতে তিনি হলেন ব্যাকুল।
তাঁহার দর্শন তরে, শাক্যরাজ সে নগরে,
উপনীত হইলেন হয়ে কুতূহল।
ভিক্ষাপাত্র লয়ে করে, শাক্যসিংহ সে নগরে,
সন্ন্যাসীর বেশে ভিক্ষা করেন নিয়ত।
দেখি নৃপতির প্রাণে, শোকশেল যেন হানে,
বলিলেন পুত্রবরে, কেন এই মত॥
হয়ে রাজবংশজাত, ভিক্ষাবৃত্তি শোভে না ত,
আমি কি তোমারে আর তব সঙ্গীগণে।
অন্ন বস্ত্র দিতে নারি, তবে কেন শুদ্ধাচারী,
কাঁদাও আমারে তুমি দুঃখ দিয়ে মনে॥
শুনিয়ে পিতৃবচন, বলে শাক্য তপোধন,
আপনার বংশে ভিক্ষা না হয় উচিত।

কিন্তু মম বংশে পিতঃ, নহে ভিক্ষা বিগর্হিত,
শুনি রাজা হইলেন একান্ত বিস্মিত ॥
পূর্ব্বতন বৌদ্ধকুলে, সন্ন্যাসধর্ম্মের মূলে,
শাক্যের জীবাত্মা জন্ম, করেছে গ্রহণ ।
তাহাদের ধর্ম্মনীতি, নির্ব্বাণ সমাধি প্রীতি,
করিতেছে শাক্যপ্রাণে সদা সঞ্চারণ ॥
রাজার প্রকৃতি আর, আচরণ ব্যবহার,
কিছুমাত্র নাই আর শাক্যের জীবনে ॥
পূর্ব্ব বোধিসত্বগণ, তাঁর হৃদে অনুক্ষণ,
ভাবরূপে বিচরণ, করে নিশি দিনে ॥
এই তত্ত্ব কহি তাঁরে, বলিলেন মিষ্টস্বরে,
"জাগ পিত ! ধর্ম্মপথে কর বিচরণ ।
পবিত্র জীবন তরে, কর যত্ন সকাতরে,
ত্যজ পাপ, পাবে শান্তি অমূল্য রতন ॥"
পুত্রের অমূল্য কথা করিয়া শ্রবণ ।
আনন্দ-বিস্ময়ে মগ্ন হলেন রাজন ॥
অভাজের ভিক্ষাপাত্র লয়ে করতলে ।
পুত্র সহ অন্তপুরে যান কুতূহলে ।
তথা গিয়া শাক্যসিংহ গৌতমী জননী ।
ধর্ম্মপত্নী গোপা দেবী নারীকুলমণি ।
সবাকার সনে ধর্ম্মে করিলা সাক্ষাৎ ।
দেখিলে সে দৃশ্য আহা হয় অশ্রুপাত ॥
সপ্তবর্ষ পরে শাক্য সন্ন্যাসীর সাজে ।
আসিলেন পুনরায় পরিবার মাঝে ।
নৃপতিনন্দ এবে সিদ্ধ তপোধন ।
অনাসক্ত সর্ব্বত্যাগি প্রেমিক সুজন ॥
স্বামী দরশনে আহা গোপার অন্তরে ।
কি ভাব হয়েছে আজ, কে বলিতে পারে ?
দেখা করি, বহির্ভাগে আসি শুদ্ধোধন ।
সে নগরে কিছুকাল করেন যাপন ॥
তাহার প্রভাবে আর ধর্ম্ম উপদেশে ।
বহিল বৈরাগ্যস্রোত সেই পুণ্য দেশে ॥

শাক্যবংশজাত বহু নর নারীগণ ।
বুদ্ধের পবিত্র ধর্ম্ম করিল গ্রহণ ॥
তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা গৌতমীনন্দন ।
করিলেন প্রেমভরে সন্ন্যাস গ্রহণ ॥
একদিন গোপা দেবী দেখায়ে বুদ্ধেরে ।
বলিলেন প্রিয়তম পুত্র রাহুলেরে ॥ (১)
"ঐ যে উজ্জ্বলকান্তি নবীন সন্ন্যাসী ।
ইনি তব পিতৃদেব চাহ ধনরাশি ॥
মহাধনে ধনী ইনি, নিজ পুত্র ব'লে ।
অতুল সম্পদ তোরে দিবে অবহেলে ॥"
শুনি শিশু পুত্র গিয়া পিতার সদন ।
মহামূল্য ধন ভিক্ষা করিল তখন ॥
পুনঃ পুনঃ বালকের শুনি নিবেদন ।
করিলেন শাক্যসিংহ অন্তরে মনন ॥
বোধিকল্পদ্রুমতলে যে ধর্ম্মরতন ।
লভিয়াছি এ জীবনে, তাহাই এখন ॥
দিব এই শিশু পুত্রে, করিব ইহারে ।
ধর্ম্মরাজ্যে পরবর্ত্তী আমার সংসারে ॥
এত ভাবি শিষ্য প্রতি বলিলা তখন ।
কর আজি রাহুলের মস্তক মুণ্ডন ॥
সন্ন্যাসীর দলভুক্ত করি লও একে ।
এ হেন বৈরাগ্যবল কে বা কোথা দেখে ?
দ্বাদশ বর্ষের শিশু ভাবী নরপতি ।
হেরিলে তাহার দশা ফেটে যায় হৃদি ॥
কিন্তু বিশ্বাসীর কার্য্য, জগতে অতুল ।
দেখি জগজন তাঁরে ভাবয়ে বাতুল ॥
কিন্তু নিত্যধন তরে, অনিত্য বিষয় ।
ত্যজে যেই বুদ্ধিমান্ সেই জন হয় ॥
পৌত্রের সন্ন্যাসবার্ত্তা করিয়া শ্রবণ ।
শোক দুঃখে শুদ্ধোধন হলেন মগন ॥

(১) মহাত্মা শাক্যসিংহের পুত্রের নাম রাহুল ।

আশার প্রদীপ তাঁর হইল নির্ব্বাণ।
ভাবিলেন শাক্যরাজ্য হল অবসান॥
অতি অপ্রসন্ন হয়ে কুমারের প্রতি।
বলিলেন সিদ্ধার্থেরে বৃদ্ধ নরপতি॥
"পিতৃ মাতৃ অনুমতি না লয়ে কখন।
সন্তানে ভিক্ষুক পদে করো না বরণ॥
এই অনুরোধ বৎস রাখহ আমার।"
হানিও না পিতৃপ্রাণে শেল অনিবার॥
পিতার বচনে বুদ্ধ হলেন সম্মত।
দেখি নরপতি হলা অতি হরষিত॥
যত দিন শাক্য তথা ছিলেন যতনে।
করিতেন ধর্ম্মালাপ জনকের সনে॥
পরে তথা হ'তে তিনি করিয়া প্রস্থান।
অনোমা নদীর তীরে করেন প্রয়াণ॥
অনিরুদ্ধ দেবদত্ত আনন্দ উপালি।
গৃহ ছাড়ি শাক্য সনে গেল সবে চলি॥
প্রথমোক্ত তিন তাঁর পিতৃব্যতনয়।
উপালি নাপিত জাতি শুদ্ধ সদাশয়॥
চারি জনে ব্রহ্মচর্য্যে হলেন দীক্ষিত।
দেখি সবে হইলেন একান্ত বিস্মিত॥
অণুমাত্র জাতিভেদ নাই এ বিধানে।
সবারে তোষেণ বুদ্ধ আলিঙ্গন দানে॥
জাতিভেদ প্রপীড়িত ভারত মাঝারে।
সমত্বের মহাধর্ম্ম আসিল এবারে॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রির বৈশ্য শূদ্রাদি সকলে।
লইল নির্ব্বাণ ধর্ম্ম ভেদাভেদ ভুলে॥
সব জাতি মিলাইয়া নবীন মণ্ডলী।
গড়িলা ভারতে হরি আহা কুতূহলী॥
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" সর্ব্ব ধর্ম্ম সার।
এই তত্ত্ব ঘোষে বুদ্ধ ভবে অনিবার॥
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে বুদ্ধ দেখেন সমান।
সবাকার কাছে তিনি ঘোষেণ নির্ব্বাণ।
অন্য ধর্ম্ম প্রতি তাঁর নাহিক বিদ্বেষ।
সাধু পাপী সবে প্রীতি করে নির্ব্বিশেষ॥
আপনার পুণ্যময় সুন্দর চরিতে।
সবাকার মনোমুগ্ধ করেন চকিতে॥
যত্ন কর লভিবারে পবিত্র চরিত।
বৈরাগ্য সমাধি ধ্যান জীবগণ হিত॥
সতত সাধন কর, পাবে পরিত্রাণ।
ঘোষিলেন এই তত্ত্ব শাক্য মতিমান্॥
জাতিভেদ ধর্ম্মভেদ করি পরিহার।
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সবে হল একাকার॥
অর্থশূন্য যাগযজ্ঞ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান।
কখন না পারে দিতে জীবে পরিত্রাণ॥
স্বভাব বিশুদ্ধ যদি না হয় তোমার।
মুকুতির আশা তবে কর পরিহার॥
সাধারণ জনে বুদ্ধ বলিলা বচন।
নাহি করো জীব হিংসা তোমরা কখন॥
চুরি পরদার মিথ্যা মাদক সেবন।
কর সবে পরিহার হ'য়ে সযতন॥
মানী জনে সম্মানিবে হইয়া বিনীত।
করিবে জ্ঞানীর সেবা হ'য়ে সাবহিত॥
শান্তিধামে বাস কর লভ পুণ্যধন।
হৃদয়ে পবিত্র ইচ্ছা করহ পোষণ॥
আত্ম দৃষ্টি শিক্ষা কর হও সুসংযত।
প্রিয় বাক্য বল সবে প্রেমে অবিরত॥
জনক জননী দুয়ে সেব কায় মনে।
পত্নী পুত্রে সুখী কর ধর্ম্মের শাসনে॥
আত্মীয় স্বজন আর দীন দুঃখী জনে।
সাহায্য করহ সবে বিহিত সাধনে॥
পবিত্র জীবন সদা করহ যাপন।
সাধু কার্য্যে পরিশ্রান্ত হ'ও না কখন॥
পাপেতে বিরত থাক, ঘৃণা কর তারে।
বিনয়ী দীনাত্মা সাধু হও এ সংসারে॥

আত্মাজয় পবিত্রতা উচ্চ সত্যজ্ঞান।
লাভ করি সাধ নিত্য পবিত্র নির্ব্বাণ॥
সাধুসঙ্গ ধর্ম্মচর্চ্চা কর অবিরাম।
শোক দুঃখাতীত হয়ে যাও শান্তিধাম॥
আপনার মন কর সদা বশীভূত।
যোগানন্দে মত্ত সবে থাকহ নিয়ত॥
সংগ্রামেতে জয়ী হ'লে বীর নাহি হয়।
নিজ মন বশে যার তারে বীর কয়॥
ভগ্ন গৃহে বৃষ্টি যথা হয় নিপতিত।
ইন্দ্রিয় তেমতি অতো চিত্তে অশাসিত॥
পশিয়া বিকৃত করে মানবের মন।
দুঃখহ্রদে মানবেরে করে নিমগন॥
কার্য্য হোক তোমাদের বাক্য অনুগত।
ক্ষমা দ্বারা ক্রোধ জয় করহ নিয়ত॥
সাধুতায় অসাধুতা কর পরাজয়।
সত্য দ্বারা অনৃতেরে কর সদা ক্ষয়॥
অপকারী জনে করি প্রেমে উপকার।
শত্রুর হৃদয় মন কর অধিকার॥
এইরূপ শত শত উপদেশামৃত।
বলিয়া সবারে শাক্য করেন মোহিত॥
সংবৎসরে আট মাস প্রচারের তরে।
করেন ক্ষেপণ বুদ্ধ আনন্দ অন্তরে॥
চারিমাস বর্ষাকালে থাকি তপোবনে।
কাটান সময় বুদ্ধ ধ্যানাদি ভজনে॥
শুনিলেন শাক্যসিংহ জনক তাঁহার।
রোগে শোকে ঘোরতর দেখেন আঁধার॥
পিতৃদরশন তরে গেলেন তথায়।
দেখি তাঁরে হ'লা পিতা উৎফুল্ল আশায়॥
পরদিন নরপতি দেহ পরিহরি।
চলি গেলা মহানন্দে অমর নগরী॥
ধন্য, পিতঃ, এ সংসারে তোমার জীবন।
তব তরে পাই মোরা শাক্য তপোধন॥
তব পুণ্যফলে শাক্য জন্মিল ধরায়।
হইল জগত ধন্য ব্রহ্মের কৃপায়॥
এ হেন সন্তানরত্ন জনমে যাঁহার।
সেই ধন্য, তাঁর যশ ঘোষিবে সংসার॥
পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নিজে সম্পাদন।
করিলেন শাক্যসিংহ মায়ায় মগন॥
শাক্যবংশ ছিন্ন ভিন্ন হ'ল একেবারে।
রহিল না বংশে কেহ রাজ্য রাখিবারে॥
শাক্যপত্নী গোপাদেবী, গৌতম জননী।
আরো ধর্ম্মপরায়ণা কুলের কামিনী॥
সকলে শাক্যের ধর্ম্ম করিলা গ্রহণ।
হইল কপিলবস্তু, শ্মশান যেমন॥
নারীগণে লয়ে এক সন্ন্যাসিনী দল।
গঠন করেন শাক্য হ'য়ে কুতূহল॥
গোপা দেবী তাঁহাদের অভিনেত্রী হয়ে।
করেন সবার সেবা পবিত্র হৃদয়ে॥
যাহাতে পবিত্র ভাবে সন্ন্যাসিনীগণ।
পারেন করিতে সদা জীবন যাপন॥
এরূপ কঠিন বিধি, করিলা বিধান।
সন্ন্যাসিনী দল হ'ল পবিত্র মহান্॥
কি আশ্চর্য্য সম্মিলন শাক্যের জীবনে।
হইল এক্ষণে আহা ধর্ম্মের বন্ধনে॥
দারা পুত্র আছে সব, কিন্তু মায়া নাই।
আহা কি স্বর্গের ভাব, বলিহারি যাই॥
হেনকালে বিম্বসার পত্নী ক্ষেমাসতী। (১)
লইলেন ভিক্ষুব্রত নবধর্ম্মে মাতি॥
ক্ষেমার সন্ন্যাস দেখি, সব জনগণ।
ভয়ে ভয়ে সাবধান হইল তখন॥
কি জানি বা কার পত্নী গৃহ ছাড়ি যায়।
এই ভয়ে হলো সবে আকুল সদায়॥

(১) মগধরাজ মহাত্মা বিম্বসারের পত্নী ক্ষেমাদেবী।

কিন্তু বিধাতার লীলা কে রোধিবে বল।
দিন দিন বাড়ে আহা সন্ন্যাসিনীদল ॥
নর নারী দুয়ে মিলি উৎসাহ উদ্যমে।
ঘোষিতে লাগিলা সবে ধর্ম্ম পরাক্রমে ॥
সহস্র সহস্র লোক নির্ব্বাণবিধান।
গ্রহণ করিয়া সুখে লভে পরিত্রাণ ॥
বুদ্ধের বক্তৃতা শুনি নরনারী কত।
নবধর্ম্মে অকাতরে প্রাণ ঢালি দিত ॥
প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল বুদ্ধের হৃদয়।
জীব দুঃখে প্রাণ তাঁর কাঁদে অতিশয় ॥
এক দিন বেণুবনে (১) ব্যাধ এক জন।
জালে বদ্ধ করিয়াছে মৃগ সুশোভন ॥
দেখিয়া মৃগের দুঃখ শাক্য মতিমান।
মুক্ত করি মৃগে দূরে করিলা পয়ান ॥
সমাধিতে নিমগন হইলেন যোগে।
দেখি ব্যাধ বাণ ছাড়ে তাঁর অভিমুখে ॥
কিন্তু ব্রহ্মকৃপা গুণে তাঁর দেহে বাণ।
না লাগিল না ভাঙ্গিল তাঁর মহাধ্যান ॥
দেখি বিমোহিত হল ব্যাধের অন্তর।
করিল নির্ব্বাণ ধর্ম্ম গ্রহণ তৎপর ॥
এইরূপে ভারতের বহু জন পদে।
প্রচার করিলা বুদ্ধ ধর্ম্ম নানামতে।
হইল অনেক শিষ্য, জ্ঞানী মূর্খ জন।
আনন্দে নির্ব্বাণ ধর্ম্ম করিল গ্রহণ ॥
ক্রমে বৃদ্ধকাল তাঁর হল উপনীত।
জ্ঞানময় ব্রহ্মসনে হয়ে সমাহিত ॥
বুঝিলেন কার্য্য শেষ হইল তাঁহার।
ত্বরিত ত্যজিতে হবে মরত সংসার ॥
এত ভাবি শিষ্যগণে করিয়া আহ্বান।
করিলেন হেন মতে উপদেশ দান ॥

(১) বেণুবন নামক এক বনে মহাত্মা শাক্যের একটী বিহার ছিল।

"ওহে ভিক্ষু পূর্ণভাবে করহ সাধ?।
করশিক্ষা, পূর্ণ হও লভ ধর্ম্মধন ॥
করিলাম যেই ধর্ম্ম ভবে প্রকটন।
কর তাহা ইতস্ততঃ জগতে ঘোষণ।
সাধুতা নির্ব্বাণ যেন চিরস্থায়ী হয়।
নিত্যকালে এসংসারে নরনারী চয় ॥
নির্ব্বাণের মহাবর্ম্মে থাকি স্থিরতর।
আনন্দ কল্যাণ যেন লভে নিরন্তর ॥
দেব আর নরগণ মাঝে অবিরত।
বিস্তারিতে শান্তিসুখ ভিক্ষুগণ যত ॥
কর যত্ন প্রাণপণে অনুরাগভরে।
করহ সাধন সদা তরিবে দুস্তরে ॥
আমার সময় পূর্ণ হয়েছে এখন।
তিন মাস মাঝে আমি করিব গমন ॥
রহিলে তোমরা এবে, প্রচার নির্ব্বাণ।
দাওহে বিদায় মোরে ওহে মতিমান ॥
হও সবে অনুরাগী ধ্যানপরায়ণ।
হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখ অনুক্ষণ ॥
ব্রত আর অঙ্গীকার করিতে পালন ॥
দৃঢ়ব্রত হও সদা, ওহে ভিক্ষুগণ ॥
হও ধর্ম্ম অনুগামী, করহ সাধন।
অনায়াসে পাবে সবে নির্ব্বাণরতন ॥
যাবে দুঃখ, যাবে শোক, এ ভব দুস্তর।
পার হবে অবহেলে সবে নিরন্তর ॥
শুনি সিদ্ধার্থের বাণী স্থবিরমণ্ডলী।
শোক দুঃখে ম্রিয়মাণ হলেন সকলি ॥
অবশেষে কাশ্যপেরে ডাকিয়া নির্জ্জনে।
বলিলেন তথাগত (১) সুমিষ্ট বচনে।
তোমাতে আমি, আমাতে তুমি অনুক্ষণ।
তোমাসনে বিনিময় করিব বসন ॥

(১) মহাত্মা শাক্যসিংহের একনাম তথাগত।

এইভাবে দুইজন দোঁহে দোঁহাকারে।
নিত্যকাল অবস্থিতি করিব সংসারে ॥
তুমি মম প্রতিনিধি হইয়া নিয়ত।
করিবে এ মণ্ডলীরে সুপথে চালিত ॥
প্রেমভরে দীনভাবে বুদ্ধের বচন।
ভয়ে ভয়ে করিলেন কশ্যপ পালন ॥
বিধানের প্রবর্ত্তক আর শিষ্যগণে।
হেরি কি মধুর যোগ শাক্যের জীবনে ॥
বিধান আকারে বাধ্য শিষ্যের অন্তরে।
বিধানের প্রবর্ত্তক সদা বাস করে ॥
সুনির্ম্মল নীরে যথা প্রতিবিম্ব খেলে।
সেইরূপ বিশ্বাসীর জীবনসলিলে ॥
বিধানের সুসংবাদ দাতার চরিত।
ভক্তহৃদে অনুক্ষণ হয় প্রকটিত ॥
এইরূপে দলপতি সহ শিষ্যগণ।
আধ্যাত্মিক ভাবে লাভ করয়ে মিলন।
কুশীগ্রামে তার পর যান যশোধন।
পথে চণ্ড নামে তাঁর শিষ্য এক জন।
ভক্তি সহ সিদ্ধার্থের আতিথ্যসৎকার।
করিলেক প্রেমভরে ভাবে আপনার ॥
ছিল মাংসব্যবসায়ী চণ্ড কদাচার।
ভাবিল মাংসেতে প্রীতি হইবে তাঁহার ॥
এত ভাবি শূকরের মাংস দিল তাঁরে।
ব্যাধিগ্রস্ত হল শাক্য সে মাংস আহারে ॥
নিরামিষভোজী শাক্য ছিল অনুক্ষণ।
কিন্তু সন্ন্যাসের তাঁর ছিল এ শাসন ॥
প্রীতি ভরে যে যা তারে করিবে অর্পণ।
তাহাই করিবে শাক্য আনন্দে ভোজন ॥
এই হেতু মাংসখণ্ড করিলা আহার।
উদরের পীড়া তাহে জন্মিল তাঁহার ॥
ক্রমে অবসন্ন ভগ্ন হল কলেবর।
ভাবিলেন মৃত্যু মম হইবে সত্বর ॥
চণ্ডদত্ত মাংস মম মৃত্যুর কারণ।
এ কথা জানিলে চণ্ড হবে ক্ষুণ্ণমন ॥
কি জানি বা অনুতাপে আত্মঘাতী হয়।
অন্য লোকে নিন্দা তাঁরে করিবে নিশ্চয় ॥
এত ভাবি দয়াবান্ বুদ্ধ যশোধন।
চণ্ডের কল্যাণ চিন্তা করিলা তখন।
আমার জীবন মৃত্যু উভয় সমান।
কিন্তু ইথে চণ্ডের না হয় অকল্যাণ ॥
এই ভাবি আনন্দেরে ডাকিয়া গোপনে।
বলিলেন শাক্যসিংহ মধুর বচনে ॥
বলিবে চণ্ডেরে তুমি পরলোকে তার।
লাভ হবে উপযুক্ত শান্তি পুরস্কার ॥
দুইজন এ জগতে আছয়ে নিশ্চিত।
যথার্থ হিতৈষী মম শুন সাবহিত ॥
সুজাতার অন্নে মম বোধি লাভ হ'ল।
চণ্ডের ভিক্ষাতে বুদ্ধ নির্ব্বাণ লভিল ॥
আহা কিবা মধুময় জীবগণে প্রীতি।
দেখিলে বুদ্ধের প্রেম গ'লে যায় হৃদি ॥
অনন্ত জীবন হৃদে বুদ্ধ মহাশয়।
মীন প্রায় বিহরেন সকল সময় ॥
জন্ম মৃত্যু শোক দুঃখ সবার অতীত।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ তাঁহার চরিত ॥
জগতের দুঃখ ক্লেশ সিদ্ধার্থ কখন।
না পারেন সহিবারে ব্রহ্মের নন্দন ॥
প্রেমে জীব সহ তাঁর হৃদয় আগার।
হইয়াছে একীভূত, ভেদ নাহি আর ॥
বৈরাগ্য অনলে তাঁর স্বার্থ অভিমান।
হ'য়েছে বিলুপ্ত, নাই আত্মপরজ্ঞান ॥
বিধাতার ইচ্ছামতে কাল অনুসারে।
যাইবেন মহাসাধু ব্রহ্মের আগারে ॥
উপলক্ষমাত্র চণ্ড কি দোষ তাহার।
বুদ্ধ গুণমণি এই বুঝিলেন সার ॥

যাইবার আগে শাক্য ডাকি ভিক্ষুগণে।
করিলেন উপদেশ মধুর বচনে॥
তাঁহার বচন শুনি মহা দুঃখ ভরে।
আনন্দ (১) বিরলে গিয়া কাঁদে মৃদুস্বরে॥
শুনি সে রোদন ধ্বনি ডাকি আনন্দেরে।
কতরূপে বুঝাইলা শাক্য প্রেমভরে।
যে দিন সিদ্ধার্থ এই দেহ ধূলিময়।
ত্যজি যাইবেন সেই অমর আলয়॥
সেদিন সুভদ্র নামে বিপ্র এক জন।
আসিয়া বুদ্ধের কাছে বলিলা বচন॥
সর্ব্বজ্ঞ কি অংশ জ্ঞানী অথবা অজ্ঞান।
ছিল শেষ ছয় গুরু ওহে মতিমান্?
সুভদ্রের কথা শুনি শাক্য মহাশয়।
বলিলেন এ চর্চ্চার সময় এ নয়॥
শুনহ ধর্ম্মের তত্ত্ব করিব ব্যাখ্যান।
এত বলি বুঝাইলা মুকতি নির্ব্বাণ॥
প্রথমেতে শুদ্ধি আর প্রেম পরিশেষে।
এইতো পরমা গতি নির্ব্বাণের দেশে॥
বুদ্ধমুখে মহাতত্ত্ব করিয়া শ্রবণ।
সুভদ্র নূতন ধর্ম্ম করিল গ্রহণ।
ক্রমে ক্ষীণ অবসন্ন হ'লে কলেবর।
বলিলেন শিষ্যগণে শাক্য নরবর॥
নিঃশেষিত হয় নাই বচন আমার।
আমার সাধন আর উপদেশ সার॥
তোমাদের নেতা হয়ে করুক চালিত।
এই মম উপদেশ শুন শ্রদ্ধান্বিত॥
এ সংসার ত্যজি আমি যাইব এখন।
সন্দেহ থাকিলে মনে, ওহে শিষ্যগণ॥
জিজ্ঞাস যে তত্ত্ব সবে চাহ জানিবারে।
বলিব সে সব কথা এখন সবারে॥

শুনিয়া তাহার কথা স্তব্ধ শিষ্যগণ।
তবু মৃত্যুশয্যা হ'তে যোগী তপোধন॥
বলিলেন "ভিক্ষুগণ! মম শেষ কথা।
সংসারের বস্তুসব অনিত্য সর্ব্বথা॥
তাই যত্নশীল হও নির্ব্বাণ সাধনে।
নিত্যধন লাভ কর এ মর জীবনে"॥
বলিতে বলিতে বুদ্ধ হ'ল অচেতন।
প্রাণবায়ু দেহ হতে করিল গমন॥
ভারতীয় আকাশের মধ্যাহ্ন তপন।
অশীতি বরষ ভরি বরষি কিরণ॥
হায়! হায়! অস্তমিত হইল আবার।
করিয়া জগত বক্ষ যেন অন্ধকার॥
জীব জন্তু তরু লতা নিখিল সংসার।
শাক্য শোকে করে যেন সবে হাহাকার॥
নব বস্ত্রে আচ্ছাদিত করি কলেবর।
শিষ্যগণে স্থাপিলেন চিতার উপর।
জীবন্মুক্ত মহাযোগী শাক্যের শরীর।
গরাসিল হুতাশন হইয়া অধীর॥
ধাতুময়ী পাত্রে আনি চিতাভস্ম তার।
শিষ্যগণে নির্ম্মাইলা সমাধি অপার॥
ধন্য দয়াময় হরি ধন্য লীলা তব।
ধন্য তব প্রিয়পুত্র, পবিত্র মানব॥
পাঠাইয়া ভবধামে হেন পুত্রবরে।
প্রচারিলা নববিধি সংসার ভিতরে॥
বিশ্বাসীর পুণ্যময় চরিত্র সুন্দর।
পূর্ণিমার শশিপ্রায় শোভে নিরন্তর॥
বৈরাগ্য নির্ব্বাণ শান্তি ভূমানন্দ প্রীতি।
শাক্যের জীবনে শোভে লভি স্থির স্থিতি॥
জীবনে মরণে শাক্য দেখালেন সবে।
সকলি অসার, শুধু ব্রহ্ম সত্য ভবে॥
নির্ব্বাণের পথ দিয়া ধ্যান নীতিযোগে।
লভিলেন চিদানন্দ শাক্য অনুরাগে॥

---

(১) তাঁহার শিষ্য আনন্দ।

সকল সন্তাপ হ'তে জীব সমুদয়।
যাহাতে এ ধরাতলে জীবন্মুক্ত হয়॥
এই হেতু জগতের প্রিয় বন্ধুজন।
জীব হিত তরে ভবে যাপিলা জীবন॥
অপূর্ব্ব জীবন এর অপূর্ব্ব মরণ।
এ হেন প্রশান্ত ভবে কে দেখে কখন?
অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র শাক্য মহাশয়।
যোগযুক্ত জীবন্মুক্ত প্রেমিক নির্ভয়॥
এ হেন চরিত্র কোথা বল এ সংসারে।
পাপ দগ্ধ জীবকুল দেখিবারে পারে॥
ধন্য দয়াময় হরি ধন্য তব দাস।
ধন্য ধন্য তব লীলা ওহে শ্রীনিবাস॥
আশীর্ব্বাদ কর নাথ যেন জীবগণ।
নির্ব্বাণের মহাবিধি করে হে গ্রহণ॥
যেন মোর ধ্যানযোগে তব প্রেমমুখ।
নিরন্তর দেখি আর ভুলি যাই দুখ॥
তোমার ভক্তের পুণ্য চরিত্র সুন্দর।
পারি লভিবারে ওহে দয়ার সাগর॥
তব সনে আর তব প্রেরিত (১) সহিত।
প্রাণ যোগে থাকি যেন সদা সম্মিলিত॥
অনন্ত এ মহাবিধি করিতে গ্রহণ।
উপযুক্ত কর, নাথ, মোর প্রাণ মন॥
বুদ্ধভাব বুদ্ধজ্ঞান বুদ্ধের স্বভাব।
প্রদানি মানবগণে, নাশহ ত্রিতাপ॥
বুদ্ধ দৃষ্টে এ জগৎ করি নিরীক্ষণ।
সমদর্শী দয়াবান হই নিরঞ্জন॥
তুমি মহাবোধিসত্ত্ব অনন্ত মহান্।
তোমারে লভিতে যেন পারি ভগবান্॥
এই ভিক্ষা করি হরি তোমার চরণে।
প্রণিপাত করি নাথ ভক্তিযুক্ত মনে॥

—০ঃ০—

(১) বুদ্ধের সহিত।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও বিস্তৃতি

নির্ব্বাণের মহাধর্ম্ম, ভারত ভুবনে।
করিলা প্রচার বুদ্ধ মহানন্দ মনে॥
তাঁহার চরিত্র আর বিধান সুন্দর।
ব্যাপিল ভারত-ভূমে দিগ্‌দিগন্তর॥
জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে নর নারীগণ।
করিল তাহার ধর্ম্ম সাদরে গ্রহণ॥
জাতিভেদ প্রপীড়িত ভারতগগনে।
সাম্য সূর্য্য সমুদিল অমৃত কিরণে॥
সুনীত নামেতে এক নীচ জাতি নর।
বলেছেন আত্মকথা করি সুবিস্তর॥
"নীচকুলে জন্ম মম, আমি দীন হীন।
নীচ কর্ম্ম করি সদা যাপিতাম দিন॥
করিত আমারে ঘৃণা মানব সকল।
রহিতাম অবনত আমি অবিরল॥
এক দিন দেখি শাক্য সঙ্গিগণ সনে।
মগধ নগরে যান সদানন্দ মনে॥
ফেলি ভার চলিলাম তাঁহার সদনে।
নমস্কার করিলাম তাঁহার চরণে॥
বলিলাম, ওহে প্রভো করুণা করিয়া।
সন্ন্যাসে দীক্ষিত মোরে করুন আসিয়া॥
শুনি শাক্য বলিলেন সুমিষ্ট বচনে।
এস হে সন্ন্যাসী তুমি আমাদের সনে॥"
এইরূপে সুদীক্ষিত হ'লেন সুনীত।
নির্ব্বাণে নীচত্ব তাঁর হ'ল বিদূরিত॥
বলিলেন শাক্যসিংহ নর নারীগণে।
পবিত্র চরিত্র যার এ ভবভবনে॥
ষড় রিপু যেই জন করিয়াছে জয়।
প্রকৃত ব্রাহ্মণ সেই ধরাতলে হয়॥
জটা কিংবা উপবীত করিলে ধারণ।
কুলে কিংবা জন্মে কেহ না হয় ব্রাহ্মণ॥

নীতির বিজয় ভেরী করিয়া বাদন।
ডাকিলা সবারে ধর্ম্ম করিতে গ্রহণ॥
সিদ্ধার্থের প্রেমময় মধুর আহ্বান।
শুনিয়া সকল জাতি জীব ভাগ্যবান্।
নির্ব্বাণের মহাবিধি করিলা গ্রহণ।
উঠিল ভারতে এক মহা আন্দোলন॥
প্রশান্ত সাগরবক্ষ ঝটিকাতাড়নে।
ভীষণ মূরতি যথা ধরে অনুক্ষণে॥
উত্তাল তরঙ্গমালা উঠিয়া সাগরে।
অসংখ্য তরণীকুল যথা গ্রাস করে॥
সেইরূপ নির্ব্বাণের তরঙ্গ প্রহারে।
ডুবিল মানব কত সমাধি সাগরে॥
মগধের পরাক্রান্ত অশোক নৃপতি।
ব্রহ্মকৃপাবলে তিনি হ'য়ে শুদ্ধমতি॥
নির্ব্বাণের মহাধর্ম্ম করিলা গ্রহণ।
রাজধর্ম্ম হ'ল বৌদ্ধ ধরম তখন॥
নবধর্ম্ম নরপতি প্রচারের তরে।
করে যত্ন অতিশয় সদা সকাতরে।
ভারতের নানা স্থানে চীন ব্রহ্মদেশে।
সিংহল সিরিয়া (১) গ্রিস প্রদেশে প্রদেশে
প্রচারক পাঠাইয়া পবিত্র বিধান।
ঘোষিতে লাগিল সুখে নৃপ ভাগ্যবান্॥
দেবতার অতিপ্রিয় অশোক রাজন।
ধর্ম্মার্থে সর্ব্বস্ব রাজা করেন ত্যজন॥
ধর্ম্ম প্রচারের তরে অশোক নৃপতি।
প্রকাশিলা মহোৎসাহ অতুলন অতি॥
লঙ্কাদ্বীপে প্রচারিতে ধর্ম্ম সমাচার।
পাঠাইলা নরপতি আপন কুমার॥
মহেন্দ্র তথায় গিয়া নিজ ভগ্নী সনে (২)।
প্রচারিলা মহাধর্ম্ম সদানন্দ মনে॥

সিংহলের নরপতি ধরম গ্রহণ।
করিলেন মহানন্দে হইয়া মগন॥
এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম ব্যাপিল চৌদিকে।
লইল নির্ব্বাণ ধর্ম্ম সবে অনুরাগে॥
অতি ন্যায়বান্ ভূপ অশোক সুমতি।
সর্ব্ব জীবে একরূপ তাঁর দয়া অতি॥
পশু পক্ষী প্রাণীদের হিতের কারণ
নানারূপ অনুষ্ঠান করিলা রাজন॥
পশু পক্ষী মানবের চিকিৎসা কারণ।
চিকিৎসা আলয় বহু করিলা স্থাপন॥
তাম্রের ফলকে রাজা করিয়া খোদিত।
প্রচারিলা ধর্ম্মতত্ত্ব প্রেমে শ্রদ্ধান্বিত॥
ব্রাহ্মণ শ্রমণে (১) রাজা সদা ভক্তিভরে।
সমভাবে নিরন্তর সবে সমাদরে॥
এ জগতে জীব দুঃখ করিবারে দূর।
করিলেন নরপতি যতন প্রচুর॥
সভ্যতার সুবিমল সুস্নিগ্ধ কিরণ।
সমাকীর্ণ করিলেক ভারতভুবন॥
স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রী মিশে একাধারে।
ভারতের মুখোজ্জ্বল করিল সংসারে॥
সমুদয় জগতের পাপতাপ নাশ।
করিবারে বৌদ্ধগণ করিল প্রয়াস॥
জীবকুলে নির্ব্বাণের দিতে সমাচার।
বৌদ্ধধর্ম্ম নানাস্থানে হইল প্রচার॥
চীন ব্রহ্মদেশ আদি কত দেশে দেশে।
উঠিল বুদ্ধের ধ্বজা ব্রজের আদেশে॥

---

(১) আরব দেশের উত্তরে সিরিয়া দেশ।

(২) প্রথমে ধর্ম্মপ্রচারার্থে মহামতি অশোকের পুত্র মহেন্দ্র সিংহলদ্বীপে গমন করেন, তাঁহার ভগ্নী বিবাহ না করিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন, তিনি ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া সিংহলে ধর্ম্ম প্রচার করিতে যান।

(১) বৌদ্ধধর্ম্ম যাজকদিগকে শ্রমণ বলে।

কত দেশ দেশান্তর হতে জনগণ।
সিদ্ধার্থের জন্মভূমি করিতে দর্শন॥
আসিত ভারত ভূমে, জগতে ভারত।
ধর্ম্মভূমি বলি হ'ল সুবিখ্যাত কত॥
সুনীতির সুশাসনে, প্রেমের বন্ধনে।
বদ্ধ হ'ল এ ভারত, সতত জীবনে॥
যে বিধান প্রচারিতে শুদ্ধোধনসুত।
ত্যজিলেন রাজ্যগুণ দারা পুত্র যুত॥
ঈশ্বরের কৃপাগুণে পূর্ণচন্দ্র প্রায়।
শোভিল সে ধর্ম্ম আহা এমন ধরায়॥
ধন্য দয়াময় হরি, করুণা তোমার।
পাপী জগতের তরে ভবে বারবার॥
করিতেছ আহা কত লীলা মধুময়
সে লীলা ভাবিলে প্রাণ সদা মুগ্ধ হয়॥
কর আশীর্ব্বাদ নাথ, তব লীলাস্রোতে।
ঢেলে দিয়ে দেহ মন, ভাসিতে ভাসিতে॥
নির্ব্বাণের তীরে গিয়ে, হয়ে উপনীত।
বোধিসত্বরূপে যেন হই বিমোহিত॥
এই ভিক্ষা করি নাথ তোমার চরণে।
প্রণিপাত করি হরি ভক্তিযুক্ত মনে॥

—•—

একাদশ লহরী।

দুইজন বিদেশীয় সাধু।

আত্মজ্ঞান পরায়ণ সাধু সক্রেটিস।

শ্রীবুদ্ধের সমকালে সাধু দুইজন।
করেছেন অবনীতে জনম গ্রহণ॥
জ্ঞানের মশাল হস্তে দুই বীরবর।
অবতীর্ণ হইলেন পৃথিবী ভিতর॥
অজ্ঞানতা রূপ মহা খাণ্ডব (১) দাহন।
করিবারে দয়াময় ব্রহ্ম নিরঞ্জন॥
পৃথিবী বেড়িয়া এক জ্ঞানের বিধান।
পাঠাইলা ভবধামে করুণা নিদান॥
ভারতে গিরীশে (২) আর মহাচীন দেশে।
জন্মিলেন তিন সাধু ব্রহ্মের আদেশে॥
বিধাতার বিধানের অপূর্ব্ব কৌশলে।
তিনটী সুসভ্য দেশে আহা এককালে॥
বিধানের মহা জ্যোতি পাইল প্রকাশ।
হেরিয়া অবাক মুগ্ধ যত ব্রহ্মদাস॥
বিধান বাহক এঁরা ব্রহ্মের প্রেরিত।
জগতের হিতকারী ভক্ত দেবদূত॥
ইহাদের যোগে হরি বিধান অমৃত।
বিলাইয়া করিলেন জীবে সঞ্জীবিত॥
ইহাদের সুপবিত্র চরিত ভাগবত।
যাহে বিধাতার লীলা সদা প্রকাশিত॥
শুনিলে অন্তরে হয় আশার সঞ্চার।
ঈশ্বরে বিশ্বাস বৃদ্ধি হয় অনিবার॥
যুগে যুগে দেশে দেশে হরি লীলাময়।
করিবারে পরিত্রাণ মানব নিচয়।
হন অবতীর্ণ আসি ভক্তদল সনে।
করেন প্রেরণ সাধু বিশ্বাসী সুজনে॥
তিনি পৃথিবীর নেতা প্রেমিক বিধাতা।
সুখ মোক্ষ শান্তিদাতা কর্ত্তা পরিত্রাতা॥
এ তত্বে বিশ্বাস হয় মুক্তির দ্বার।
খুলে যায় প্রাণ মাঝে আহা অনিবার॥
রসিক ভকতগণ তাই প্রেম ভরে।
হেন লীলা ভাগবত সদা পাঠ করে॥

(১) মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে মহাবীর অর্জ্জুন বিস্তীর্ণ খাণ্ডববন দাহন করিয়া তথাতে একটী সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করেন।
(২) গ্রীসদেশ।

সর্ব্বত্র হরির লীলা হেরিয়া তাঁহারা।
একেবারে হরি প্রেমে হন আত্মহারা॥
তাই এ লীলার কথা ওহে দয়াময়।
শুনাইয়া এ পাপীর পাষাণ হৃদয়॥
তোমার লীলায় নাথ কর বিগলিত।
তব পদে দাস করে রাখহে নিয়ত॥
এই ভিক্ষা করি হরি তোমার চরণে।
প্রণিপাত করে দাস ঐকান্তিক মনে॥

—•—

আত্মজ্ঞানের বিধান।

মহাজ্ঞানী মহর্ষি সক্রেটিস্।

ইউরোপে গ্রীস ভূমে,
এলোপেছি ক্ষুদ্র গ্রামে
জনমিলা জ্ঞানী সুপ্রবীন। (১)
সামান্য ব্যবসা করি
পিতা মাতা সদাচারী
কাটাতেন কাল অনুদিন॥
দরিদ্র অবস্থা তরে
পৈত্রিক ব্যবসা ধরে
কিছুদিন কাটেন সময়।
কিন্তু বাল্যাবধি তাঁর
জ্ঞান তরে অনিবার
পিপাসিত থাকিত হৃদয়॥
করি বিদ্যা অধ্যয়ন
আর দেশ পর্য্যটন
সক্রেটিস অত্যল্প সময়ে।
বহু জ্ঞানে প্রাণ মন
করিলেন সুশোভন
হলা খ্যাত সকল বিষয়ে॥
সদা চিন্তাশীল অতি
ধ্যানাসক্ত মহামতি
কর্ত্তব্য সাধনে সিংহ প্রায়।
নির্ভয় সহিষ্ণু শান্ত
তেজস্বী সাধক দান্ত
হেন নর দেখিনি কোথায়॥
স্বদেশের তরে তিনি
তিনবার মহামুনি
প্রাণ পণে করিলেন রণ।
বীরত্ব ধৈরয দয়া
রণ ভূমে দেখাইয়া
বিমোহিলা সবাকার মন॥
ষষ্টি বর্ষ বয়ঃক্রমে
হইলেন গ্রীস ভূমে
(২) সিনেটার রূপে নিয়োজিত।
তথায় বীরের মত
করিলা সংগ্রাম কত
রাখিবারে ন্যায় অব্যাহত॥
একদিন তরে জ্ঞানী
হইলেন নৃপমণি
সে দেশের বিচিত্র নিয়মে।

---

(১) খৃষ্টের জন্মের ৪৬৯ বৎসর পূর্ব্বে ইনি গ্রীসের এটিকা নামক স্থানের অন্তর্গত এলোপেছি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ইহার পিতার নাম ছোফ্রোনিসকাছ এবং জননীর নাম ফ্রিনারেট দেবী।

(২) গ্রীসের প্রধান নগর এথেন্স ছিল। তথায় ৫০০ শত লোক লইয়া রাজসভা গঠিত হইত। উহাতে ৫০ জন প্রধান সভ্য থাকিতেন। এই পঞ্চাশ জন মধ্যে ১০ জন প্রত্যেকে একাদিক্রমে এক সপ্তাহ রাজকার্য্য করিতেন ও অবশিষ্ট চল্লিশ জন এক এক দিন মাত্র রাজপদ পাইতেন। মহাত্মা সক্রেটিস একদিন রাজপদ পান।

লোক তুষ্ট অবহেলি
সক্রেটস্ মহাবলী
ন্যায় ধর্ম্ম পালিলা যতনে ॥

বিশুদ্ধ দর্শন নীতি
এই দুয়ে মহা মতি
ছিলেন প্রেরিত এই ভবে ।

বিশ্বাস উৎসাহ ভরে,
এথেনের ঘরে ঘরে,
প্রচারিলা নীরবে স্বরবে ॥

আহার বিহার পানে
নিজদেশে ভিন্ন স্থানে
সজনে নির্জ্জনে অবিরত ।

বিশুদ্ধ দর্শন জ্ঞান
ধর্ম্ম নীতি সুমহান
প্রচারিলা জ্ঞানী মহাব্রত ॥

পথ মাঝে লোকালয়ে
সর্ব্বত্র সব সময়ে
করিতেন সতত প্রচার ।

মানব সমাজে তিনি
রহেন দিন যামিনী
নর সঙ্গ প্রিয় ছিল তাঁর ॥

প্রশ্ন ছলে অবিরত
প্রচলিত ভ্রান্তি যত
করিতেন যত্নে নিরসন ।

আশ্চর্য্য প্রতিভা তাঁর
দেখি সবে অনিবার
মুগ্ধ হয়ে যেত অনুক্ষণ ॥

সকলে বলিত তাঁরে
মহা জ্ঞানী এসংসারে,
কিন্তু তিনি সদা আপনারে ।

অজ্ঞানী বলিয়া জেনে
সদা জ্ঞান আহরণে
করিতেন যত্ন এসংসারে ॥

বলিতেন মহামতি
অপরের সনে অতি
অল্পমাত্র ভিন্নতা আমার ।

আমি ও তাহারা ভবে
কিছুই জানিনা তবে
কিন্তু তারা ভাবে অনিবার ।

"বহু জ্ঞানে জ্ঞানী মোরা"
কিন্তু আমি জ্ঞান হারা
জানি, জ্ঞান নাহিক আমার ॥

সত্যকে জানিলে পর
হয় মুক্ত নিরন্তর
সমাজের হয় সমুন্নতি ।

এই তত্ত্ব মহোৎসাহে
প্রচারিলা গৃহে গৃহে
বিশ্বাসী সাধক মহামতি ॥

বিবেকে হরি তাঁহারে
উপদেশ মিষ্ট স্বরে
বলিতেন সদা প্রাণে প্রাণে ।

সেই উপদেশ শুনি
ভকত দিন যামিনী
চলিতেন পরম যতনে ॥

বাল্যাবধি এই স্বর
সক্রেটিসে নিরন্তর
পাপ হ'তে রাখিত সুদূরে ।

ইহাঁর অধীন হয়ে
জীবনে সদা নির্ভয়ে
চলিতেন আনন্দ অন্তরে ॥

অশ্বের লাগাম প্রায়
এ বাণী সদা তাঁহায়
করিত শাসিত অনুদিন।

কুপথ বিপদ হতে
রক্ষিত সদা জগতে
রন ভক্ত বাণীর অধীন॥

বুঝিতে না পারি লোকে
বলিত সহস্র মুখে
সক্রেটিস ভূতগ্রস্থ হয়।

সে ভূতের কথা শুনে
চলে সে রজনী দিনে
ভূতের অধীন সদা রয়॥

কিন্তু লোকে নাহি জানে
হরি মানবের প্রাণে
বিবেকে নীরবে কথা কয়।

সতর্ক করেন তিনি
বলেন কত না বাণী
নিষেধ বিধিতে অনুক্ষণ॥

সকলেই বাণী শুনে
কিন্তু অল্প লোকে মানে
ব্রহ্মবাণী বলিয়া ইহায়।

উপেক্ষা করিলে এঁরে
বিপদ ঘটে সংসারে
দুর্নীতি প্রকাশ সদা পায়॥

জীবনের কর্ণধার
হরি সত্য সারাৎসার
বিবেকে তাঁহার বাণী স্ফুরে॥

ইহাতে বিশ্বাসী হলে
জীবগণ অবহেলে
সংসার-জলধি যায় তরে॥

ওহে হরি এ অন্তরে
নিরন্তর কত স্বরে
বলিতেছ অভ্রান্ত বচন।

কিন্তু পাপী দাস তব
না পালি আদেশ সব
অপরাধী হয় অনুক্ষণ॥

কবে সক্রেটিস প্রায়
পালিব আদেশ হায়
কবে জগতের নর নারী।

শুনিয়া তোমার বাণী
হইবে দিবা যামিনী
শুদ্ধ সত্য জ্ঞানের ভিখারী॥

এ দাসের পাপ যত
ক্ষম ওহে বিশ্বপিতঃ!
কর মোরে বিবেকানুগত।

বিবেক তোমার কথা
শুনিয়া নাথ সর্ব্বথা
লজ্জা ভয় স্বার্থ আছে যত।

দিয়া সব বিসর্জ্জন
পালিয়া তব বচন
শুদ্ধ মুক্ত হইব জীবনে।

এই ভিক্ষা করি হরি
তোমার চরণে পড়ি
প্রণিপাত করি কায়মনে॥

মহাত্মা সক্রেটিসের প্রচার, প্রাণত্যাগ এবং চরিত্র।

মহাজ্ঞানী সক্রেটিস স্বদেশ ভিতরে।
আত্মজ্ঞান নীতি সত্য ঘোষে প্রেমভরে॥

"জান আপনারে সব" আত্মজ্ঞান বিনে।
ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কভু হয় না জীবনে॥
হও নীতিমান সবে ত্যজ পাপাচার।
সত্যের সেবক জীব হও অনিবার॥
বাক্যে আচরণে আর চিন্তন মননে।
পালহ সত্যের বিধি সদা কায়মনে।
যেখানে পাইবে সত্য লইবে আদরে।
সত্য হতে শ্রেষ্ঠ ধন নাহিক সংসারে॥
এইরূপে সক্রেটিস্ করেন প্রচার।
তাঁহার সুখ্যাতি ব্যাপ্ত হয় চারিধার॥
সুতীক্ষ্ণ সুতর্কে তিনি সন্দেহ সংশয়।
লোক চিত্ত হতে দূর করে সমুদয়॥
আরিষ্ট ডেমাস্ নামে সংশয়ী মানব।
নাহি করে উপাসনা ধর্ম্মকার্য্য সব॥
বলিলেন তাঁরে জ্ঞানী করি সম্বোধন।
(১) সম্মান কি কোনজনে গুণের কারণ?॥
গুণহেতু রহ জনে করি সম্মাননা।
শুনিয়া তাঁহারে বলে জ্ঞানী মহামনা॥
এক চিত্রকর রচে সুন্দর প্রতিমা।
কিন্তু তাহে দিতে নারে শকতি চেতনা॥
আর একজন রচি প্রতিমা সুন্দর।
দেন তাহে শক্তি বুদ্ধি জ্ঞান মনোহর॥
এ দুয়ের মাঝে তুমি কারে শ্রেষ্ঠ বল।
শেষজন শ্রেষ্ঠ বটে ডেমী উত্তরিল॥
সেইরূপ এজগত স্বজিল যে জন।
দিলেন যেখানে যাহা হয় প্রয়োজন॥
দেখিবারে চক্ষু দিলা, শুনিবারে কান।
তিনি কি হে নন তব ঈশ্বর মহান?॥
গন্ধদ্রব্য থেকে বল কিবা প্রয়োজন।
ঘ্রাণশক্তি যদি তব না থাকে কখন॥
তিক্ত মিষ্ট কি পদার্থ জানিতে কেমনে।
না থাকিত জিহ্বা যদি তোমার বদনে॥
এইরূপে ধীরে ধীরে আরিষ্ট ডেমীয়ে।
ঈশ্বর অস্তিত্ব তত্ত্ব বুঝায়ে সাদরে॥
জীবের কর্ত্তব্য বটে তাঁর উপাসনা।
এইকথা বুঝাইলা ভক্ত মহামনা॥
আশ্চর্য্য যুকতি তাঁর শুনি মুগ্ধ হয়।
আপনা আপনি ঘুচে জীবের সংশয়॥
প্রার্থনা করিত ভক্ত ঈশ্বর সদনে?
করিতেন নীতি রক্ষা সতত জীবনে॥
(১) সোফিষ্ট নামেতে এক ছিল সম্প্রদায়।
জ্ঞানগর্ব্বে ছিল তারা স্ফীত অতিশয়॥
সক্রেটিস যুক্তিবলে, তাদের গরব।
একেবারে চূর্ণ খর্ব্ব করিতেন সব॥
সর্ব্বত্র তাহার যশ হইল প্রচার।
বাড়িল সম্মান তার গ্রীসে অনিবার॥
(২) এনিটাস নামে এক পাষণ্ড দুর্জ্জন।
ঋষিপ্রতি রোষান্বিত হল অকারণ॥
(৩) মেলিটাস নামে এক যুবকের সনে।
পরামর্শ করে তাঁর অনিষ্ট সাধনে॥
প্রতিভার বিদ্বেষিণী ঈর্ষা পিশাচিনী।
নীচ জনে মুগ্ধ করে দিবস রজনী॥
ঈর্ষার অধীন হয়ে, নীচ এনিটাস।
মেলিটাসে যত্ন করি, সিনেট সকাশ॥
করিলেক অভিযোগ সক্রেটিস যত।
নাহি মানে দেব দেবী দেশের নিয়ত।
কলুষিত করিতেছে যুবকের নীতি।
প্রবর্ত্তিছে নব দেব পূজার পদ্ধতি॥
অভিযোগ হলে যত বিচারকর দল।
বিচারের তরে হল মিলিত সকল॥

(১) সম্মান—তুমি কি কাহাকে সম্মানকর?

(১) Sophists. (২) Anytus. (৩) Melitus.

নির্ব্বিকার চিত্ত সাধু ঋষি সক্রেটিস।
কহিলা বক্তব্য নিজ করিয়া বিশেষ॥
মৃত্যুতে নির্ভীক চিত্ত, বাচিবার তরে।
কিছুমাত্র আশা তার নাহিক অন্তরে॥
বিচারক নামধারী পাষণ্ড নিকর।
প্রাণ বধিবারে আজ্ঞা দিল ঘোরতর॥
আজ্ঞাশুনি শান্ত ভাবে বলিলা ভকত।
বার্দ্ধক্য আমার দেখ এবে উপনীত॥
প্রাণদণ্ড নাহি হলে কিছুদিন পরে।
যাইতে হইবে মোর শমন আগারে॥
কিন্তু মোর হত্যাতরে তোমরা জগতে।
মহাপাপে কলঙ্কিত হলা নানা মতে॥
এথেন্স করেছে হত্যা জ্ঞানী সক্রেটিসে।
এ কলঙ্ক বিঘোষিত হবে দেশে দেশে॥
মৃত্যু হতে লোকে ত্রাণ পারে পাইবারে।
কিন্তু পাপ হতে ত্রাণ নাহিক সংসারে॥
আমি বৃদ্ধ, মৃত্যু মোরে গ্রাসিবে এখন।
কিন্তু পাপগ্রস্থ হলে বিচারক গণ॥
মরিতে চলিনু আমি, তোমরা সকলে।
জ বিত থাকিতে যত্ন কর কুতূহলে॥
কিন্তু কার ভাগ্য ভাল, জানেন ঈশ্বর।
ভাল মন্দ সব তত্ত্ব তাঁহার গোচর॥
মরণের পূর্ব্বে তিনি মাসেক সময়।
কারাগারে রম ভক্ত সানন্দ হৃদয়॥
প্লেটো ক্রিটো আদি তাঁর প্রিয়শিষ্যগণ।
তাঁর সনে বাক্যালাপ করে অনুক্ষণ॥
আত্মা যে অমর ইহা বন্ধু সবাকারে।
বুঝাইয়া বলিলেন অতি প্রেমভরে॥
নির্ব্বিকার শান্তচিত্তে, কারাগার মাঝে।
কাটাইল কাল ঋষি সুশিষ্য সমাজে॥
পত্নী পুত্র স্বজনাদি সবাকার সনে।
করিলেন বাক্যালাপ সদানন্দ মনে॥

অবশেষে বিষপাত্র লয়ে একজন।
রাজাজ্ঞায় আসিলেন ঋষির সদন॥
রাজ কর্ম্মচারী জনে করিয়া আশীষ।
বিশ্বাসী করিলা পান হেমলক বিষ॥
কিছুক্ষণ পরে তিনি কন বন্ধুগণে।
অমুকের কাছে আমি বদ্ধ আছি ঋণে (১)॥
অবিলম্বে তার প্রাপ্য করিবে অর্পণ।
ইহাতে শৈথিল্য যেন না হয় কখন॥
আহা কিবা ন্যায় দৃষ্টি সাধুর অন্তরে।
সতত চিন্তিত তিনি অল্প ঋণ তরে॥
এই শেষ বাক্য বলি বৃদ্ধ ঋষিবর।
ত্যজিলেন বীর প্রায় শুষ্ক কলেবর॥
গুরুশোকে শিষ্যগণ বালকের মত।
শোক দুঃখে একেবারে হলা অভিভূত॥
হইল এথেন্স পুরী আঁধারে মগন।
খসিয়া পড়িল তার শিরের ভূষণ॥
হায়রে বিরোধী তুই, কঠিন এমন।
কেমনে বধিলি আহা ভক্তের জীবন॥
আত্মতত্ত্ব প্রচারিতে, শ্রীহরি যাঁহারে।
পাঠাইলা জগতের উপকার তরে॥
বিধানের প্রবর্ত্তক হের সাধু জনে।
বিনাশিলি তাঁরে তুই আহা কোন প্রাণে?
ঋষির মৃত্যুর পর গ্রীশ বাসীগণ।
পাপকার্য্য স্মরি হলা অনুতপ্ত মন॥
রাজ সভা মেলিটাসে করিল নিধন।
আনিটাসে দেশ হতে করে নির্ব্বাসন॥
সাধুর জীবন যেন পূর্ণচন্দ্র প্রায়।
অন্ধকার ভেদ করি উদিল ধরায়॥
সশরীরে যাঁরা তাঁর করিল নিধন।
এবে তাঁরা অনুতপ্ত ব্যাকুলিত মন॥

---

(১) সক্রেটিস বলিলেন: I owe a cock to Aesculapeus. Pay it. Neglect it not.

গ্রীসদেশে নানা স্থানে ঋষির মূরতি।
স্থাপিয়া আদর তাঁর করিলেন অতি॥
দেশে দেশে প্রেরিতের সুযশ বিস্তার।
ব্রহ্মকৃপা গুণে আহা হল অনিবার॥
আবার উত্থান হল ভক্ত ঋষিবর।
আদরিল সবে তাঁর চরিত্র সুন্দর॥
অপূর্ব্ব হরির লীলা অপূর্ব্ব কৌশল।
কি ভাবে ভক্তের জয় হয় অবিরল॥
হেরিয়া প্রভুর লীলা বিশ্বাসী সুজন।
হরি প্রেমে গলে হন বিগলিত মন॥
অতি ধীর নির্ব্বিকার ছিলেন প্রেরিত।
ক্রোধশূন্য জিতেন্দ্রিয় প্রেমিক সুব্রত॥
অতি মিতব্যয়ী তিনি ছিলেন সংসারে।
অল্পে পরিতুষ্ট চিত্ত হত অকাতরে॥
আকার কুৎসিত ছিল কিন্তু আত্মা তাঁর।
মনোহর প্রেমপূর্ণ ছিল অনিবার॥
প্রেরিতের পত্নী ছিল অতীব মুখরা।
বকিতেন ঋষিবরে হয়ে আত্মহারা॥
একদিন ক্রোধবশে মলপূর্ণ-জল।
ঢালিলেন ঋষি শিরে হইয়া বিকল॥
দেখিয়া সহাস্য মুখে বলিলা প্রেরিত।
এত গর্জ্জনের পরে বর্ষিবে কিঞ্চিৎ॥
তাঁহার মরণকালে প্রিয় শিষ্যগণ।
বলিল আক্ষেপ করি তাঁহার সদন॥
বিনাদোষে হল তব জীবন নিধন।
স্মরিয়া বিষাদ মন হয় নিমগন॥
শুনি উত্তরিলা ঋষি তোমাদের মতে।
দোষী হয়ে দণ্ড লাভ ভাল কি মহীতে?
আত্মজ্ঞানী, নীতিমান দীন অকিঞ্চন।
ছিলেন প্রেরিত সাধু ঋষি মহাজন॥
কিছুই "জানি না আমি" এই জ্ঞান তাঁর।
বর্দ্ধিত সদত [illegible] হৃদয় আপনার॥

অন্তরে ব্রহ্মের বাণী শুনিয়া নিরত।
চলিতা জীবন পথে বিশ্বাসী ভকত॥
ধন্য পরমেশ তুমি ধন্য পুত্র তব।
জীবন মরণে যার ধন্য হয় সব॥
আশীর্ব্বাদ কর নাথ ইহার মতন।
করিহে আশ্রয় যেন তোমার চরণ॥
অজ্ঞানের অন্ধকারে আছি নিশি দিন।
তবু জ্ঞানী বলে গর্ব্ব কেমন কঠিন॥
অগভীর জলস্থিত সফরীর প্রায়।
জ্ঞানহীন মন মম যথা তথা ধায়॥
সুগভীর জ্ঞানে আত্ম দৃষ্টি প্রকাশয়।
বুঝে জীব জ্ঞান মম নাহিক নিশ্চয়॥
দেখ নাথ এ হৃদয়ে ঘোর অজ্ঞানতা।
ছদ্মবেশে জ্ঞান নাম ধরিয়া সর্ব্বদা॥
পদে পদে ভ্রান্তি জালে ফেলিয়া আমারে।
তব পথ ভ্রষ্ট নাথ করে বারে বারে॥
তাই নাথ কর যোড়ে তোমার চরণে।
এই ভিক্ষা করি দেব ভক্তিযুক্ত মনে॥
এহৃদয়ে আত্মজ্ঞান করহ সঞ্চার।
আত্মজ্ঞানে জ্ঞানী কর জগৎ সংসার॥
যেন তব প্রিয়পুত্র সক্রেটিস প্রায়।
আত্মজ্ঞানে ধন্য জীব হয় এ ধরায়॥
এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি ও চরণে।
প্রাণপাত করে দাস বিনম্র বদনে॥

—+—

দ্বাদশ লহরী।

চীন দেশীয় সাধু মহাত্মা কন্‌ফিউসিয়াস্‌। (১)

শ্রীবুদ্ধের সমকালে নীতির বিধান।
প্রচারিতে চীনদেশে প্রভু ভগবান॥

ইনি খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ ৫৫০ কি ৫৫১ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

মহামতি কন্‌ফিউসিয়াসে করিলা প্রেরণ।
বহিল জগতমাঝে নীতির পবন॥
ভারতের উত্তরেতে চীন মহাদেশ।
বহুলোক পরিপূর্ণ খ্যাত সবিশেষ॥
অতি পুরাকাল হ'তে জ্ঞান সভ্যতায়।
চীনদেশ সমুন্নত সতত ধরায়॥
নানা বৈজ্ঞানিক কল কৌশল নিচয়।
এই দেশে নানাকালে আবিষ্কৃত হয়॥
স্বাধীন রক্ষণশীল বীর ধীর অতি।
এ দেশের অধিবাসী শান্ত শিষ্ট মতি॥
দর্শন সাহিত্য আদি শাস্ত্র আলোচনা।
পুরাকাল হ'তে হয় এ দেশেতে নানা॥
ভারতের সনে চীন বিবিধ বন্ধনে।
বদ্ধ আছে চিরদিন মধুর মিলনে॥
নানাজাতি সম্প্রদায় দেশে বাস করে।
রাজ নীতি সূত্রে বদ্ধ সতত সংসারে॥
ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্ম হেথা প্রচারিত।
রাজধর্ম্ম মাঝে ইহা হয়েছে গণিত॥
চীন পর্য্যটকগণ আসিয়া ভারতে।
ভারতের ইতিবৃত্ত লেখে নানামতে॥ (ক)
আপনার স্বদেশেরে স্বর্গরাজ্য ব'লে।
সতত গৌরব এঁরা করে ধরাতলে॥
বহু সাধু মহাজন জনমি হেথায়।
ব্রহ্মের গৌরব সদা ঘোষিছে ধরায়॥

হেন দেশে কন্‌ফিউসিস্ মহামতি।
জনমিয়া করিলেন ধন্য বসুমতি॥ (১)
(২) কুং বংশে শীতকালে লুইং প্রদেশে। (৩)
জন্মিলা প্রেরিতবর ব্রহ্মের আদেশে॥
তাঁহার জনক হিই (৪) ছিলা অতি বীর।
সাহসিক পরাক্রান্ত অথচ সুধীর॥
জননী এনচিংসাই (৫) নারী শিরোমণি।
হেনবংশে জনমিলা পুত্র গুণমণি॥
প্রাচীন কালের সত্য সুপ্রথা নিচয়ে।
বাল্যকাল হতে শ্রদ্ধা ইহার হৃদয়ে॥
পঞ্চদশ বর্ষ যবে হইল বয়স।
বিদ্যা লাভে মন দিলা হয়ে অনলস॥
বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে হ'লা বিবাহিত।
প্রবেশিলা রাজকার্য্যে ঋষি সুসংযত॥
তাঁর বিদ্যা, ন্যায় দৃষ্টি, শ্রমশীলতায়।
রাজদ্বারে বহুমান লভিলা ধরায়॥
দ্বাবিংশতি বর্ষে তিনি শিক্ষাদান তরে।
নিয়োজিত করিলেন সুখে আপনারে॥
জ্ঞান লিপ্সু জনগণে আহা অকাতরে।
শিক্ষা দেন মহাঋষি আনন্দ অন্তরে॥
কিছুদিন পরে তাঁর মাতা ভাগ্যবতী।
চলি গেলা স্বর্গধামে পতিপ্রাণা সতী॥
প্রাচীন সুপ্রথা ভুলি চীনদেশী গণ।
ফেলিদিত মৃতদেহ করি অযতন।
কিন্তু জ্ঞানী মহামতি শ্রদ্ধা ভক্তি সহ।
সমাধি দিলেন দেহ করি সমারোহ॥

(ক) ফাহিয়ান খৃষ্টির ৪০০ শতাব্দিতে, সাং উন ৫১৮ খৃষ্টাব্দে এবং হাউএনসাং খৃষ্টিয় ৬২৯ শতাব্দিতে ভারতে আগমন করিয়া ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া ভারতের তৎকালিক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

(১) মহাত্মা কন্‌ফিউসিয়াস্ খৃষ্টের জন্মের ৫৫০ কি ৫৫১ বৎসর পূর্ব্বে (৫৫০ ৫৫১B, C) জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। (২) K'ung (৩) Loo (৪) Heih (৫) Yen Ching tsai

প্রাচীন সুপ্রথা মতে সভক্তি অন্তরে।
করিলা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া প্রেম ভক্তিভরে॥
এমনি সুন্দর ভাবে হ'ল অনুষ্ঠান।
হেরি চীনবাসী যত জ্ঞানী বুদ্ধিমান॥
এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার তরে।
করিল সঙ্কল্প দৃঢ় শ্রদ্ধা সহকারে॥
তদবধি এই প্রথা আছে প্রচলিত।
পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ তরে চীনেরা নিরত।
বর্ষে বর্ষে নানা কালে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান।
করিয়া তাঁদের স্মৃতি রাখে মূর্ত্তিমান॥
মাতৃ মরণান্তে তিনি রাজ কার্য্য ছাড়ি।
তিন বর্ষ নির্জ্জনেতে দিবা বিভাবরী॥
থাকিয়া ধরম চিন্তা সাধন ভজনে।
কাটিলেন কাল ঋষি সুসংযত মনে॥
ঊনত্রিংশ বর্ষ কালে সংগীত চর্চ্চায়।
মনোযোগী হইলেন প্রেরিত ধরায়॥
বহুলোক রাজা প্রজা মহানন্দ মনে।
হইল ঋষির শিষ্য কর্ত্তব্য সাধনে॥
রাজা প্রজা পিতা মাতা পুত্র কন্যাগণ।
যাহে হয় ধর্ম্মনিষ্ঠ নীতি পরায়ণ॥
পরিবারে রাজ্যমধ্যে সমাজ ভিতরে।
বিশৃঙ্খলা বিসংবাদ যায় চলি দূরে॥
শান্তি প্রেম সম্মিলন স্বদেশের হিত।
যাহে হয় দেশ মাঝে সতত সাধিত॥
এইহেতু উপদেশ দিতেন প্রেরিত।
করিতেন যত্ন নানা হয়ে সাবহিত॥
সমাজের হিত চিন্তা দেশের কল্যাণ।
অনুদিন ছিল সেই প্রেরিতের ধ্যান॥
স্বদেশ হিতৈষী সাধু বৈরাগী জীবন।
কোথায় আছয়ে বল জগতে এমন?
ধন্য দয়াময় হরি হেন সাধুজনে।
করিয়া প্রেরণ তুমি সুবিস্তৃত চীনে॥
তব ইচ্ছা জয়যুক্ত করিলে সংসারে।
তবপদে প্রণিপাত করি বারে বারে॥

—+—

মহর্ষি কন্‌ফিউসিয়াসের রাজনৈতিক কার্য্য ও উপদেশ।

মানব সমাজ বিধাতার বিধি
প্রভুর লীলার স্থল।
শ্রীহরি আপনি, সমাজ বন্ধনে
বান্ধেন জীব সকল॥
তরু লতাচয় যেমন উদ্যানে
সতত বর্দ্ধিত হয়।
তেমতি মানব সমাজ উদ্যানে
অনুদিন সুখে রয়॥
পাঁচটি সম্বন্ধ সংসার মাঝারে
নিয়ত বিরাজ করে।
রাজা আর প্রজা পতি আর পত্নী
জনক পুত্র নিকরে॥
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাদি, ভ্রাতাগণ সনে
আর বন্ধু সহকারে।
ঐক্যের স্থাপিত সম্বন্ধ মধুর
আছয়ে নিত্য সংসারে॥
ন্যায়বান্ হলে প্রজা নৃপতির
পত্নী নিজ স্বামী প্রতি।
পুত্র পিতা পরে সতত সংসারে
দেখাবে বাধ্যতা প্রীতি॥
বন্ধু বন্ধু সনে প্রেম সম্মিলনে
থাকিবেক দিবা নিশি।
পরস্পর হিত করিবে সাধন
সতত আনন্দে ভাসি॥
আদর্শ নৃপতি হইলে সংসারে
আদর্শ মানব হবে।

কিন্তু অত্যাচারী হলে নরপতি
অশান্তি হইবে ভবে॥
পরিবারে যথা পিতা কর্ত্তা নেতা
রাজ্যেতে তেমনি ভূপ॥
ন্যায় দণ্ডধরি পালিবে মানবে
সন্তানের অনুরূপ।
এইরূপ কত উপদেশামৃত
রাজা প্রজা সমুদয়ে।
দিলা ঋষিবর প্রেমে নিরন্তর
উৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ে॥
সুশাসন তরে নৃপতি সকলে
তিনি নানা উপদেশ।
জীব হিত তরে দিলেন সাদরে
করিয়া সবে বিশেষ।
জাই দেশ ভূপে (১) নানা উপদেশ
দিলেন প্রেরিত বর।
কিন্তু তাঁর কথা না শুনিয়া নৃপ
করে কার্য্য নিরন্তর॥
জাই দেশ পতি সুবিস্তৃত ভূমি
প্রদানিতে ঋষিবরে।
করিয়া সংকল্প জানাইলা তাঁরে
অযাচিত ভক্তিভরে॥
বৈরাগী প্রধান ঋষি মহামতি
সে দান অগ্রাহ্য করে।
বলিলেন তাঁরে মম উপদেশ
পালহ সদা আদরে॥
লঙ্ঘি উপদেশ স্বেচ্ছাচারী হয়ে
তুমি চল অনুক্ষণ।

(১) জাই নামক প্রদেশের রাজাকেও তিনি অনেক উপদেশ দেন, কিন্তু তিনি ঋষির উপদেশ গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে উৎকোচ দানের চেষ্টা করিয়া ছিলেন।

তব হেন দান গ্রহণ সঙ্গত
নহে ভূপ কদাচন॥
কত ধনী জন বিবেকী মানবে
করিবারে আত্মবশ।
আপনার পাপ অত্যাচার যত
রাখিবারে অপ্রকাশ॥
সাধু ভক্ত জনে তেজস্বী সুজনে
নানা প্রলোভন দানে।
চাহে সে দুর্ম্মতি করিবারে বশ
মজি পাপ অভিমানে॥
কিন্তু ঋষিবর বিবেকী প্রধান
স্বদেশ হিতৈষী জ্ঞানী।
তিনি কি কখন নৃপতির কাছে
হবেন অন্যায় ঋণী॥
আমাদের মন ক্ষুদ্র প্রলোভন
নাহি পারে এড়াইতে।
অর্থলোভে করে ন্যায় বিসর্জ্জন
ডুবে হায় পাপহ্রদে॥
অর্থ প্রলোভন বৈরাগী জীবন
করে ভবে বিচলিত।
অর্থাসক্তি হ'তে তাই অবিরত
রাখিবে বিমল চিত॥
জাই দেশ হতে পুনঃ লুই ভূমে
আসি ভক্ত মহাজন।
মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করি অনুক্ষণ
করেন দেশ শাসন॥
তাঁর সুশাসনে বহু অপরাধ
দেশ হে'তে দূরে গেল।
অচিরে দেশের বহুল উন্নতি
নানা ভাবে সমুদিল॥
জাই দেশ পতি লু'য়ের উন্নতি
দেখি ঈর্ষান্বিত হ'ল।

ঋষিরে ভুলাতে সুন্দরী ললনা
তাঁর কাছে পাঠাইল ॥
কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ঋষি সুপ্রবীন
পদে দলি প্রলোভন ।
আপন কর্ত্তব্য করিতে সাধন
করিলেন প্রাণপণ ॥
কিছুদিন পরে রাজ কার্য্য ত্যজি
করেন দেশ ভ্রমন ।
দেখিলা খুজিয়া কোন নৃপ তাঁর
আদেশ করে পালন ॥
কিন্তু হায় ! হায় ! সবে মানে তাঁয়
কিন্তু না আদেশ পালে ।
দেখি হেন দশা ঋষির অন্তর
জলে সদা দুঃখানলে ॥
এইরূপ তিনি দিবস যামিনী
দেশের হিতের তরে ।
করেন যতন নিজ স্বার্থ ভুলে
অনুক্ষণ অকাতরে ॥
স্বার্থপর নর সাধুভক্ত জনে
বাহ্যিক সন্মান করে ।
পদ ধূলি লয় মাথে করি বয়
সতত গৌরব ভরে ॥
কেহ তাঁহাদের মূরতি নির্ম্মাণ
করিয়া করে পূজন ।
শিষ্য ভক্ত ব'লে দেয় পরিচয়
আপনারে অনুক্ষণ ॥
কিন্তু তাঁহাদের চরিত্র সুন্দর
উপদেশ হিতকর ।
না করি পালন পাপ পঙ্কে হায়
মগ্ন হয় নিরন্তর ॥
বাহ্যিক সন্মান চাহে না ভকত
চাহে না পূজা অর্চ্চনা ।
সুধু উপদেশ করিলে পালন
হন সাধু হৃষ্টমনা ॥
তাই দীন নাথ কয় আশীর্ব্বাদ
সাধুর বচন যেন ।
করিয়া পালন তাঁদের চরিত
লাভ করি অনুক্ষণ ॥
তব উপদেশ সাধুর অন্তরে
তব প্রভা সাধু প্রাণে ।
হয় প্রকাশিত তাহাতে চালিত
হন তাঁরা নিশিদিনে ॥
তাঁর উপদেশ তাঁহার চরিত্র
করিয়া গ্রহণ হরি ।
সাধু সনে মিলে তব প্রেমে গলে
যাই হে সংসারে তরি ।
এই ভিক্ষা করি তব শ্রীচরণে
করে দাস প্রণিপাত ।
রাজীব চরণ রাখ মম মাথে
ওহে হরি শ্রীনিবাস ॥

মহর্ষি কনফিউসিয়াসের উপদেশ ।

গৃহস্থ বৈরাগী জ্ঞানী প্রেমিক উদার ।
ন্যায়বান্ অনলস গুণের আধার ॥
মিতাহারী মিতাচারী নীতি পরায়ণ ।
সংযত-ইন্দ্রিয় সাধু ছিলা তপোধন ॥
শত শত বহুমূল্য উপদেশ রাশি ।
ঘোষিলেন মহোৎসাহে ঋষি চীনবাসী ॥
উপদেশ অনুরূপ আচরণ তাঁর ।
জীবনে বচনে আস্থা ছিল অনিবার ॥
দানশীল দয়াবান ছিলেন প্রেমিক ।
তর্কেতে বিমুখ তিনি ছিলেন নিয়ত ॥
তাঁর প্রচারিত শুদ্ধ নীতির প্রভাবে ।
চীনগণ নীতিমান্ যথা এই ভাবে ॥

শুনিবে তাহার উচ্চ উপদেশামৃত।
উপজে অন্তরে আহা সুখ শান্তি কত ॥
বিশ্বাসী পাঠকবর ভক্তি সহকারে।
শুন তাঁর উপদেশ আনন্দ অন্তরে ॥
উপদেশ শুনি তাহা করহ পালন।
সুখ মোক্ষ লাভ তব হবে অনুক্ষণ ॥
প্রেরিতের যোগে হরি বলেন বচন।
সে বাক্য ব্রহ্মের বটে জেন জীবগণ ॥
করোনা অন্যথা কভু হেন উপদেশে।
পালহ ব্রহ্মের আজ্ঞা ব্রহ্মের আদেশে ॥

—+—

ষোড়শ উপদেশ।

১

পিতৃ মাতৃ ভক্তি আর ভ্রাতৃ অধীনতা।
শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে প্রাণপণে সাধহ সর্ব্বথা ॥
মানবের সামাজিক সম্বন্ধ নিচয়।
অতীব পবিত্র উচ্চ জানিবে নিশ্চয় ॥

২

জ্ঞাতি জন সনে কর উদার ব্যভার।
প্রেম-সম্মিলন যেন থাকে অনিবার ॥

৩

প্রতিবেশী সনে রাখ শান্তি সম্মিলন।
অশান্তি বিবাদ যেন না হয় কখন ॥

৪

কৃষিকার্য্য শ্রেষ্ঠ বলি জানিবে নিয়ত।
ক্ষেত্রে মূল্যবান বৃক্ষ করিবে রোপিত ॥
তাহা হলে অন্নবস্ত্র পাইবে প্রচুর।
অন্নবস্ত্র লাগি চিন্তা হবে তব দূর ॥

৫

মিতাচারী মিতব্যয়ী হইবে সংসারে।
অর্থ অপব্যয় ত্যাগ কর চিরতরে ॥

৬

বিদ্যালয়ে সমাদর করিবে সতত।
হবে সবে নানাজ্ঞানে অতি সুশিক্ষিত ॥
তাহা হলে আচরণ হবে শুদ্ধতর।
ভ্রম কুসংস্কার দূর হবে নিরন্তর ॥

৭

কুমত সকল কর দূরে বিসর্জ্জন।
শুদ্ধমতে সমাদর কর অনুক্ষণ ॥

৮

ব্যাখ্যা করি রাজবিধি সবার গোচরে।
মূর্খজনে সাবধান কর প্রেমভরে ॥

৯

সভ্যতা ভদ্রতা সদা দেখাবে সবারে।
যেন রীতি নীতি শুদ্ধ হয় এ সংসারে ॥

১০

মনোযোগী হয়ে শ্রম কর ব্যবসায়ে।
যেন লক্ষ্মী স্থির থাকে লোকের হৃদয়ে ॥

১১

কনিষ্ঠ ভ্রাতায় আর নিজ পুত্রগণে।
সুশিক্ষা বিধান কর সদা সযতনে ॥
যেন তারা পাপে লিপ্ত না হয় কখন।
এ হেতু করিবে সবে যত্ন অনুক্ষণ ॥

১২

মিথ্যা নিন্দা নিবারণ করি প্রাণপণে।
সাধুর সুযশ রক্ষা কর নিশিদিনে ॥

১৩

পলায়িত অপরাধী মানবে কখন।
নিজ গৃহে স্থান নাহি দিবে জ্ঞানীজন ॥
যেন পর দোষে নাহি তব দণ্ড হয়।
এরূপ সতর্ক হবে সকল সময় ॥

১৪

যথাকালে পূর্ণভাবে দাও রাজকর।
ক্রটীতে পীড়ন যেন না হয় তোমার॥

১৫

চৌর্য্য আর দস্যু ভয় করিতে বারণ।
শত শত লোক সহ কর সম্মিলন॥

১৬

যত্ন করি ক্রোধ ভাব কর বিদূরিত।
লোকের সম্মান রক্ষা অতি সমুচিত॥

—+—

অন্যান্য কতিপয় উপদেশ।

আছেন নিকটে ব্রহ্ম এই জ্ঞান করি।
পূজা কর ওহে জীব প্রাণ মন ভরি॥
শান্ত সমাহিত জ্ঞান ধার্ম্মিক প্রবর।
যদিও তাঁহার তত্ত্ব নাহি লয় নর॥
বিশ্বস্ততা সরলতা এই দুই ধন।
ধর্ম্মের প্রথমতত্ত্ব জেন অনুক্ষণ॥
চিন্তাহীন বিদ্যা সুধু পণ্ডশ্রম সার।
বিদ্যাহীন চিন্তা সদা বিপদ আঁধার॥
শ্রেষ্ঠ জনে যদি তুমি কর দরশন।
গুণে তার তুল্য হতে করহ যতন॥
দেখিলে অশ্রেষ্ঠ লোক, আপন অন্তরে।
প্রবেশি পরীক্ষা নিত্য কর আপনারে॥
তুমি চাও অন্য হতে যেই ব্যবহার।
সেই ব্যবহার কর সহিত তাহার॥
শ্রেষ্ঠ লোক বাক্যে ধীর, কিন্তু আচরণে।
সতত উৎসাহী, স্থির হন এ ভুবনে॥
সত্য জানি নাহি করে যে জন পালন।
সৎসাহস হীন সেই অতি অভাজন॥
ঈশ্বরের কাছে যেই অপরাধ করে।
প্রার্থনা করিবে সেই কাহার গোচরে?
সাধুলোক শান্ত চিত্ত, কিন্তু পাপীজন।
অশান্ত উদ্বেগযুক্ত সদা ভীত মন॥
সামান্য আহার পানে হস্ত উপাধানে।
লভেন ধার্ম্মিক জন সুখ এ ভুবনে॥
কিন্তু ধর্ম্মহীন হলে যশ, ধন, মান।
বায়ুক্ষিপ্ত মেঘ প্রায় করয়ে প্রয়ান॥
প্রকৃতিতে প্রায় এক, মানব সকল।
কিন্তু আচরণে, ভিন্ন হয় অবিরল॥
প্রাতে যদি শুনে থাকি বিবেকের বাণী।
সন্ধ্যাতে মরণে আমি ভয় নাহি গণি॥
শ্রেষ্ঠলোক ভয়ে ভীত রন অনুক্ষণ।
নাহি অতিক্রমে যেন বাক্য, আচরণ॥
সরলতা বিশ্বস্ততা হীন জনগণ।
নেমিহীন অকর্ম্মণ্য রথের মতন॥
কেমনে জীবন পথে এ হেন কু-যান।
লয়ে, উন্নতির দিকে করিবে প্রয়ান?
যদি লোক শিক্ষাদান করিবারে চাও।
শিক্ষিত বিষয়ে আরো সুশিক্ষিত হও।
নিত্য নব নব জ্ঞান লভ অনুক্ষণ।
শিক্ষাদানে তাহা হ'লে হবে যোগ্যতম॥
এইরূপ সুধাময় তত্ত্ব শত শত।
শিক্ষাদিলা জ্ঞানিবর মানবে নিয়ত॥
তাঁর উপদেশ শুনে চীনবাসী নর।
শুদ্ধ সুখী নীতিমান হয় নিরন্তর॥
মানবের সামাজিক কর্ত্তব নিচয়।
জীবের পরমধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ অতিশয়॥
এ সব কর্ত্তব্য যদি না কর পালন।
ছিন্ন হয় সমাজের সকল বন্ধন॥
উচ্ছৃঙ্খল শান্তি হীন হয় জনগণ।
নাহি হয় লোক ভঙ্গ কভু নিবারণ॥
আধ্যাত্মিক উচ্চ ধর্ম্ম সাধন কারণ।
প্রথমেতে নীতিরক্ষা সদা প্রয়োজন॥

আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম হয় আড়ম্বর সার।
যদি নীতি, ভিত্তিভূমি নাহি হয় তার॥
ন্যায় পথে জীবিকার অর্থ উপার্জ্জন।
আত্মীয় স্বজন প্রতি কর্ত্তব্য পালন॥
প্রতিবাসীগণ সেবা, দেশ সংস্কার।
বৈধ কার্য্য কার্য্যে নানা শ্রম অঙ্গীকার॥
উচ্চ ধর্ম্ম সুসঙ্গত নীতি সুমহান।
করিবে পালন সবে হয়ে সাবধান॥
ইথে অবহেলা যদি করহ কখন।
বিনষ্ট হইবে তবে ধরম জীবন॥
ওহে দয়াময় হরি করুণা নিধান।
কর আশীর্ব্বাদ দাসে ওহে ভগবান॥
নৈতিক বিধান আর কর্ত্তব্য নিচয়।
পালি যেন প্রাণপণে ওহে দয়াময়॥
তোমার প্রেরিত জ্ঞানী কনফিউসাস্ মত।
পালি যেন তব বিধি জীবনে নিয়ত॥
দেশহিত, জনহিত, পরিবার হিত।
সাধি যেন নিরন্তর হয়ে সাবহিত॥
দুঃখী জীবে পরিহরি আত্মসুখতরে।
যেন না পলাই নাথ পর্ব্বত কন্দরে॥
বীরের মতন যেন পর দুঃখ দূর।
করিতে সতত পারি দয়াল ঠাকুর॥
পালিয়া তোমার ইচ্ছা হাসিতে হাসিতে।
চলি যাব স্বর্গধামে তোমার ইঙ্গিতে॥
এই ভিক্ষা করি হরি তোমার চরণে।
প্রণিপাত করি নাথ ভক্তি যুক্ত মনে॥

—০:০—

ত্রয়োদশ লহরী।

জৈন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা মহাবীর।

গৌতমের সমকালে, সুন্দর ভারত ভালে
হ'ল এক ধর্ম্ম চন্দ্রোদয়।
মহামতি বর্দ্ধমান ক্ষত্রিয়ের সুসন্তান
হইলেন ভারতে উদয়॥
রাজপুত্র সদাশয় ত্যজি গৃহ বিত্তচয়
করিলেন সন্ন্যাস আশ্রয়।
বিংশ বর্ষ ব্যাপি তিনি তপ করি নৃপমণি
লভিলেন প্রাণের বিষয়॥
সাধু, ব্রহ্ম কৃপাবলে সিদ্ধি লভি ধরাতলে
জিনি রিপু অসুর সকল।
(১) জিন মহাবীর নামে পরিচিত ধরাধামে
হইলেন জ্ঞানী অবিরল॥
ত্রিংশবর্ষ কাল তিনি প্রচারি দিন যামিনী
অভিনব নূতন বিধান।
বিখ্যাত পাপানগরে ত্যজি স্বীয় কলেবরে
করিলেন স্বরগে প্রয়ান॥
জীবেতে মহতী দয়া জননীর মত মায়া
ছিল সেই বিশ্বাসী জীবনে।
সুখ দুঃখে সম জ্ঞান শীতোষ্ণ সব সমান
জীবন্মুক্ত ছিলেন ভুবনে॥
বেদাদি প্রাচীন পথ পরিহরি মহারথ
নব পথে করিলা গমন।
করিয়া ইন্দ্রিয় জয় জীবেরে দিয়া অভয়
স্থাপিলেন কীর্ত্তি অতুলন॥
জিন শিষ্য জৈনগণ ভারতেতে অগণন
তাঁর ধর্ম্ম করিছে সাধন।
জীবে দয়া চমৎকার শুদ্ধাচার শুদ্ধাহার
নাহি দেখি তাঁদের মতন॥
রুগ্ন বৃদ্ধ জীব প্রতি তাঁদের অতুল প্রীতি
এইহেতু কত না আশ্রম।
স্থাপি ভক্ত জৈনগণ জীব সেবা অনুক্ষণ
করিতেছে এ ভারত ধাম॥

(১) যিনি ইন্দ্রিয়াদি জয় করিয়াছেন, তিনি জিন নামে অভিহিত।

প্রাণী হিংসা পরিহরি জৈন ধর্ম্মি নর নারী
করে নিত্য নিরামিষাহার ।
পিপীলিকা মশকাদি সবার জীবন প্রতি
আহা প্রীতি অতি চমৎকার ॥
নিষ্ঠুর এ ধরাতলে প্রেতবৎ কুতূহলে
করে নর জীবহত্যা কত ।
পশু পক্ষী অগণন হত্যা করি অনুক্ষণ
করে দগ্ধ উদর পূরিত ॥
সামান্য সুখের তরে পশু পক্ষী হত্যা করে
যেন দয়া ত্যজেছে ভুবন ।
এহেন সংসার মাঝে আহা কি সুন্দর সাজে
সাজিয়াছে সাধু জৈনগণ ॥
হেন পুণ্য-সম্প্রদায় জগতে বল কোথায়
হেরিয়াছ আর বর্ত্তমান ।
ধন্য হরি দয়াময় জগতে হ'য়ে সদয়
রচিলেন এহেন বিধান ॥
ধন্য জ্ঞানী মহাবীর প্রেমিক ভক্ত সুধীর
জীবে দয়া যাহে মূর্ত্তিমান ।
ওহে দয়াময় হরি জগতে করুণা করি
স্থাপ তব বিধি সুমহান ॥
জীবহিংসা রক্ত স্রোত রোধ কর ওহে পিত !
জীবে দয়া সঞ্চার জীবনে ।
তোমার এ বিশ্বধাম হোক পুণ্য স্বর্গ ধাম
দাও প্রেম সবাকার মনে ॥
ওহে ব্রহ্ম কৃপানিধি, তুমিই দয়া বারিধি
তব দয়া লভি মহাবীর ।
ঘোষিলেন নিরবধি উদার দয়ার বিধি
তবভাবে হইয়া অধীর ॥
এই ভিক্ষা করি নাথ করি তোমা প্রণিপাত
দিয়া প্রেম এ পাষাণ মনে ।
তব মহাবীর সনে মিলাইয়া এ জীবনে
ধন্য কর অধম সন্তানে ॥

অদ্বিতীয় স্বরূপের বিধান ।

চতুর্দ্দশ লহরী ।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য ।

ভারতের কহিনূর শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ।
ভারত হইতে ক্রমে হ'ল অন্তর্দ্ধান ॥
বৌদ্ধগণ বুদ্ধি আর সাধনের বলে ।
মুক্তিলাভে যত্ন করে নিত্য ধরাতলে ॥
ব্রহ্মজ্ঞান মহারত্ন ভারতের প্রাণ ।
ব্রহ্মজ্ঞান বিনা কারো নাহি পরিত্রাণ ॥
ক্রমে এই মহাতত্ত্ব ভুলিল ভারত ।
ডুবিল আঁধারে পুন নর নারী যত ॥
ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মকৃপা লভিবার তরে ।
সাধনার অতিশয় প্রয়োজন করে ॥
ব্রহ্মজ্ঞান বিনা ভবে সাধনার গুণে ।
নাহি পারে মুক্তি কেহ লভিতে জীবনে ॥
পাপ মোহ অহঙ্কার হৃদয় আগার ।
পশিয়া মানবপ্রাণে করে অধিকার ॥
পূর্ণিমার রজনীতে পৃথিবী যেমন ।
দিবাকরচ্ছায়া যবে করে আবরণ ॥
তখনি গ্রহণ হয় চন্দ্রের গগনে ।
শুধাংশুর প্রেমানন ঢাকে সেই ক্ষণে ॥
সেইরূপে পাপমোহ পশিলে জীবনে ।
ব্রহ্মজ্ঞান সমাচ্ছন্ন হয় প্রাণ মনে ॥
চতুর সাধকবর করিয়া সাধন ।
মোহ মুক্ত করি লন আপনার মন ॥
ব্রহ্মজ্ঞান একমাত্র লক্ষ্য সাধনার ।
সে লক্ষ্যে ভুলিলে হয় সকলি অসার ॥
ভারতের নর নারী ব্রহ্মজ্ঞান ভুলে ।
বদ্ধ হ'ল কর্ম্মজালে সবে ধরাতলে ॥
দিবা অবসানে পুন আঁধার রজনী ।
ভারতের মুখচন্দ্রে ঢাকিল অমনি ॥

নিশাচরগণ যথা আঁধারে বেড়ায়।
ভ্রান্তিমোহ সেইরূপ ব্যাপিল হেথায়॥
কর্ম্মকাণ্ড বাহ্য পূজা কল্পনা জল্পনা।
দূষিত কুমত আর মূর্ত্তি উপাসনা॥
রাহুপ্রায় ভারতের পবিত্র গগনে।
উদিয়া করিল গ্রাস ব্রহ্মজ্ঞানধনে॥
ব্রহ্ম লভিবারে পথ ভুলি নরগণ।
কল্পনায় নানামূর্ত্তি করিয়া সৃজন॥
ব্রহ্ম বলি তা সবারে লাগিল পূজিতে।
নানা ভ্রান্তি প্রবাহিত হইল ভারতে॥
কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্রপ্রায় বুদ্ধের বিধান।
ক্রমে ক্রমে ভারতেতে হ'ল অবসান॥
শুষ্ক সাধনার ধর্ম্মে তৃষিত ভারত।
তৃপ্ত নাহি হয় এবে সহে দুঃখ কত॥
কালের প্রভাবে বিশেষতঃ বৌদ্ধগণ।
পৌত্তলিককূপে হইয়াছে নিমগন॥
ধ্যান আর সাধনার লক্ষ্য ব্রহ্মধন।
এই তত্ত্ব ভুলিয়াছে যত বৌদ্ধগণ॥
ব্রহ্মপূজা বিনা জীব থাকিতে না পারে।
এই হেতু বৌদ্ধগণ অজ্ঞান আঁধারে॥
বুদ্ধকে ঈশ্বর বলি করয়ে পূজন।
হইল ভারত পুন আঁধারে মগন॥
বেদ বেদান্তের বিধি নিস্তেজ ভারতে।
বৌদ্ধধর্ম্ম অবসন্ন হল নানামতে॥
ঘোর বিপ্লাবনে লোক ডুবি স্বেচ্ছাচারে।
পাপে তাপে ছার খার হল একেবারে॥
হইল দুর্গতি ঘোর ভারতভুবনে।
ভারতের অশ্রুজল ঝরে নিশি দিনে॥
বিশ্বাসী প্রেমিক জ্ঞানী মানব সকল।
দেখি ভারতের দশা হইলা বিকল॥
জাতীয় জীবন মাঝে রোগ ঘোরতর।
প্রবেশিয়া জীর্ণ শীর্ণ করে কলেবর॥
অথচ যথার্থ রোগ বুঝিতে না পারি।
আর্য্যধর্ম্ম অভিমানী কত নর নারী॥
দুর্গতির হেতু ভাবি যত বৌদ্ধগণে।
তা সবারে উৎসন্ন করে উৎপীড়নে॥
অত্যাচারে কত বৌদ্ধ ভারত ভুবন।
পরিহরি দেশান্তরে করিল গমন॥
জীবনের অন্ধকারে মানব নিকর।
নাহি পারে বুঝিবারে কেবা আত্মপর॥
ব্রহ্মজ্ঞানহীন বৌদ্ধ ভারতসন্তানে।
ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া কেবা ফিরাইয়া আনে?
দলে দলে বৌদ্ধগণ স্বদেশ ত্যজিয়া।
চীন ব্রহ্ম আদি দেশে গেলেন চলিয়া॥
ভারতের এক অঙ্গ হইল কর্ত্তিত।
হল বিকলাঙ্গ পঙ্গু সোণার ভারত॥
কোথায় তিতিক্ষা বল কোথা ব্রহ্মজ্ঞান।
ব্রহ্মজ্ঞান সনে সব হল অবসান॥
কিন্তু ভারতের বন্ধু জগতের হরি।
না পারেন রহিবারে জীবে পরিহরি॥
ভারতের গুপ্ত ধন ব্রহ্মজ্ঞান মণি।
উদ্ধারিতে দয়াময় শ্রীহরি আপনি॥
ভারতে শঙ্করাচার্য্যে করিয়া প্রেরণ।
করিলা নূতন বিধি ভবে প্রকটন॥
ব্রহ্মজ্ঞান সহ তাঁর বৈরাগ্য মহান্।
মিলি চমকিত করে ভারতের প্রাণ॥
ব্রহ্মরূপে দয়াময় ভবে অবতরি।
প্রিয় পুত্র, শঙ্করেরে নিজ কোলে করি॥
সমুন্নত ব্রহ্মজ্ঞান ঘোষিলা জগতে।
উড়িল বিধান ধ্বজা আবার ভারতে॥
এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পূজ্য সবাকার।
তিনি সার আর যত সকলি অসার॥
প্রচারিলা এই তত্ত্ব জ্ঞানী মহাবীর।
পাইল ভারতবাসী পিপাসায় নীর॥

বিধানের উপযোগী করিয়া ধরায়।
শঙ্করে পাঠান হরি অপার কৃপায়॥
মহালোকে পরিপূর্ণ মধ্যাহ্ন তপন।
জ্ঞানে আর তেজে ভরা শঙ্করের মন॥
লীলাময় হেন জনে আনিয়া জগতে।
করিলেন মহালীলা নিত্য বিধিমতে॥
অনন্ত এ মহালীলা কে বর্ণিতে পারে?
কে পারে জ্ঞানীর চিত্র আঁকিতে সংসারে?
তাই ওহে জ্ঞানময় তোমার চরণে।
যাচি এই ভিক্ষা নাথ কায় বাক্য মনে॥
পিয়াও এ পাপী জনে জ্ঞান লীলামৃত।
শঙ্করের তেজোময় পবিত্র চরিত॥
বুঝাইয়া দাও সবে কৃপাময় হরি।
লভি যেন ব্রহ্মজ্ঞান মোরা প্রাণ ভরি॥
পুরাও পাপীর আশা, হে দীনশরণ।
ভক্তিভরে পূজি মোরা তোমার চরণ॥

—০—

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের জন্ম, বিদ্যা শিক্ষা এবং সন্ন্যাস অবলম্বন জন্য গৃহত্যাগ।

মালবার দেশে এক ব্রাহ্মণের কুলে।
জন্মিলা শঙ্করাচার্য্য আসি ধরাতলে॥ (১)
শিবগুরু পিতা তাঁর সুভদ্রা জননী।
উভয়ে ধার্ম্মিক অতি জ্ঞানী চূড়ামণি॥
বাল্য হ'তে শিবগুরু সন্ন্যাস গ্রহণে।
করিতেন আকিঞ্চন সদা মনে মনে॥
কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা, গার্হস্থ জীবন।
করিবেন শিবগুরু সতত যাপন॥
বংশের তিলক এক ত্যাগী শিরোমণি।
জন্মিবে ঔরসে তাঁর উজলি ধরণী॥
বিধাতার হেন বিধি কে লঙ্ঘিতে পারে।
তাই শিবগুরু কাল কাটান সংসারে॥
কিন্তু বিধাতার পুণ্য অধ্যাত্ম বিধানে।
পিতার বৈরাগ্য আসি সঞ্চারে সন্তানে॥
আত্মজে জনক সদা করেন বিহার।
পিতার চরিত্র ভাব পুত্রে অনিবার॥
প্রতিবিম্ব হয় নিত্য ব্রহ্মের বিধানে।
পিতৃ ইচ্ছা পূর্ণ হয় পুত্রের জীবনে॥
অতীব মেধাবী জ্ঞানী হইল শঙ্কর।
মহত্ত্ব লক্ষণ হ'ল নয়নগোচর॥
(১) উপনীত হইলেন অষ্টম বরষে।
শিখিলেন বহু শাস্ত্র মনের হরষে॥
দ্বাদশে হইল তাঁর পিতার মরণ।
তবু তিনি না ত্যজিলা শাস্ত্র অধ্যয়ন॥
শ্রুতি স্মৃতি বেদান্তাদি শাস্ত্র গ্রন্থচয়।
শিখিলেন অনায়াসে জ্ঞানী মহাশয়॥
ব্রহ্মজ্ঞানে হইলেন অতি সুপণ্ডিত।
সন্ন্যাসগ্রহণে চিত্ত হল ব্যাকুলিত॥
যে কার্য্য সাধনে হরি পাঠান যাঁহারে।
আপন নিয়তি সেই লঙ্ঘিবারে নারে॥
হারানিধি পাইবারে কৃপণের মন।
দিবা নিশি থাকে যথা অতি উচাটন॥
সেইরূপ শঙ্করের হৃদয় নিয়ত।
লক্ষ্য সাধনের তরে সদা লালায়িত॥
সন্ন্যাস গ্রহণ করি ভারত মাঝার।
ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারিতে চাহে প্রাণ তাঁর॥

(১) মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য খ্রীষ্টীয় ৭৮৮ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার ইতিবৃত্ত নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

(১) বৈদিক বিধানমত উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইল।

কিন্তু জননীর প্রাণে সন্ন্যাসের কথা।
শুনিলে উপজে আহা নিদারুণ ব্যথা॥
এক দিন মাতা সহ স্বজন ভবন।
করেন শঙ্করাচার্য্য আনন্দে গমন॥
আসিবার কালে তাঁরা দেখিবারে পান।
বৃষ্টিজলে পরিপূর্ণ হইয়াছে গাঙ্ (১)॥
কিছু জল হ্রাস হলে তাঁহারা দুজন।
নদী উত্তরিতে জলে নামিলা তখন॥
ক্রমে কণ্ঠদেশ হল জলেতে মগন।
সুযোগ বুঝিয়া পুত্র জননীরে কন॥
"পবিত্র সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণের তরে।
যদি অনুমতি মাগো নাহি কর মোরে॥
জলে ডুবি দুই জন মরিব এখনি।
কিন্তু যদি অনুমতি কর গো জননী॥
ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া এবার।
জল হতে দুইজন হইব উদ্ধার"॥
শুনিয়া অগত্যা মাতা তনয় শঙ্করে।
অনুমতি করিলেন সন্ন্যাসের তরে॥
হৃষ্ট হয়ে পুত্র তাঁরে পৃষ্ঠদেশে লয়ে।
সন্তরণে পরপারে গেলেন নির্ভয়ে॥
জননীর ভার দিয়ে স্বজন উপরে।
জননীরে নমস্কার প্রদক্ষিণ করে॥
সন্ন্যাস গ্রহণ তরে হলেন বিদায়।
কাঁদাইয়া চিরতরে দুঃখিনী মাতায়॥
বালক শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মপ্রেরণায়।
(২) গোবিন্দ আশ্রমে যান ত্যজিয়ে সবায়॥

ব্রহ্মের আদেশধ্বনি বৈরাগ্য আকারে।
শঙ্করের প্রাণ মন আকর্ষণ করে॥
শুনিয়া সে মহাধ্বনি কেবল জগতে।
গৃহসুখে এ জীবন পারে কাটাইতে॥
দ্বাদশ বর্ষের শিশু জননীর ধন।
হাসি খেলি বাল্যকাল করিবে যাপন॥
কিন্তু আহা বিধাতার বিধান কেমন।
হেন শিশু করিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ॥
ধন্য লীলাময় হরি তোমার বিধান।
কেমন আশ্চর্য্য তব লীলা সুমহান্॥
জগতের পরিত্রাণ করিবার তরে।
যন্ত্রবৎ ব্যবহার কর ভকতেরে॥
বিধানের প্রবর্ত্তক চিহ্নিত সুজন।
তব বাণী লঙ্ঘিবারে পারে না কখন॥
শিশু হৌন যুবা হউন বৃদ্ধ কি প্রবীণ।
সব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক তোমার অধীন॥
তোমার মুরলিধ্বনি শুনিলে কি আর।
সংসারে থাকিতে পারে কেহ, প্রাণাধার॥
যে ভাবে যে জন থাকে সেই ভাবে তিনি।
পালেন আদেশ তব দিবস যামিনী॥
দুঃখ ভয় চিন্তা ক্ষতি গনণা নিশ্চয়।
নাহিপারে দমিবারে তাঁহার হৃদয়॥
নির্ভীক বীরের মত বিধানের রণে।
পশেন তোমার দাস তব কথা শুনে॥
বাধা বিঘ্ন কিছুতেই তাঁহার জীবন।
লক্ষ্য হ'তে বিচলিত হয় না কখন॥
না পালিলে তোমার আদেশ অনুক্ষণ।
মুকতি কি লভে হরি মানব কখন॥
তাই ওহে দীননাথ তব শ্রীচরণে।
যাচি ভিক্ষা করযোড়ে ভক্তিযুক্ত মনে॥
যেন এ পাতকী তব প্রেরিতের মত।
পালিতে তোমার আজ্ঞা জীবনে নিয়ত॥

---

(১) সাধারণ ভাষায় নদীকে গাঙ্ বলে।

(২) গোবিন্দ স্বামী নামক একজন সন্ন্যাসীর নিকট শ্রীশঙ্করাচার্য সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

প্রাণ মন সমর্পণ পায়ে করিবারে ।
এই আশীর্ব্বাদ কর এ মহা পাপীরে ॥
দয়াময় তব পদে করি নমস্কার ।
নিজ কৃপাগুণে সবে কর হে উদ্ধার ॥

—০:০—

শঙ্করের সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ ও ধর্ম্মপ্রচার ।

জননীর স্নেহ, সংসারের মায়া
বিষয় সুখের অংশ ।
ত্যজি সমুদায়, বালক শঙ্কর
আসিলা গোবিন্দ পাশ ॥
দেখিয়া তাঁহারে, বলিলা সাধক
কে তুমি এলে এখানে ?
শুনিয়া শঙ্কর, বলিলা উত্তরে
মজিয়া অভেদ জ্ঞানে ॥
"ভূমি তেজ জল, অনিল আকাশ
কোন বস্তু আমি নই :
ভূতের সমষ্টি, অথবা ইন্দ্রিয়
এ সকল নাহি হই ।।
পরিমিত কিছু, নহি কভু আমি,
আমি এক ভূতাতীত" ।
এইরূপ ভাবে, আত্মপরিচয়,
দিলা জ্ঞানী (১) সাবহিত ॥
শিষ্যের বচন, শুনিয়া গোবিন্দ,
হইলেন পুলকিত ।
আনন্দ অন্তরে, সন্ন্যাসে শঙ্করে,
করিলেন সুদীক্ষিত ॥
ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁরে, অতি প্রেমভরে,
শিখান যতনে অতি ।
উপদেশ সার, পূজ্যপাদ গুরু
দেন তাঁয় মহামতি ॥
নীর আর ক্ষীর, একই আধার,
থাকে যথা সংমিশ্রিত ।
কিন্তু হংস তাহে, নীর পরিহরি,
পিয়ে ক্ষীর পুলকিত ॥
সেরূপ এ বিশ্ব, জলের মতন,
ব্রহ্মক্ষীর মধুময় ।
ত্যজিয়া সে জল, হংসের মতন,
সাধ ব্রহ্মে মহাশয় ॥
বেদান্তবিধান, করি অধ্যয়ন,
হয়ে শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ।
ব্রহ্মজ্ঞাননিধি, করিতে প্রচার
হইলেন ব্যস্তচিত ॥
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে, ভেদ বুদ্ধি তাঁর,
গেল চলি চিরতরে ॥
জ্ঞানযোগে তিনি, সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম
দেখেন আনন্দ ভরে ॥
প্রচারের তরে, দিগ্বিজয়চ্ছলে
সকল ভারত ভূমে ।
করিয়া ভ্রমণ ব্রহ্ম জ্ঞানধন
প্রচারিলা মহা ধূমে ॥
মণ্ডন নামেতে কর্ম্মকাণ্ডে রত
ছিল বিপ্র সুপণ্ডিত ।
সরস্বতী তাঁর মহাজ্ঞানবতী
সতী ভার্য্যা সুবিনীত ॥
শাস্ত্র আলোচনা, বিদ্যার সাধনা
করিতেন দোঁহে মিলে ।
তাঁদের আলয়ে, নানা যজ্ঞ যাগ
হত সদা কুতূহলে ॥
তাঁদের আগারে, শুকশারীচয়
শাস্ত্রের বচন কয় ।

(১) জ্ঞানী—শঙ্করাচার্য্য ।

বিদ্যা উপাসনা, এরূপ ভারতে
কোথা আর নাহি হয় ॥”
ইহাঁদের গৃহে, গেলেন শঙ্কর
ধীরে গুপ্তপথ ধীর।
শিখা যজ্ঞসূত্র, জাতি চিহ্ন সব
নাহি তাঁর দেহোপরে ॥
তাঁরে দেখি মিশ্র, বলে ক্রোধভরে,
তুমি গর্দ্দভের প্রায়।
ভার কন্থা বহ, কিন্তু শিখাসূত্র,
বহিতে না পার হায় ॥
বলিলা শঙ্কর সূত্রের বহনে
দেবভারে প্রাণ মন। (১)
হয় ভারাক্রান্ত, কষ্টের সলিলে
ডুবে জীব অনুক্ষণ ॥
এইরূপ নানা, বিতণ্ডার পর
মণ্ডন অতিথি জ্ঞানে।
সন্ন্যাসী শঙ্করে, করিলা সৎকার
যেরূপ আছে বিধানে ॥
শঙ্করের সনে, তাঁহার বিচার
হল এক দেবালয়ে ॥
পত্নী-সরস্বতী, মধ্যস্থ তাহার
হইলা আকুতোভয়ে ॥
বিচারে পরাস্ত, হইয়া মণ্ডন
লইল সন্ন্যাস ব্রত।

কর্ম্মকাণ্ড ত্যাজী, ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানী
হইলেন অবিরত ॥
“এক অদ্বিতীয়, ব্রহ্মসনাতন
তিনি মাত্র সারধন।
আর যত কিছু, সকলি অসার
জড় জীব ধন জন” ॥
এই মতান্তর, ভারত মাঝারে
প্রবল উৎসাহ ভরে।
করিলা প্রচার, জ্ঞানী বীরবর
জ্ঞান-অসি লয়ে করে ॥
হিন্দু বৌদ্ধ আদি, সবে দলে দলে
বিধান বারতা মানি।
নব সমাচার, করিলা গ্রহণ
পবিত্র ধরম জানি ॥
এই ভাবে তিনি, ধরম প্রচার
করিলেন অনুক্ষণ।
নানা গ্রন্থ করি, ভাষ্য টীকা লিখি
ঘোষিলা বিধি নূতন। (১)
জীব মোহনাশ, করিবার তরে
মোহমুদ্গর নামে।
বৈরাগ্যে পূরিত, গ্রন্থ সুললিত
প্রচারিলা ভবধামে ॥
সে পুণ্য কাহিনী, শুন ভ্রাতৃগণ'
হয়ে সবে সাবহিত।
বৈরাগ্য সলিলে, হয়ে সবে স্নাত
ব্রহ্মজ্ঞানে দাও চিত ॥

---

(১) উপনয়ন কালে যজ্ঞসূত্র ধারণ করা হয়। যজ্ঞসূত্র ধারণাবধি দ্বিজগণ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকেন এবং ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে যজ্ঞসূত্র এবং স্ববর্ণোচিত যাবতীয় লক্ষণ পরিত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং যত দিন উপবীত ততদিন বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ভার বহন করিতে হয়।

(১) উপনিষদ্ এবং শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থের টীকা ও ভাষ্য তিনি লিখিয়াছেন।

মোহমুদ্গার।

১

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং
কুরু তনুবুদ্ধিমনঃসু বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং॥

২

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

৩

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥

৪

নলিনীদলগতজলমতিতরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা॥
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।

৫

দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ।
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥

৬

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্॥

৭

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ
মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং
বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্॥

৮

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ
ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং
সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্॥

৯

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ
তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ॥
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥

১০

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ॥

১১

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তঃ
তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥

১২

কামং ক্রোধং লোভং মোহং
ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যতি কোঽহম্
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াঃ
তে পচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়াঃ॥

পদ্যানুবাদ।

১

ওহে মূঢ়মতি, ধনাগম তৃষ্ণা
কর দূরে পরিহার।
মন বুদ্ধি দেহে, ধনেতে বিরাগ
দেখাও হে অনিবার॥
নিজ কর্ম্মফলে, পেয়েছ যে ধন
তাহে পরিতুষ্ট হয়ে।
জীবন যাপন, কর অনুক্ষণ
আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে॥

২

কে তোমার কান্তা, কে পুত্র তোমার
বিচিত্র সংসার অতি।
তুমি কার ভাই, কোথা হতে এলে
এই তত্ত্বে দাও মতি॥

৩

ধনাদি যৌবন, সবাকার গর্ব্ব
হরে কাল পল ভরে।
তাই মায়াময়, সংসার ত্যজিয়া
প্রবেশ ব্রহ্মসাগরে॥

৪

পদ্মপত্রে জল, যেমন চঞ্চল
তেমতি জীবন জীবে।
সাধু সঙ্গরূপ, তরণী বিহনে
ভব সিন্ধু কে তরিবে?

৫

দিবস রজনী, সন্ধ্যা প্রাতঃকাল
বসন্তাদি ঋতু যত।
করে গতায়াত, ক্রীড়া করে কাল
হয় আয়ু অপগত॥
তথাপি জীবের, আশার পবন
নাহি মিটে কোন দিন।
এ কি বিড়ম্বনা, ভোগে জীব দুঃখ,
আশার হয়ে অধীন॥

৬

বার্দ্ধক্যে জীবের, অঙ্গ বিকলিত
মস্তক পলিত হয়॥
করধৃত যষ্টি, কাঁপে থরথরি,
মুখে দন্ত নাহি রয়।
তথাপি জীবের, আশার ভাণ্ডার,
নাহি কমে একি হায়।
তবু সুখ স্পৃহা, মানব হৃদয়
ছাড়িয়া নাহি পলায়॥

৭

শত্রু মিত্র পুত্র, কিংবা বন্ধুজন
তুমি সবাকার প্রতি।
সমান যতন, করিয়া নিয়ত,
হয়ে সমচিত্ত অতি॥
যদি বিষ্ণু (১) পদ, লভিবারে চাও
সন্ধি বা বিগ্রহে তবে।
না করি যতন, উভয়ে সমান
ভাবিবে সতত তবে॥

৮

তুমি আমি অন্য, সব ঘটে এক,
শ্রীহরি বিরাজ করে।
তবে কেন তুমি, আমারে নিয়ত
নিরখিছ কোপ ভরে॥
সব ভেদ জ্ঞান, করি পরিহার
সব জীবে আত্মজ্ঞানে।
যতন সম্মান, শুদ্ধ প্রীতি দান
করহ প্রফুল্লপ্রাণে॥

---

(১) বিষ্ণু—ঈশ্বর, যিনি সমুদয় বেষ্টন করিয়া আছেন।

৯

বাল্যকালে জীব, ক্রীড়াতে মগন
যৌবনে তরুণীরত।
বার্দ্ধক্যে চিন্তায়, রহে নিমগন
কেহ নহে ব্রহ্মগত॥

অনর্থের মূল, বলিয়া অর্থেরে
ভাব তাই অনুক্ষণ।
নিশ্চয় তাহাতে, নাহি সুখলেশ
বলেছেন সাধুগণ॥

ধনশালী জন, দারা পুত্র হ'তে
ভয় পান দিন রাত।
সর্ব্বত্র এ নীতি, রয়েছে প্রবল
ধন চিন্তা ত্যজ ভ্রাতঃ॥

১১

যত দিন তব, ধন উপার্জ্জনে
আছে শক্তি বিদ্যমান।
তত দিন তব, দারা পুত্র যত
তোমারে করে সম্মান॥

তার পরে যবে, জরাজীর্ণ হবে
তোমার শরীর মন।
সে সময় কেহ, জিজ্ঞাসা তোমারে,
না করিবে কদাচন॥

১২

তাই কাম ক্রোধ, লোভ মোহ পাশ
ত্যজি চাও আত্ম প্রতি।
কে তুমি এ ভাবে, দেখ অন্বেষিয়া
করো না অনিত্যে রতি॥

আত্মজ্ঞান যার, নাহিক ধরায়
সেই দুঃখী মূঢ়মতি।
দুঃখ শোকময়, ভীষণ নরকে
নিশ্চয় করিবে গতি॥

— + —

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের শেষ জীবন এবং চরিত্র ও প্রভাব।

১

অতুল উৎসাহ তেজে বিশ বর্ষ কাল।
ভারতের নানা স্থানে অজ্ঞান জঞ্জাল॥
নাশিয়া আনন্দ ভরে, ভারতের ঘরে ঘরে,
সুমধুর ব্রহ্মজ্ঞান পবিত্র রসাল।
প্রচার করিলা সুখে কাটি মায়া জাল॥

২

বহুদূরগামী সুখী পাখীর মতন।
ভারতের কত দেশ করি পর্য্যটন॥
একাকী প্রফুল্ল মনে, জীবের হিত সাধনে
বিতরিয়া ব্রহ্মজ্ঞান অমূল্য রতন।
ব্রহ্মের বিধানধ্বজা করিলা স্থাপন॥

৩

বিজয়ী সম্রাট্ যথা দেশ শাসিবারে।
অমাত্য সৈনিক কত নিয়োজিত করে।
তেমতি বৈরাগী বীর দশনামী সন্ন্যাসীর (১)
বিশাল মণ্ডলী এক স্থাপিলা সংসারে।
ঘোষিলা ব্রহ্মের জয় ভারত মাঝারে॥

৪

মহাদেশ প্রায় এই বিশাল ভারতে।
শ্রীহরির লীলা গুণে জ্ঞানী বিধি মতে॥
বিধান প্রচার করি, ইহলোক পরিহরি,
বত্রিশ বরষে স্বর্গে গেলা আচম্বিতে।
ডুবিল ভারতসূর্য্য আঁধারি জগতে॥

---

(১) পুরী—অর্থাৎ যাঁহারা বিদ্যাভারে পরিপূর্ণ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিবেন।

গিরি—যাঁহারা গিরিশিখরে বসিয়া সাধন দ্বারা প্রচার করেন।

সমুদ্র, ভারতী, পর্ব্বত, বন ইত্যাদি দশ-নামী সন্ন্যাসী দল স্থাপন করেন।

৫

শঙ্করের মত বল জ্ঞানী মহাজন।
কে কোথা দেখেছে আর ভারত ভুবন॥
অতুল প্রতিভা তেজে, সূর্য্য সম সদা সাজে
ইন্দ্রিয়সংযমে মহাসিংহের মতন।
সুপণ্ডিত সুতার্কিক জ্ঞানী মহাশোধন॥

৬

ওহে দয়াময় হরি যে বিধি যখন।
জগত উদ্ধার তরে দেখ প্রয়োজন॥
তখনি সে বিধি সনে, ধরাধামে ভক্তগণে
কর তুমি যথাকালে প্রেমেতে প্রেরণ।
তব ইচ্ছা এ সংসারে হইছে পূরণ॥

৭

ভারতের জ্ঞানাচার্য্য মহাত্মা শঙ্করে।
পাঠাইলা ধরাধামে তুমি কৃপা করে॥
তব জ্ঞানকণা দিয়ে, শঙ্করেরে বিভূষিয়ে,
নিজ তেজে তেজী তাঁরে, করি ধরা'পরে।
ঘোষিলা আপনি নিজ বিধি প্রেমভরে॥

৮

ধন্য ওহে জ্ঞানময় তব শ্রীচরণে।
প্রণমি ভকতিভরে মহানন্দ মনে॥
তব জ্ঞানী ভক্তজনে, বিধান বাহক জেনে
ভকতি কুসুম যেন দেই নিশি দিনে।
আশীষ করহ নাথ এ অজ্ঞানী জনে॥

৯

তোমার জ্ঞানের বিধি শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান।
জ্ঞান বিনা সদা জীব অন্ধের সমান।
হেন জ্ঞানে সমাদর, করি নাথ নিরন্তর
লই হে মস্তক পাতি তোমার বিধান।
এই ভিক্ষা যাচে তব পাতকী সন্তান॥

১০

অজ্ঞানতা অন্ধকার মানবের অরি।
একমাত্র জ্ঞানসূর্য্য তুমি ওহে হরি॥
এ বিশ্বাসে এ হৃদয়, পূর্ণ কর জ্ঞানময়
অনলস হয়ে যেন জ্ঞানচর্চ্চা করি।
এই আশীর্ব্বাদ মোরে কর ওহে হরি॥

১১

এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম স্বতন্ত্র স্বাধীন।
জীব কভু ব্রহ্ম নয়, জীব ব্রহ্মাধীন॥
অথচ জীবের প্রাণ, ব্রহ্মে চির বর্ত্তমান
ব্রহ্মের শকতি নীরে জীব রহে লীন।
ব্রহ্ম সনে জীব বাঁধা আছে চির দিন॥

১২

অনন্ত মহান্ ব্রহ্ম জীব ক্ষুদ্রতম।
ব্রহ্মের শকতি জ্ঞান জীবের জীবন॥
ব্রহ্ম পূর্ণ অনাবিল, জীবাত্মা উন্নতিশীল,
জীব ব্রহ্ম হ'তে বল পায়ে কি কখন?
মক্ষিকা কি পারে গ্রাস করিতে গগন?

১৩

ব্রহ্মজীব ভিন্ন বটে তবু ভিন্ন নয়।
অচ্ছেদ্য বন্ধনে দোঁহে সদা বাঁধা রয়?
আমার জীবন মন, ব্রহ্ম রসে নিমগন,
আমার সর্ব্বস্ব ব্রহ্ম সকল সময়।
ব্রহ্ম ছাড়া এ জীবন কিছুমাত্র নয়॥

১৪

কি রহস্য ওহে নাথ বুঝিতে না পারি।
পশিয়া যোগের ঘরে একান্তে নেহারি॥
তুমি আমি দুই জন, মাখা মাখি অনুক্ষণ
এক তবু এক নয় এ লীলা তোমারি।
অভিন্ন ভিন্নতা হেরি যাই বলিহারি॥

১৫

একান্ত নিকটে যদি থাকি তব সনে ।
তবু ভিন্নতার রেখা থাকে হে দুজনে ॥
যদি পাপে ডুবে প্রভু দূরে যায় দাস কভু
তবু তব সনে মিষ্ট একত্ব বন্ধনে ।
বাঁধা থাকে এ জীবন, অনন্ত জীবনে ॥

১৬

এই তো অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ সনে ।
মিশিয়াছে প্রেমময় তোমার বিধানে ।
দীন জনে কৃপা করি, এই তত্ত্ব মনোহারী,
প্রকাশিত কর নাথ এ পাপ জীবনে ।
যাচিছে এ ভিক্ষা দাস তোমার চরণে ॥

১৭

দ্বৈতাদ্বৈত মতভেদ কর নিরসন ।
সুবিমল ব্রহ্মতত্ত্ব করহ স্থাপন ॥
দ্বৈতাদ্বৈত (১) বিসংবাদে, এজগৎ অবসাদে
হইয়াছে দীননাথ গভীর মগন ।
উদ্ধার সবার ওহে ব্রহ্ম সনাতন ॥

১৮

অনন্ত অপার তব জ্ঞান পারাবার ।
অফুরন্ত জ্ঞানবিধি ওহে জ্ঞানাধার ॥
অসত্য অজ্ঞান হ'তে সবে জ্ঞান সভ্যতাতে
অনন্ত উন্নতি পথে ধায় অনিবার ।
হইছে তোমার জয় ওহে বিশ্বাধার ॥

১৯

তোমার জ্ঞানের বিধি বুঝিতে কে পারে ?
যদি তুমি তব বিধি না বুঝাও মোরে ।
তাই ওহে জ্ঞানময়, দীনেরে হয়ে সদয়
নাশ অজ্ঞানতা জ্ঞান প্রদানি আমারে ।
প্রণমি তোমারে নাথ প্রেমে বারে বারে ॥

(১) পৃথিবীতে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বিশিষ্টা দ্বৈতবাদ প্রভৃতি মতভেদে নানা সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছে ও নানারূপ বিবাদ বিসংবাদের কারণ হইয়াছে ।

ভারতক্ষেত্রে মুসলমানগণের আগমন।

ভারতীয় ধর্ম্মের সহিত প্রাচ্যধর্ম্মের ও ভারতে নবযুগের সূত্রপাত।

ভারতের চারুক্ষেত্রে আর্য্য হিন্দুগণ। (১)
নিরাপদে সদা কাল করেন যাপন॥
হিন্দুদের তাড়নায় বৌদ্ধ শিষ্য যত।
দলে দলে ত্যজিয়াছে প্রাণের ভারত॥
সূর্য্য যথা একদেশ করি পরিহার।
অন্য দেশ আলোকিত করে অনিবার॥
সেইরূপ বৌদ্ধগণ আর্য্যভূমি ছাড়ি।
ভিন্ন দেশে সভ্যতার আলোক বিস্তারি॥
অজ্ঞান মানবগণে বুদ্ধতরুতলে।
আনিলেন মহানন্দে ব্রহ্মের কৌশলে॥

(১) ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যগণ আপনাদিগকে হিন্দু বলেন নাই। হিন্দু শব্দ আধুনিক, কোন্ সময়ে এই শব্দ প্রথম প্রচলিত হয় নির্ণয় করা সুকঠিন। কেহ কেহ বলেন, সিন্ধু নদের অপর-পারবর্ত্তী লোকেরা 'স' স্থানে 'হ' বলিয়া থাকে। তাহারাই সিন্ধুর পূর্ব্বপারবর্ত্তী ব্যক্তিগণকে হিন্দু বলিয়া ভারতবাসীকে অভিহিত করে। কেহ বলেন, মুসলমানগণ তুচ্ছার্থে ভারতীয় ব্যক্তিগণকে হিন্দু বলিত। কিন্তু মেরুতন্ত্রে দেখা যায় "হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে" অর্থাৎ যাহারা হীনকে দূষণীয় মনে করেন তাঁহারাই হিন্দু। ভারতবর্ষ এক্ষণে হিন্দুস্থান বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকে।

চীন শ্যাম ব্রহ্মদেশ তিব্বত জাপান।
সর্ব্বত্র উড়িল সুখে নির্ব্বাণনিশান॥
এই দেশবাসী সবে প্রসারিত করে।
গ্রহণ করিল প্রেমে যত বৌদ্ধবরে॥
অন্য ধরমের (১) শুভ্র কিরণমালায়।
আলোকিত হইলেক সে দেশ ধরায়॥
ধন্য সেই দেশবাসী সরল উদার।
করি যাঁরা বুদ্ধদেবে প্রেম অনিবার॥
সুমহান্ বৌদ্ধধর্ম্মে রাখিল জীবিত।
হইল অসংখ্য লোক এ ধর্ম্মে দীক্ষিত॥
চীন শ্যাম তিব্বত জাপান আদি দেশ।
ধরিয়া জগতে সুখী স্বাধীন সুবেশ॥
বৌদ্ধধর্ম্ম জয়ভেরী করিছে বাদন।
কোটী কণ্ঠে ধর্ম্মজয় করিছে ঘোষণ॥
ধন্য দয়াময় হরি তোমার বিচার।
অনাদরে রত্ন তুমি রাখনাক আর॥
শাক্যসিংহ ভারতের অমস্কান্তমণি।
অপূর্ব্ব প্রেমের ভাণ্ড নির্ব্বাণের খনি॥
এ হেন অমূল্য ধনে ভারত যখন।
করি বহু অনাদর ত্যজে অনুক্ষণ॥
তুমি তব প্রাণসম সন্তানরতনে।
কেমনে রাখিবে আর ভারত ভুবনে?
তাই অন্য দেশে লয়ে সে জাতির গলে।
পরাইতে বুদ্ধহার (২) নাথ কুতূহলে॥

(১) বৌদ্ধগণ স্বীয় ধর্ম্মকে আর্য্যধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। (২) বুদ্ধরূপ হার।

মহামূল্য রত্নে যেই করে অনাদর।
রত্ন রাখিতে কি হে পারে সেই নর ?
বৌদ্ধধর্ম্মে হিন্দুধর্ম্মে হ'ল না মিলন।
বৌদ্ধগণ ত্যজিলেন ভারতভুবন॥
ভারতের এক অঙ্গ হইল অবশ।
হারাল ভারতবাসী শক্তি শান্তি যশ॥
জড়রাজ্যে কোন স্থান বায়ুশূন্য হলে।
অন্য স্থান হতে বায়ু আসি সেই স্থলে॥
বায়ুহীন স্থান করে বায়ুতে পূরণ।
মহাবেগে ঝড় তথা করে উৎপাদন॥
শক্তিহীন হইয়াছে ভারত আমার। (১)
সে অভাব পুরাবার তরে বিশ্বাধার॥
জনস্রোতে নব শক্তি করিতে সঞ্চার।
আনিলেন নবজাতি ভারত মাঝার॥
অসভ্য বর্ব্বর ম্লেচ্ছ বলিয়া যাহারে।
করেছে সতত ঘৃণা ভারতসংসারে॥
যাহাদের ছায়া স্পর্শ করিলে ভারত।
আপনারে অপবিত্র ভাবিত নিয়ত।
বিধাতার সুকৌশলে অপূর্ব্ব বিধানে।
আসিল এহেনজাতি ভারতভুবনে॥
ভারতের অভিমান করিবারে দূর।
ভারতের অধীশ্বর দয়ার ঠাকুর॥
ভিন্ন ভাবাক্রান্ত ভিন্ন ধর্ম্ম অনুগত।
আনিলেন নব জাতি প্রেমে অবিরত॥
নববিধানের লীলা হবে আর্য্য ভূমে।
শোভিবে ভারত ভূমি স্বর্গের কুসুমে॥
বহু শত বর্ষ পরে সমন্বয় হার।
পরিবে ভারত মাতা গলে উপহার॥
এই হেতু লীলাময় প্রাচ্যদেশে (২) যত।
করেছেন মহালীলা ভবে অবিরত॥
তা সবারে আনিলেন ভারত মাঝারে।
করিবারে নিজ ইচ্ছা পূর্ণ এ সংসার॥
সন্তান জন্মের আগে প্রেমেতে যে জন।
মাতৃস্তনে সঞ্চারেন দুগ্ধ অনুক্ষণ॥
ওঁ হরি রহস্যময়ী অনন্ত কৃপায়।
আসিল নূতন জাতি সদর্পে হেথায়।
মহাদেশ এসিয়ার পশ্চিম প্রদেশে।
শোভয়ে আরব দেশ অপরূপ বেশে॥
আরবে কোরেশবংশে ভক্ত মোহম্মদ।
জনমিয়া উজলিলা সেই জনপদ।
প্রেরিত প্রবর ঋষি এব্রাহিম কুলে।
জন্মিলেন মহম্মদ এই ধরাতলে॥
"এক ব্রহ্ম, মোহম্মদ প্রেরিত তাঁহার"।
এই মহাতত্ত্ব সেথা ঘোষি অনিবার॥
শ্রীহরির নববিধি করিয়া প্রচার।
বহু শিষ্য রাখি ভক্ত ত্যজিলা সংসার॥
এব্রাহিম এসায়াক দাউদ ভূপতি।
মহাজ্ঞানী মুষা আর ঈশা মহামতি॥
এ সব ভক্তের যোগে যতেক বিধান।
পাঠাইলা ধরাধামে করুণা নিধান।
সব বিধি শীরোধার্য্য করিয়া ভকত। (১)
সব সাধুগণে মান্য করি বিধিমত॥
শুদ্ধ একেশ্বরবাদ করিলা ঘোষণ।
মোহম্মদে সব সাধু লভিলা মিলন॥
এব্রাহিম মুষা ঈশা আদি ভক্তদল।
মোহম্মদে লভিলেন ঐক্য সুবিমল॥
ইস্লাম ধর্ম্মের সনে তাঁদের চরিত।
ব্রহ্মের কৃপায় এবে হইল গ্রথিত॥

(১) বৈজ্ঞানিকমতে ইহাই ঝড়ের কারণ।

(২) প্রাচ্য দেশ—পশ্চিম দেশ আরব প্যালে-ষ্টাইন প্রভৃতি এসিয়া ভূভাগের পশ্চিমস্থ দেশ সকল।

(১) ভক্ত মোহম্মদ।

ভক্তের প্রচার বন্ধু শিষ্য চারিজন।
(২) বেকার ওছমান আলি ওমর সুজন॥
মহোৎসাহে করিলেন ধরম প্রচার।
বঙ্গদেশে নবধর্ম্ম হইল বিস্তার॥
ধর্ম্মপ্রচারের সনে রাজ্যলোভ মিশি।
করিল মমিনগণে (৩) অসম সাহসী॥
ধর্ম্মতরে প্রাণদানে স্বর্গলাভ হয়।
এ জ্ঞানেতে মহাবল মুসলমান চয়॥
পররাজ্য আক্রমণ করি দলে দলে।
রাজ্য ধর্ম্ম সুবিস্তার করে কুতূহলে॥ (৪)
দলিবারে পৌত্তলিক কণ্টক কানন।
নানাস্থানে নানা ভাবে মুসলমানগণ॥
বীরবেশে নিরন্তর হইয়া সজ্জিত।
ধরম বিস্তার করে হয়ে ব্যগ্রচিত॥
পারস্য বেলুচি আর আফগানস্থানে।
ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত লোক রহে শান্তপ্রাণে॥
প্রকৃতির শোভাময় পারস্য ভূভাগে।
জোরেস্ত্রীয় ধর্ম্ম সবে পালে অনুরাগে॥
বেলুচি আফগানস্থানে হিন্দু বৌদ্ধগণ।
মহানন্দে সদা কাল করেন যাপন॥
কিন্তু মহাসাগরের ভীষণ প্লাবনে।
গ্রস্ত হয় জনপদ যথা ক্রমে ক্রমে॥
তেমনি নূতন ধর্ম্ম এক এক করি।
পার্শ্ববর্ত্তী দেশ পূর্ণ করিল আমরি।

(২) বেকার—মহামতি মোহম্মদের প্রচার-বন্ধু আবুবেকার।

(৩) মুসলমানগণ আপনাদিগকে মমিন অর্থাৎ বিশ্বাসী বলিয়া ডাকেন।

(৪) এইটী বিধান প্রচারের ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট প্রণালী নহে, ইহা সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য।

পারস্য বেলুচি আর আফগান ভূমে।
উড়িল ইছলাম ধ্বজা মহান্ উদ্যমে॥
সে দেশনিবাসী জন হয়ে মুসলমান।
ভারতের পানে এবে হল আগুয়ান॥
একমেবাদ্বিতীয়ের বিজয় নিশান।
লইয়া অমিততেজে যত মুসলমান॥
স্বর্ণভূমি হিন্দুস্থানে করিল প্রবেশ।
ব্যাপিল ইছলাম রাজ্য এ দেশ ওদেশ॥
নিদ্রাগত আর্য্যগণে জাগাবার তরে।
আসিল নূতন জাতি ভারত ভিতরে॥
বৌদ্ধগণে পরাজিত করি হিন্দুগণ।
অহঙ্কার অভিমানে হইল মগন॥
অবিদ্যার অন্ধকারে ডুবিল ভারত।
মহান্ উদার ভাব হল অপগত॥
এক অদ্বিতীয় ভূমা ব্রহ্ম পূজা ছাড়ি।
মূর্ত্তি-পূজা-কূপে মগ্ন যত নর নারী॥
হয়েছে সংকীর্ণ ক্ষুদ্র ভারতের মন।
ভারতে (১) পৃথিবী বলি ভাবে হিন্দুগণ॥
সংকীর্ণতা জাতিভেদরূপে অবতরি।
ভারতের সুখশান্তি লইতেছে হরি॥
ভারতের চিরশত্রু মূরতি পূজন।
অন্য শত্রু জাতিভেদ অতি দুরজন॥
ভারতের সর্ব্বনাশ সাধিছে নিয়ত।
অনৈক্যসাগরে মগ্ন হয়েছে ভারত॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জাতিচয়।
পরস্পর ভিন্ন সবে এক নাহি হয়॥
এক আর্য্যস্থান মাঝে জাতি শত শত।
দেখিয়া ব্যথিত হয় ভকতের চিত॥

(১) তৎকালে ভারতবর্ষকেই হিন্দুগণ পৃথিবী বলিয়া মনে করিতেন।

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই কার সনে কার।
প্রেমের বন্ধন নাই একি চমৎকার ॥
সুশিক্ষা সুসঙ্গ হতে নিম্নশ্রেণী নর।
তারতে বঞ্চিত সবে রহে নিরন্তর ॥
চণ্ডাল প্যারিয়া (১) আদি জাতি অগণিত।
নিরন্তর আর্য্যভূমে হইছে ঘৃণিত ॥
ইহাদের ছায়াস্পর্শে উচ্চজাতিগণ।
আপনারে অপবিত্র ভাবে অনুক্ষণ।
এক জাতি সনে অন্য জাতি হিন্দুগণ।
করে না আহার আর বিবাহবন্ধন ॥
নামে এক ধর্ম্ম বটে কিন্তু অনুষ্ঠানে।
প্রতি জাতি ভিন্ন যেন সদা হিন্দুস্থানে ॥
ধরম আহার আর বিবাহ বন্ধন।
জাতীয় ঐক্যের মূল বলে সুধীগণ।
কিন্তু আর্য্যভূমে তার হয়েছে অভাব।
দুঃখ অভিমানে জীব পায় মনস্তাপ ॥
সাধন সুশিক্ষা যত হউক তাহার।
তবু নিম্ন জাতি (২) উচ্চ হবে না কো আর ॥
লৌহময় সুকঠিন পার্থিব শাসনে।
শাসিত হতেছে সবে এথা আর্য্যভূমে ॥
আর্য্যভূমে আর্য্যভাব হইয়াছে ক্ষীণ।
মানসিক স্বাধীনতা হয়েছে বিলীন ॥
যে জাতির মন কভু নহে তো স্বাধীন।
সে জাতি সহজে হয় অন্যের অধীন ॥
পুরাকালে গুণ আর কর্ম্ম অনুসারে।
বর্ণের প্রভেদ হত ভারত আগারে ॥

(১) বঙ্গদেশে যেমন, চণ্ডাল মান্দ্রাজ প্রদেশে তেমনি প্যারিয়া নামে এক শ্রেণী আছে।

(২) ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি বস্তুতঃ কোন জাতি নহে। কেবল শ্রেণী বা কুল বা ব্যবসায় মাত্র। আমরা কেবল প্রথানুসারে জাতি শব্দ ব্যবহার করিলাম।

ব্রাহ্মণের পুত্র কভু নহে তো ব্রাহ্মণ।
যে জানে ব্রহ্মেরে হয় সেই সে ব্রাহ্মণ ॥ (১)
বশিষ্ঠ বেশ্যার পুত্র জগতে বিদিত।
বিশ্বামিত্র মহাঋষি ক্ষত্রিয়ের সুত ॥
কৈবর্ত্ততনয়া গর্ভে ব্যাস মহামুনি।
জনমিয়া উজলিলা এ মর ধরণী ॥
সাধনের বলে তারা হলেন ব্রাহ্মণ।
ঘোষিছে তাদের যশ ভারত ভুবন ॥
কিন্তু এবে ভ্রম আর পাপ কুসংস্কার।
ঘেরিয়াছে একেবার ভারত আগার ॥
সকল মানবজাতি ব্রহ্মের তনয়।
সবে, ভাই, ভাই মোরা জানিবে নিশ্চয় ॥
পিতা মাতা দয়াময় শ্রীহরি সবার।
নর নারী ভ্রাতা ভগ্নী প্রেমপরিবার ॥
সুসভ্য অসভ্য জ্ঞানী মূর্খ দুরাচার।
সকলে ব্রহ্মের পুত্র জানিবেক সার ॥
নীচ বলি মানবেরে যে বা ঘৃণা করে।
তার মত পাপী বল কে আছে সংসারে?
ভ্রাতা ভগ্নী জ্ঞানে সব মানবনিকরে।
ভাল বাসা সমুচিত অনুরাগ ভরে ॥
দৃষ্টান্ত সুশিক্ষা আর প্রেমের শাসনে।
সবে সমুন্নত কর মানব জীবনে ॥
অসভ্যে সুসভ্য কর মূর্খে দাও জ্ঞান।
ধর্ম্মহীনে ধর্ম্ম দাও ওহে মতিমান্ ॥
বিধানের সুবিমল পবিত্র কিরণ।
প্রেম আর অনুরাগে কর বিতরণ ॥

(১) জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদ পাঠাত্ বিপ্রঃ স্যাৎ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।
এই শ্লোকদ্বারা জীবনের ক্রমোন্নতির পর্য্যায় সুন্দররূপে পরিলক্ষিত হইতেছে।

ধর্ম্মবিধি আর আর্য্যোচিত সদাচার।
রক্ষা করি সবে প্রেম কর (১) অনিবার ॥
শ্রীহরির ইচ্ছা নহে মানবনিচয়।
জাতিপাশে বদ্ধ এই ধরাতলে রয় ॥
জগতের সমুদয় নরনারী লয়ে।
স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্বালয়ে ॥
আমিত্ব স্বামিত্ব পাপ স্বার্থ অভিমান।
ত্যজি জীব একে অন্যে দিবে প্রেমদান ॥
একদেশবাসী লোক অন্য দেশ সনে।
বদ্ধ হবে প্রেমপূর্ণ ভ্রাতৃত্ববন্ধনে ॥
ভিন্ন দেশে ভিন্নভাবে অজ্ঞাত জীবনে।
যারা বাস করে ভুলে একে অন্য জনে ॥
ব্রহ্মের নির্ম্মল শুদ্ধ নূতন বিধানে।
পরিচিত হবে ব্রহ্মকৃপা উপাদানে ॥
ভাই ভাই বলি তারা করি আলিঙ্গন।
নব প্রেম পরিবার করিবে গঠন ॥
জাতিভেদ বর্ণভেদ সম্প্রদায় ভেদ।
অপ্রেম অনৈক্য দুঃখ শত্রুতা বিচ্ছেদ।
সব দূর হবে ভবে ব্রহ্মের বিধানে।
একটি মণ্ডলী হবে বিশ্বে সব স্থানে ॥
যথাকালে নববিধি হইবে উদয়।
এই হেতু বিশ্বেশ্বর হরিলীলাময় ॥
আপনার মহা ইচ্ছা পূর্ণ করিবারে।
আনিলেন নব জাতি ভারত মাঝারে ॥

মূর্ত্তিপূজা জাতিভেদে, অনৈক্য ঘোর বিচ্ছেদে
হীনবল ভারত সন্তান।
তথাপি ভারত প্রাণে, জাগিতেছে নিশি দিনে
তপস্যা বিনয় তত্ত্বজ্ঞান ॥
স্বভাবতঃ হিন্দু জাতি, শান্ত শিষ্ট শুদ্ধমতি
সুকোমল প্রাণ মন তার।
শুদ্ধাহারী শুদ্ধাচারী, ভারতের নরনারী
বৈরাগ্যে পূরিত হৃদাগার ॥
পর দ্রব্যে লোভহীন, পরধর্ম্মে উদাসীন
উৎকট বাসনা বিরহিত।
পরদেশ আক্রমণে, পরধন আহরণে,
নহে তার চিত লালায়িত ॥
সন্তুষ্ট প্রসন্ন চিতে, যাপে কাল এ জগতে
গৃহসুখে সুখী অনুক্ষণ।
কেহ গৃহ পরিহরি, সন্ন্যাসীর ব্রত ধরি
উচ্চ ধর্ম্ম করেন সাধন ॥
তত্ত্বজ্ঞান উপার্জ্জনে, নানাতীর্থ পর্য্যটনে
যোগ ধ্যানে ধরম প্রচারে।
হয়ে সুখী অতিশয়, করেন জীবন ক্ষয়
তুচ্ছ করি অসার সংসারে ॥
ধরম সাধন তরে, মানব জীবন ধরে
ধর্ম্মহীন জীবন অসার।
এই পুণ্য জ্ঞানবলে, হিন্দুগণ ধরাতলে
ভবে কাল হরে অনিবার ॥
ভারত রমণীগণ, পরি সতীত্ব ভূষণ
পতি সেবে ধরে সদাচার।
সুখে দুখে সমভাবে, পতির চরণ সেবে
এ আদর্শ কোথা বল আর?
শত দোষে যদি দোষী, তথাপি ভারতবাসী
শান্তিপ্রিয় ধর্ম্ম অভিলাষী।
অল্পেতে সন্তুষ্ট মন, সত্য বাক্য সদা কয়
ন্যায় যুদ্ধে পরম সাহসী ॥

---

(১) আর্য্য কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে ভারতীয় শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,

কর্ত্তব্যমাচরন্ নিত্য মকর্ত্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বৈ আর্য্য ইতি স্মৃতঃ।

যিনি কর্ত্তব্য কার্য্যের নিত্য অনুষ্ঠান করেন, অকর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করেন এবং সাত্ত্বিকাচারে অবস্থান করেন, তিনিই আর্য্য বলিয়া বিখ্যাত।

কিন্তু প্রাচ্যদেশবাসী, বিধানে মহাবিশ্বাসী
তবু স্বেচ্ছাচারী অমুদার।
অপরের ধর্ম্ম লোপ, করিবারে করে লোভ
পররাজ্য করে অধিকার ॥
মহোৎসাহী বলবান্, তেজ বীর্য্যে দীপ্যমান
বিধিনিষ্ঠ প্রমত্ত স্বাধীন।
ধর্ম্মেতে অন্ধতা আসি, ফেলিয়াছে সবে গ্রাসি
করিয়াছে দয়ামায়াহীন ॥
শীতল ভারতবাসী, অগ্নিময় প্রাচ্য দেশী
উভয়ের বিভিন্ন প্রকৃতি।
কিন্তু ব্রহ্মকৃপা গুণে, পবিত্র ভারত ভূমে
সম্মিলিত হল দুই জাতি ॥
সুকোমলা নারী সনে, কঠিন পুরুষজনে
যথা হয় বিবাহ বন্ধন।
সে বিবাহে গুণবান্, পুত্র কন্যা সুমহান্
করে ভবে জনম গ্রহণ।
তথা ব্রহ্মকৃপা গুণে, ভারত আরব সনে
হল এবে গান্ধর্ব্ব বিবাহ।
উভয়ের সম্মিলনে বহিল ভারত ভূমে (১)
অভিনব জাতির প্রবাহ ॥
ভারতের পুণ্যপ্রেম, তপস্যা সমাধি ক্ষেম
শান্তি আর বৈরাগ্যের সনে।
প্রাচ্যদের সুবিশ্বাস, তেজোবীর্য্য জ্ঞানাভাস (২)
বদ্ধ হয়ে মধুর মিলনে ॥

নবধর্ম্ম সুমহান, শ্রীহরি করি বিধান
নবজাতি করিতে গঠন।
প্রাচ্যদেশবাসী জনে, আনিয়া ভারত ভূমে
করিলেন লীলা প্রকটন ॥
শঙ্করের প্রচারিত, ভারতে অদ্বৈতবাদ
তত্ত্বজ্ঞান যোগের আলয়।
সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন, সমত্ব সদা সাধন
মহাযোগে আমিত্ব বিলয় ॥
কিন্তু প্রাচ্য বিধানেতে, দ্বৈত ভাব বিধিমতে
হইয়াছে সতত প্রচার।
ব্রহ্ম এক, জীব সুত, কিংবা দাস ভক্তিযুত
এই ভাবে উপাসনা তাঁর ॥
করিয়া মানবগণ, ব্রহ্ম আদেশ পালন
করিতেছে সপ্রেমে নিয়ত।
এ দুই অদ্বৈত বাদ, মিলাইতে দীননাথ
করিলেন এবে লীলা কত ॥ (১)
ভারতের পণ্যজাত, বিবিধ সামগ্রী যত
সাধে যথা অন্য দেশে হিত।
তেমতি বিধান তার, মানবের উপকার
সাধিবেক ভিন্ন দেশে স্থিত ॥
আর্য ভাব বিনিময়ে, অন্যের শুষ্ক হৃদয়ে
করিবেক ভকতি সঞ্চার।
এই হেতু প্রেমময়, ভারতে বিদেশিচয়
আনিলেন প্রেমে অনিবার ॥
যথা ব্রীটনের দেশে, ব্রহ্মের মঙ্গলাদেশে
আসিলেক আঙল স্যাক্সন।
তাহাদের পরাজয়, করিয়া নরমান-চয়
আধিপত্য করিল স্থাপন ॥

---

(১) হিন্দু শাস্ত্রমতে আট প্রকার বিবাহ। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য্য, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, আসুরিক, রাক্ষস এবং পৈশাচিক বিবাহ। যে স্থানে পাত্র ক্ষাত্র বিধিমতে অপর সমুদয় কন্যাকাঙ্ক্ষী ক্ষত্রিয়গণকে জয়পূর্ব্বক কন্যার গূঢ় সম্মতি অনুসারে বিবাহ করে, সেই বিবাহকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে। মুসলমানগণ পূর্ব্বাধিকারীগণকে জয় করিয়া ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

(২) জ্ঞান।

(১) শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত অদ্বৈতবাদের সহিত ভক্ত মোহম্মদের একেশ্বরবাদির মিলন হইল।

কিন্তু ব্রহ্মকৃপা গুণে, সব জাতি সম্মিলনে
হল নব জাতির উদয়।
সে ইংরেজ জাতি আজ, জগতে করে বিরাজ
মহাদর্পে সকল সময়॥ (১)
সেইরূপ ভারতেতে, একটী মহাজাতিতে
পরিণত করিবার তরে।
ভারতবাসীর সনে, বিদেশীয় মুসলমানে
মিলাইলা হরি প্রেমভরে॥

ইতিহাসে হরিলীলা, তাঁহার প্রেমের খেলা
দেখে যেই সেই ভাগ্যবান্।
প্রতি ঘটনায় তিনি, দেখিয়া দিবা যামিনী
শ্রীহরির প্রেমের বিধান॥
নিজে ব্রহ্ম ইচ্ছাস্রোতে, ভেসে যান অবিচ্ছেদে
কিছুতেই নন মুহ্যমান।
জানেন ভকত জন, রোগ শোক অগণন
রক্তপাত যুদ্ধ অভিযান (১)॥
আপাত অপ্রীতিকর, কিন্তু হরি গুণাকর
সাধে তাহে জীবের কল্যাণ।
তাহাতে সতত হয়, জগতের ভাগ্যোদয়
সমাজের উন্নতি বিধান॥
ব্রহ্মের উদ্দেশ্য জেনে, যে জন প্রফুল্ল মনে
করে নিজ কর্ত্তব্য সাধন।
সেই ধন্য মতিমান্, বিশ্বাসী সৌভাগ্যবান্
কৃতকৃত্য তাহার জীবন॥
ও হে হরি দয়াময়, হয়ে ভারতে সদয়
বিদেশীয় মহাজনগণে।
আনিয়া আদর করে, রচিলা সপ্রেম তরে
নব বিধি ভারত ভুবনে॥
তোমারি মঙ্গলাদেশে, উদিল ভারতাকাশে
প্রাচ্যধর্ম্ম পূর্ণ শশধর।
এব্রাহিম মুষাবীর, ঈশা মহোম্মদ ধীর
শোভিলেন ভারত ভিতর॥
তব অপূর্ব্ব কৌশলে, পূর্ণ ধর্ম্ম ধরাতলে
প্রকাশিবে নূতন বিধানে।
বিদেশীয় সাধু সনে, ভারতীয় ঋষিগণে
যুক্ত হবে প্রেমের মিলনে॥
হিন্দু আর মুসলমানে, রবেনা অনৈক্য প্রাণে
দুই জাতি হবে একীভূত॥

(১) প্রথমতঃ ব্রীটনগণ ইংলণ্ডের প্রধিবাসী ছিলেন। ইহাঁরা প্রথমে অসভ্য ও জড়োপাসক ছিলেন। রোমানেরা এই দেশ আক্রমণ করতঃ তাহাদিগকে বশীভূত করেন এবং ইহাদিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত ও সুসভ্য করেন। রোমান গণ স্বদেশের বিপদ প্রযুক্ত ৪১০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিলে ৪৪৯ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণ দেশ হইতে অসভ্য এঙ্গেল ও স্যাকসন্ নামে এক নূতন জাতি ইংলণ্ডে প্রবেশ করে। তাহারা কিছু কাল রাজত্ব করিলে ফ্রান্স দেশের অন্তর্গত নরম্যান ডি প্রদেশ হইতে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম (William the Conqueror) নামে একজন অমিত পরাক্রম রাজা ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজা হেরোল্ড নামক নৃপতিকে পরাজিত করিয়া আপনার রাজত্ব সংস্থাপন করেন। এবং বহুসংখ্যক নরম্যানগণ ইংলণ্ডে আসিয়া অবস্থিতি করেন। এই তিন সংমিশ্রণে প্রধানতঃ আধুনিক ইংরেজজাতি সংগঠিত হইয়াছে। কত দিবস বিসম্বাদ যুদ্ধ বিগ্রহের পর অভিনব মহাবল পরাক্রান্ত ইংরেজ জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে প্রত্যেক ইতিহাস পাঠক তাহা অবগত আছেন। যে সময়ে উইলিয়ম William the Conquror) ইংলণ্ডের অধীশ্বর হয়েন প্রায় তাহার সমকালে মুসলমানগণ ভারত অধিকার করেন।

(১) বহু সংখ্যক সৈন্য সহ যুদ্ধ যাত্রাকে অভিযান কহে। (Military expedition)

প্রাণেপ্রাণে মিলে দোঁহে, থাকিবে ভারত গেহে
আর্য্য ভূমি হইবে চিহ্নিত ॥
এই মহা ইচ্ছা তব, পূর্ণ হ'ক ভবধব
আর্য্যভূমি হ'ক স্বর্গধাম।
তোমার পবিত্র বিধি, ব্যাপ্ত হ'ক নিরবধি
মোরা সবে গাই তব নাম ॥
কাহার হৃদয়ে যেন, হিংসা দ্বেষ পাপাণ্ডণ
মিলনের প্রতিবাদী যত।
নাহি রহে দীননাথ, কর এই আশীর্ব্বাদ
রক্ষা কর পতিত ভারত ॥
সবারে প্রেমশৃঙ্খলে, বাঁধ নাথ ধরাতলে
রচ তব প্রেম পরিবার।
নূতন বিধান ভেরী, বাজুক দিবা সর্ব্বরী
হ'ক জগতের উপকার ॥
আর নাথ এ জীবনে, হিন্দু মুসলমানগণে
মিলাইতে তোমার বিধানে।
করিছ আদেশ যাহা, প্রেমে হরি পালি তাহা
ধন্য যেন হই মন প্রাণে ॥
এই ভিক্ষা যাচি হরি, ও পদপল্লব ধরি
তব পদে করি নমস্কার।
মম বক্ষে ও চরণ, রাখি ব্রহ্ম সনাতন
পাতকীরে করহ উদ্ধার ॥
যেন নাথ ভক্তিভরে, ও লীলা শ্রবণ করে
তব প্রেমে হই বিমোহিত।
মহান্ উদার ভাবে, তোমার প্রেম স্বভাবে
হই যেন সদা প্রণোদিত ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

—•—

সত্য স্বরূপের বিধান ॥

পঞ্চদশ লহরী।

মহাপুরুষ এব্রাহিম।

অতি পুরাকালে, যুডিয়ার ভূমে। (১)
ছিল রাজা নমরুদ
নাস্তিক প্রকৃতি, অতি মূঢ়মতি
অবিশ্বাসী পাপে রত ॥
সেই দেশবাসী, যত নরনারী
ছিল মগ্ন অন্ধকারে।
না জানি ঈশ্বরে, পুতুল নিকরে
পূজিত অজ্ঞান ভরে ॥
রাজা নমরুদ, করিলা আদেশ,
প্রজাগণ সবাকারে।
"তোমরা সকলে, ঈশ্বর বলিয়া
পূজহ সতত মোরে ॥
আমার প্রতিমা, রাখ ঘরে ঘরে
আর কে আমার বড় ?
সবাকার কর্ত্তা, আমি তোমাদের
আমি এক বিশ্বেশ্বর ॥"
এই আজ্ঞা পেয়ে, যত দেশবাসী
রাজমূর্ত্তি নির্ম্মাইয়া।
লাগিলা পূজিতে, নমরুদ রাজে
দিয়া প্রাণ মন হিয়া ॥
কিছু দিন পরে, দৈবজ্ঞ জনৈক
ভূপতিরে নিবেদিল।
"তব রাজ্য মাঝে, জনমিবে এক
বালক অমিত বল ॥

(১) বর্ত্তমান এসিয়াটীক তুরস্কের অন্তঃর্গত। ইহা এক্ষণে তুরস্কের সুলতানের শাসনাধীন। ইহা প্যালেস্তাইনের অন্তর্ভুক্ত একটি দেশ।

সে জন তোমার, রাজ্য ছারখার
করিবেক অনায়াসে।
দেব মূর্ত্তি সহ, তোমার প্রতিমা
ভাঙ্গিবে তোমার দেশে॥
ঘোষিবে সে জন, সত্য ঈশ্বরের
অস্তিত্বের কথা সবে।
তাঁহার রাজত্ব, হবে প্রতিষ্ঠিত
এই সুবিশাল ভবে॥"
এই কথা শুনি, ত্রাসেতে কম্পিত
হ'য়ে নমরুদ রাজ।
অত্বরা কারণ, আমত্য সকলে
ডাকিলা করি অব্যাজ॥
পরামর্শ করি, সবাকার সনে
করিলা আদেশ হেন।
"অদ্য হতে দুই, বরষ ভিতরে,
মোর রাজ্যে কোন জন॥
নিজ পত্নী সনে, কভু গৃহবাস
করিতে নারিবে আর।
জনমিলে সুত, অবিলম্বে আসি
নাশিব প্রাণ দোঁহার॥"
কিন্তু অবিশ্বাসী, ভাবে নাই মনে
আছে কর্ত্তা এক জন।
যাঁহার বিধানে, বিশ্ব নিয়মিত
হইতেছে অনুক্ষণ॥
তৃণগুচ্ছ দিয়া, সমুদ্র তরঙ্গ
কে বল রোধিতে পারে?
বৃক্ষ পত্র কিছে, ঘোর দাবানলে
পারে প্রাণ রক্ষিবারে?
পাপ অন্ধকার, অসত্য কল্পনা
দেখিলে দয়াল হরি।
দুর্জ্জয় প্রভাবে, অবতীর্ণ হন
ভকত সিংহউপরি॥

ব্রহ্মের আশ্রিত, তাঁহার প্রেরিত
ভকতের নাশে প্রাণ।
হেন শক্তি কার, আছে ত্রিভুবনে
ব্রহ্মে ভক্ত বলীয়ান্॥
দেখ বিধাতার, কৌশল অপার
রাজপ্রজা এক জন।
এই কাল মধ্যে, পরম সুন্দর
পাইল দিব্য নন্দন॥
মায়া উপজিল, বধিতে নারিল
রাখিল গহ্বরে তারে।
মাতৃ স্তন্য পানে, শশিকলা প্রায়
অনুদিন শিশু বাড়ে॥
শ্রীহরি তাঁহারে, বিশ্বাসী করিয়া
মাতৃগর্ভে নিয়োজিল।
জনক আবার, এব্রাহিম নাম,
শিশু ধনে প্রদানিল॥
কিছু বড় হয়ে, শিশু মাকে ডাকে
মাতঃ, তব স্রষ্টা কেবা?
বলেন জননী, আমার ঈশ্বর
বাছা গো তোমার বাবা॥
এব্রাহিম পুনঃ, জিজ্ঞাসে মাতারে
তোমাদের মাঝে বল।
অধিক সুন্দর, হয় কোন জন
তুমি না পিতা কেবল?
মাতা বলে আমি, তাঁহ'তে সুন্দর
শিশু বলে তবে কেন?
আপনা হইতে, সুন্দর করিয়া
পিতা তোমা সৃজিলেন?
বালকের কথা, শুনিয়া জননী
হলেন অবাক্ অতি।
জনকের স্রষ্টা, বল কে গো মাতঃ
পুনঃ পুছে হৃষ্টমতি॥

তোমার পিতার, হন সৃষ্টিকর্তা
মহারাজ নমরুদ।
তাঁহার ঈশ্বর, কে হয় জননী
বলিয়া জিজ্ঞাসে সুত॥
এ কথা না বলো, বলিয়া প্রসূতি
নিরবিল্ল সন্তানেরে।
কিন্তু তনয়ের, জন্মসিদ্ধ জ্ঞান
বল কে নিবাতে পারে॥
প্রেরিত পুরুষ. যে জন্য প্রেরিত
সে ভাব হৃদয়ে তাঁর।
মাতৃগর্ভ হ'তে, হয় সঞ্চারিত
ক্রমে ক্রমে অনিবার॥
হরি গুরু হয়ে, করেন দীক্ষিত
মূলমন্ত্রে প্রেরিতেরে।
তাই বাল্য হ'তে, হয় অঙ্কুরিত
জ্ঞানবীজ সে অন্তরে॥
বিশ্বাসী প্রধান, বীর এব্রাহিম
দিন দিন বাড়ে যত।
ততই তাঁহাতে, শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান
বিকশিত হয় স্বতঃ॥
তাঁহার জনক, মহাত্মা আজর (১)
বেড়িত প্রতিমাচয়।
তাই তাঁর গৃহে, বহুল পুতুল
পূজার্থে প্রস্তুত রয়॥
এক দিন তিনি, প্রয়োজন বলে
আদেশ করিলা সুতে।
আজি বাছাধন, দেবতা সকলে
দিও ভোগ বিধিমতে॥

এত বলি তিনি. গেলা স্থানান্তরে
এব্রাহিম নিজ হাতে।
এক যষ্টি লয়ে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি
ভাঙ্গিল লগুড়াঘাতে॥
বড় এক মূর্ত্তি, রাখিয়া তাহার
যষ্টি এক হস্তে দিয়া।
ভোজ্য বস্তু সব, করিলা আহার
ভাসিল আনন্দে হিয়া॥
এদিকে আজর, জিজ্ঞাসে আসিয়া
একি দেখি পুত্রবর॥
কে ভাঙ্গিল এই মুরতি সকল
কি হল ভোজ্য নকর?
হাসি এব্রাহিম, বলিলা জনকে
এই বড় দেব তব।
আহারের লোভে, ভাঙ্গিল প্রতিমা
খাইল আহার্য্য সব॥
এত শুনি পিতা, ক্রোধে কম্পমান
বলে একি অসম্ভব?
এই কি ভাঙ্গিতে, পারে দেবমূর্ত্তি
ইহার অচল সব॥
কিরূপে আহার, করিবে ইহারা
কেন পুত্র ইহা বল?
হাসিয়া তখন, বলেন ইব্রাহিম
হয়ে অতি কুতূহল॥
চলিতে বলিতে, খাইতে বসিতে
যদি এরা নাহি পারে।
তবে কেন আর, জড় মূর্ত্তি পূজা
কর পিতা উপচারে॥
এই ভাবে ক্রমে, বয়স্ক হইল
এব্রাহিম বীরবর।
ব্রহ্ম জ্ঞান তরে, তাঁহার পিপাসা
ক্রমে বাড়ে নিরন্তর॥

(১) মহর্ষি এব্রাহিমের পিতার নাম আজর ছিল।

সূর্য্য দেখি ভাবে, এই বুঝি হবে
স্থষ্টিকর্ত্তা হরি মোর।
কিন্তু অস্ত তার, দেখিয়া আবার
সে ভ্রম করিলা দূর॥
এই রূপে ক্রমে, করিলেন স্থির
স্বর্গ মর্ত্ত ত্রিভুবন।
জল স্থল ব্যোম, অনল অনিল
স্থাবর জঙ্গম বন॥
কিছু ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্ম এক হয়
স্বতন্ত্র মহান্ অতি।
সৃষ্টি স্থিতি লয়, যাঁহা হতে হয়
তিনি জগতের পতি॥
(১) নেতি নেতি বলি, আর্য্য ঋষিগণ
উড়াইয়া এ জগত।
ব্রহ্মজ্ঞান ধন, লভিল যেমন;
এব্রাহিম সেই মত॥
সত্য ব্রহ্মজ্ঞান, লভিয়া জীবনে
প্রেরিতত্ব লাভ করি।
সেতত্ত্ব বারতা, লাগিলা ঘোষিতে
দিগ দিগন্তর ভরি॥
ঈশ্বর বিরোধী, রাজা নমরুদ
অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে।
আপনি ঈশ্বর, বলিয়া ঘোষিত,
প্রজাগণ ভয়ে ভয়ে॥
তাহারি প্রতিমা, পুজিত নিয়ত;
কিন্তু ভক্ত এব্রাহিম।

পাপ জ্ঞান করি, রাজার মূরতি
পূজিত না কোন দিন॥
জিজ্ঞাসে রাজন, কেন এব্রাহিম
পূজ না আমায় তুমি।”
এব্রাহিম বলে, ঈশ্বর ব্যতীত
পূজি না কাহারে আমি॥ (১)
বলে নমরুদ, আমিই ঈশ্বর
এব্রাহিম বলে পুনঃ।
জীবন মরণ যাহা হতে হয়
তিনিই ঈশ্বর হন॥
মূঢ়মতি রাজা, ভাবে মনে মর্মে
প্রাণ দান নাশ আর।
সর্ব্বথা প্রকারে, তাহাতে আমার
আছে পূর্ণ অধিকার॥
এত বলি রাজা, কারাগার হতে
অপরাধী একজন।
আনিয়া তাহারে, প্রাণদণ্ড হতে
দিলা মুক্ত সেইক্ষণ॥
রাজা পুনরায়, নির্দ্দোষী জানিয়া
অন্য এক বন্দী আনি।
প্রাণনাশ তার, করিল তখন
নমরুদ অন্ধ জ্ঞানী॥
দেখি এ মূঢ়তা, বলে এব্রাহিম
জগত ঈশ্বর যিনি।
পূর্ব্বদিক হতে, শশি দিবাকরে
উদয় করান তিনি॥
পার কি রাজন, পশ্চিম হইতে
উদয় করিতে তারে?

---

(১) আর্য্য ঋষিগণ ইহা ব্রহ্ম নয় অর্থাৎ জল স্থল অনল অনিল কিছুই ব্রহ্ম নয় বলিয়া সমুদয় জড়বস্তু উড়াইয়া দিয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

(১) হিব্রু ভাষায় ঈশ্বরকে জিহোবা বলে। জিহোবা শব্দের অর্থ সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর।

হেন শক্তি তব আছে কি রাজন
বল হে বল আমারে ॥
শুনি নমরুদ, পরাস্ত হইল
মুখে না সরিল কথা।
এব্রাহিম প্রতি, হল ক্রুদ্ধ অতি
প্রাণে উপজিল ব্যথা ॥
অবিশ্বাসী দলে, মিলিত হইয়া
এব্রাহিমে বধিবারে ॥
করিল যুকতি, রাজা নমরুদ
হিংসা অভিমান ভরে ॥
অনলে পুড়িয়া, মারিবার তরে
নমরুদ নরপতি।
ভীষণ অনল, করে প্রজ্বলিত
পাপকারী মন্দমতি ॥
অনলের শিখা, উঠিল গগণে
প্রলয়ের অগ্নি প্রায়।
ত্রিলোক গ্রাসিতে, যেন শিখা তার
চারি দিকে বেগে ধায় ॥
অবিশ্বাসী দল, পরম উল্লাসে
ভাবে মহা অগ্নি এই।
তিলেক ভিতরে, কীট এব্রাহিমে
পুড়িয়া করিবে ছাই ॥
এই ভাবি তারা, ফেলাইল তারে
প্রজ্বলিত হুতাশনে।
অনল গহ্বরে, নিমগন হল
এব্রাহিম সেই ক্ষণে ॥
কিন্তু বিধাতার, করুণা অপার
আপন ভকত জনে।
তিনি মাতা হয়ে, স্নেহ কোলে লয়ে
রাখে নিজ নিকেতনে।
শ্রীহরি কৃপায়, ভক্ত এব্রাহিম
রক্ষা পেল অগ্নি হতে।

দ্বিগুণ উৎসাহে, পবিত্র ধরম
আরম্ভিলা প্রচারিতে ॥
বিশ্বাসীর দল, বাড়িতে লাগিল
জন্মিল বিশ্বাসী বংশ।
ব্রহ্ম সেনা হয়ে, এব্রাহিম শূর
করিলা পুতুল ধ্বংস ॥
ব্রহ্ম নিষ্ঠ গৃহী, হয়ে এব্রাহিম
সংসার পালন করে।
ইনি পিতামহ, বিশ্বাসী দলের
আছে খ্যাত চরাচরে ॥
এই বিশ্বাসীর, ছিল পত্নী দুই
সাবা ও হাজেরা নামে।
হাজেরা সন্তান, সাধু ইস্মাইল
ছিল মগ্ন হরি প্রেমে ॥
ধ্রুবের মতন, শ্রীহরি চরণ
শৈশবে আশ্রয় করি।
ভক্তি সহকারে, জগত ঈশ্বরে
পূজিত হৃদয় ভরি ॥
শিশু ইস্মাইল, জনক দেবের
ছিল প্রিয়তম অতি।
আঁখির অঞ্জন, বলিয়া তাহারে
করিত অশেষ প্রীতি।
রাত্রে এব্রাহিম, দেখেন স্বপন
ব্রহ্ম আবির্ভূত হয়ে।
আদেশিলা তাঁরে, "বলি দাও মোরে
আনন্দ পূর্ণ হৃদয়ে" ॥
পর দিন উঠি, এক শত উষ্ট্র
করিলেন বলিদান।
কিন্তু রজনীতে, স্বপনেতে পুনঃ
বলি চান ভগবান ॥
পুনঃ পর দিন, সহস্রেক উষ্ট্র
এব্রাহিম দিলা বলি।

নিশিতে আবার, বলেন শ্রীহরি
কেন বলি নাহি দিলি ॥
শুনিয়া এ বাণী, বলে এব্রাহিম
"বল প্রভু বলি কোন ॥
তোমার চরণে, তব পাপী দাস
করিবেক সমর্পণ" ॥
বলেন শ্রীহরি, "সর্ব্বাপেক্ষা তুমি
যাহা ভবে ভাল বাস।
তাই বলি মোরে, দাও ভক্তি ভরে
ওহে মোর প্রিয় দাস ॥"
শুনি এব্রাহিম, ভাবিলেন মনে
এস্মাইল প্রিয় মোর।
তারে বলি ল'তে, করেছেন ইচ্ছা
পূর্ণ ব্রহ্ম পরাৎপর ॥
তাই এব্রাহিম, ইস্মাইলে ডাকি
বলিলেন স্নেহভরে।
বলি রূপে তোমা, লইতে শ্রীহরি
আদেশ করেন মোরে ॥
শুনি ইস্মাইল, সানন্দ অন্তরে
বলিলেন জনকেরে।
ইহা হতে আর, সৌভাগ্য আমার
আর কি হইতে পারে?
কোটি কোটি শিশু, আছে ধরাতলে
কিন্তু হরি সে সবারে।
না করি গ্রহণ, মোরে, নির্ব্বাচন
করিলেন কৃপা করে ॥
তাই ওহে পিতঃ, ত্বরা করে তুমি
বলি দান কর মোরে।
কি জানি বা পাছে, নাহি দেও বলি
পড়িয়া মায়ার ঘোরে ॥
ধন্য ইস্মাইল, তোমার বিশ্বাস
যাই তোমা বলি হারি।

ধন্য পিতা মাতা, বটেন তোমার
ধন্য দয়াময় হরি ॥
যে দেশে এহেন, জনমে সন্তান
ধন্য সেই পুণ্য ভূমি।
যথায় যভনে, হেন শিশু ধন
রচিলেন অন্তর্য্যামী ॥
ইস্মাইল মাতা, হাজেরা সুন্দরী
ধর্ম্মপরায়ণা সতী।
বলির বারতা, শুনিয়া আনন্দ
পাইলেন প্রাণে অতি ॥
আমি ভাগ্যবতী, না হলে কি হরি
মোর পুত্রে লন বলি।
কি সৌভাগ্য মোর, ইস্মাইল শির
হবে ব্রহ্ম পদে বলি ॥
এব্রাহিম তবে, পুত্রে বলি দিতে
করিলেন আয়োজন।
মমতা হইবে, এই ভাবি তিনি
নয়নে বাঁধে বসন ॥
করে অসিঘাত, কিন্তু বিধাতার
অপার করুণা গুণে।
সন্তান রতন, না হল নিধন
রক্ষা হল সযতনে ॥
হলো দৈব বাণী, বলিলেন হরি
এব্রাহিম বিশ্বাসীরে।
"তব বলি আমি, করিনু গ্রহণ
না বধিও সন্তানেরে ॥"
এই রূপে দিলা, বিশ্বাস পরীক্ষা
এব্রাহিম স্বসন্তানে।
সে মহা দৃষ্টান্ত, পুণ্য ভাগবত
জাগে সদা ভক্ত প্রাণে ॥
এ ঘটনা স্মরি, হায়! নর নারী
মগ্ন হয় পাপাচারে।

শত শত পশু, করিয়া নিধন
মত্ত হয় পানাহারে ॥
পশু পক্ষী যত, ব্রহ্মের সন্তান
বধিলে কি তাসবারে।
আপনার হিত, ব্রহ্মের সন্তোষ
কভু কি হইতে পারে ?
ধরম কণ্টক, প্রাণের ভিতরে
আছে যত রিপুকুল।
কাম ক্রোধ মান, হিংসা অভিমান
আসক্তি পাপের মূল ॥
অবিশ্বাস আদি, ঘোর প্রতিবাদী
কাল বিষধর প্রায়।
থাকিয়া অন্তরে, করয়ে দংশন
মানবেরে নিত্য খায় ॥
বাসনা কামনা, নীচ বস্তু নানা
যার প্রেমে মত্ত হয়ে।
ব্রহ্ম ধনে মোরা, না পারি ভজিতে
প্রাণ মন সমর্পিয়ে।
এই শত্রু কুল, দিতে হবে বলি
কাটিবে আমিত্ব শির।
নিষ্কণ্টক হয়ে, ব্রহ্মের চরণ
পূজিবে ভকত ধীর ॥
ব্রহ্ম হ'তে প্রিয়, অন্য কিছু আর
যেন না তোমার হয় ?
অন্য প্রিয় হলে, ব্রহ্ম কি কখন
কভু তব প্রিয় রয় ॥
বাহ্যিক পুতুল, ভাঙ্গিবে যেমন
প্রাণের পুতুল যত।
ভাঙ্গিয়া যেমনি, হৃদয় আসনে
ধরিবেক হরি পদ ॥
এই শুদ্ধ বলি, এই কোরবাণি (১)
যাহে মুক্তি লভে নর।
ত্যজিবে সকলে, প্রাণী বধ কার্য্য
বলি পাপ ঘোরতর।

অভ্রান্ত নিষ্পাপ কভু নহেন প্রেরিত।
আছয়ে তাঁহাতে ত্রুটী দুর্ব্বলতা কত ॥
ভকত মানব তাঁরা, ব্রহ্মের চিহ্নিত।
সুসংবাদ দাতা হন জানিও নিশ্চিত ॥
এই ভাবে প্রেরিতেরে করিবে সম্মান।
না লবে তাঁদের দোষ, না ভাবিবে আন ॥
এব্রাহিম পত্নীদ্বয়, সারা ও হাজেরা।
তার মাঝে কুলে মানে শ্রেষ্ঠা সেই সারা ॥
এব্রাহিম হাজেরাকে করিতেন প্রীতি।
তাহা দেখি সারা হন অসন্তুষ্টা অতি।
ত্যজিবারে হাজেরারে বিজন কাননে।
স্বামীরে কহিলা সারা অতি ক্ষুব্ধ মনে ॥
বাধ্য হয়ে এব্রাহিম ইস্মাইল সনে।
রেখে এল হাজেরারে আরব কাননে ॥
মাতা পুত্রে সেই ঘোর অরণ্য ভিতরে।
পালিতে লাগিলা হরি অতি সমাদরে ॥
জমজম নামে এক অনুপম কূপ।
তাহাদেরে দিলা হরি ভক্তি অনুরূপ ॥
শ্রীহরির উপাসনা করে দুই জন।
ক্রমে তথা বসিল নগর বিলক্ষণ ॥
মক্কা নামে খ্যাত হল সেই জন পদ।
ঐশ্বর্য্য শোভার স্থান হল মনোমদ ॥
এব্রাহিম তথা আসি কখন কখন।
পুত্র সহ ধর্ম্ম কথা করেন ঘোষণ ॥

---

(১) মুসলমানগণ ধর্ম্মার্থে বলিকে কোরবানি বলেন।

ব্রহ্মের মন্দির তথা করিতে স্থাপন।
মহা ভক্ত এব্রাহিম করিলা মনন॥
প্রভুর আদেশে দোঁহে হইয়া মিলিত।
মক্কার মন্দির এক করেন নির্ম্মিত॥
কাবার মন্দির নামে এই দেব গৃহ।
পৃথিবীতে পরিচিত হয় অহরহ॥
লক্ষ লক্ষ নর নারী আজ এই স্থান।
সুপবিত্র তীর্থ বলি করে সদা জ্ঞান॥
আরবের অধিবাসী এস্মাইল রন।
তাঁর বংশধর সবে আরবীয় হন॥
এদিকে সারার পুত্র আইসাক হতে।
ইজরালে ভক্ত বংশ বাড়ে শতে শতে॥
এব্রাহিম রূপ এক মহা বৃক্ষ হতে।
দুইটী প্রকাণ্ড শাখা হল পৃথিবীতে॥
শত শত ভক্ত রূপ সুরসাল ফল।
ধরিতেছে বৃক্ষ শাখে দেখ অবিরল॥
এইরূপে নব ধর্ম্ম করিয়া প্রচার।
করি দুই ভক্ত বংশ জগতে বিস্তার॥
প্রাচীন বয়সে এব্রাহিম বীরবর।
কার্য্য সাধি ত্যজিলেন নিজ কলেবর॥
গেলেন চলিয়া স্বর্গে, হলেন মিলিত।
ব্রহ্ম সহ ব্রহ্ম পুত্র, আহা সুখ কত॥
বিশ্বাসী ভকতে পেয়ে, দেব দেবীগণ।
আনন্দে তাঁহারে সবে করিলা গ্রহণ॥
এব্রাহিমে বলিলেন দয়াল ঈশ্বর।
"বড়ই সন্তোষ আমি তোমার উপর॥
এস বাছা নিত্য স্বর্গে কর তুমি বাস।
স্বর্গে ধরাতলে তুমি মম প্রিয়দাস॥"
স্বর্গ আর মর্ত্ত্যভূমে সাধু মহাজন।
সেতু হয়ে অবস্থান করে অনুক্ষণ॥
উহাঁরা দৃষ্টান্ত আর মুকতির পথ।
এই পথ ধরি জীব লভে ব্রহ্মপদ॥
ভক্তের জীবন যাঁর অন্ন পান হয়।
ভক্ত হয়ে সেই জন স্বর্গধামে রয়॥
এব্রাহিমে লয়ে হরি এই পৃথিবীতে।
করিলেন মহালীলা মহাপ্রেমে মেতে॥
ভক্তি সহ যেই শুনে এই পুণ্য কথা।
করেন বিশ্বাস লাভ, দূর হয় ব্যথা॥
"আছেন ঈশ্বর এক স্বতন্ত্র অপার।
সৃষ্টি স্থিতি পালনের কর্ত্তা নিরাকার"॥
এই সুমধুর সত্য নবীন বিধান।
এব্রাহিম যোগে প্রকটিলা ভগবান॥
করিয়া বিশ্বাস তাহে মানব সকল।
স্বর্গধামে চলি যান হয়ে কুতূহল॥
আমরাও যেন নাথ এহেন বিধানে।
করিতে বিশ্বাস হরি পারি এ জীবনে॥
এব্রাহিমে দেখাইলে সুপথ যেমন।
এই পাপীগণে প্রভু দেখাও তেমন॥
এব্রাহিম প্রায় হয়ে বাধ্য অনুগত।
তোমার আদেশ যেন পালিহে সতত॥
এই আশীর্ব্বাদ প্রভো কর আমা সবে।
কর সুরক্ষিত হরি বিঘ্নময় ভবে॥

—০—

জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপের বিধান।

ষোড়ষ লহরী।

মহাপুরুষ মুসা।

এব্রাহিম সুত ছিল সাধু আইসাক।
কেনানে বসতি তাঁর ধর্ম্মে অনুরাগ॥
জেকব তাঁহার ভক্ত ধার্ম্মিক নন্দন।
জেকবের দশ পুত্র প্রিয় দরশন॥

যোসেফ্ তাহার মাঝে ধার্ম্মিক সুমতি। (১)
রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ ছিল সেই মহামতি ॥
জনকের প্রিয় দেখি, অন্য ভ্রাতৃগণ।
হিংসানলে দগ্ধ তারা হ'ত অনুক্ষণ ॥
এক দিন নয় ভ্রাতা যুকতি করিয়া।
গোচারণে যোসেফেরে চলিল লইয়া ॥
তথা এক কূপ মাঝে ফেলিয়া তাঁহারে।
"ব্যাঘ্রে ভাই হল হত" বলিল পিতারে ॥
পুত্র শোকে হইলেন জনক অধীর।
অশ্রুজলে সিক্ত হল সকল শরীর ॥
কিন্তু যাঁরে রক্ষা করে দয়াল ঈশ্বর।
কে তারে বধিতে পারে পৃথিবী উপর?
বণিকের দল এক পাইয়া তাঁহারে।
উঠাইয়া লয়ে গেল আফ্রিকা মিসরে ॥ (২)
রাজমন্ত্রী অর্থদানে করি তাঁরে ক্রয়।
পালিতে লাগিলা তাঁরে প্রিয় পুত্র প্রায় ॥
মহাজ্ঞানী জিতেন্দ্রিয় যোসেফ্ মতন।
এ সংসারে কেবা বল আছয়ে এমন?
ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন করি পরাজয়।
আপন চরিত্র ভক্ত রাখিলা অক্ষয় ॥
জীবনে তাঁহার হ'ল সৌভাগ্য উদয়।
যোসেফ্ সে দেশে ক্রমে রাজমন্ত্রী হয়।
অতুল ঐশ্বর্য্য শক্তি প্রভাব তাঁহার।
হইলেক মিসরেতে বহুল বিস্তার ॥

(১) মহাত্মা এব্রাহিমের পুত্র আইসাক (Issac) তৎপুত্র জেকব বা ইয়াকুব (Jacob) তৎপুত্র জোসেফ (Joeseph) বা ওয়াছফ। মহাত্মা জেকব পুত্র জোসেফকে অধিকতর স্নেহ করিতেন।

(২) আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত মিসর দেশ। ইংরাজীতে ইহাকে ইজীপ্টবলে।

বারেক দুর্ভিক্ষ যবে হইল কেনানে।
যোসেফ ভ্রাতার সহ পিতৃদেবে আনে ॥
আনি মিসরেতে সবে করিলা স্থাপন।
মিসরে ইজ্রাইল বংশ বাড়ে অগণন ॥
ক্রমে দেশময় তারা ছাইয়া পড়িল।
অধিবাসী মধ্যে তারা গণ্য মান্য হল ॥
একেশ্বরবাদী ছিল ইসরাইলগণ।
মিসরের লোকে করে প্রতিমা পূজন ॥
এইরূপে বহুদিন হয় সুখে গত।
কাবুস নামেতে লোক পায় রাজ্যপদ ॥
হল ফেরোয়ান (১) সেই অতি দুরাচার।
ঈশ্বর বিদ্রোহী দুষ্ট পাপী কুলাঙ্গার ॥
আদেশিলা রাজ্য মধ্যে যেন কোনজন।
নাহি করে কিছুমাত্র বিদ্যা আলোচন।
রাজ ভয়ে জ্ঞান চর্চ্চা হল নিবারণ।
হইল মিসর দেশ আঁধারে গমন ॥
হেন কালে ফেরোয়ান আদেশিলা সবে।
"আমাহতে শ্রেষ্ঠ দেব কে আছে এ ভবে?
আমি দেবতারে দেই দেবত্ব সম্মান।
আমিই ঈশ্বর বটি সবার প্রধান ॥
আমারে পূজহ সবে দিয়া প্রাণ মন।
আমি দিব তোমা সবে সুখ শান্তি ধন ॥"
সে দেশের অধিবাসী কিব্তি (২) সকল।
রাজমূর্ত্তি পূজে সবে হয়ে কুতুহল ॥
কিন্তু এস্রাইল জাতি একেশ্বরবাদী।
ব্রহ্মজ্ঞানে ফেরোয়ানে না করে ভকতি।
না পূজে তাহারা কভু রাজার মূরতি।
তাহা দেখি ফেরোয়ান হল ক্রুদ্ধ অতি ॥

(১) মিসরের প্রাচীন রাজাদিগের সাধারণ নাম ফেরোয়ান ছিল।

(২) সেই দেশের আদিম অধিবাসীগণ কিব্তি নামে পরিচিত ছিলেন।

সুখৈশ্বর্য্য দান করে কিব্‌তি সকলে।
অত্যাচার করে শুধু ইজ্‌রাইল দলে॥
কষ্টসাধ্য সুকঠিন ঘৃণাযোগ্য কাজে।
তাদেরে নিয়োগ করে ফেরোয়ান রাজে॥
কিবতি জাতির সেবা করিবার তরে।
আদেশ করয়ে ভূপ ক্রোধ ঈর্ষাভরে॥
ইজ্‌রাইল বংশধর যদি কোন জন।
কোন নীচ কার্য্যে করে আপত্তি জ্ঞাপন॥
তাহা হলে দণ্ড সেই পায় গুরুতর।
হেন অত্যাচার হয় তাদের উপর॥
ফেরোগের অত্যাচারে হইয়া কাতর।
নীরবে ক্রন্দন করে যত নারী নর॥
দাসত্বের সুকঠিন পাশব শৃঙ্খলে।
বদ্ধ হয়ে ইজ্‌রাইল বংশীয় সকলে॥
সুকতির তরে সদা শ্রীহরি সদন।
জানায় প্রার্থনা আর করয়ে ক্রন্দন॥
দুঃখীর সহায় হরি পাষণ্ড দলন।
তাঁর রাজ্যে অত্যাচার রহে কতক্ষণ?
যখন যে দেশে হয় দুঃখ অত্যাচার।
উপজে ধর্ম্মের গ্লানি, পাপ ব্যভিচার॥
গ্রাসিবারে আসে জীবে, তখনি ঈশ্বর।
পাঠান মহৎ জনে অবনী ভিতর।
আপনি সে ভক্ত হৃদে অবতীর্ণ হয়ে।
পাপ তাপ অত্যাচার দেন বিনাশিয়ে॥
নব ধর্ম্ম নব রাজ্য করেন স্থাপন।
পরিত্রাণ লাভ করে নর নারীগণ॥
দুঃখ অত্যাচার দেখি বিশ্বাসী সুজন।
নিরাশ সন্তপ্ত যেন হয় না কখন॥
নিদাঘের পরে যথা মলয় পবন।
বহিয়া শীতল করে তাপিত জীবন॥
তেমনি পিতার নব বিধান আসিয়া।
জুড়াইবে তোমাদের সন্তাপিত হিয়া॥

যেন অত্যাচারী জীব তোমরা সকলে।
অত্যাচার স্থায়ী নাহি হয় ধরাতলে॥
বিধাতার ন্যায় পূর্ণ মঙ্গল বিধানে।
চূর্ণ হয় গর্ব্বসব প্রভুর শাসনে॥
প্রবল ঝটিকা বেগে মহা মহীরুহ।
সমূলে উপাড়ি পড়ে যথা অহরহ॥
সেইরূপ পাষণ্ডের সমুন্নত শির।
হইবেক ধূলি সম লাঞ্ছিত অধীর॥

—০—

এক নিশি নরবর, দেখি স্বপ্ন ভয়ঙ্কর
পরদিন পুছে গণকেরে।
দেখি হেন কুস্বপন, মন মোর উচাটন
এর অর্থ বলহে আমারে॥
স্বপন বৃত্তান্ত শুনি, গণকেরা বলে গণি
তবদেশে ওহে নৃপবর।
ইজরাইলের কুলে, জনমিবে এক ছেলে
তিন দিন মাঝে ভয়ঙ্কর॥
সেই শিশু দুর্নিবার, তব রাজ্য ছারখার
করিবেক অচির সময়ে।
এহেন বারতা শুনি, সভাসদগণে আনি
পরামর্শ করে ভয়ে ভয়ে॥
করিলা আদেশ রাজা, তিন দিন মোর প্রজা
না করিবে পত্নী সহবাস।
লঙ্ঘিলে আদেশ মোর, পাপে দণ্ড অতি ঘোর
শুনি হাসে যত ব্রহ্মদাস॥
কিন্তু ব্রহ্মের বিধান, কভু কি হইবে আন
ভূপতির ভৃত্য এমরান।
তাহার ঔরসে আর, পুণ্যগর্ভে বুখান্দার (১)
সঞ্চারিল অপূর্ব্ব সন্তান॥

(১) মহাত্মা মূসার পিতার নাম এমরাণ ও মাতার নাম বুখান্দা ছিল।

তিনদিন অন্তে নৃপ, জিজ্ঞাসে গণক সব
বালকের বল কি বারতা ?
গণকেরা বলে ডরে, সন্তান যার উদরে
সঞ্চারিত হইয়াছে হেথা ॥
শুনি রাজা ক্রোধ ভরে, আদেশিলা প্রহরিরে
মোর দেশে ইস্রাইল কুলে।
যত পুত্র জনমিবে, অবিলম্বে বিনাশিবে
জীবিত না রাখ কোন ছেলে।
রাজার আদেশ মত, লক্ষ লক্ষ শিশু হত
হইতে লাগিল সেই দেশে।
সেই বংশ লুপ্ত প্রায়, দেখি মন্ত্রী সমুদয়
ফেরোয়ানে সবিনয়ে ভাষে॥
এক বর্ষ অন্তে রাজা, মার তব শিশুপ্রজা
রক্ষা কর কতক জীবন।
শুনি ফেরোয়ান ভূপ, করে হত্যা সেইরূপ
রক্ষা বর্ষে জনমে হারুণ ॥ (১)
এইরূপে প্রতিঘরে, শোক বহ্নি নিরন্তরে
জ্বলে যেন দাবানল প্রায়।
রোদনের হাহাকার, পূর্ণ করে চরিধার
করে লোক সদা হায় হায় ॥
শ্রীহরির কৃপাগুণে, মিসরেতে সংগোপনে
জনমিল শিশু গুণবর।
জননী দুঃখিত মনে, প্রাণপ্রিয় শিশু ধনে
রাখে ভয়ে সিন্ধুক ভিতর ॥
রাখি(২) আঁখি তদুপরি, কন্যারে প্রহরিকরি
নীল নদে দীন ভাসাইয়া।
মাতার কোমল প্রাণ, শোকভরে ম্রিয়মাণ
কাঁদে বালা শ্রীহরি স্মরিয়া ॥

(১) ইনি মুসাদেবের সহোদর ভ্রাতা ছিলেন।
(২) শিশুর প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন।

জিহোবা জগতপতি, তুমি অখিলের গতি
তুমি হরি বিপদ ভঞ্জন।
এ ঘোর বিপদ হতে, রক্ষা কর তব সুতে
দাসী তব করে আকিঞ্চন ॥
ভকতজন বিহারী, ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী,
দয়াময় শ্রীহরি তখন।
অপূর্ব কৌশল করি, দিয়া সেই শিশু বৈরী(১)
রাখিলেন শিশুর জীবন।
সিন্ধুক ভাসিয়া যায়, দেখি ফেরোয়ান রায়
উঠাইয়া আনে কুতূহলে।
খুলিয়া দেখেন তাহে, দিব্য অনুপম দেহে
বিরাজিত আছে এক ছেলে ॥
ইস্রাইল কুলজাত, ভাবি সেই শিশু হত
করিবারে চাহিল ভূপতি।
কিন্তু তার প্রিয়তমা রাজরাণী প্রাণ সমা
পুত্রহীনা দয়াবতী সতী।
স্বামীরে মিনতি করে রাখে শিশু নিজ ঘরে
নাহি দেয় করিতে বিনাশ।
পুত্র প্রায় স্নেহভরে, পালে তায় সমাদরে
শিশু সুখে করে সেথা বাস ॥
মুসা নামে পরিচিত, হইল এমরান সুত
জল মধ্যে পাওয়া গেল বলি।
ক্রমে শিশু যুবা হল, রাজা বিভা করাইল
মহানন্দে অতি কুতূহলি ॥
মুসার তনয়দ্বয়, জন্মিল রাজ আলয়
মুসা রহে আনন্দ অন্তর।
মুসা দেখে একদিন, ইস্রাইল অতি দীন
তারে এক কিবতি প্রহারে ॥ (২)

(১) ভগবান শিশুর শত্রু ফেরোয়ানদ্বারাই শিশুকে রক্ষা করিবেন।
(২) মুসা একদিন দেখিলেন একজন ইস্রাইলকে একজন কিবতি প্রহার করিতেছে। দেখিয়া তিনি তাহাকে এক চপেটাঘাত করায় কিবতির মৃত্যু হয়।

"দেখিয়া মুসা তাহারে, একটী চাপড় মারে
তাহে বধ হ'ল তার প্রাণ।
ফারবান্ ফেরোয়নে, ভয় করি মুসা মনে
তথা হ'তে করিলা প্রস্থান॥
গিয়া বহু দূরদেশে, মুসাদেব তথা বসে
দশবর্ষ সুদীর্ঘ সময়।
সেই দেশে পুনরায়, বিভা (১) করে মুসা তায়
তাঁর পুত্র কন্যা তথা হয়॥
দশবর্ষ শেষে তায়, মিসরেতে যাইবার
করিলেন ইচ্ছা মহামতি।
পূর্ণগর্ভা ভার্য্যা লয়ে, অতি উৎসাহিত হয়ে
মিসরেতে করিলেন গতি॥
পথিমধ্যে প্রান্তরেতে, প্রসবের বেদনাতে
মুসাপত্নী হইলা বিকল।
অনলের প্রয়োজন, হইল তাঁর তখন
দেখে তুর (২) গিরিতে অনল॥
শীঘ্র করি গিয়া সেথা; সচকিতে দেখে তথা
স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম বিদ্যমান।
পূর্ণ করি গিরিবন, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন
প্রকাশিলা মুসা সন্নিধান॥
জীবন্ত জাগ্রত রূপ, ধরিয়া বিশ্বের ভূপ
দেখা দিয়া বলিলা মুসারে।
"যে স্থানেতে আছ তুমি, সে স্থান পবিত্রভূমি
রাখ তব পাদুকা সুদূরে॥
নিখিলের অন্তর্য্যামী: ইহুদী ঈশ্বর আমি
আমি জানি তাদের যাতনা।
কি ভাবে ইজ্রায়েলগণ, মিসরেতে অনুক্ষণ
সহে দুঃখ অত্যাচার নানা॥

তা সবারে উদ্ধারিয়া, কেনান দেশে আনিয়া
স্থাপিব মনোজ্ঞ সেই স্থানে।
আমার প্রেরিত হয়ে, ফেরনের কাছে গিয়ে
কর মুক্ত আমার সন্তানে॥"
শুনিয়া মুসা তখন, বলে আমি কোন জন
যাব প্রভু ফেরন সদনে।
না সরে মুখেতে (১) কথা, মনে পাই বড় ব্যথা
উদ্ধারিব আমি হে কেমনে॥
শুনিয়া বলেন হরি, "থাক তুমি ধৈর্য্য ধরি
আমি তব হইব সহায়।
হারুণেরে সঙ্গে লও, দুজনায় কথা কও
হবে তব কার্য্যে ফলোদয়॥"
প্রভুর আশ্বাস পেয়ে, বলে মুসা সানুনয়ে
পত্নী মোর রয়েছে প্রান্তরে।
বলেন শ্রীহরি তবে, তার জন্য না ভাবিবে
আমি রক্ষা করিব তাহারে॥
এইরূপ ব্রহ্মবাণী, বহুভাবে মুসা শুনি
চলিলেন জানি সবিশেষ।
উত্তরিয়া সেইস্থানে, ডাকি আনি জ্ঞাতিগণে
বলিলেন ব্রহ্মের আদেশ॥
কৃপা করি দয়াময়, হইয়া সবে সদয়
লয়ে যাবে মিসর হইতে।
কেনানের পুণ্যভূমে, স্থাপিবে ইব্রীয় (২) গণে
সন্দেহ কি আছে আর ইথে॥
শুনিয়া শুভ বারতা, পবিত্র মুসার কথা
করিলেন সকলে প্রত্যয়।
মিসরের ভূমি ত্যজে, যাইতে দেশে অব্যাজে
সবে হল ব্যগ্র অতিশয়॥

(১) বিভা অর্থাৎ বিবাহ।
(২) ইংরেজী বাইবেলে যাহাকে সিনাই পর্ব্বত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে কোরাণে তাহাই তুর পর্ব্বত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

(১) মহাত্মা মুসা তোত্লা ছিলেন, তাঁহার কথা বলিতে বিলম্ব ও কষ্ট হইত।
(২) ইজরায়েলবাসীগণকে ইব্রীয় বা হিব্রীয় (Hebrew) বলিয়া থাকে।

মুসা দেব তার পর, গেলা যথা নৃপবর
বলিলেন ব্রহ্মের আদেশ।
ব্রহ্মপূজা করিবারে, ইব্রীয় বংশীয় নরে
যেতে দাও আপনার দেশ॥
মুসার বচন শুনি, ক্রোধে কাঁপে নৃপমণি
ইব্রীয়েরে নাহি দিল ছাড়ি।
মহামারি আদি সব, বহু দৈব উপদ্রব
ক্রমে হয় কিব্‌তিগণোপরি॥
কভু ফেরোয়ন রায়, যাইবারে দিতে চায়
পুনঃ করে হৃদয় কঠিন।
চকিত চপলা হেন, বিশ্বাস উদিয়া পুন
পুন হয় অন্তরে বিলীন॥
ঐশ্বরিক নিদর্শন, দেখি অবিশ্বাসী মন
করে প্রভু বিশ্বাস স্থাপন।
পুন ভোগাসক্তি মনে, আসিয়া মানবগণে
অবিশ্বাসে করয়ে মগন॥
এইরূপ শত শত, মানব সন্তান কত
দেখে শুনে করি অবিশ্বাস।
পাপ নিরাশার কূপে অনুক্ষণ মরে ডুবে
দুঃখ শোকে হয় হতাশ্বাস॥
হায়রে মানবগণ, কেন আর অনুক্ষণ
অল্পমতি ফেরোনের প্রায়।
পিতামাতা ভগবানে, ত্যজি বল কোন্ প্রাণে
বৃথা সুখে থাকহ ধরায়॥

এক দিন ফেরোনের সুমতি হইল।
ইস্রালে উৎসবে যেতে অনুমতি দিল॥
এ সুযোগে বালবৃদ্ধ বনিতা সকল।
যাইতে কেনান দেশে হল কুতূহল॥
গৃহদ্রব্য ধন ধান্য গোমেষাদি সব।
লইয়া চলিল সবে করি মহোৎসব॥
আপনি শ্রীহরি নিজে হয়ে দলপতি।
লইলেন তা সবারে মুসার সংহতি॥
বিশ্বাসী প্রবীণ ধীর মুসা মহাশয়।
চলিলেন নেতা হয়ে হৃষ্ট অতিশয়॥
যখনি সঙ্কট কষ্ট হয় উপনীত।
ঈশ্বরে জিজ্ঞাসে মুসা যে হয় বিহিত॥
ব্রহ্মের আদেশ শিরে করিয়া বহন।
চলে যায় দল সহ বন উপবন॥
দিবসে জলদস্তম্ভ নিশীতে আলোকে।
দেখান শ্রীহরি পথ আপনার লোকে॥ (১)
অবশেষে উপনীত মরুহ্রদ পারে।
ভাবিত হইল সবে যেতে পরপারে॥
কিন্তু বিধাতার দেখ আশ্চর্য্য ইঙ্গিতে।
সমুদ্রেতে স্থলপথ হয় আচম্বিতে॥ (২)
সেই পথে দল সহ হয়ে মুসা পার।
জিহোবারে ধন্যবাদ করেন অপার॥
এ দিকে ফেরোন ভূপ ইস্রাইলগণে।
ছাড়ি দিয়া অনুতাপ করে মনে মনে॥
মন্ত্রী সহ পরামর্শ করিয়া রাজন।
মুসারে ধরিতে চলে লক্ষ সৈন্যগণ॥
আসি মরুহ্রদতীরে শুনিল দুর্ম্মতি।
হাঁটি হ্রদ হল পার মুসা মহামতি॥
আপনিও পার হতে পারিব বলিয়া।
জলমধ্যে প্রবেশিল সৈন্যগণ ল'য়া॥
কিন্তু পর পারে যেতে নারিল রাজন।
ডুবিয়া মরিল জলে বহু সৈন্যগণ॥

(১) এরূপ বর্ণিত আছে মুসাকে পথ দেখাইবার জন্য তাঁহার সম্মুখে দিবাভাগে মেঘের স্তম্ভ এবং রাত্রিতে আলোকের স্তম্ভ প্রকাশিত হইয়া তাহাদিগকে পরিচালিত করিত।

(২) মরুহ্রদ (Dead Sea) মধ্যে মধ্যে চড়া হইত। বোধ হয় মহাত্মা মুসার গমন সময়ে এই প্রকার চড়া হইয়া কিছুকাল পরেই পুনরায় জলমগ্ন হয়

পাষণ্ড দলন করি নিজ কৃপাগুণে।
শত্রু হ'তে মুক্ত করে ইজরাইল গণে॥
ঈশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য অপূর্ব্ব বিধান।
দেখিয়া ইস্রীয় ভক্ত বিশ্বাসী সন্তান॥
দণ্ডবৎ হয়ে ব্রহ্মে করয়ে প্রণাম।
ধন্যবাদ দেয় আর গায় তাঁর নাম॥
সকলি সম্ভব হয় বিশ্বাসী জীবনে।
অবিশ্বাসী তার মর্ম্ম বুঝিবে কেমনে॥
বিশ্বাসী সহজে তরে ভব পারাবার।
অবিশ্বাসী ডুবে তাহে করে হাহাকার॥
বিশ্বাসীর একমাত্র ব্রহ্মকৃপাবল।
তাই বটে একমাত্র ভবের সম্বল॥
ব্রহ্মকৃপা বিনে বল এ ভব সংসারে।
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান শক্তি কিছুতে কি পারে॥
পাপী মানবের মুক্তি করিতে সাধন।
সকলি অসার ভবে বিনে কৃপাধন॥
তাই হও ওরে মন সে কৃপা ভিখারী।
পার হ'তে চাহ যদি ঘোর ভববারি॥

সঙ্গিগণ সহ, চলে বীরবর।
ক্রমে উত্তরিল শূরের (১) প্রান্তর॥
মারা নাম স্থানে আসি উপনীত।
হইল সকলে, হয়ে পিপাসিত॥
সে স্থানের জল, তিক্ত অতিশয়।
পান করিবারে, সাধ্য নাহি হয়॥
না পেয়ে পানীয়, ইজরালগণ।
করে অনুযোগ, মুসার সদন॥
বিশ্বাসী প্রধান মুসা মহাশয়।
শ্রীহরি সদনে করে অনুনয়॥
শ্রীহরি আদেশ করিলা মুসারে।
কাষ্ঠ এক খণ্ড জলে ফেলিবারে॥
প্রভুর আশ্চর্য্য অপার কৃপায়।
সুমিষ্ট হইল নীর সমুদায়॥
পিয়ে সেই বারি, যত নারী নরে।
করে তৃষ্ণা দূর, মহানন্দভরে॥
বলিলেন হরি ইস্রাইলদলে।
যদি পাল মোর ব্যবস্থা সকলে॥
কিবতি সকল ক্ষীণ যেই রোগে।
তোমরা বিমুক্ত হবে সেই ভোগে॥
ক্রমে মুসাদেব সদলে চলিলা।
সিনের প্রান্তরে আসি উত্তরিলা॥
অত্যল্প বিশ্বাসী ইস্রাইলগণ।
মুসার বিদ্রোহী হইল তখন॥
করে অনুযোগ আমা সবে কেন।
বধিবার তরে হেন স্থানে আন॥
মিসরেতে অন্ন, পেতাম প্রচুর।
আনিয়ে হেতায় করিলে তা দূর॥
স্বজাতিবৎসল মুসা মহাশয়।
ব্রহ্মগত প্রাণ তাঁহার হৃদয়॥
মণ্ডলীর তীব্র ভর্ৎসনা শুনিয়া।
ব্রহ্মপদ প্রান্তে পড়িল কাঁদিয়া॥
দয়াময় হরি সবে কৃপা করে।
প্রচুর আহার দিলেন সত্বরে॥
পুনঃ গথিহামে (১) আসিলে সবাই।
তৃষ্ণায় কাতর হল সব ভাই॥
অনুযোগ করে মুসারে সকলে।
কেন বধিবারে সবারে আনিলে॥
মহামতি মুসা প্রভুর চরণে।
করিল প্রার্থনা ব্যাকুলিত মনে॥

---

(১) শূর নামক প্রান্তর।

(১) গথিহাম নামক একটী স্থান।

দয়াময় হরি, করুণা করিয়া।
সলিলের উৎস, দিলা দেখাইয়া॥
দ্বাদশ উৎসের, জল করি পান।
ইস্রায়েল সবে, জুড়াল পরাণ॥
অত্যন্ন বিশ্বাসী ইস্রাইলগণ।
দেখিল প্রভুর, কত নিদর্শন॥
কত ভাবে তাঁর করুণা পাইল।
তবু পুনরায় অবিশ্বাসী হল॥
এইরূপ ভবে মোরা মন্দমতি।
প্রভুর করুণা, পাই নিতি নিতি॥
কত না বিপদ হইতে সবারে।
করেন উদ্ধার প্রভু বারে বারে॥
তবু তাঁরে মোরা ভুলি অনুক্ষণ।
হই অবিশ্বাসী পাপেতে মগন॥
হায়রে আমার পাষাণ হৃদয়।
হরি প্রেমানলে ভস্ম নাহি হয়॥
হা ধিক্ আমারে ধিক্ শত বার।
হেন হরি প্রতি প্রীত নাহি যার॥
করি হে প্রার্থনা ওহে দয়াময়।
বিশ্বাসেতে পূর্ণ কর এ হৃদয়॥
যেন অবিশ্বাস করিয়া তোমারে।
নাহি ডুবে প্রাণ পাপ অন্ধকারে॥
জীবনে তোমার দেখি যত দয়া।
রাখি যেন তাহা হৃদয় ভরিয়া॥
পরীক্ষা বিপদে সে সকল স্মরি।
বিশ্বাসে অটল রহি যেন হরি॥
তব কৃপামাত্র জীবের সম্বল।
ভিখারী হইব তাহারি কেবল॥
যথা লয়ে যাবে যাব আমি তথা।
তব প্রতিকূলে না কহিব কথা॥
বিশ্বাসী সুবাধ্য মূসার মতন।
হয়ে যেন নাথ কাটাই জীবন॥
করি নমস্কার চরণে তোমার।
পাপী চিরদাসে করহ উদ্ধার॥

নবমণ্ডলীমধ্যে বিধান ও ব্যবস্থা সকল স্থাপন।

দল সহ ক্রমে ক্রমে মূসা মতিমান্।
সিনয় প্রান্তরে আসি করে অবস্থান॥
সিনয় পর্ব্বত পার্শ্বে স্থাপিয়া শিবির।
রহিলেন দল সহ মূসা মহাবীর॥
মূসার যোগেতে হরি ইস্রাইলগণে।
করিলা আদেশ সবে গম্ভীর স্বননে॥
"উৎক্রোশ বিহঙ্গম নিজ শাবকেরে।
পক্ষপুটে লয়ে যায় দেশ দেশান্তরে॥
সেইরূপ আমি হরি তোমা সবাকারে।
এনেছি মিসর হতে এদেশ মাঝারে॥
যদি সবে মানি চল আদেশ আমার।
পাইবে তোমরা সবিশেষ অধিকার॥
পবিত্র চিহ্নিত এক জাতি সুমহান্।
করিব তোমারে সবে হবে মহীয়ান্॥"
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা ইস্রাইলগণ।
বলিল করিব তাঁর বিধান পালন॥
তার পর মূসাদেব সিনয় পর্ব্বতে।
লভিয়া ব্রহ্মের বিধি নিজ অন্তরেতে॥
মণ্ডলীর মাঝে তাহা করিলা প্রচার।
বিপুল বিধান সেই পবিত্র উদার॥
প্রভুর দশটি বিধি দশাজ্ঞা বলিয়া।
আছে মান্য সর্ব্ব দেশ বিদেশ ভরিয়া॥
প্রভুর সে দশ আজ্ঞা যে করে পালন।
পায় সে বিশ্বাস আর নৈতিক জীবন॥
বলিলেন স্বয়ং প্রভু আমার সমক্ষে।
করিবে না অন্য কোন দেব দেবী রক্ষে॥

আকাশ পৃথিবী আর সলিল ভিতরে ।
যতেক পদার্থ আছে বিশ্ব চরাচরে ॥
তাদের প্রতিমা কিংবা খোদিত মূরতি ।
পূজা তরে করিবে না কখন প্রস্তুতি ॥ (১)
প্রভু শ্রীহরির নাম বৃথায় কখন ।
ভাবহীন হয়ে তুমি করো না গ্রহণ ॥
যেই জন বৃথা বৃথা তাঁর নাম লয় ।
নিষ্পাপ বলিয়া সেই কভু গণ্য নয় ॥
বিচারে অন্যায় তুমি করো না কখন ।
ন্যায়েতে বিচার কর প্রতিবেশী জনে ॥
দরিদ্রের মুখাপেক্ষা, ধনীর সম্মান ।
করিয়া বিচার কার্য্যে না করিবে আন ॥
ভ্রাতা জনে নাহি কর ঘৃণা মনে মনে ।
কিন্তু অনুযোগ কর প্রতিবেশিগণে ॥
পাপ হ'তে তা সবারে কর নিবারণ ।
যেন পাপপঙ্কে তারা না হয় মগন ॥
না করিবে প্রতিহিংসা স্বজাতিতে কেহ ।
আত্মবৎ কর সবে প্রীতি সবিশেষ ॥
নরহত্যা পরদার করো না কখন ।
পরদ্রব্য কভু তুমি করো না হরণ ॥
প্রতিবেশি প্রতিকূলে মিথ্যা সাক্ষ্য দান ।
তার গৃহে লোভ তুমি করো না কখন ॥
ব্রহ্মের বিধান আরো করিয়া শ্রবণ ।
মণ্ডলী মাঝারে প্রভু করিলা জ্ঞাপন ॥
সিনয় পর্ব্বত পাশে ইস্রাইলগণে ।
রাখি মুসাদেব যান করেন সেখানে ॥
চল্লিশ দিবস পূর্ণ গিরির উপরে ।
থাকিয়া আসেন মুসা মণ্ডলী ভিতরে ॥
আসিয়া দেখেন তাঁর প্রিয় ভ্রাতৃগণ ।
পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে হয়েছে মগন ॥

স্বর্ণময় গাভী বৎস করিয়া প্রস্তুত ।
তাহারে পূজাতে সবে হইয়াছে রত ॥
দেখিয়া বিশ্বাসী মুসা অতি ক্রুদ্ধ হয়ে ।
ফেলিলেন প্রতিমূর্ত্তি সকল ভাঙ্গিয়ে ॥
সুকঠিন দণ্ড দিয়া ইস্রাইলগণে ।
ফিরাইয়া আনিলেন সবে ব্রহ্মজ্ঞানে ॥
এইরূপে মুসাদেব ইস্রাইল দলে ।
ব্রহ্মের বিধান মত স্থাপে কুতূহলে ॥
ধর্ম্মনীতি বিচারের উত্তম নিয়ম ।
প্রবর্ত্তিত করিলেন মুসা মহোত্তম ॥
স্বজাতির দুঃখ ক্লেশ করিয়া মোচন ।
বিধানের নবযুগ করিলা স্থাপন ॥
নিজ স্বার্থ নিজ সুখ করি বিসর্জ্জন ।
ব্রহ্মের আদেশ মুসা করিলা পালন ॥
মুসার সহায় বন্ধু প্রিয় সহচর ।
হোর গিরি শৃঙ্গে প্রাণ ত্যজে বীরবর ॥
তার পর একশত বিংশতি বরষে ।
ইহ লোক ত্যজি মুসা যান স্বর্গবাসে ॥
মুসা শোকে সব লোক হইল কাতর ।
ত্রিশদিনব্যাপী শোক প্রকাশে বিস্তর ॥
ধন্য হরি ধন্য তব বিশ্বাসী সন্তান
কে বা বল আছে ভবে মুসার সমান ॥
জীবন্ত জাগ্রত পূর্ণ জ্ঞানময়রূপে ।
প্রকাশিলে ওহে হরি মুসার সম্মুখে ॥
প্রকৃতি মাঝারে পেয়ে তব দরশন ।
বিশ্বাসে তোমারে মুসা করিলা স্মরণ ॥
তুমি বাক্যময়রূপে বলিতা বচন ।
ভক্তিভরে তব দাস করিত শ্রবণ ॥
যখনি সঙ্কটাক্রম বেষ্টিত তাঁহারে ।
আসিতেন মুসাদেব তোমার দুয়ারে ॥
তোমার আদেশ লাভ করিয়া জীবনে ।
পালিতেন তব আজ্ঞা কায়মনঃপ্রাণে ॥

(১)— প্রস্তুত ।

নিজ বুদ্ধি কিংবা অন্য লোকের মন্ত্রণা।
শুনি কার্য্য না করিত সেই ভক্তজনা॥
থাকিতেন সদা তব মুখ পানে চেয়ে।
শুনিতেন তব বাণী নিত্য ভয়ে ভয়ে॥
ছিল না স্বার্থের গন্ধ তাঁহার জীবনে।
উৎসর্গিত প্রাণ তাঁর পরের কল্যাণে॥
কত লীলা করিয়াছ মুসারে লইয়া।
কত তত্ত্ব প্রকটিলা তাঁর মধ্য দিয়া॥
এই ভিক্ষা করিলাম তোমার চরণে।
মিশে যাক্ এ জীবন মুসার জীবনে॥
তাঁহার বিশ্বাস আর চরিত্র সুন্দর।
লাভ যেন করি ওহে দয়াল ঈশ্বর॥
মুসা সনে এ জীবন করিয়া মিলিত।
তব জ্ঞানময় রূপ হেরিব নিয়ত॥
তাঁর মত অবিরত শুনি তব কথা।
দূর করি যেন নাথ হৃদয়ের ব্যথা॥
তাঁর মত স্বদেশের উপকার করি।
পারি যেন উত্তরিতে ঘোর ভব বারি॥
এ মোর প্রার্থনা হরি করহে পূরণ।
মুসার জীবন হউক আমার জীবন॥
এই ভিক্ষা করি নাথ তোমার চরণে।
প্রণিপাত করি হরি ভক্তিযুক্ত মনে॥

অনন্ত স্বরূপের বিধান।

সপ্তদশ লহরী।

রাজর্ষি দাউদ।

মুসার অভাব হ'লে তাঁর মনোনীত।
দলপতি হইলেন যোসুয়া প্রেরিত॥
যে স্থানে ইস্রাএলগণে মুসা মহামতি।
মিসর হইতে আনি করা'ল বসতি॥
তথা হ'তে তা সবারে অঙ্গীকৃত দেশে।
লইয়া চলিলে যোসু ব্রহ্মের আদেশে॥
ক্রমে তথা বসতি করা'ল সবাকারে।
ইস্রাইল পেল দিব্য স্থান এ সংসারে॥
ক্রমে বিচারকশ্রেণী হ'লে নির্দ্ধারিত।
তাহারা বিচার করে ধর্ম্মেতে নিরত॥
তার পরে রাজবংশ কেনানে হইল।
ক্রমেতে দাউদ নৃপ সেই রাজ্য পেল॥
ছিলেন দাউদ ভূপ অতি ন্যায়বান্।
কৃষক যিশয়া পুত্র (১) সাধু তেজীয়ান্॥
দাউদ নৃপতি হ'য়ে বিনা পক্ষপাতে।
ন্যায়েতে বিচার সদা করে নানা মতে॥
বিচারের ছিল তাঁর প্রণালী সুন্দর।
সত্য নির্দ্ধারণ তরে সেই নৃপবর॥
নির্জ্জনে শ্রীহরিপদে লইয়া শরণ।
ধ্যান যোগে সত্য লাভ করে অনুক্ষণ॥
তাঁহার অপূর্ব্ব দিব্য বিচারের গুণে।
হইত সত্যের জয় সেই পুণ্য ভূমে॥
একান্ত নির্ভর তাঁর ছিল হরিপদে।
সংগ্রামে সঙ্কটে দুঃখ পরীক্ষা বিপদে॥
ভক্তি সহ হরি পদে লতেন আশ্রয়।
ব্রহ্মের কৃপায় সব করিতেন জয়॥
নারদের মত রাজা বীণা বাজাইয়া।
গাইতেন ব্রহ্মগুণ আনন্দে মাতিয়া॥
প্রাণ মন মুগ্ধকর সে সব সঙ্গীত।
শুনিলে পাষাণ প্রাণ হয় বিগলিত॥
ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর এমনি মধুর।
সে স্বরে মুগধ হ'ত পশু পক্ষী সুর॥
ভজন সঙ্গীত ব্রহ্মস্তোত্র আরাধনা।
ব্রহ্মশক্তিগুণপূর্ণ সঙ্গীত প্রার্থনা॥

---

(১) ইহাঁর পিতার নাম যিশয়া তিনি কৃষি কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

রচিয়া ভকত নৃপ ভক্তিযুক্ত মনে।
গান করি পূজিতেন ব্রহ্মে নিরজনে॥
রাজকোষ হ'তে অর্থ করিয়া গ্রহণ।
নাহি পালিতেন রাজা দেহ পরিজন॥
ব্রহ্মের আদেশে বর্ম্ম করিয়া নির্ম্মাণ।
তাহ'তে জীবিকা তাঁর হইত বিধান॥
এই ভাবে অনাসক্ত জনকের মত।
কাটেন দাউদ কাল ধর্ম্মেতে নিয়ত॥
নিষ্পাপ অভ্রান্ত নহে সাধু ভক্তগণ।
তার সাক্ষী দেখ এই দাউদ জীবন॥
ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে তাঁর হ'ল অহঙ্কার।
পতনের মূল উহা বিদিত সংসার॥
ন্যায়বান্ বিশ্বপতি সবারে সমান।
অপরাধে ন্যায় দণ্ড করেন বিধান॥
একউনশত ছিল মহিষী রাজার।
কিন্তু এক মাত্র পত্নী ছিল উড়িয়ার॥
রাজার প্রাসাদ হ'তে অদূরে সে জন।
পত্নীসহ উদ্যানেতে কাটায় জীবন॥
পরমা সুন্দরী পত্নী বাৎসেরা তাঁহার।
দেখি তারে অনুরাগ হইল রাজার॥
কৌশলে বাৎসেরাপতি উড়িয়ারে আনি।
ধর্ম্ম যুদ্ধে পাঠাইলা তারে নৃপমনি॥
সেই যুদ্ধে হত হ'লে উড়িয়া সুন্দর।
তার স্ত্রীকে বিভা করি আনে নৃপবর॥
হেন মহাপাপ করি দাউদ ভূপতি।
বাৎসেরা সহিত তিনি করেন বসতি॥
এক দিন উপাসনাগৃহে নৃপবর।
করিছেন উপাসনা সানন্দ অন্তর॥

(১) উড়িয়া নামক এক ব্যক্তির এক পরমা সুন্দরী পত্নী ছিল। তাঁহার নাম বাৎসেরা ছিল।

হেন কালে দুই ব্যক্তি দেবদূতপ্রায়।
আচম্বিতে উপস্থিত নৃপতি যথায়॥
চমকিত হ'য়ে রাজা পুজেন দোঁহারে।
"কি হেতু এসেছ হেথা বল না আমারে॥"
এক অভিযোগ আছে তোমার সদনে।
সেই জন্য আসিয়াছি আমরা দুজনে॥"
কি বা তব অভিযোগ পুছে নরবর।
তাহাদের এক জন দেখায়ে অপর॥
বলিলেন "উনি মোর ভ্রাতা সহোদর।
এক উনশত মেষ আছয়ে উহাঁর॥
এক মাত্র মেষ মম করিয়া গ্রহণ।
শত পূর্ণ করিবারে করেন মনন॥"
তাহা শুনি নরপতি বলিলেন তাঁরে॥
বিষম অন্যায় ইহা বলিনু তোমারে।
শুনিয়া করেন হাস্য সমাগত জন।
"এক উনশত ভার্য্যা তোমার রাজন্॥
তাহা সত্ত্বে তুমি কোন্ নীতি অনুসারে।
উড়িয়ার এক ভার্য্যা আনি নিজ ঘরে॥
একশত পত্নীসংখ্যা করিলা পূরণ।
আপন বিচার তুমি করহ রাজন॥"
এত বলি দুই জনে হ'ল অন্তর্ধ্যান।
মোহাচ্ছন্ন ভূপতির হ'ল আত্মজ্ঞান॥
ভয়ানক আত্মগ্লানি জন্মিল রাজার।
অনুতাপে প্রাণ তাঁর হ'ল ছারখার॥
দিবা নাই রাত্রি নাই করেন ক্রন্দন।
যেন শত বিছা তাঁরে করিছে দংশন॥
অনাহারে অনিদ্রায় চল্লিশ দিবস।
অশ্রুনীরে সিক্ত রাজা নাহি আত্মবশ।
দণ্ডবৎ হ'য়ে সদা প্রভুর সদনে।
প্রার্থনা করেন রাজা অনুতপ্ত মনে॥
অনুতাপ অশ্রুজলে সিক্ত বক্ষঃস্থল
বিলাপ ক্রন্দন রাজা করে অবিরল॥

শুনিয়া ক্রন্দন তাঁর প্রভু দয়াময়।
বলিলেন নৃপ প্রতি হইয়া সদয়॥
"উড়িয়ার সমাধির সমীপে যাইয়া।
ক্ষমা লও তাঁর কাছে মিনতি করিয়া॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা দাউদ ভূপতি।
যান যথা উড়িয়ার আছয়ে সমাধি॥
উড়িয়ার জীবাত্মারে লক্ষ করি তিনি।
কাতরে চাহেন ক্ষমা দাউদ নৃমণি॥
সেই হ'তে অন্তরের গ্লানি দুঃখ ক্লেশ।
দূর হ'ল নৃপতির, পাপ হ'ল শেষ॥
হেন তীব্র অনুতাপ না হ'লে কখন।
পাপের কালিমা কিসে হ'য় বিমোচন?
ধন্য ন্যায়বান্ হরি! যাঁহার কৃপায়।
অনুতাপে আত্মগ্লানি দূরে চলে যায়॥
রাজর্ষি দাউদ সাধু পাপ-মুক্ত হয়ে।
পালেন ন্যায়েতে প্রজা বিনম্র হৃদয়ে॥
জেরুজালেমেতে ব্রহ্ম উপাসনা তরে।
ধরম মন্দির এক নির্ম্মাণ ব্যাপারে॥
প্রবৃত্ত হ'লেন ভূপ ভিত্তি-সংস্থাপন।
করিলেন মহানন্দে দাউদ রাজন॥
কিন্তু তাঁর পুত্র সলোমন অনিবার।
সুসম্পন্ন করে সেই মন্দির সুন্দর॥
মুসা যোগে ঈশ্বরের যে সব বিধান।
ইহুদী জাতির তরে ছিল বর্তমান॥
সে সকল পালে রাজা সানন্দ অন্তরে।
রচেন সঙ্গীত নানা প্রেম-ভক্তি-ভরে॥
এইরূপে বহুদিন রাজত্ব করিয়া।
বাৎসেবার পুত্র সোলেমনে রাজ্য দিয়া॥
ইহলোক পরিত্যাগ করিলা রাজন।
স্বর্গধামে ব্রহ্ম সহ-সভিল মিলন॥
সুবিস্তীর্ণ রাজ্য ধন-বিভব-আধার।
হেন অনাসক্ত হ'ল কে আছে সংসার॥

ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী ভক্ত গৃহস্থ সুজন।
দাউদের মত হ'ল কে আছে এমন?
ওহে দয়াময় হরিদাস কৃপা করে।
দাউদের মনোহর চরিত্র আমারে॥
দাউদের পদধূলি করিয়া গ্রহণ।
ব্রহ্মনিষ্ঠ হ'য়ে যেন কাটাই জীবন॥

সঙ্গীত যোগে রাজর্ষি দাউদ কৃত উপদেশ ও প্রার্থনা।

দুষ্টের মন্ত্রণা, যে জন শুনে না
চলে না দুষ্টের পথে।
নিন্দুক সভায়, করে না গমন।
রহে সদা প্রভু সাথে॥
তাঁর শাস্ত্র ধ্যান, করে অনুক্ষণ
তাঁর শাস্ত্রে প্রীতিময়।
সেই তো জগতে, ধন্য ভাগ্য বলে
কিছুতে সে ভীত নয়॥
তটিনীর তীরে, যথা তরুবর
সতত রহে শোভন।
ফল ফুল দানে, করে হরষিত
নিরত জীবমানস॥
তেমতি ধার্ম্মিক, মানব সকল
সতত সরস সুখী।
কিন্তু দুষ্টগণ, তুষের মতন
উড়ে যায় অধোমুখী॥
ওহে নৃপগণ, জ্ঞানী সুপ্রবীণ
হও সদা এ জীবনে।
ওহে বিচারক, প্রভুর শাসন
পাল সবে সযতনে॥

সতত অন্তরে, পরম প্রভুর
কর পূজা আরাধনা।
কম্পিত অন্তরে, জয়ধ্বনি তাঁর
করহ আজি কামনা ॥
"ওহে সদা প্রভো, শত্রুগণ মোরে
ঘেরিয়াছে চারিধার।
কিন্তু তুমি মম, ঢাল হয়ে সদা
করিছ মোরে উদ্ধার ॥
মম রাজলক্ষ্মী, গৌরব বিভব
সকলি তুমি হে হরি।
নিদ্রাজাগরণে, রক্ষিছ আমারে
তুমি হে মম কাণ্ডারী ॥
ওহে প্রাণেশ্বর, তুমি ধর্ম্ম মম
তুমি দাও পরিত্রাণ।
সঙ্কটে আমারে, সুপ্রশস্ত স্থান
তুমিই কর হে দান।
ডাকিলে তোমারে, প্রত্যুত্তর দাও
শুনহে প্রার্থনা মম।
এভব সংসারে, কেন দয়াবান্
কে আছে তোমার সম ?
তুমি মহারাজ, জগতের প্রভু
তুমি হে ভুবনস্বামী।
প্রজাগণোপরি, তব আশীর্ব্বাদ
বরিষ হে অন্তর্য্যামী ॥
দেখিলে তোমার, বিশাল গগন
মনে হয় দয়াময়।
ক্ষুদ্র কীট নর, কেন তুমি তারে
ভালবাস অতিশয় ?
সতত তোমার, স্তবস্তুতি গান
করিব হৃদয় ভরে।
তোমারই আনন্দে, উল্লাস নিরত
রহিবে প্রাণমন্দিরে ॥
মম আর্ত্তনাদ, করিবে শ্রবণ
মম পূজা উপহার।
করিবে গ্রহণ, করুণা করিয়া
ওহে প্রভো সারাৎসার ॥
তোমারি শরণ, লইলাম হরি
রাখ নাথ এ কিঙ্করে।
যেন তব গৃহে, থাকি নিরন্তর
না পশি পাপশিবিরে।"
এইরূপ কত, প্রার্থনা নিরত
করিলেন নরপতি।
সংসারে ধরম, করিয়া সাধন
গেলা স্বর্গে মহামতি ॥
দাউদের মত, ওহে ত্রিলোকেশ
তবপদে দাস হয়ে।
যেন এ সংসারে, পূজিহে তোমারে
সতত শুদ্ধ হৃদয়ে।
এই আশীর্ব্বাদ, কর দীননাথ
বিপদে সম্পদে আমি।
তোমার চরণে, সঁপি এ জীবন
হই তব অনুগামী।

প্রেমস্বরূপের বিধান।

অষ্টাদশ লহরী।

ব্রহ্মতনয় ঈশা।

বিধাতার অতি প্রিয় ইহুদী সকল।
ব্রহ্ম প্রেম কৃপা লাভ করে অবিরল ॥
অনুদিন শ্রীহরির দয়ার প্রমাণ।
লভয়ে এস্রালগণ অতি ভাগ্যবান ॥
তবু তাহাদের মোহ স্বার্থ অভিমান।
দিন দিন বৃদ্ধি হয় নাহি হয় ম্লান ॥

ভুলি প্রেমময়ে তারা স্বার্থ অভিমানে।
আপনারে সমুক্ষণ শ্রেষ্ঠ বলি জানে ॥
না পালি ব্রহ্মের আজ্ঞা আপন জীবনে।
মত্ত রহে কর্ম্মকাণ্ডে ভুলি ব্রহ্মধনে ॥
প্রেম ভক্তি অনুরাগ বিশ্বাস রতন।
এ সব লভিতে তারা না করে যতন ॥
লোক দেখাবার তরে জনপূর্ণ স্থানে।
সুদীর্ঘ প্রার্থনা করে ঈশ্বর সদনে ॥
সে মহা উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিবার তরে।
আনিলেন দয়াময় কেনান ভিতরে ॥
ডুবিয়া সে মহালঙ্কা পাপের সাগরে।
ডুবিল এস্রাল বংশ, মোহে একেবারে ॥
মনোনীত জাতি বলি ঘোর অহঙ্কার।
পশিয়া হৃদয় মন করে ছারখার ॥
অবিশ্বাস অবাধ্যতা কৌটিল্য সংশয়।
তাদের জীবনে কার্য্যে প্রকাশিত হয় ॥
পুনঃপুন সদা প্রভু দীন দয়াময়।
প্রত্যাবর্ত্ত করিবারে তাঁদের হৃদয় ॥
সাধু ভক্ত প্রেরিত পুরুষ বহুজন।
যুগে যুগে কেননাতে করেন প্রেরণ ॥
ইজাইয়া জেরিমিয়া আদি ভক্তগণ।
করিলেন ব্রহ্মবাণী এস্রালে ঘোষণ ॥
এস্রাল জাতীর দোষ অবিশ্বাস পাপ।
দেখাইয়া বলিলেন কর অনুতাপ ॥
বলিলেন তোমাদের উদ্ধার কারণ।
মেসায়ারে জগদীশ করিবে প্রেরণ।
ত্বরা করি জেনে লও আপন নিয়তি।
নতুবা পাইবে দণ্ড ঘোরতর অতি।
তবু তারা নাহি লাভ করিল চেতনা।
প্রেরিতগণেরে দেয় মনস্তাপ নানা ॥
পৃথিবীর অন্য ভাগে অন্য জাতিগণ ॥
অবাধ্যতা অবিশ্বাসে আছে নিমগন ॥

সুসভ্য রোমাণ জাতি এসিয়া মাঝারে।
প্রভুত্ব রাজত্ব করে বিশেষ প্রকারে ॥
সভ্যতার বাহ্য বেশ ভূষার ভিতরে।
কালসর্প অবিশ্বাস রহে ঘরে ঘরে ॥
বিলাসের সহচর পাপ কুটিলতা।
সতত বিরাজ করে হায়! যথা তথা ॥
জঘন্য ঘৃণিত পাপ সমাজের দেহে।
শোণিতপ্রবাহ প্রায় অবিরত বহে ॥
অজ্ঞানতা অন্ধকার অমানিশা প্রায়।
ঢাকিয়াছে অবনীর মুখচন্দ্র হায়! ॥
ব্রহ্মের পবিত্র ইচ্ছা করিয়া লঙ্ঘন।
স্বেচ্ছাচারে নরগণ হইছে মগন ॥
ব্রহ্ম ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া সকলে।
বৃথা অনুষ্ঠানে মত্ত হইছে বিফলে ॥
ব্রহ্ম সম্মিলিত হ'তে না করি যতন।
বহুদূরে ফিরিতেছে জীব অগণন ॥
পৃথিবীর হেন দশা দেখিয়া শ্রীহরি।
নাশিবারে জগতের পাপ তাপ আর।
পূর্ণ শশি ঈশাধনে করিলা প্রেরণ।
আলোকে পূরিত হলো আঁধার গগন ॥
দ্বিসহস্র বর্ষ হল সে চাঁদ গগনে।
শোভিছে অলকা মাঝে অযুত কিরণে ॥
পালিয়া পিতার ইচ্ছা যোগি তাঁর জয়।
তবু ঈশ চন্দ্র ভবে অস্তমিত নয় ॥
কত দেশ জনপদ অন্ধকার স্থান।
পাইয়া চন্দ্রিকা তাঁর, হয় মহীয়ান ॥
পিতার অপূর্ব ইচ্ছা আশ্চর্য্য বিধান।
শুনিলে মুগ্ধ হয় এ পাপ পরাণ ॥
শ্রীহরির সুমধুর লীলারসামৃত।
পানেতে উন্মত্ত হও বিশ্বাসী ভকত ॥
পিতৃ আদেশে পুত্র ঈশা বিরাজে কেমন।
সে শোভা দেখিলে প্রাণ হয় আনন্দিত ॥

এহেন মধুর তত্ত্ব, সুমিষ্ট ভারতী।
বর্ণিবারে পারে বল কার এ শকতি॥
নিজ তনয়ের কথা অপূর্ব্ব বিধান।
আপনি শ্রীহরি যদি করেন বাখান॥
পবিত্রাত্মা হ'য়ে যদি বুঝান সবারে।
তবে সে জগতবাসী বুঝিবারে পারে॥
তাই দয়াময়পদে করি নমস্কার।
ভক্তিভরে ঈশাতত্ত্ব শুনি একবার॥

মহর্ষি ঈশার জন্ম।

জুডিয়ার ভূমে, পুণ্য বেথেলেমে
ঋষি এব্রাহিম কুলে।
যোসেফের ঘরে, মেরীর উদরে
জন্মে ঈশাধরা তলে॥
হিরোড রাজন, ছিলেন তখন
জুডিয়ার অধিপতি।
পূর্ব্বদেশবাসী, ঋষিগণ আসি
পুছে ভূপে হৃষ্টমতি॥
ইহুদী জাতির, নব নৃপপতির
কোথা জন্ম হল তাঁর।
আমরা তাঁহারে আসু পূজিবারে
দেখাও তাঁহার দ্বার॥
শুনিয়া রাজার, ভয়ের সঞ্চার
হইল হৃদয় মনে।
কপট বচনে, বলে ঋষিগণে
যাও সবে বেথেলেমে॥
খোঁজ লেগা গিয়ে, তার তত্ত্ব লয়ে
পুন এস মম স্থানে।
আমিও তাঁহারে, নানা উপহারে
পূজিব গিয়া সেখানে॥

বিশ্বাসী নিকরে, বেথেলেম পুরে
গিয়ে দেখে শিশুধন।
দিগ আলো করে, মেরী দেবী ক্রোড়ে
বিরাজিছে অনুক্ষণ॥
আনন্দে বিহ্বল, হয়ে সাধু দল
করিল ভকতি নতি।
সুবর্ণ রতন, বহুমূল্য ধন
দিল তাঁরে করি প্রীতি॥
প্রভু পরমেশ, করিলা আদেশ
স্বপনে সে ঋষিগণে।
হিরোড সদন, যেও না কখন
শুনি তাঁরা ভীত মনে॥
অন্য পথ দিয়া, গেলেন চলিয়া
এদিকে যোসেফ ধীর।
দেখেন স্বপন, দূত এক জন
বলে বাক্য সুগম্ভীর॥
হিরোড রাজন, তব পুত্র ধন
নিধন করিতে চায়।
উঠ ত্বরা করি, তব পত্নী মেরী
আর পুত্র ঈশা রায়॥
লইয়া দোঁহারে, চলহ মিশরে
থাক তথা তত দিন।
আমি পুনরায়, সংবাদ হেথায়
নাহি আনি সমীচীন॥
যোসেফ শিশুরে, মাতা সহকারে
রাত্রিতে মিশর দেশে।
ঈশারে লইয়া, যান পলাইয়া
সভয়ে ব্রহ্ম আদেশে॥
এদিকে হিরোড, করে মহা ক্রোধ
নাহি দেখি ঋষিগণে।
বহু শিশুধন, করিল নিধন
অবিশ্বাসী ভীতমনে॥

কিন্তু বিধাতার, কে শক্ত অপার
ঈশা পিতা মাতা সহ।
নির্ব্বিঘ্নে মিশরে, সুখে কাল হরে
হেথা না জানয়ে কেহ॥
রাজা মৃত হলে, পুন ইজরাইলে
ঈশা আর পত্নী সাথে।
ব্রহ্ম আজ্ঞা পেয়ে, যোসেফ আসিয়ে
বাস করে ন্যাজারাথে॥
শশিকলা প্রায়, বাড়ে ঈশা রায়
নয়ন আনন্দ কর।
পুণ্য প্রেম জ্ঞান; তাঁর মন প্রাণ
করে পূর্ণ নিরন্তর॥
দিবস রজনী, জনক জননী
পালে তাঁরে স্নেহ ভরে।
ব্রহ্মকৃপাগুণে, ঈশার জীবনে
বিবেক বল সঞ্চরে॥
লয়ে ঈশা মণি, জনক জননী
জেরুজালেমেতে যান।
ফিরে আসাকালে; নাহি দেখি ছেলে
করেন তাঁর সন্ধান॥
ব্রহ্মের মন্দিরে, দেখিয়ে ঈশারে
পুছেন জননী মেরী।
বাছা আছ কেন, তুমি স্থানে হেন
যাইতে করিছ দেরী॥
বলিলেন তিনি, কি বল জননী
জান নাকি আমি হেথা।
পিতৃ কাজে রত, আছি অবিরত
এই তো মম বারতা॥
পণ্ডিতের সঙ্গে, ঈশা মহারঙ্গে
ধর্ম্মের প্রসঙ্গ করে।
বালকের হেন, বাক্য অনুপম
শুনি মুগ্ধ সব নরে॥

এই ভাবে হরি, প্রেম ক্রোড়ে করি
পালিলেন ঈশাধনে।
তাঁহারি ইচ্ছায়, ক্রমে ঈশারায়
পৌঁছিল নব যৌবনে॥

মহাত্মা জনের প্রচার এবং মহর্ষি ঈশার দীক্ষাগ্রহণ।

(১)

পরম বৈরাগী গৃহত্যাগী জন।
উষ্ট্ররোম জাত, অঙ্গ-আচ্ছাদন।
বন্য মধু ফল, আহার কেবল
জীবন সম্বল হরিনাম ধন॥

(২)

প্রভাতের আগে শুক্রতারা প্রায়।
আসিয়া জগতে ব্রহ্মের কৃপায়।
অগ্র দূত হয়ে, প্রচারে নির্ভয়ে
অনুতাপ তত্ত্ব আনন্দে ধরায়॥

(৩)

জর্ডন নদীর তীরবর্ত্তী ভূমে।
জুডিয়াতে আর জেরুজালমে।
করিয়া ভ্রমণ, ডাকি জনগণ
করিছে দীক্ষিত জিহোবার নামে॥ (১)

(৪)

বলিছে সন্যাসী সুগভীর স্বরে।
"কর অনুতাপ স্বরগ অদূরে"
বলি কুতূহলে, জর্ডন সলিলে
করিছে দীক্ষিত অনুতপ্ত নরে॥

---

(১) ইহুদীগণ ঈশ্বরকে জিহোবা বলেন। জিহোবা শব্দের অর্থ—সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর।

(৫)

অনুতাপ বিনে বল কোন জন।
স্বর্গরাজ্যে পারে করিতে গমন।
অহঙ্কার নাশ, বিশ্বাস প্রকাশ
অনুতাপ বিনে হয় কি কখন?

(৬)

পাপবেদনায় যে জন অস্থির।
কাঁদে দিবা নিশি ঝরে আঁখিনীর।
সে ধনে কে বল, ব্রহ্ম পদতলে।
পারে আলিঙ্গিতে হইয়া অধীর॥

(৭)

গোপনে যে জন করে দরশন।
কপটীর বাক্যে সে কিরে কখন॥
হয় প্রতারিত, ফল অযাচিত
সংসারে সে জন করে বিতরণ॥

(৮)

ধর্ম্ম জীবনের প্রথম অঙ্কুর।
অনুতাপ মন্ত্র জেন ওহে নর।
অনুতাপ বিনে, কেহ এ ভুবনে
লভে না দ্বিজত্ব শুদ্ধ মনোহর॥

(৯)

তাই জনদেব ব্রহ্মের ইঙ্গিতে॥
অনুতাপ বিধি ঘোষিছে জগতে।
কিন্তু তাঁর মন, সদা সচেতন
নবতর বিধি জীবনে লভিতে॥ (১)

(১০)

ঈশা আগমন তাঁহার অন্তরে।
হয়েছে স্ফুরিত ব্রহ্মকৃপাভরে।
তাই কুতূহলে, বলিলা সকলে
দিক্ষী আমি সবে সাধারণ নীরে॥ (২)

(১১)

কিন্তু যেই জন আসিছে এখন
পাদুকা তাঁহার করিতে বহন।
আমি যোগ্য নই, আমা হতে সেই
শ্রেষ্ঠ বলে জেন ওহে নরগণ॥

(১২)

পবিত্রাত্মা যোগে পুণ্যের অনলে।
করিবে দীক্ষিত সেজন সকলে॥
ব্রহ্মের বিধান, করি মহীয়ান
স্বর্গরাজ্য সেই স্থাপিবে ভূতলে॥

(১৩)

হেন কালে ঈশা হইলা উদয়।
"ওহে জনদেব হইয়া সদয়।
বলে সকাতরে দীক্ষা দাও মোরে
ব্রহ্মনামে মোর গলুক হৃদয়॥"

(১৪)

ইহা কি সম্ভব বলি লন জন।
তোমা হতে মম দীক্ষা প্রয়োজন।
আমি কি তোমাবে, পারি দীক্ষিবারে
এই বলি তাঁরে করিলা বারণ।

(১) মহাত্মাজন যে পুত্রত্বের বিধানের অগ্রদূত তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। বিধান গ্রহণের জন্য পথ প্রস্তুত অর্থাৎ লোকের মন প্রস্তুত করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য ইহা দৃঢ়তর বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি কখন মহর্ষি ঈশার প্রতিদ্বন্দ্বিত না করিয়া যাহাতে লোকে মহর্ষি ঈশাকে গ্রহণ করেন তাহারই জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন এবং মহর্ষি ঈশাকে সর্ব্বদা মহীয়ান করিয়াছেন। ভগবানের কৃপায় উন্নত সাধুমহাজন অধ্যাত্ম দৃষ্টবলে বিধানের লোকদিগকে চিনিয়া লইতে পারেন। *

(২) দীক্ষি—দীক্ষা প্রদান করি।

(১৫)
ধন্য জন দেব তোমার মতন।
বিনয়ী বিশ্বাসী কে আছে এমন।
তুমি সাধু ধীর, বিশ্বাসে প্রবীর
নির্লিপ্ত সন্যাসী প্রেমিক সুজন॥

(১৬)
তাই হেন ভাব সম্ভবে তোমার।
আত্মদৃষ্টি তব অতুল ধরায়॥
বিধানে প্রেরিত, তুমি অগ্রদূত
এ বিধানে তুমি প্রথিত সদায়।(১)

(১৭)
জনের বচন করিয়া শ্রবণ।
বলিলেন ঈশা মহর্ষি তখন॥
করগে দীক্ষিত, এরূপে বিহিত
হয় আমাদের ধর্ম্ম সম্পাদন॥

(১৮)
পরে অভিষিক্ত হইবার তরে।
নামিলেন ঈশা সলিল ভিতরে,
কি আশ্চর্য্য মরি, পবিত্রাত্মা হরি
দরশন দিলা পবিত্র শিশুরে।

(১৯)
খুলিল সমক্ষে স্বরগের দ্বার,
দেখেন চাহিয়া পুরি চারি ধার।
পবিত্রাত্মা হরি, প্রাণ মন ভরি
অবতীর্ণ এবে হৃদয়ে তাঁহার॥(১)

(২০)
ব্যক্তিরূপে ব্রহ্মে বিশ্বাস নয়নে।
হেরিলেন ঈশা আনন্দ বদনে॥
প্রত্যক্ষ দর্শনে, তাঁর প্রাণ মনে
প্রেম সমীরণ বহিল সঘনে॥

(২১)
পরে স্বর্গহতে হল দৈববাণী।
বলিলেন হরি ঈশারে তখনি॥
"তুমি হে আমার, পুত্র প্রেমাধার
অতি তুষ্ট মম তোমাতে বাছনি (২)

(২২)
অনুতাপজলে হৃদয় আগার।
ব্রহ্ম কৃপাগুনে বিধৌত যাঁহার।
সেই সাধুজন ব্রহ্মের চরণ।
হৃদয় মাঝারে দেখে অনিবার॥

---

(১) পুত্রত্বের বিধানের সহিত মহাত্মাজন অগ্রদূতরূপে চিরসংযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহাকে ছাড়িলে পুত্রত্বের বিধান কখনই ধরাতলে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। মহাত্মাজন অনুতাপের আদর্শ। অনুতাপ ভিন্ন বিশ্বাস জন্মেনা, বিশ্বাস ভিন্ন পুত্রত্ব (বা ঈশাত্ব) কদাচ সম্ভব নহে।

(১) বাইবেলে উক্ত হইয়াছে যে পবিত্রাত্মা ঈশ্বর "কপোতের ন্যায় অবতরণ করিয়া ঈশাতে আবির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মের অবতরণ ও প্রকাশ কিরূপ তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য কপোতকে উপমাস্থলে আনা হইয়াছে। ব্রহ্ম যে কপোতের বেশে অবতীর্ণ হইলেন, ইহা প্রকৃত অর্থ নহে। পবিত্রাত্মা হরি স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে মনোহর ভাবে শুদ্ধ আত্মা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিলেন, কপোতের রূপকের দ্বারা তাহাই ব্যক্ত হইতেছে।

(২) বাছনি হে বৎস। বাছা শব্দ প্রয়োগে বাছনি বলিয়াও কখন কখন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২৩)

শ্রীহরির কথা শুনে সেই জন।
শ্রীহরি তাঁহাতে সদা প্রীত রন ॥
ঘুচে মায়াপাশ, অন্তরে বিকাশ
হয় অনুদিন বিশ্বাসরতন ॥

(২৪)

ঈশার মতন কবে এজীবনে।
নিত্য অভিষেক হবে নিত্য স্নানে ॥
পবিত্রাত্মা রূপে, শ্রীহরিকে দেখে
ফুটিবে কুসুম এ পাষাণ মনে ॥

(২৫)

আমার বৈরাগ্য বিশ্বাস বিবেকে।
কবে প্রীত হয়ে শ্রীহরি আমাকে।
বলিবে সাদরে, দাসে কৃপাকরে
"তুমি বৎস মম প্রিয় পুত্র এক ॥"

(২৬)

ঈশার মতন কবে এ হৃদয়।
পাতিয়া রাখিব ওহে দয়াময়।
তব আবির্ভাবে, ও পুণ্য প্রভাবে
কবে এজীবন হবে মধুময়।

(২৭)

অনুতাপ রূপ স্বর্গীয় অনলে।
দগ্ধ করি পাপ তব কৃপা বলে ॥
অভিষেক করে, তব সন্তানীরে
দীক্ষিত হইব, আমরা সকলে ॥

(২৮)

পুরাতন পাপ প্রাচীন জীবন।
সব চলে যাবে ওহে, প্রাণধন ॥
[illegible] লভিয়া, তোমারে পাইয়া
[illegible] ॥

(২৯)

যে দীক্ষায় জীব নূতন জীবন।
লাভ করে ভবে, তাহার মতন।
বল কিবা আছে, এ সংসার মাঝে
একমাত্র সার অমূল্য রতন ॥

(৩০)

পবিত্রাত্মা হরি তোমা বিনে আর।
কে করে মানবে দীক্ষা এ প্রকার।
তুমি কৃপা করে, পাপী সাধু নরে
করিতেছ দীক্ষা ভবে অনিবার ॥

(৩১)

তোমার পবিত্র ফুৎকারে যেজন।
হয়েছে দীক্ষিত ওহে প্রাণধন।
সংসারের আশা, বিষয় পিপাসা
থাকে কিহে তার থাকে কি কখন ?

(৩২)

যথা বন মাঝে প্রমত্ত বারণ।
ধায় যথা তথা না মানি বারণ।
তেমতি তোমার দীক্ষিত কুমার
তব আজ্ঞা সদা করেন পালন ॥

(৩৩)

তুমি গুরু হয়ে দীক্ষা দাও যারে।
তব প্রেমে সেই মজে একেবারে ॥
ফেরেনা সেজন, সংসারে কখন
প্রলোভন তারে ভুলাইতে নারে ॥

(৩৪)

তুমি সখা তার [illegible] ;
[illegible] তাঁর প্রিয় [illegible] ॥
তব নিকেতনে, সদা [illegible]
রহে সেই [illegible] ॥

(৩৫)

ওহে প্রেমময় এ পাতকী জনে।
নিজে গুরু হয়ে নিজ কৃপাগুণে
কর সুদীক্ষিত; এই ভিক্ষা পিতঃ
করে চিরদাস, তোমার চরণে॥

মহর্ষি ঈশার নির্জ্জন সাধন এবং প্রলোভন জয়।

ব্রহ্ম প্রেরণায় ঈশা তপোধন।
গেলেন অরণ্যে করিতে সাধন॥
চল্লিশ দিবস চল্লিশ রজনী।
অনাহারে তপ করে ঈশা মনি॥
তপস্যা বিহনে কে বল ধরায়
উচ্চ লক্ষ্য সিদ্ধি করিবারে পায়?
তপস্যা বিহনে বল কোন জন।
ইন্দ্রিয় বিজয় করে অনুক্ষণ?
মানবের ক্ষীণ প্রকৃতির মূলে।
পাপ সম্ভাবনা রহে কুতূহলে॥
প্রলোভন যবে করে আক্রমণ।
দুর্ব্বল মানব আত্মসমর্পণ॥
করি পাপ কূপে আহা ডুবে যায়।
পলকে পবিত্র স্বভাব হারায়॥ (১)

এইরূপে ভবে লক্ষ লক্ষ নর।
স্বাধীনতা বশে, আহা নিরন্তর॥
আপন স্বভাব করে কলঙ্কিত।
ভোগে দুঃখতাপ কত শত শত॥
অথচ বিশ্বাসী মানব নিচয়।
ব্রহ্ম কৃপাবলে করে রিপুজয়॥
তপস্যার তীব্র অনল জ্বালিয়া।
ইন্দ্রিয়বাসনা দেয় পোড়াইয়া॥
সামান্যসাধনে দেহ অভিমান।
হয় না জীবের কভু অন্তর্ধান॥
শ্রীহরি ঈশারে দিয়া দরশন।
চির তরে তাঁর মজাইলা মন॥
খাঁটী সোনা এক করিবার তরে।
পুণ্যের আদর্শ করিতে সংসারে॥
আনিলেন বনে তপস্যা কারণ।
মরি গো পিতার করুণা কেমন॥
নির্জ্জন সাধন গুপ্ত বিদ্যালয়ে। (১)
দয়াময় হরি ঈশারে লইয়ে॥
মরি কি অপূর্ব্ব তত্ত্ব সুধামৃত।
শিখাইলা সুতে দয়াময় পিত॥
পাপ সহ ঈশা করিবে সমর।
ঘোষিবে সংসারে স্বর্গের খবর॥
এই হেতু বুঝি, করুণানিধান।
করিতে ঈশারে অমোঘ অস্ত্র দান॥
লইলা ঈশারে অরণ্য মাঝারে।
নব অভিনয় করিলা সংসারে॥
কঠিন সাধনে আর অনাহারে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হল দেহের মাঝারে॥
ক্ষুধা সনে অন্নচিন্তা সদা খেলে
বহু পাপ রহে অন্নচিন্তামূলে॥

(১) ঈশ্বর মনুষ্যকে শুদ্ধ আত্মা-বিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু আত্মাতে স্বাধীনতা থাকাতে ইহাতে পাপের সম্ভাবনা বা মূল আছে। অর্থাৎ মনুষ্য পুণ্যও, করিতে পারে, পাপের পথেও চলিতে পারে, এই স্বাধীন ইচ্ছাতে পাপ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। মনুষ্যদেহধারী বিধায় নানারূপ প্রলোভন আসিয়া তাহাকে অধিকার করে। যিনি প্রলোভন জয় করেন তিনি পবিত্র থাকেন তাহা না পারিলে পাপে মগ্ন হন।

(১) নির্জ্জন সাধনরূপ গুপ্ত বিদ্যালয়ে।

মন মাঝে অন্নচিন্তার উদয়ে।
প্রলোভন আসি উদিল হৃদয়ে॥
প্রলোভন সহ বিষয়কামনা।
সংসারের যত সুখের কল্পনা॥
একে একে প্রাণে আসিল তখন।
হেরিয়া বিশ্বাসী ঈশা তপোধন॥
দুর্জ্জয় বিশ্বাসে ব্রহ্মকৃপাবলে।
সে সবারে জয় করে অবহেলে॥
তপন উদয়ে তমস যেমন।
হয় অপগত না রহে কখন॥
তেমনি বিশ্বাসী ঈশার জীবনে।
পাপ মোহ কাটি গেল সেই ক্ষণে॥
বহিতে লাগিল পুণ্যসমীরণ।
দেবভাব প্রাণে আসিল তখন॥
শ্রীহরির প্রেমমুখ দরশন।
করি ঈশা সুখে হইলা মগন॥
আপন নিয়তি নিজ কার্য্য ভার।
বুঝিলেন তিনি প্রাণে আপনার।
দেবনন্দনের প্রলোভন জয়।
রূপকে এরূপে প্রকাশিত হয়॥ (১)
অনাহারে দেহে ক্ষুধা তৃষ্ণা হল।
শয়তান আসি তাঁহারে কহিল॥ (২)
যদি ব্রহ্মপুত্র ঈশা তুমি হও।
বল এ প্রস্তরে, রুটি হয়ে যাও॥
শুনি মহা ঋষি কহিলা তখন।
আছে ইহা দেখ শাস্ত্রের লিখন॥
শুধু রুটী খেয়ে বাঁচেনা জীবন।
ব্রহ্মবাণী তার, জীবনের ধন॥
শুনি পুনরায় শয়তান তাঁয়।
লয়ে গেল এক মন্দিরচূড়ায়॥
যদি ঈশা তুমি ব্রহ্মপুত্র হও।
আপনারে তুমি ইথে ফেলে দাও।
আছে ইহা দেখ শাস্ত্রের লিখন।
দেবগণ তোমা করিবে রক্ষণ॥
বলিলেন ঈশা আছয়ে লিখন।
ঈশ্বরে পরীক্ষা করোনা কখন॥
পরে প্রলোভন পর্ব্বতশিখরে।
লয়ে গিয়ে ব্রহ্মতনয় বিশুরে॥
পৃথিবীর সুখ, ঐশ্বর্য্য সকলে।
দেখাইল, বলে বচন কৌশলে॥
যদি নতি পূজা করহ আমারে॥
এসকল আমি দিবহে তোমারে॥
দূরে চলি যারে পাপ শয়তান।
জান না কি আছে শাস্ত্রের বিধান॥
একমাত্র ব্রহ্মে করিবে পূজন।
এক মাত্র তাঁরে করিবে ভজন॥
শুনি প্রলোভন করে পলায়ন।
ঈশার সদনে, আসি দেবগণ।

---

(১) দেবনন্দন ঈশার প্রলোভন জয় ব্যাপারকে একটী আধ্যাত্মিক রূপকে বর্ণনা করা হইয়াছে। মহামতি বুদ্ধের মারকে জয় ও মহর্ষি ঈশার শয়তান জয় প্রায় এক প্রকার। পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মহাত্মা বুদ্ধের জীবনের উক্ত অংশ পাঠ করিলে উভয় রূপকের মর্ম্ম সহজে পরিগ্রহ করিতে পারিবেন।

(২) শয়তান কোন ব্যক্তি নহে। খৃষ্টীয়মতাবলম্বী কেহ কেহ শয়তানকে পাপের রাজা ও আকার বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা মনে করেন শয়তান ঈশ্বরের শত্রু হইয়া পৃথিবীতে মনুষ্যগণের মনে পাপ সঞ্চার করিতেছে এবং সকলকেই পাপ পথে লইয়া যাইতেছে। বাস্তবিক ইহা সত্য নহে। শয়তানের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। মনুষ্য নিজ স্বাধীন ইচ্ছাতে প্রবৃত্তির বশে পাপ করে ও তজ্জন্য দণ্ডনীয় হয়।

তাঁর সেব করে, আনন্দে মিলিয়া।
ব্রহ্মে পূজে ঈশা হৃদয় ভরিয়া॥
এইরূপ সদা সাধক জীবনে।
বিঘ্ন প্রলোভন আসে দিনে দিনে॥
অন্নচিন্তা আগে করে আক্রমণ।
কেমনে এদেহ হইবে পোষণ॥
কেমনে পালিব গৃহ পরিজন।
এই চিন্তা তাঁর এক প্রলোভন॥
এই প্রলোভনে পড়ি সাধু কত।
সংসারসাগরে ডুবে অবিরত॥
তাই যেন মোরা ঈশার মতন।
উপবাসী থাকি যদিও কখন॥
তবু অন্তরে হব না ব্যাকুল।
ব্রহ্মবাণী মোর জীবনের মূল॥
অলৌকিক কার্য্য করিতে সাধন।
দ্বিতীয় সোপানে সাধকের মন॥
প্রলোভনরূপে করি অধিকার।
ব্রহ্মে পরীক্ষিতে চাহে অনিবার॥
সাধন কণ্টক এই প্রলোভন।
ব্রহ্মবলে দূর কর অনুক্ষণ॥
তৃতীয় সোপানে, সংসারকানন।
পাতে মায়া জাল প্রলোভন নানা॥
ঘনীভূত যত পাপ সম্ভাবনা।
মানবের প্রাণে, করে আনাগোনা॥
বিকট মূরতি ধরিয়া সাধকে।
চাহে অনুক্ষণ, ফেলাতে বিপাকে॥
ব্রহ্ম উপাসনা ত্যজি মানবেরে।
সংসারসেবায় নিয়োজিত করে॥
যুগে যুগে কত সাধু ঋষিগণ।
হেন প্রলোভনে হয়েছে নিধন॥
তাই সবে যেন ঈশার মতন।
দুর্জ্জয় বিশ্বাসে বাঁধিয়া জীবন॥
ব্রহ্মবলে বলী হইয়া নিয়ত।
দেই তাড়াইয়া প্রলোভন যত।
মূর্ত্তিমান পাপ, কাল ভুজঙ্গম।
যার ভয়ে কাঁপে, স্থাবর জঙ্গম॥
দূর হ রে তুই, এই মন্ত্র বলে।
দেই তাড়াইয়া হেন পাপদলে॥
পাপযুক্ত হইলে, মানব জীবন।
সাধুসমাগম লভে কি কখন॥
হয় কি এদেহ, তনু ভাগবতী।
নিত্য ব্রহ্মলীলা, হেরে কি প্রকৃতি?
না লভিলে পুণ্য স্বভাব সুন্দর।
ব্রহ্মের দর্শন পায় কি হে নর?
না করিলে কি হে ইন্দ্রিয়বিজয়।
ব্রহ্মসম্মিলন, কভু লাভ হয়?
তাই দয়াময় করুণা করিয়া।
কর আশীর্ব্বাদ যেন প্রাণ দিয়া॥
ঈশার মতন, প্রলোভন জয়।
করি তবপদে লভি হে আশ্রয়॥

মহর্ষি ঈশার প্রচার।

অরণ্য হইতে ঈশা হইয়া বাহির।
গ্যালিলী দেশেতে যান ভক্ত মহাবীর॥
গ্যালিলীও দেশে তিনি করিয়া ভ্রমণ।
স্বরগের তত্ত্ব কথা করেন ঘোষণ॥
তাহার সুখ্যাতি ব্যাপ্ত হল চারি ভিতে।
লভিল বিশ্বাস কত জীব শতে শতে॥
বহু লোক সমবেত দেখি ঈশা ঋষি।
পর্ব্বতে উঠিয়া কন উপদেশ রাশি॥
দীনাত্মারা ধন্য বটে স্বর্গ অধিকারী।
ধন্য শোকার্ত্তেরা তারা পাবে শান্তিবারি॥

ধন্য নম্রগণ তারা পৃথিবী লভিবে।
ধর্ম্ম তরে তৃষিতেরা পরিতৃপ্ত হবে॥
ধন্য দয়াবান্ তারা করুণা পাইবে।
পবিত্র হৃদয় জন, ব্রহ্মেরে দেখিবে॥
শান্তি সংস্থাপক ধন্য, ব্রহ্মপুত্র তাঁরা।
ধর্ম্মতরে উৎপীড়িত, ধন্য বটে যাঁরা॥
অকারণে ভ্রাতা প্রতি না করিবে ক্রোধ।
করিলে বিচারে পাবে তার প্রতিশোধ॥
ভ্রাতা প্রতি দোষ তুমি কর যদি কভু।
তব দত্ত উপহার না লবেন প্রভু॥
তাই ভ্রাতা সনে শীঘ্র হও সম্মিলিত।
নতুবা বিপদ হবে জানিও নিশ্চিত॥
কামনেত্রে নারী পানে যে জন তাকায়।
সেই জন ব্যভিচারী, সংশয় কি তায়?
শপথ না করিবেক তোমরা কখন।
না বলিবে বৃথা কথা অসার বচন॥
অনিষ্টের প্রতিরোধ কভু না করিবে।
এক গণ্ডে প্রহারিলে অন্য গণ্ড দিবে॥
শত্রুগণে প্রেম তুমি করিবে নিয়ত।
অভিশাপকারী জনে কর আশীর্ব্বাদ॥
যাহারা তোমারে করে ঘৃণা অত্যাচার।
তার হিতপ্রার্থী হও চরণে পিতার॥
ঈশ্বরের মত পূর্ণ হও অনিবার।
পিতার মতন হও প্রেমিক উদার॥
লোক দেখাইয়া তুমি কপটীর মত।
ভিক্ষা দানে কভু তুমি না হইবে রত॥
গোপনে প্রার্থনা কর পিতার সদনে।
পুরস্কার দেন তিনি শুনিয়া গোপনে॥
প্রার্থনায় বৃথা বাক্য করো না ব্যভার।
এই রূপে প্রার্থনা কর পিতার দুয়ার॥
"স্বর্গস্থ জনক, ধন্য হোক তব নাম।
ধরা তলে তব রাজ্য হোক সমাগম॥
যথা স্বর্গে, সেই রূপ ধরণী উপর।
তব ইচ্ছা সম্পাদন হউক ঈশ্বর॥
অদ্য দাও আমাদের অন্ন আর জল।
ক্ষমা কর আমাদের পাতক সকল॥
পাপ প্রলোভন হতে করহ মোচন।
তব রাজ্য তব শক্তি যশ অনুক্ষণ॥"
পৃথিবীর ধন রাশি করোনা সঞ্চয়।
যথা ধন তথা মন জানিও নিশ্চয়॥
দুই প্রভু সেবা কেহ করিতে না পারে।
কেহ ব্রহ্মে পূজে কেহ পূজেহে সংসারে॥
ব্রহ্ম আর ইন্দ্রিয়ের দোঁহার সেবন।
করিবারে পারে ভবে নাহি হেন জন॥
জীবনের তরে চিন্তা কর পরিহার।
অন্ন আর বস্ত্র চিন্তা জানিও অসার॥
ঈশ্বরের স্বর্গ রাজ্যে ধরম রতন।
সর্ব্বাগ্রে তোমরা সবে কর অন্বেষণ॥
আর যাহা প্রয়োজন, পাইবে সে সবে।
কল্যকার চিন্তা ত্যাগ কর এই ভবে॥
বিচার করো না তুমি, হবে বিচারিত।
প্রার্থনা করহ ফল পাইবে নিশ্চিত॥
অন্বেষণ কর তাহার পাইবে সন্ধান।
আঘাতে খুলিবে দ্বার নহে অনুমান॥
এই রূপ বহু মূল্য উপদেশ কত।
বলিলেন জনগণে শ্রীঈশা সুব্রত॥
মেষশাবকের মত তাঁহার প্রকৃতি।
যোগী ভক্ত প্রেমিক বৈরাগী শুদ্ধমতি॥
ব্রহ্মে সদা যোগযুক্ত বিশ্বাসী প্রধান।
আমিত্বের গন্ধ তাঁহে নাহি বিদ্যমান॥
সতত পিতার ইচ্ছা পালনে তৎপর।
পবিত্র জীবন তাঁর অতি মনোহর॥
মধুর চরিত্র প্রভা উপদেশ সনে।
মিশিয়া অপূর্ব্ব ফল ধরে সে জীবনে॥

পাপী দুঃখী রোগী শোকী আহা কত জন।
লভিল বিশ্বাস আর নবীন জীবন॥
এব্রাহিম মুসা আদি যত মহাজন।
এস্রাইল দেশে ধর্ম্ম করিলা ঘোষণ॥
সে সকল বিধানের পূর্ণতা সাধন।
করিবারে করিলেন ঈশা আগমন॥
অনুষ্ঠান হতে হয় জীবন প্রধান।
ভাবশূন্য অক্ষরেতে নাশ হয় প্রাণ॥
ব্রহ্ম ইচ্ছা না পালিলে সকলি অসার।
তাহা ভিন্ন নাই কার স্বর্গে অধিকার॥
মানব ব্রহ্মের পুত্র অতি প্রিয় তাঁর।
তার তরে মুক্ত সদা প্রেমের দুয়ার॥
বিশ্বাসনয়নে জীব পুত্রের ভিতরে।
স্বর্গীয় পিতার মুখ দেখিবারে পারে॥
জগতের প্রায়শ্চিত্ত ঈশা মহামতি
ঈশার চরিত্রলাভে জীবের মুকতি॥
স্বেচ্ছাচারী হয়ে জীব আপন ইচ্ছায়।
যখন সংসার স্রোতে ভাসিয়া বেড়ায়॥
ব্রহ্ম ইচ্ছা প্রতিবাদী হইয়া সতত।
ব্রহ্মযোগ হতে জীব হয় পাপচ্যুত॥
ব্রহ্ম ইচ্ছা ব্রহ্মবাণী সেতু প্রায় হয়ে।
ব্রহ্ম সনে জীবাত্মারে দেয় মিলাইয়ে॥
ব্রহ্ম ইচ্ছা অবিরত করিবে পালন।
যদি চাও ওহে জীব ব্রহ্মসম্মিলন॥
এই রূপ নব নব উপদেশ কত।
প্রচার করেন ঈশা প্রেমে অবিরত॥
ব্রহ্মে যোগযুক্ত থাকি সতত হৃদয়ে।
লভিয়া ব্রহ্মের বাণী, ঘোষেণ নির্ভয়ে॥
অপূর্ব্ব বিশ্বাস আর তেজ পূর্ণ কথা।
শুনিয়া অবাক সবে হয় যথা তথা॥
অপবিত্র রীতি নীতি করি উল্লঙ্ঘন।
চালেন নবীন পথে ঈশা তপোধন॥
সব লোক ব্রহ্ম পুত্র জানিয়া সাদরে।
জাতি ভেদ শিরে ঈশা পদাঘাত করে॥
আপনার সুবিশাল বক্ষের ভিতরে।
ধারণ করেন ঈশা সব নারী নরে॥
আপন দ্বাদশ শিষ্যে ঈশা যশোধন।
নানা দেশে নানা স্থানে করেন প্রেরণ॥
তাঁ সবারে নানাবিধ উপদেশচয়।
বলিলেন মহা যোগী ঈশা মহাশয়॥
নিকটে স্বরগ রাজ্য এই বলি সবে।
নব ধর্ম্ম তত্ত্ব কথা সবারে শুনাবে॥
রোগ ব্যাধি দূর কর সেবক হইয়ে।
স্বর্ণ রৌপ্য আদি নাহি যাবে সঙ্গে লয়ে॥
শার্দ্দূল সমাজে শান্ত মেষের মতন।
দেখ তোমাদের আমি করিনু প্রেরণ॥
সতর্ক হইবে যথা ভুজঙ্গমগণ।
হইবে নির্দ্দোষ ঘুঘু পক্ষীর মতন॥
যদি কেহ ধৃত করি তোমাদেরে লয়ে।
উপস্থিত করি দেয় বিচার আলয়ে॥
কি জবাব দিবে তাহা আগে না ভাবিবে।
পবিত্রাত্মা পিতা তাহা সবে বলে দিবে॥
কোন চিন্তা কোন ভয় করো না কখন।
ব্রহ্মেতে নির্ভর কর শিশুর মতন॥
মোর ক্রুশসঙ্গে লয়ে, মমানুসরণ।
না করিলে মম যোগ্য নহে সে কখন॥
যে জন তোমারে করে সাদরে গ্রহণ।
আমারে গ্রহণ তারা করে অনুক্ষণ॥
করিলে গ্রহণ মোরে, প্রেরক ঈশ্বরে।
গ্রহণ করয়ে সেই প্রাণের ভিতরে॥
তোমা সবে মোর তরে জলপাত্র দিলে।
পুরস্কার লাভ তার হবে ধরা তলে॥
জনদেব কারাগারে হইল বন্ধন।
জনের মহিমা ঈশা করেন ঘোষণ॥

জননীর মত প্রেমে হইয়া বিহ্বল।
ভর্ৎসনা করেন ঈশা অবিশ্বাসী দল॥
সুমধুর স্বরে ঈশা ডাকিয়া ডাকিয়া।
প্রাণের গভীর প্রেম দেন বিলাইয়া॥
আমার নিকট এস দুঃখী তাপিগণ।
আমা দেয় তোমা সবে নিত্য শান্তি ধন॥
ঈশার চরিত্রে আর প্রচারের গুণে।
ব্যাপ্ত হয় নবধর্ম্ম ভবে দিনে দিনে॥
সে দেশের পুরোহিত শাস্ত্রকারগণ।
নব ধর্ম্ম ব্যাপ্তি দেখি হল ভীত মন॥
ঈশার মহত্ব আর চরিত্র সুন্দর।
বুঝিবারে নাহি পারে হতভাগ্য নর॥
পিতৃধর্ম্ম আর স্বার্থ হইবে বিলোপ।
এই ভাবি করে তারা ভক্তে অনুযোগ॥
ভক্ত দোষ আর তাঁর ছিদ্রানুসন্ধান।
করিতে লাগিল তারা হয়ে যত্নবান॥
শ্রীঈশার তীব্র আর যথার্থ বচন।
শেল সম বিদ্ধ করে তাঁহাদের মন।
তাঁর বাক্য ব্যবহার দেখিলে সকলে।
তাদের হৃদয় দগ্ধ হয় ক্রোধানলে॥
কিন্তু দীন দুঃখী যারা তাহারা সতত।
করিত ঈশারে প্রেম নিত্য মনোমত॥
এই রূপে পিতৃ আজ্ঞা, নূতন বিধান।
প্রচারি করেন ঈশা ব্রহ্মে মহীয়ান॥

মহর্ষি ঈশার চরিত্রের বিশেষ ভাব ও জীবনের বিশেষ লক্ষ্য।

জলন্ত অগ্নির প্রায় ঈশার জীবন।
উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ ছিল অনুক্ষণ॥
স্বর্গ রাজ্য করিবারে জগতে প্রচার।
উৎসাহে বিভোর ঈশা মন অনিবার॥
অনুতাপ আত্ম দৃষ্টি সঞ্চারে জীবনে।
আত্ম জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ হয় প্রাণে॥
বিশ্বাস বাধ্যতা প্রেম বৈরাগ্য মিলনে।
স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এ ভুবনে॥
"অনুতাপ কর স্বর্গ এইতো অদূরে।"
তাই এই তত্ত্ব জন ঘোষিলা সংসারে॥
ঈশা আসি বলিলেন সেথা হোথা নয়।
অন্তরে স্বরগ রাজ্য জানিবে নিশ্চয়॥
এই কথা প্রচারিয়া ঈশা এই ভবে।
জড় হতে চিৎ রাজ্যে লইলা মানবে॥
কেমন সে স্বর্গ রাজ্য, কিরূপে সেখানে।
পারে যাইবারে জীব ব্রহ্ম কৃপাগুণে॥
এ সকল তত্ত্ব তিনি সহজ ভাষায়।
প্রচারিয়া বিমোহিত করিলা সবায়॥
আপনি স্বর্গের প্রজা ঈশা যশোধন।
ব্রহ্ম সনে স্বর্গধামে রন অনুক্ষণ॥
পৃথিবীতে দেহ তাঁর কিন্তু আত্মা পাখী।
চিদাকাশে উড়ি সদা হয়ে চির সুখী॥
সংসারের পাপী লোক না চিনি তাঁহারে।
কত কষ্ট দেয় তাঁরে অপমান করে॥
ব্রহ্ম হ্রদে ডুবে ঈশা ব্রহ্মবাণী শুনি।
প্রচার করেন তাহা দিবস যামিনী॥
"আমি কথা নাহি বলি আমার ভিতরে।
মম পিতা কথা বলে সুমধুর স্বরে॥
শুন হে ইহুদীগণ, তোমরা সকলে।
দুজনার সাক্ষ্য লও সদা সত্য বলে॥ (১)

---

(১) ইহুদী দিগের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা আছে যে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য হইলেই কোন বিষয় নিষ্পত্তি হইতে পারে। ঈশা বলিলেন আমি ও আমার পিতা (ঈশ্বর) যাহা বলিতেছি তাহা তোমরা কেন বিশ্বাস করিবে না?

আমি আর মম পিতা বলি যে বচন ।
তাহা অবিশ্বাস কর কিসের কারণ ?
পুত্র কিছু নিজ হতে করিতে না পারে ।
পিতৃ আজ্ঞা পালে পুত্র সতত সংসারে ॥
মম ইচ্ছা পালিবারে নহেত কখন ।
কিন্তু ব্রহ্ম ইচ্ছা আমি করিতে পালন ॥
আসিয়াছি এ সংসারে শুন ভ্রাতৃগন ।
মম ইচ্ছা, মম মত, নহে কদাচন ॥
এই রূপ ব্রহ্মগত জীবন সুন্দর ।
কে কোথা দেখেছে বল অবনী ভিতর ॥
ব্রহ্মের ইঙ্গিতে ঈশা বলেন বচন ।
তাঁর প্রেরণায় কার্য্য করে অনুক্ষণ ॥
স্বর্গের দৃষ্টান্ত তিনি দেখায়ে ভূতলে ।
স্বরগের ভিত্তি স্থাপে প্রেমে অবহেলে ॥
এইতো স্বর্গের দৃশ্য, শোভা মধুময় ।
দেখিলে জুড়ায় মম তাপিত হৃদয় ॥
তাই দয়াময় হরি করি আকিঞ্চন ।
এ পাপীরে দাও এই স্বর্গীয় জীবন ॥
এই ভিক্ষা যাচি পিতা তোমার চরণে ।
প্রণিপাত করি নাথ ভক্তিযুক্ত মনে ॥

মহর্ষি ঈশার প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ, গল্পস্থলে তাঁহার উপদেশ এবং তাঁহার ব্যবহার ।

ব্রহ্মপুত্র ঈশা নিধি, ঘোষিলেন নিরবধি
অভিনব বিধান বারতা ।
উপদেশে আচরণে, প্রচারে নির্ভীক মনে
নীতি আর স্বরগের কথা ॥
আমি ব্রহ্মপুত্র বটে, আছেন ব্রহ্ম নিকটে
তিনি হন সকলের পিতা ।
তাঁহার ইচ্ছাপালনে, লভে মুক্তি নরগণে
ইহা ছাড়ি অন্য পথ কোথা ॥
ইহুদীর রাজা বলে, ইহাঁরে ঘোষে সকলে
কিন্তু নহে জড় রাজ্য তাঁর ।
অন্তর রাজ্যের রাজা, হন ঈশা মহাতেজা
অন্য রাজ্য অস্থায়ী অসার ॥
ত্যজিয়া প্রাচীন রীতি, ব্রহ্মপুত্র মহামতি
যথা তথা করেন আহার ।
পাপী দুঃখী সনে তিনি, থাকেন দিন যামিনী
কপটীরে করে তিরস্কার ॥
তাঁর অগ্নিময় কথা, শুনি পায় মনে ব্যথা
স্বার্থপর যাজক সকল ।
বধিবারে ঈশাধনে, যুক্তি করে সংগোপনে
খোঁজে সদা মারিবারে ছল ॥
কভু ছদ্ম বেশে এসে, জিজ্ঞাসে মধুর ভাষে
তব শিষ্য শনিবারে খায় ? (১)
কেহ বলে মহাশয়, তব শিষ্য সমুদয়
প্রাচীনের আজ্ঞা ঠেলে পায় ?
পেয়ে তীব্র সদুত্তর, হয়ে তারা নিরুত্তর
ম্লান মুখে গৃহে ফিরে যায় ।
না ধুইয়া হস্ত পদ, খায় অন্ন অবিরত
হেন বিধি আছয়ে কোথায় ॥
আমরা সিজারে কর, দিব কিহে ঋষিবর
কিম্বা কর দিব হে তোমারে ।
রাজদ্রোহী বলি তাঁরে, প্রতিপন্ন করিবারে
ছল করি জিজ্ঞাসে ঈশারে ॥

---

(১) ইহুদিগণ শনিবারকে পবিত্র বলিয়া মনে করেন । তাঁহাদের মতে এইবারে আহার নিষিদ্ধ ।

সিজারের প্রাপ্য যাহা, সিজারেরে দেও তাহা
(১) বলি ঈশা দিলেন উত্তর।
কেহ পুছে পুনরায়, ওহে ঈশা মহাশয়
ব্রহ্মপুত্র বল আপনারে।
তার চিহ্ন নিদর্শন, দেখিতে চাহি এখন
তাহা হলে বিশ্বাসি তোমারে॥
কেহ করি অপ্রত্যয়, বলে এ মেরী তনয়
সুত্রধর কুলে জন্ম যার।
আমাদের সনে রহে, সেই এই মশি কি হে
হেন কথা সম্ভব কি আর?
শুনি ঈশা তপোধন, বলে যত মহাজন
সব দেশে হয় সমাদৃত।
কিন্তু দেশবাসী তাঁর, আত্মীয় কুটুম্ব আর
নাহি বুঝে তাঁহার চরিত॥
যোগে ঈশা হয়ে লীন, বলিতেন অনুদিন
আমি আর মম পিতা এক।
যোগের গভীর তত্ত্ব, আধ্যাত্মিক মহা সত্য
না বুঝিয়া যাজক যতেক॥
ব্রহ্ম বলি আপনারে, ঘোষেণ ঈশা সংসারে
করি এই মিথ্যা অনুমান।
হয়ে মনে অসন্তোষ, ঘোষে নিত্য তাঁর দোষ
বিধি মতে করে অপমান॥
কিন্তু ঈশা তপোধন, নিত্য যোগী শান্ত মন
প্রেমে পূর্ণ তাঁহার হৃদয়।
শত্রু মিত্র সমভাবে, আলিঙ্গন করে সবে
পাপী তরে সদা ব্যস্ত রয়॥
পিতার আদেশ শুনি, প্রচারে দিবা রজনী
আর প্রেম বিলায় সবারে।
ব্রহ্ম ইচ্ছা কে নিবারে, বলি যাচে ঘরে ঘরে
কাঁদি ঈশা পাপীদের তরে॥

(১) মহর্ষি ঈশার সময়ে রোমান সাম্রাজ্যে সিজার নামে একজন সম্রাট ছিলেন।

গল্পচ্ছলে উপদেশ দেন তিনি সবিশেষ
সে সকল অমূল্য রতন।
স্থান পেল যার মনে, ধনী সেই মহাধনে
হল তাঁর নূতন জীবন॥
দেখি শিশু কয় জন, শিষ্যগণে ঈশা কন
স্বর্গ রাজ্য এদের মতন।
ক্ষুদ্র শিশু না হইলে, প্রবেশিতে স্বর্গ স্থলে
পারে বল আছে কোন জন?
এক জন আসি কয়, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কিবা হয়
বলিলেন শ্রীঈশা তাঁহারে।
তব প্রভু ব্রহ্ম ধনে, ভালবাস নিশি দিনে
সর্ব্ব মন প্রাণ সহকারে॥
এই তো প্রথম বিধি, পাল সবে নিরবধি
দ্বিতীয় বিধান এই আর।
আত্মবৎ প্রীতি কর, মানবেরে নিরন্তর
এই দুই সর্ব্ব ধর্ম্ম সার॥
এক দিন এক নারী, কলঙ্কিনী ব্যভিচারী
উপস্থিত ঈশা সন্নিধান।
বলিল সকলে তাঁরে, প্রহার করুণ এরে
এই নারী পাপ মূর্ত্তিমান॥
হইয়া অধোবদন, বলিলা ঈশা তখন
তোমাদের মধ্যে যেই নর।
নিষ্পাপ নির্দ্দোষ অতি, সেই এই নারী প্রতি
ইচ্ছে যদি দণ্ড দান কর।
সমাগত লোক যত, শুনি বাক্য অর্থযুত
আত্ম দৃষ্টি জন্মিল সবার।
পাপী জানি আপনারে, সবে চলে যায় ঘরে
নারী রহে নিকটে ঈশার॥
দেখি তারে একাকিনী, বলে ঈশা গুণমণি
যাও, পাপ করোনা কখন।
ঈশার করুণা হেরি, পাপদগ্ধা সেই নারী
অনুতপ্ত হইল অন্তরে॥

বিশ্বাস জন্মিল মনে, তজি পাপ প্রলোভনে
ধর্ম্মপথে আনন্দে বিহরে।
হরে রে প্রেমের রীতি, যাহাতে পাষাণ হৃদি
গলে হয় জলের মতন।
শত্রুতা নাহিক রয়, পাপী পুণ্যবান হয়
হেন প্রেম স্বর্গীয় রতন॥
ঈশার হৃদয় নদী, বহিতেছে নিরবধি
প্রেমসিন্ধু পানে অবিরত।
সে প্রেম সলিল পান, করিলে জুড়ায় প্রাণ
ভেদ জ্ঞান হয় পরাহত।
ঈশার সম্বন্ধ যত, ব্রহ্ম সনে নিয়োজিত
অন্য কিছু ছিল না তাঁহার।
ব্রহ্মের সন্তান বলে, ভ্রাতৃ জ্ঞানে নরকুলে
সদা ঈশা করিত আদর।
ব্রহ্মের ইচ্ছা পালন, নাহি করে যেই জন
সম্বন্ধ নাহিক তার সনে।
"পিতৃ ইচ্ছা পালে যেই, মম মাতা ভ্রাতা সেই"
ঈশা ইহা বলে অনুক্ষণে।
সতত ব্রহ্ম সদনে, একান্ত সরল মনে
প্রার্থনা করিতে শিষ্যগণে।
তাহাদের সনে মিসি, শিখালেন ঈশা ঋষি
বাক্য আর নিজ আচরণে॥
ত্রিশবর্ষে নবযোগী, আত্মত্যাগী অনুরাগী
আরম্ভিলা করিতে প্রচার।
সার্দ্ধ তিন বর্ষ ধরি, প্রচারে হুঙ্কার করি
নূতন বিধান সমাচার॥
অপূর্ব্ব বিশ্বাস তাঁর, বুঝিতে না পারি আর
বহু লোক বিরোধী হইল।
যাজক শিক্ষিত দল, মিলিত হয়ে সকল
তাঁরে দুঃখ দিতে আরম্ভিল॥
যে দেশে হয় যখন, বিধানের আগমন
তখনি বিরোধী দল তার।
পূর্ণচন্দ্রে রাহু প্রায়, গ্রাসিবারে সদা চায়
তক্তপ্রতি করে অত্যাচার॥
ঈশার কোমল প্রাণ, পাপি দুঃখে ম্রীয়মাণ
হায় হেন শ্রীঈশা রতনে॥
অবিশ্বাসী পাপিগণ, করিলেক উৎপীড়ন
হেন দুঃখ সহিব কেমনে?
সুগন্ধ চন্দন যথা, ঘষিত হ'লে সর্ব্বথা
করে তত সুরভি বিস্তার।
তেমতি ঈশা জীবন, সহি দুঃখ উৎপীড়ন
সাধে সদা পর উপকার॥
ধন্য পিতা কৃপাবান, ধন্য পুত্র ভাগ্যবান
ধন্য দেশ জন্মভূমি তাঁর।
হেন পুত্র প্রসবিনী, ধন্যা মেরী মা জননী
ধন্য এই মরত সংসার॥

মহর্ষি ঈশার শেষ জীবন।

বলিলেন ঈশা দেব প্রিয় শিষ্যগণে।
পিষ্টক উৎসব শেষ হলে দুই দিনে॥ (১)
ব্রহ্মপুত্র হইবেন শত্রুহস্তগত।
করিবেক তারা ক্রুশে ঈশারে নিহত॥
এদিকে যাজক দল শিক্ষিত প্রধান।
কায়েফাস গৃহে সবে করিল প্রয়াণ॥ (২)
ছল ধরি ব্রহ্মপুত্রে করিতে নিধন।
পরামর্শ করে যত প্রতিবাদিগণ॥
ঈশার দ্বাদশ শিষ্য মধ্যে একজন।
জুডাস নামেতে যেই বিখ্যাত ভুবন॥

---

(১) মহাত্মা মুশার মিসর হইতে লোহিত-সাগর ব্রহ্মকৃপায় পার হইয়াছিলেন, এই ঘটনা স্মরণার্থ ইহুদিদিগের মধ্যে একটী উৎসব আছে, তাহাই এই পিষ্টক উৎসব।

(২) Caiphas ইহুদিদিগের প্রধান ধর্ম্ম-যাজক ছিলেন।

বিষয়ে আসক্ত ছিল তাহার হৃদয়।
ঈশা রাজা হলে মন্ত্রী হবে নীচাশয়॥
এই আশা করি আসি ঈশার সদন।
অর্থলোভে করেছিল শিষ্যত্ব গ্রহণ॥
কিন্তু দেখিবারে পায় জুডাস পামর।
ঈশার রাজ্যের প্রজা স্বর্গের অমর॥
ধন মান দূরে থাক থাকিবার ঘর।
নাহিক ঈশার আহা অবনী ভিতর॥
শৃগালের গর্ত্ত আছে, পক্ষীর কুলায়।
কিন্তু স্থান নাহি কোথা দেবপুত্র পায়॥
গরীব সন্ন্যাসী ঈশা পথের কাঙ্গাল।
গৃহ পরিবার নাই হালছে বেহাল॥
হেন ঈশা হতে যেবা পার্থিব সম্পদ।
অভিলাষ করে তার বড়ই বিপদ॥
আপনার ধন আশা হইল বিফল।
দেখি জুডাসের চিত্ত হইল বিকল॥
ধন লোভে পিপাসিত হইয়া তর্য়াতে।
শত্রুদলে গিয়া কহে অতি হৃষ্ট মতি॥
ঈশারে ধরিয়া যদি আমি দিতে পারি।
কি দিবে আমারে তবে বল সত্য করি॥
ত্রিশ রৌপ্য মুদ্রা দিব এ কার্য্য সাধনে।
করহ সাধন কার্য্য তুমি প্রাণপণে॥
তদবধি ঈশাধনে ধরিবার তরে।
জুডাস হইল রত সানন্দ অন্তরে॥
এদিকে শ্রীঈশা বুঝি নিয়তি আপন।
জীবনের শেষ কার্য্য করেন সাধন॥
তাঁহার দ্বাদশ শিষ্য আহারের স্থলে।
ঈশা সহ সম্মিলিত হইলে সকলে॥
বলিলেন তোমাদের মাঝে এক জন।
করিবেক শত্রুহস্তে আমারে অর্পণ॥
শিষ্যগণ মধ্যে কেহ শোকাকুল মনে।
ঈশারে জিজ্ঞাসা করে বলহ এক্ষণে॥
আমি কি শত্রুর হস্তে তোমার জীবন।
ওহে প্রভো বল কিহে করিব অর্পণ?॥
শুনি বলিলেন ঈশা মোর সহকারে।
এক পাত্রে যেই জন নিযুক্ত আহারে॥
সেই শত্রু হস্তে মোরে করিবে অর্পণ।
শুনিয়া জুডাস বলে আমি কি সে জন?
ঈশা বলে তুমি সত্য বলেছ বচন।
পালিতে পিতার ইচ্ছা মানব নন্দন।
ব্রহ্মের আদেশে দান করিবে জীবন॥
কিন্তু দুঃখ তাঁর হায় যাহার কারণ।
শত্রুহস্তে ব্রহ্মপুত্র হয় সমর্পণ॥
ভাল ছিল যদি সে না জন্মিত ভবে।
তাহারে বিধান দ্রোহী বোলিবেক সবে॥
এই কথা বলি ঈশা নিজ শিষ্যগণে।
রুটি জল দিয়া বলে মধুর বচনে॥
এই রুটি দেহ মোর, শোণিত পানীয়।
গ্রহণ করিয়া মোরে রাখ স্মরণীয়॥
আহা কি অপূর্ব্ব তত্ত্ব, অমূল্য বচন।
বলিলেন শিষ্যগণে ঈশা তপোধন॥
ঈশার চরিত্র তাঁর শোণিত পিশিত।
যাহাতে ঈশার আত্মা নিত্য সঞ্জীবিত॥
ঈশার পবিত্র শুদ্ধ চরিত্র সুন্দর।
আপন স্বভাবে সবে পরিণত কর।
অন্ন পান রূপে নিত্য ঈশার চরিত।
গ্রহণ করিয়া প্রাণ কর সঞ্জীবিত॥
করিয়া ঈশাত্ব লাভ, ক্ষুদ্র ঈশা হয়ে।
ঈশার মতন সদা পূজে দয়াময়ে।
বাহ্য পূজা কিম্বা তাঁর বাহ্য সমাদর।
নাহি চান কভু সেই ব্রহ্মভক্ত নর॥
যে পালে পিতার ইচ্ছা ঈশার মতন।
সেই পারে স্বর্গধামে করিতে গমন॥
না হলে ঈশার মত, স্বরগের দ্বারে।

সবাকার তরে রক্ত রহে অনিবার ॥
তাই প্রতিদিন যবে অন্ন জল খাও।
কৃতজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মে ধন্যবাদ দাও ॥
ঈশা সহ সম্মিলিত হইয়া জীবনে।
তার রক্ত মাংস পান কর প্রতিদিনে ॥
তাঁহার চরিত্র যেন চরিত্রে তোমার।
মিশিয়া উভয়ে যেন হয় একাকার ॥
এইরূপ উপদেশ দিয়া শিষ্যগণে।
ওলিভ পর্ব্বতে ঈশা যান কুঞ্জ বনে ॥
তথা হতে অন্য স্থানে করিয়া গমন।
শিষ্যগণে বলিলেন ঈশা তপোধন ॥
তোমরা অপেক্ষা কর আমি সংগোপনে।
প্রার্থনা করিব এবে পিতার সদনে ॥
এত বলি ঈশা নিধি বিরলে বসিয়া।
প্রার্থনা করেন ব্রহ্মচরণে পড়িয়া ॥
"যদি এবে ইচ্ছা হয় ওহে প্রাণেশ্বর।
এই পান পাত্র (১) তুমি কর স্থানান্তর ॥
কিন্তু মম ইচ্ছা নহে, তব ইচ্ছা পিতঃ।
পূর্ণ হোক, কর তব ইচ্ছা হে যে মত ॥
এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনানন্তর।
ব্রহ্ম ইচ্ছা জানিলেন যিশু গুণধর ॥
বলিলেন শিষ্যগণে, শত্রু হস্তগত।
হইবার কাল মোর এবে সমাগত ॥
চল যাই এই কথা বলিতে বলিতে।
বহু লোক সহ জুডা এলা আচম্বিতে ॥
বলিল জুডাস আমি চুম্বিব যাঁহারে।
ঈশা বলি ধৃত সবে করিবে তাঁহারে ॥
এত বলি জুডা আসি বলিল ঈশারে।
কেমনে আছহে প্রভো বলহ আমারে ॥
এই কথা বলি তাঁরে করিলা চুম্বন।
[illegible] ও ঈশা তারে বলিলা তখন।
ওহে বন্ধু কেন তুমি আসিলে হেথায় ?
শুনিয়া বিরোধী দল আসিয়া তথায় ॥
ধৃত করি লয়ে চলে মহাত্মা ঈশারে।
দেখি তার সঙ্গী এক তীক্ষ্ণ তরবারে ॥
যাজক ভৃত্যের কর্ণ করিল ছেদন।
শুনি তারে বলিলেন শ্রীঈশা তখন ॥
কোষমধ্যে রেখে দাও, তব তরবারী।
অস্ত্র যাতে মরিবেক যত অস্ত্রধারী ॥
জান না কি যদি আমি পিতার সদন।
চাহি তবে পেতে পারি সৈন্য অগণন ॥
কিন্তু করিবার ব্রহ্মবিধান পূরণ
করিতেছি আমি এত নৃশংস লাঞ্ছন।
[illegible]
ব্রহ্ম ইচ্ছা পূর্ণ করা জীবনের সার ॥
মেষ শাবকের মত নির্দোষ জীবন।
[illegible] লয়ে যায় করিতে নিধন ॥
দয়া ক্ষমা তাঁর প্রাণ করে সুশোভিত।
দেখিলে শুনিলে মন হয় বিমোহিত ॥

মহর্ষি ঈশার বিচার এবং ক্রুশে তাঁহার প্রাণত্যাগ।

ঈশা অরিগণ, ধৃত করি তাঁরে
কায়েফাস্ গৃহে লয়। (১)
তথায় যাজক, শিক্ষিত প্রধান
সম্মিলিত হয়ে রয় ॥
প্রতিবাদী দল, বঞ্চক কুটিল
অবিশ্বাসী স্বার্থপর।

---

(১) উপস্থিত ভয়ানক মুহূর্ত্তকে তিনি পান পাত্র বলিয়াছেন।

(১) কায়েফাস্ ইহুদীদিগের প্রধান ধর্ম্ম যাজক ছিলেন।

ঈশারে বধিতে করে কুমন্ত্রণা
পাপ মনে নিরন্তর॥
ঈশার বিরুদ্ধে, মিথ্যাসাক্ষী সব
সংগ্রহের যত্ন করে।
না পাইয়া আর, দুটী মাত্র সাক্ষী
আনে বিচারের তরে॥
বলিল তাহারা, এই লোক বলে
ব্রহ্মের মন্দির ভাঙ্গি।
ভাঙ্গিয়া আবার, তিনদিন মাঝে
প্রস্তুত করিতে জানি॥
শুনিয়া তখায়, প্রধান যাজক
বলে দাঁড়াইয়া তাঁরে
সাক্ষিগণ কথা, শুনিলে এখন
কি বলিবে প্রত্যুত্তরে॥
শুনি ঈশানিধি, রহিলা নিরব
দেখি সে যাজক পুন।
জীবন্ত ব্রহ্মের, নামেতে তোমারে
বলিতেছি তুমি শুন॥
বল সত্য করে, তুমি কিহে খৃষ্ট
ব্রহ্মের প্রিয় নন্দন।
বলিলেন ঈশ, তব কথা সত্য
আমি খৃষ্ট মহাজন॥
শুনিয়া যাজক, বলিল তখন
আর কি শুনিতে চাও।
দেব নিন্দা করে, দেখ এই লোক
শুনেছ কি নাহি পাও?
কি বল তোমরা, বলিলে যাজক
বলিল দর্শকগণ।
মহা অপরাধে, দোষী এই নর
করহে এরে নিধন॥
তার পরে সব, অবিশ্বাসী দল
ঈশার পবিত্র দেহে।

কেহ থুথু দেয়, কেহ চড় মারে
কেহ ঠাট্টা করি কহে॥
খৃষ্ট মহাশয়, না দেখিয়া বল
কে মারিল তোমা এবে।
এইরূপ নানা, অকথ্য যন্ত্রণা
ঈশারে দিলেক সবে॥
যাঁহার চরিত্র, পরম পবিত্র
নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র হেন।
যাঁহার বিশ্বাস, অচল সমান
বৈরাগ্য অনল যেন॥
যাঁহার হৃদয়ে, বহে অবিরত
সুনির্ম্মল প্রেমনদী।
যে প্রেম সলিলে জীবের হৃদয়
ধৌত হয় নিরবধি॥
এহেন ঈশারে, প্রতিবাদিগণ
কত না যন্ত্রণা দেয়।
নীরবে সে দুঃখ, ব্রহ্মের নন্দন
প্রেমেতে সকলি সয়॥
রজনী প্রভাতে, তাহারা সকলে
যুক্তি করি বধিবারে।
বাঁধিয়া ঈশারে, লয়ে গেল তাঁরে
শাসন কর্ত্তার দ্বারে॥
এদিকে জুডাস, বিশ্বাস ঘাতক
নিজ পাপ কর্ম্ম স্মরি।
অনুতাপানলে, দগ্ধ হয় এবে
কাঁদে হায় হায় করি॥
'পাপেতে মজিয়', হায় কি করিনু
নির্দ্দোষী গুরুর প্রাণ।
বধিলাম আমি, ধিক্ এজীবন
কে পাপী মম সমান॥
ভাবিয়া এ সব, ব্যাকুল হৃদয়ে
বলে সে যাজকগণে।

"নির্দোষীরে আমি, দিয়াছি ধরিয়া
পাই ঘোর কষ্ট মনে ।"

এত বলি সেই, ত্রিশ রৌপ্য মুদ্রা
মন্দিরে নিক্ষেপ করি ।

স্থানান্তরে গিয়া, আত্মহত্যা করে
দিয়া নিজ গলে দড়ি ॥

হায়রে জুডাস, কেন প্রলোভনে
মজিয়া এ হেন কাজ ।

করি আপনার, মস্তকে এরূপ
হানিলি বিষম বাজ ॥

কিন্তু ধন্য তোরে, অনুতাপ শেষে
পাপিষ্ঠ ও পাপ হলে ।

বিধানদ্রোহের, প্রায়শ্চিত্ত হল
প্রভুর বিধান মতে ।

পাইলেট (১) কাছে, দাঁড়াইলে ঈশা
জিজ্ঞাসে পাইলেট তাঁরে

ইহুদির রাজা, তুমি কিহে ঈশা
সত্য করি কহ মোরে ॥

যথার্থ বলেছ, বলিল তাঁহারে
করে ঈশা প্রত্যুত্তর ।

কিন্তু বিরে ধীর, অভিযোগ স্থানে
না দিলা কোন উত্তর ।

বিচার করিয়া, বলে পাইলেট
কিবা অপরাধ এর ।

নির্দোষী জীবন, করিলে নিধন
হইবে পাতক ঢের ॥

কিন্তু অতঃপর, যাজকের দল
ঈশা বধে দৃঢ় মন ।

বলে উচ্চস্বরে, ক্রুশে বিদ্ধ করি
বধহ এর জীবন ॥

ভীরু পাইলেট, জনগণ ভয়ে
ঈশাধনে বধিবারে ।

করিয়া আদেশ বলিল আমার
দোষ নাই এ ব্যাপারে ॥

স্বাধীনতাহীন, ভীরু বিচারক
স্রোত মাঝে তৃণ প্রায় ।

ভয়ের তরঙ্গে, নিয়ত সেজন
ইতস্ততঃ ভেসে যায় ॥

ন্যায় জলাঞ্জলি, দেয় অবহেলে
বিবেক লঙ্ঘন করে ।

নির্দোষীর ক্ষতি, দোষীর নিষ্কৃতি
করে ভয় লোভ ভরে ॥

ধন্য সেই দেশ, সাধু বিচারক
দৃঢ়নিষ্ঠ ন্যায়বান্ ।

যথায় বিরাজে, স্বরগ সেখানে
আছে নিত্য বিদ্যমান ॥

অবিবেকী জন, বিচার আসন
কলঙ্কিছে নিরন্তর ।

অন্যায় বিচারে, কত না দুর্দ্দশা
হইতেছে পৃথিবীর ॥

জগতের স্বামী, ন্যায়বান্ ভূপ
ন্যায়ে তাঁর অতি প্রীতি ।

ন্যায়ের বিধান, করিলে লঙ্ঘন
দণ্ড দেন সবে অতি ।

যে দেশে যখন, ন্যায়ের বিধান
লঙ্ঘন করয়ে নর ।

তখনি ব্রহ্মের, হয় সমাগত
ন্যায় দণ্ড ভয়ঙ্কর ॥

বিধাতার প্রিয়, ইহুদী জাতির
কত শত নরনারী ।

ন্যায়ের বিধান, করি উলঙ্ঘন
দণ্ড পায় সবে ভারি ॥

---

(১) পাইলেট প্রধান বিচারকর্ত্তা ।

ঘোর অবিচারে, পবিত্র ঈশারে
ইহুদীরা দণ্ড দিল।
পৃথিবী যাহার, দেখে নাই পাপ
তার হেন দশা হল ॥
বিশ্বাস বাধ্যতা, আত্মত্যাগ প্রেম
সবার পরীক্ষা তরে।
জগতের হিত, সাধিতে ঈশ্বর
তনয়ের প্রাণ হরে ॥
ধন্য জগদীশ, ধন্য পুত্র তব
আশ্চর্য্য বিধান হরি।
শুনি একাহিনী, জীব সমুদয়
যায় ভববারি তরি ॥

মহর্ষি ঈশার প্রাণনাশ।

সৈন্যগণ যত ঘেরিয়া তাঁহারে।
করে অপমান অশেষ প্রকারে।
তাঁহার বসন, করি উন্মোচন।
রক্তিম পোষাক পরায় ঈশারে।
কণ্টক মুকুট দেয় তাঁর শিরে ॥

যষ্টিখণ্ড এক দিয়া তাঁর করে।
ঠাট্টা করি যত সৈনিকনিকরে ॥
জানুদ্বয় পাতি, করিয়া প্রণতি।
বলে ধন্যবাদ ইহুদী ভূপেরে।
কি আশ্চর্য্য রূপ ঈশা ভূপবরে ॥

এত বলি তারা খুলিয়া বসন।
পুনঃ ছিন্ন বস্ত্র পরায় তখন।
যষ্টি লয়ে করে, শ্রীঈশার শিরে।
করয়ে প্রহার হতভাগাগণ।
কত না যাতনা পেল ঈশাধন ॥

গোলগোথা (১) লয়ে, ক্রুশের উপর।
স্থাপিল তাহারা সে দেহ সুন্দর।
দুই হাতে পদে পেরেক দিয়া বিঁধে।
ঝুলাইল তারে, যতেক পামর।
দেখিয়া এদৃশ্য কাঁদে ভক্তনর ॥

ক্রুশ পরে ঈশা প্রেমিক সুন্দর।
শোণিতপ্রবাহে সিক্ত কলেবর।
পুষ্পে সুশোভিত, পলাশের মত।
শোভিছে আমরি কিবা মনোহর।
দেখিছে সে দৃশ্য স্বর্গীয় অমর।

দেখেনি পৃথিবী এদৃশ্য কখন।
হায়রে এদৃশ্য অমর ভূষণ।
স্বরগের শোভা, দেব মনলোভা।
পারে কিহে কেহ কহিতে বর্ণন?
বিস্ময়ে হৃদয়, হয় নিমগন ॥

নিজ দুঃখে ঈশা নহেন কাতর।
পাপি দুঃখে তাঁর বিদরে অন্তর।
বিরোধীর প্রতি, সুমধুর প্রীতি।
হৃদয়ে তাঁহার বহে নিরন্তর।
দেখিয়া মুগধ স্বর্গের অমর ॥

শত্রু মিত্রে সদা সমভাব তাঁর।
সুখ দুঃখে তাঁর, নাহিক বিকার।
যেমন বচন, তেমনি জীবন।
মনে মুখে তিনি একই প্রকার।
এহেন জীবন, কোথা আছে আর?

---

(১) যে স্থানে মহর্ষি ঈশাকে হত্যা করা হয় তাহার নাম গোলগাথা।

পিপাসায় যবে, শুষ্ক কণ্ঠ প্রায়।
হেন কালে ঈশা, কিছু জল চায়।
পাষাণ হৃদয়, শত্রু সমুদয়।
তিক্ত দ্রব্য তাঁরে, দেয় তারা হায়।
হেন নিষ্ঠুরতা কে দেখে কোথায়?

কিন্তু প্রেম ভরা ঈশার জীবন।
পাপীতরে সদা করিছে রোদন।
ভুলি উৎপীড়ন, শ্রীহরি সদন।
করেন প্রার্থনা তাদের কারণ।
করিছে যাহারা তাঁহারে নিধন।
"ওহে পিতা তুমি, হইয়া সদয়।
ক্ষমহ এদের অপরাধচয়।
হয়ে আত্মহারা, জানে না ইহারা।
করিছে কি পাপ ওহে প্রেমময়।
তাই ক্ষমা কর হইয়া সদয়।"

ক্ষণেকের তরে ব্রহ্ম অদর্শন।
হইলে শ্রীঈশা বলেন তখন।
"দয়াময় পিতা, রহিলে গো কোথা।
কেন তুমি মোরে ত্যজিলে এখন।"
হেন কালে ব্রহ্ম দিলা দরশন॥

"শেষ হল পিতঃ এবে জীবন আমার
অর্পিলাম তব করে এ আত্মার ভার।
বলি ঈশামণি করি হরিধ্বনি।
স্বর্গ ধামে তিনি, প্রবেশে আবার।
মহানন্দে পূর্ণ হল স্বর্গ দ্বার।

পৃথিবীর মুখ হইল মলিন।
শিষ্যগণ কাঁদে হয়ে দীনহীন।
পুত্র গুণমণি, হারায়ে জননী।
কাঁদে মেরী মাতা হয়ে অনুদিন।
বিশ্বাসীর আশা হইলেক ক্ষীণ॥

ওহে লীলাময় শ্রীহরি তোমার।
কি অপূর্ব লীলা বুঝে সাধ্য কার।
ঈশার জীবন, তার নিদর্শন।
তোমার বিধান অতি চমৎকার।
তুমি ধন্য পিতঃ, লীলার আধার॥

আমরা কি পিতঃ, ঈশার মতন।
তব ইচ্ছা ভবে করিতে সাধন।
আপন জীবন, দিয়ে বিসর্জ্জন।
সকলে ছেদিয়া সংসার বন্ধন।
লভিব তোমার সনে সম্মিলন॥
পৃথিবীর দুঃখ বিঘ্ন প্রলোভনে।
পালিলাম তব ইচ্ছা এজীবনে।
দিয়া সাক্ষ্যদান, তব হস্তে প্রাণ।
সমর্পিব পিতঃ, সংসারকাননে।
এ হেন সৌভাগ্য হবে কি জীবনে॥

ঈশা সনে মিলি ঈশায় লভিব।
আমিও স্বামির সব পাশরিব॥
শত্রু মিত্রজনে, ভালবাসি মনে।
তব ইচ্ছা নাথ সতত পালিব।
এহেন সুদিন নাথ কবে নিরখিব॥

তোমাতে আমাতে রবে না বিচ্ছেদ।
স্বর্গে ধরা হলে না রবে প্রভেদ।
তব পুত্র হয়ে, তোমার হৃদয়ে।
অমরাত্মা সনে, থাকিব নিয়ত।
জীবনে আনন্দ হইবে গো কত॥

মহর্ষি ঈশার জীবনের প্রভাব বিস্তার বা পুনরুত্থান (১) এবং অন্য কতিপয় বিষয়।

বিধানের প্রতিবাদী মানব সকল।
ভেবেছিল ব্রহ্মইচ্ছা হইবে নিষ্ফল॥
বিধানের দাবানল হইবে নির্ব্বাণ।
লয় পাবে এই ভবে পুণ্যময় বিধান॥
কিন্তু নাহি জানে অল্প মতি জীবগণ
নাহি হয় কোন দিন সত্যের মরণ॥
ব্রহ্ম ইচ্ছা মহাশক্তি দুর্জ্জয় অক্ষয়।
কিছুতে তাহার নাশ কভু নাহি হয়॥
কভু বেগবতী মহা স্রোতস্বিনী মত।
অন্তর বাহিনী কভু ফল্গু যে মত॥
বহিছে বিধান স্রোত এই ধরা মাঝে।
সাজিছে জগত আহা অপরূপ সাজে॥
হেন সাধ্য আছে কার এ ভব সংসারে।
বিধান জলধিস্রোত রোধিবারে পারে॥
জলন্ত অনল মাঝে পতঙ্গের প্রায়।
বিধানে পড়িয়া জীব আমিত্ব হারায়॥
ঘোর প্রতিবাদিগণ বিধান আহবে।
হয় পরাজিত ধৃত বিধান প্রভাবে॥
বিধানের প্রবর্ত্তক সাধু মহাজনে।
চিনিতে না পারি যারা বধিল জীবনে॥
থাকিতে ভকত এই দেহে বর্ত্তমান।
না করিল যারা তাঁর ধরমে সম্মান॥
তাঁর প্রভাবে তারা হ'ল সচেতন।
শত্রু ভাবে মিত্রভাবে তাঁহার জীবন॥
অনুধ্যান করে সদা, পবিত্রাত্মা হরি।
পাইয়া সুযোগ তার প্রাণ করে চুরী॥
বিরোধী বিশ্বাসী হয় শ্রীহরিকৃপায়।
শ্মশানে উদ্যান হয় তাঁর মহিমায়॥
গোলাপ চামেলী গন্ধ বহিয়া পবন।
দেশ দেশান্তরে যথা করে বিতরণ॥
তেমনি ভকত সখা পবিত্রাত্মা হরি।
দেশে দেশে ল'য়ে যান ভক্ত কোলে করি॥
ভক্ত কোলে ভগবান নিরখি সকলে।
বিধান গ্রহণ করে জীব দলে দলে॥
ভকতের দেহ হয় মাটীতে বিলীন।
কিন্তু তাঁর আত্মা নহে মৃত্যুর অধীন।
মাটীর শরীর যায় মাটিতে মিশিয়া।
আত্মার প্রভাব পুন উঠয় জাগিয়া॥
পুনরুত্থান এ ভবে ভকত
করি প্রচারেন পুন বিধান নিয়ত
এই ভাবে শ্রীঈশার চরিত্র সুন্দর।
বিধানের তত্ত্ব কথা ঘোষে নিরন্তর।
দেহ বিদ্যমানে ঈশা নিজ শিষ্যগণে।
বলিয়াছিলেন তিনি মধুর বচনে॥
আমি গেলে পবিত্রাত্মা শ্রীহরি আসিয়া।
নেতা হ'য়ে দিবে সবে পথ দেখাইয়া॥
এই বাক্যে শিষ্যগণ করিয়া প্রত্যয়।
মেরী সহ পেন্টিকষ্টে (১) সম্মিলিত হয়॥
উপবাস প্রার্থনাদি করিয়া সতত।
পবিত্রাত্মা তরে কাল কাটে ভক্ত যত॥
দয়াময় কৃপা করি পবিত্রাত্মা হয়ে।
অবতীর্ণ হইলেন ভকত হৃদয়ে॥

(১) বাইবেল গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে মহর্ষি ঈশার মৃত্যুর পর তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। তিনি তিন দিন সমাধিতে থাকিয়া পুন জীবিত হইয়া সমাধি হইতে উত্থান করেন। ইহাকেই পুনরুত্থান বলে। এইটী একটী রূপক মাত্র।

(১) একটী পর্ব্বের নাম। এই পর্ব্বোপলক্ষে একত্রিত হন।

ব্রহ্মের প্রভাবে পূর্ণ হ'য়ে ভক্তগণ
করিতে লাগিলা ধন্য জগতে ঘোষণ ॥
শ্রীহরি আপনি হ'য়ে নেতা সবাকার।
করিতে লাগিলা ভবে বিধান প্রচার ॥
সল নামে একজন খ্রীষ্ট প্রতিবাদী।
বিশ্বাসীরে অত্যাচার করে নিরবধি ॥
খ্রীষ্টের প্রেরিত আর বিশ্বাসী সুজনে।
কতকষ্ট দেয় সেই নানা উৎপীড়নে।
কিন্তু শ্রীহরির লীলা আশ্চর্য্য ব্যাপার।
তাঁহার কৃপায় সেই পাপীর সঞ্চার ॥
লভিয়া চৈতন্য আর নূতন জীবন।
বিশ্বাসীর দলভুক্ত হ'ল সেইক্ষণ ॥
পল নাম ধরি সল আপন জীবন।
বিধান প্রচার তরে করে সমর্পণ ॥
ব্রহ্ম হস্তে যন্ত্র হ'য়ে পল মহাশয়।
দেশে বিদেশে ঘোষে বিধান বিজয় ॥
ঈশার অপর শিষ্য দ্বাদশ সুজন।
বিশ্বাসী বৈরাগী ভক্ত সাধু মহাজন ॥
পুত্রের মহাবিধি করিয়া প্রচার।
নানা কষ্টে ত্যজিলেন অনিত্য সংসার ॥
এইরূপে নরলীলা করিয়া শ্রীহরি।
জীবগণে মুক্তিধন দিলেন বিতরি।
শুনিলে বিধান কথা, সাধু পাপী নর।
শ্রীহরি কৃপায় হয়, স্বর্গের অমর ॥
করিয়া ঈশাত্ব লাভ, ব্রহ্মপিতা সনে।
যোগযুক্ত হয় জীব অনন্ত মিলনে ॥
এ হেন বিধান যেই প্রাণ পাতি লয়।
সেই জন ধন্য ইথে নাহিক সংশয় ॥
ধন্য দয়াময় পিতঃ! তোমার করুণা।
যাহে হ'ল এই ভবে বিধান ঘোষণা ॥
শ্রীপদে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করি।
আনন্দ দিনে বল শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি ॥

মহর্ষি ঈশা কে?

ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মভক্ত ঈশা মহাশয়।
মানব কুল পাবন, মেরীর তনয় ॥
আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ধার্ম্মিক প্রধান।
বিধানের প্রবর্ত্তক, বিশ্বাসী মহান ॥
"ব্রহ্মের ইচ্ছা পালন" তাঁর সত্য নাম।
যে চলে এ পথে তার পূর্ণ মনস্কাম ॥
তাঁর আত্মা ব্রহ্মজাত চিন্ময় শকতি।
ক্ষণ কিন্তু ব্রহ্ম সহ যোগযুক্ত অতি ॥
জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, তিনি ব্রহ্ম হ'তে পান।
সূর্য্যরশ্মি লাভে চন্দ্র যথা জ্যোতিষ্মান ॥
যে দেশে যে কালে যত মানব নিকর।
হয়েছেন ব্রহ্ম ইচ্ছা পালনে তৎপর ॥
সবার আত্মাতে ঈশা করেন বিহার।
ভাব রূপে অনুক্ষণ ব্রহ্মের কুমার ॥
ব্রহ্ম প্রেম ভ্রাতৃ প্রেম দুই প্রেম নদী।
ঈশাতে মিলিত ভাবে আছে নিরবধি ॥
এবংক্রমে ব্রহ্ম সত্য হ'ল প্রকাশিত।
বিশ্বাসে যে মহাবীর হলেন চালিত ॥
জ্ঞান রূপে ব্রহ্মে মুসা করেন দর্শন।
দাউদে অনন্ত ভাব হয়েছে স্ফুরণ ॥
সুনির্ম্মল ব্রহ্ম প্রেম অতি সুধাময়।
ঈশার জীবনে এবে প্রকাশিত হয় ॥
ঈশার চরিত্র যদি লভিবারে চাও।
ব্রহ্ম প্রেমে ভ্রাতৃ প্রেমে পরিপূর্ণ হও ॥
পবিত্রাত্মা শ্রীহরির করুণা ব্যতীত।
না পারে লভিতে কেহ ঈশার চরিত্র ॥
হরিপদে প্রাণমন বিকাইয়া সবে।
ঈশা সহ সম্মিলন লাভ করি ভবে ॥
এই ভিক্ষা করি নাথ তোমার চরণে।
প্রণিপাত করি মোরা ভক্তি যুক্ত মনে ॥

একত্বের বিধান।

ঊনবিংশ লহরী।

মহাপুরুষ মোহম্মদ।

ব্রহ্মজ্ঞানী এব্রাহিম মক্কার প্রান্তরে।
(১) কাবার মন্দির এক সংস্থাপন করে॥
এসমাইল পুত্র তাঁর ধার্ম্মিক প্রধান।
অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পূজা করে অনুষ্ঠান॥
ক্রমে বহু দিন গত হইল তৎপর।
ভুলি ব্রহ্মে মক্কাবাসী যত নারী নর॥
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেব মূর্ত্তি করিয়া গঠন।
করিতে লাগিলা সবে তাদেরে পূজন॥
লাত গোরী আদি করি সহস্র মূরতি।
মক্কার মন্দিরে শোভে সুসজ্জিত অতি॥
এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে ত্যজিয়া সকলে।
প্রতিমা পূজায় রত রহে কুতূহলে॥
মক্কার কোরেশ জাতি অতি বলবান্।
নীতিহীন অত্যাচারী অসুর সমান॥
সর্ব্বদা লুণ্ঠনে রত সাহসী প্রবল।
তাহাদের ভয়ে ভীত প্রবাসী সকল।
নানা দলে ভুক্ত তারা যুদ্ধপ্রিয় অতি।
নির্দ্দয় অন্যায়াচারী অতি ক্রুদ্ধ মতি॥
জ্ঞানচর্চ্চা একেবারে ছিল লুপ্ত প্রায়।
সভ্যতার লেশ মাত্র ছিলনা তথায়॥
সুরাপান ব্যভিচার অখাদ্য আহার।
এই রূপ কত শত ঘোর পাপাচার॥
করিত আরববাসী সংখ্যা নাই তার।
পাপে তাপে নরনারী হ'ত ছার খার॥
জলহীন মরু স্থান রহে চারিভিতে।
অল্পমাত্র সজলা ভূমি আছে আরবেতে॥

(১) মহাত্মা এব্রাহিমের প্রতিষ্ঠিত মক্কার ব্রহ্মমন্দিরকে কাবা মসজিদ বলে।

এইতো দেশের দশা দেখিলে নয়ন।
অশ্রুজলে অভিষিক্ত হয় অনুক্ষণ॥
আরবের উত্তরেতে এসিয়া মাইনর। (১)
তথায় ইহুদী জাতি আছয়ে বিস্তর॥
কিন্তু তাহাদের ক্ষুদ্র সমাজ ভিতরে।
পাপরূপ বিষধর সদা বাস করে॥
স্রোতোহীন জলে যথা আবর্জ্জনা যত।
সঞ্চিত হইয়া তারে করে কলুষিত॥
তেমতি মুষার শুদ্ধ বিধানসমাজ।
কেমন ঘৃণিত ভাব ধরিয়াছে আজ॥
অভিমান অহংকার সবার অন্তর।
গ্রাসিয়াছে একেবারে দেখ নিরন্তর॥
নবীন খৃষ্টান জাতি নবীন উদ্যমে।
এসিয়া ও ইউরোপে ব্যাপিতেছে ক্রমে॥
মাতৃসম ইহুদীর পবিত্র বিধান।
ত্যজিয়া পতিত ভ্রষ্ট যতেক খৃষ্টান॥
জুডিয়ার মূল মন্ত্র এক ব্রহ্ম সার।
ভুলিল খৃষ্টান জাতি হইল অসার॥
যার তরে মহামতি মুষা মহাশয়।
জীবনের রক্ত বিন্দু করিলেন ক্ষয়॥
ত্যজি সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম খ্রীষ্ট শিষ্যগণ।
পৌত্তলিকহ্রদে হায় হইল মগন॥
ভ্রান্তিময় ত্রিত্ববাদ করিয়া প্রচার।
তিন ব্রহ্ম এই মত ঘোষে অনিবার॥
ব্রহ্মনিষ্ঠ পিতৃভক্ত ঈশা যোগীবরে।
ব্রহ্ম বলি ঘোষে যত খ্রীষ্টবাদী নরে॥
নানারূপ ভ্রান্ত মত ঘোর অনাচার।
জটিলতা কুটিলতা ধনের বিকার॥
পশিয়া কীটের প্রায় খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ে।

(১) এসিয়া মাইনর নামক একটী দেশ আছে। দেবনন্দন শ্রীঈশার জন্মভূমি প্যালেস্তাইন এই এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত।

অন্তঃসারশূন্য করে ধরম নিচয়ে॥
পৃথিবীর অন্যস্থানে প্রতিমা পূজন।
সুবিস্তৃত ভাবে সদা আছে প্রচলন॥
এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে খাঁটী ভাবে সবে।
ধরিতে না পারি লোক কষ্ট পায় ভবে॥
পৃথিবীর হেন দশা দেখি দয়াময়।
বিশ্বাসী হৃদয় মাঝে হলেন উদয়॥
শতাব্দীর অন্ধকার করিতে মোচন।
মহাজ্যোতীরূপে হরি দিলা দরশন॥
করিবারে পৌত্তলিক বনের দাহন।
মহাতেজোরূপ হরি হ'লা প্রকটন॥
পাঠাইয়া ভবধামে বিশ্বাসী দাসেরে।
আপন একত্ব হরি ঘোষিলা সংসারে॥
ক্ষুদ্র অগ্নি ক্রমে যথা ব্যাপী নানা স্থানে।
দগ্ধ করে গৃহ সব ভীষণ দহনে॥
সেইরূপ বিশ্বেশ্বর আরবের দেশে।
নিক্ষেপিলা ধর্ম্ম অগ্নি প্রেমের আবেশে॥
সে ধর্ম্ম প্রভাবে ভ্রষ্ট আরবসমাজ।
ধরিল জগতে এক মনোহর সাজ॥
নানা দেশে নানা স্থানে বিশ্বাসী সকল।
মহানন্দে আল্লা নাম ধ্বনিছে কেবল॥
লীলারসময় হরি পাতকী সন্তানে।
করিলা উদ্ধার আহা নবীন বিধানে॥
আপনার প্রিয় ভৃত্য ভক্ত মোহম্মদ।
এ বিধানে ব্রহ্মহস্তে হলা ব্যবহৃত॥
তেজস্বী বিশ্বাসী বীর সাধু মহাজন।
ব্রহ্মের একত্ব তত্ত্ব করিয়া ঘোষণ॥
ব্রহ্মপদতলে আনি শত নারী নরে।
উৎসর্গিলা নিজ প্রাণ শ্রীহরির করে॥
অনন্ত এ মহালীলা বর্ণিতে কে পারে?
কে পারে ভকত চিত্র আঁকিতে সংসারে?
ব্রহ্মকৃপা বিনা কেহ একত্ব তাঁহার।
বুঝিতে পারে না ভবে জানিবেক সার॥
তাই ওহে লীলাময় করুণা করিয়া।
তোমার বিধান তত্ত্ব দাও বুঝাইয়া॥
ভক্তের চরিত্র সুধা করাইয়া পান।
বাঁচাও বাঁচাও হরি এ পাপীর প্রাণ॥
সত্য ভাবে একত্বের বিধান বারতা।
শুনাইয়া নাশ নাথ জীবনের ব্যথা॥
হয়ে যেন সম্মিলিত তব দাস সনে।
একেশ্বরবাদী হরি হই এ জীবনে॥
তাই দয়াময় হরি হইয়া সদয়।
প্রকাশ প্রকাশ তব তত্ত্ব সুধাময়॥
যেন এই মহাবিধি করিয়া পালন।
লভিতে পারিহে নাথ বিশ্বাসিজীবন॥
তোমার প্রশংসা জয় যেন প্রাণ মনে।
ঘোষি হে আনন্দে নাথ সদা নিশি দিনে॥

প্রেরিত ভক্ত মোহম্মদের জন্ম এবং বাল্যাবস্থা।

এসমাইল বংশধর, মোহম্মদ গুণাকর
জনমিলা মক্কার নগরে।
তেজে নবসূর্য্য প্রায়, উদিলা আসি ধরায়
দশ দিক আলোকিত করে।
স্বর্গীয় প্রেমের ছবি, জননী আমেনা দেবী
আবদোল্লো জনক তাঁহার।
আবদুল মোত্তেলব, পিতামহ তাঁর সব
আত্মীয় কুটুম্ব ছিল আর॥
ভূমিষ্ঠ না হতে তাঁর, জনক ইহ সংসার
ত্যজি গেলা অমর নগরে।
আমেনা বিধবা হয়ে, পুত্রধনে কোলে লয়ে
স্বামিশোক পাসরে অন্তরে॥

মোহম্মদে পিতামহ, করেন অপার স্নেহ
সোয়ারা হালিমা ধাত্রীদ্বয়। (১)
স্তন্য আর স্নেহ দানে, পালেন সন্তান জ্ঞানে
করি সদা যত্ন অতিশয়॥
ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ, করিলে প্রেরিত জন
জননী আমেনা দেবী তাঁর।
ত্যজি প্রিয়পুত্রধন, ছেদিয়া সব বন্ধন
ত্যজিলেন এ ভবসংসার॥
পিতৃমাতৃহীন সুতে, নিরাশ্রয় মোহম্মদে
পিতামহ করেন যতন।
পিতামহ মৃত্যুকালে, আবুতালেবের কোলে
প্রিয়ধনে করেন অর্পণ॥
তিনি অতি সযতনে, ভ্রাতুষ্পুত্রে প্রাণপণে
পুত্রাধিক করেন পালন।
পিতৃব্যের কত স্নেহ, বলিতে পারে না কেহ
মোহম্মদ তাঁর প্রাণধন॥
মোহম্মদে ছাড়ি তিনি, না রন দিন যামিনী
ব্যস্ত, কোথা করিলে প্রয়াণ।
যেন মণিহারা ফণী, পলকে প্রলয় গণি
হন অতি কাতর পরাণ॥
পিতৃব্যের সহকারে, সদা পানাহার করে
নিশিথে পিতৃব্য সনে তিনি।
এক শয্যা পরে দোহে, শয়ন করিয়া রহে
এই ভাবে কাটান যামিনী॥
বাল্যকাল হতে তাঁর, মহত্বচিহ্ন অপার
দেখি সবে হতমুগ্ধ প্রায়।
সামান্য বালক নয়, পিতামহ মহাশয়
বলিতেন যথায় তথায়॥
তৎকালের জ্ঞানিগণ, দেখিয়া মহালক্ষণ
মোহম্মদে বলিতেন সবে।

(১) সোয়ারা ও হালিমা এই দুই ধাত্রীর স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়া মহাপুরুষ মোহম্মদ বৰ্দ্ধিত হইয়াছিলেন।

অতি সাধু ভক্ত নর, তত্ত্ববাহী পেগাম্বর (১)
এই শিশু ভাবী কালে হবে॥
শৈশব হইতে তাঁর অসামান্য ব্যবহার
ছিল যাহা দেখি না অপরে।
শিশুসহ ক্রীড়ামোদে, মিশিত না কোন মতে
থাকিতেন একাকী অন্তরে॥ (২)
প্রতিমারে নমস্কার, কিংবা ভক্তি পূজা তার
না করিত বালক কখন।
গোপনে গোপনে হরি, ভক্তপ্রাণ চুরি করি
করিতেন তাঁহাতে মগন॥
তাঁহার লীলা অপার, কে বুঝিবে সাধ্য কার
কার্য্য তাঁর মন অগোচর।
তাঁর পদ দৃঢ় করি, ধর সবে ত্বরা করি
তাঁর ভক্তে কর সমাদর॥
ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে, খাদিজ্যার পরিণয়ে (৩)
বদ্ধ হলা পুরুষপ্রধান।
পত্নীধনে অধিকারী, হয়ে রহে অবিকারী
অনুক্ষণ ভক্ত মতিমান্।
পিতৃব্য, ধাত্রীর প্রতি, দেখান অতুল প্রীতি
ধর্ম্মভাবে কাটান জীবন।
বিষয় বাণিজ্য কাজে বিশাল সংসার মাঝে
হরিপদ না ভুলে কখন॥
বিদেশে প্রবাসী প্রায়, তাঁর চিত্ত সদা ধায়
বাসগৃহ ব্রহ্ম-ধাম পানে।
ব্রহ্ম আজ্ঞা পালিবারে, নিয়তি সতত তাঁরে
ডাকে যেন মধুর আহ্বানে॥
কখন নির্জ্জন গিরি, ভকত আশ্রয় করি
মহাধ্যানে রহেন মগন।

(১) সুসংবাদ বাহক প্রেরিত ব্যক্তি।
(২) দূরে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতেন।
(৩) মোহম্মদ সর্ব্বপ্রথম খাদিজ্যা দেবীকে বিবাহ করেন।

কভুবা অজ্ঞাতসারে ঈশ ইচ্ছা পালিবারে
মন তাঁর হয় উচাটন ॥
বিধানের মহারণ সাধিবার আয়োজন
করি হরি অতি সংগোপনে।
চল্লিশ বরষ পরে মোহম্মদ বীরবরে
আনিলেন ধর্ম্ম-রণ-ভূমে ॥
বিধানের রণভেরী, মেদিনী কম্পিত করি
বাজিলেক গভীর স্বননে।
মাতাইয়া রণমদে, সেনাপতি মোহম্মদে
হরি নিজে অবতীর্ণ রণে ॥
বিশ্বাসী ভকত দল, হইলেন কুতূহল
অবিশ্বাস কাঁপিছে সভয়ে।
স্বর্গের অমরগণ, করেন রণ দর্শন
সবে মিলে সানন্দ হৃদয়ে ॥
ধন্য প্রভু অন্তর্য্যামী, তুমি সবাকার স্বামী
রণভূমে তুমি মহাকালী। (১)
রণ রঙ্গিণীর বেশে, নৃত্য কর ভাবাবেশে
নাশ কর পাপ তাপ কালি (২) ॥
অবিশ্বাস মহাসুরে, নাশ করিবার তরে
পুত্র সহ অবতীর্ণ তুমি।
বিশ্বের মহান্ ভূপ, তব অবতীর্ণ রূপ
দেখি প্রণিপাত করি আমি ॥

ভক্ত মোহম্মদের প্রত্যাদেশ শ্রবণ, তাঁহার সহধর্ম্মিণী খাদিজ্যা দেবীর পতি পরায়ণতা ও ধর্ম্ম ভাব, প্রেরিতত্ব লাভ।

ধর্ম্মপরায়ণা সতী খাদিজ্যা সুন্দরী।
পতিপ্রাণ প্রেরিতের নিত্য সহচরী ॥
ধর্ম্ম অনুরোধে মাত্র প্রেরিত পুরুষে।
পতিত্বে বরণ করে মনের হরষে ॥
ধনে মানে সমুন্নতা রাজরাণী প্রায়।
রূপবতী গুণবতী আশ্চর্য্য ধরায় ॥
এ হেন খাদিজ্যা দেবী আপনার প্রাণ।
বিদ্যা ধন হীন জনে করিলেন দান ॥
স্বাভাবিক বুদ্ধি আর বিশ্বাস প্রভাবে।
বুঝিলেন মোহম্মদ প্রেরিত এ ভবে ॥
বদ্ধ হলে তাঁর সহ বিবাহবন্ধনে।
আত্মার কল্যাণ লাভ হইবে জীবনে ॥
এ বিশ্বাস প্রাণে ধরি সংসারবাসনা।
ত্যজিয়া প্রেরিতে প্রাণ সপিলা ললনা ॥
প্রেরিতত্ব লভিবার আগে মোহম্মদ।
চলিতে ফিরিতে কভু "ওহে মোহম্মদ" ॥
এই বাণী শুনি তিনি খাদিজ্যা সদনে।
বলিতেন বিবরণ চিন্তাকুল মনে ॥
ধার্ম্মিকা খাদিজ্যা দেবী বলিত স্বামীরে।
কিছু ভয় নাহি তব পশো এ সংসারে ॥

---

(১) মহাকালী — ভারতীয় আর্য্যগণ ঈশ্বরের অনাদি অনন্ত "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" স্বরূপে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মহাকালী নামে পূজা করিয়াছেন। যিনি কালের অতীত, কালের নিয়ন্তা কাল ভয়হারী পাপের শাসয়িতা তিনিই কালী। পৃথিবীতে জয় ও পরাক্রম সকলই ঈশ্বরের। সুতরাং এই নামে ঈশ্বরের অনন্ত ও অদ্বিতীয় স্বরূপের বিশেষ ভাবে অভিব্যক্তি হয়। মূলতঃ ইহা পৌত্তলিক ও সাকার ভাবব্যঞ্জক নহে। সুতরাং ইহার ব্যবহারে কোন দোষ দৃষ্ট হয় না। যদি কেহ এই বাক্যের সহিত পৌত্তলিক ভাব সংযোগ করেন, সে দোষ তাঁহারই, নামের নহে।

(২) কালি—পাপ কালিমা।

তব অকল্যাণ কভু জগৎ ঈশ্বর।
নাহি করিবেন জেন ওহে ভক্তবর॥
প্রত্যাদিষ্ট হইবার আগে ভক্ত জন।
থাকিতেন বহুক্ষণ ধ্যানেতে মগন॥
লোকালয় ছাড়ি তাঁর হিরার (১) গহ্বরে।
প্রায়শঃ কাটিত কাল ব্যাকুল অন্তরে॥
খাদিজ্যার পার্শ্ব ছাড়ি ভকত সুজন।
বহু দূরে গহ্বরেতে রহে অনুক্ষণ॥
ইহা দেখি প্রতিবেশী ললনানিচয়।
কত অনুযোগ বাক্যে খাদিজ্যারে কয়॥
ধনমান বিসর্জ্জিলে তুমি যার তরে।
সে বল কেন গো থাকে তোমা হতে দূরে॥
শুনি বলিতেন সতী মধুর বচনে।
যে দুঃখের কথা সবে বলিছ যতনে॥
বিন্দু মাত্র দুঃখ তায় না হয় আমার
বরং উপজে সুখ হৃদয়ে অপার॥
মোর প্রিয়তম স্বামী ভক্ত মোহম্মদ।
অচিরে করিবে লাভ স্বর্গের সম্পদ॥
প্রেরিতত্ব-সূর্য্য তাঁর জীবনগগনে।
প্রকাশি নাশিবে তম অমৃত কিরণে॥
সূর্য্যোদয় পূর্ব্বে যথা উষার উদয়।
সেই ভাব ধরিয়াছে তাঁহার হৃদয়॥
প্রত্যাদিষ্ট হইবেন স্বামী যে আমার।
এ হেন সৌভাগ্য ভবে আছে বল কার॥
অনুক্ষণ ব্রহ্ম চিন্তা আরাধনা ধ্যানে।
নিমগ্ন রহেন ভক্ত তৃষ্ণাকুল প্রাণে॥
সংসারবন্ধন তাঁর গেল ছিন্ন হয়ে।
উদিল প্রেমের সূর্য্য তাঁহার হৃদয়ে॥
ব্রহ্মের একত্ব আর ঐশ্বরিক জ্যোতি। (২)
আলোকিত করিলেক ভকতের হৃদি॥
হইল নির্ম্মল তাঁর হৃদয় আগার।
স্বর্গীয় আলোক তায় ফুটে অনিবার॥
ব্রহ্মবাণী প্রকাশের উপযুক্ত স্থল।
হইল ভক্তের প্রাণ অতি নিরমল॥
কৃপা করি দয়াময় ক্রমে ধীরে ধীরে।
প্রকাশেন বাণী তাঁর প্রেরিত অন্তরে॥
কোথা হতে আসে বাণী না পারি বুঝিতে।
চমকিত ভীত হন ভক্ত আচম্বিতে॥
এক দিন মোহম্মদ দেখেন চাহিয়া।
ব্রহ্মের বিরাট রূপ রয়েছে ব্যাপিয়া॥
পবিত্রাত্মা শ্রীহরির চিন্ময় মুরতি।
দেখি মোহম্মদ ভীত হইলেন অতি॥
নানা মত যত্ন করি খাদিজ্যা সুন্দরী।
ঢালিলেন পতি প্রাণে শান্ত সুধাবারি॥
এক দিন মোহম্মদ বলিলা পত্নীরে।
যখনি নির্জ্জনে যাই প্রাণের ভিতরে॥
ওহে মহম্মদ শব্দ শুনিবারে পাই।
ভয়ে ভীত হয়ে আমি তখনি পলাই॥
অরকা নামেতে ছিল সাধু এক জন।
খাদিজ্যার ভ্রাতা তিনি বড় বিচক্ষণ॥
তাঁর কাছে মোহম্মদ গেলেন লইয়া।
বলিলা খাদিজ্যা তাঁরে সব বিস্তারিয়া॥
অরকা তাঁহারে দেখি আনন্দবদনে।
বলিলেন ভক্তবরে প্রিয় সম্বোধনে॥
"প্রেরিত পুরুষ তুমি ওহে মোহম্মদ।
লভিবে নিশ্চয় তুমি স্বর্গের সম্পদ॥
না করিও পলায়ন শুনিয়া সে ধ্বনি।
প্রতীক্ষা করিবে সেথা আপনা আপনি॥
দয়াময় হরি তব নির্ম্মল অন্তরে।
করিবেন নিজ বাণী ব্যক্ত সমাদরে॥"
শুনিয়া চলিয়া গেল ভকত সুজন।
শ্রবণ করিয়া পুন স্বর্গীয় বচন॥

(১) হিরা নামক এক পর্ব্বত গহ্বরে।
(২) ভগবানের বিধানের আলোক এবং তেজ।

বলিলেন এই খানে আমি উপনীত।
তার পর হ'ল বাণী অতি অদ্‌ভুত॥
"উপাস্য নাহিক কেহ ঈশ্বর ব্যতীত।
তুমি মহম্মদ সেই ব্রহ্মের প্রেরিত॥
সাক্ষ্য আমি দেই তার" এই মহাধ্বনি। (১)
অবতীর্ণ হইলেক তখন অমনি॥
এর পর ব্রহ্মবাণীস্রোত ক্রমাগত।
মোহম্মদে অবতীর্ণ হয় অবিরত॥
নানা কালে নানাস্থানে ব্রহ্মের বচন।
হইতে লাগিল ভক্ত হৃদে সমাগম॥
মেঘবারি তরে যথা চাতক তৃষিত।
ঊর্দ্ধমুখে অনিমেষে রহে অবহিত॥
পৃথিবীর জলাশয়ে নাহি ধায় মন।
স্বর্গীয় সলিলে করে তৃষ্ণা নিবারণ॥
সেইরূপ মোহম্মদ প্রেরিত ভকত।
ব্রহ্মের অমৃত বারি লভেন নিয়ত॥
তাঁর শিষ্যগণ সব সে বাণী শুনিয়া।
মহানন্দে রাখিতেন যতনে লিখিয়া॥
তাহার সমষ্টি এবে কোরাণ আখ্যায়।
পরিচিত সমাদৃত হতেছে ধরায়॥
বিবেকের যোগে হরি নিখিল মানবে।
প্রকাশেন তাঁর বাণী সদা এই ভবে॥
শ্রীগুরু হইয়া তিনি হৃদয় মন্দিরে।
সাধুপথ প্রতি জনে দেখান সংসারে॥
প্রথমে নিষেধাকারে আসে এই বাণী।
তার পর বিধি আসে আপনা আপনি॥
যে জন আপন ইচ্ছা বাসনানিচয়।
বলি দিয়ে ব্রহ্মপদে সকল সময়॥
চেয়ে থাকে তাঁর পানে ভিকারীর মত।
শুদ্ধ ব্রহ্মবাণী তাঁতে হয় সমাগত॥
ব্রহ্ম আর ব্রহ্ম বাণী কভু ভিন্ন নহে।
তাঁহা হতে বাণীধারা অবিরত বহে॥
পবিত্রাত্মা হয়ে হরি প্রত্যেক হৃদয়ে।
বলেন মধুর বাণী বিশ্বাসিনিচয়ে॥
স্বভাববিরোধী কিছু নাহিক ইহাতে।
এইরূপ লভে বাণী সকলে জগতে॥
ব্রহ্মবাণী প্রাণে যদি লভিবারে চাও।
প্রেরিতের অনুবর্ত্তী অনুক্ষণ হও॥
ব্রহ্মমুখ পানে চাহি থাক অবিরত।
শুনিতে পাইবে তাঁর বচন অমৃত॥
লভিবে মুকতি, পাবে নূতন জীবন।
হবে তাহে জগতের কল্যাণ সাধন॥
তাই, ওহে জগদীশ, কর আশীর্ব্বাদ।
জীবনেতে লভি যেন তব পুণ্যপদ॥
তোমার আদেশ সদা লভিয়া জীবনে।
তোমা সহ সম্মিলিত হই প্রাণ মনে॥

ভক্ত মোহম্মদের ধর্ম্মপ্রচারারম্ভ।

লভিলেন প্রত্যাদেশ প্রেরিতপ্রবর।
"অবতীর্ণ সত্য তুমি প্রচার সত্বর॥"
করিয়া আদেশ লাভ উৎসাহ উদ্যমে।
প্রচারিতে আরম্ভিলা বিধান গোপনে॥
প্রেরিতের ধর্ম্মবন্ধু সহায় সঙ্গিনী।
উত্তরসাধিকা তাঁর দিবস যামিনী॥
এ হেন খাদিজ্যা দেবী সকলের আগে।
নব ধর্ম্মে সুদীক্ষিতা হলা অনুরাগে॥
তার পরে প্রেরিতের পিতৃব্যতনয়।
আবু তালেবের পুত্র আলি মহাশয়॥

---

(১) "লায়লাহেলেল্লা মহম্মদ রছুলাল্লা" এক ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই এবং মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত ও ভৃত্য, এই ব্রহ্মবাণীই প্রথমে মোহম্মদ লাভ করেন। মুসলমান ধর্ম্মের ইহাই মূলমন্ত্র এবং ইহাতে যিনি বিশ্বাস করেন তিনিই মুসলমান।

বাল্য কালে নব ধর্ম্মে হইলা দীক্ষিত।
তার পর দীক্ষা লভে বিশ্বাসী জয়দ ॥ (১)
ক্রমেতে আবুবেকর পরে ওসমান।
দীক্ষিত হইল ধর্ম্মে সব মতিমান্ ॥
এই ভাবে তিনবর্ষ হইলে বিগত।
বলিলেন দয়াময়, ওহে মোহম্মদ ॥
প্রকাশ্যে পবিত্র ধর্ম্ম করহ প্রচার।
প্রকাশ্যে বল হে সবে মোরে পূজিবার ॥
উচ্চৈঃস্বরে পাঠ কর কোরাণবচন।
শুনি মহোৎসাহে ভক্ত প্রেরিত সুজন ॥
সকা পর্ব্বত উপরি করি আরোহণ।
বলিলেন সকলেরে করি আবাহন ॥
শুনিও সকলে ওহে কোরেশ সন্তান।
পাঠা'লেন হরি এক নূতন বিধান ॥
সে ধর্ম্ম প্রচার তরে আমাকে ঈশ্বর।
প্রেরিলেন এবে এই অবনী ভিতর ॥
এক ব্রহ্ম বিনা আর ব্রহ্ম কেহ নাই।
তাঁহার প্রেরিত আমি বল হে সবাই ॥
ব্রহ্ম জগতের কর্ত্তা হর্ত্তা প্রাণদাতা।
ত্রিলোকের এক মাত্র তিনিই বিধাতা ॥
এই ভাবে মোহম্মদ করিলা প্রচার।
লহব (২) নামেতে এক পিতৃব্য তাঁহার ॥
ক্রোধ করি সব লোকে উচ্চৈঃস্বরে কয়।
পাগল হয়েছে মম ভ্রাতার তনয় ॥
পৈতৃক ধরম এই করেছে ত্যজন।
ইহার বচন কেহ করো না শ্রবণ ॥
ইহা শুনি সব লোক গৃহে চলি গেল।
মোহম্মদ বাক্যে কারো বিশ্বাস না হ'ল ॥
ক্ষুণ্ণমনে মোহম্মদ গেলা নিকেতনে।
পুন এই প্রত্যাদেশ লভিলা জীবনে ॥

"ওহে মোহম্মদ তব আত্মীয় স্বজনে।
ভয় প্রদর্শন কর, ডাকহ বিধানে ॥"
শুনিয়া ভকত নিজ জ্ঞাতি কুটুম্বেরে।
নিমন্ত্রণ করিলেন সবারে আদরে ॥
কিন্তু আহারান্তে তাঁর পিতৃব্য লহব।
সকলের আগে বলে, ওহে বন্ধু সব ॥
মোহম্মদ কথা কভু করো না শ্রবণ।
বড় যাদু জানে এই আমিনা নন্দন ॥
হও না ইহার বাধ্য, বলিয়া সবারে
ভয় প্রদর্শন করে ভক্তে বারে বারে ॥
শুনি মৌনী হইলেন প্রেরিতপ্রবর।
সভা ভঙ্গে সবে গেল আপনার ঘর ॥
তার পর অন্য দিন নিমন্ত্রণ করে।
ভোজনান্তে ধর্ম্ম কথা বলেন সাদরে ॥
ব্রহ্মের একত্ব প্রেরিতত্ব আপনার।
পরকালে পাপ আর পুণ্যের বিচার ॥
এ সকল তত্ত্ব ভক্ত বলিয়া সবারে।
বলিল সাহায্য সবে করুন আমারে ॥
ব্রহ্মের আদেশে এই ধরম রতন।
প্রচারে প্রেরিত আমি হয়েছি এখন ॥
তোমাদের মাঝে কৃপা করি যেই জন।
করিবে সাহায্য সেই মোর ভ্রাতা হন ॥
শুনিয়া এতেক কথা আলি মহাশয়।
সতেজ ভাষায় তবে মোহম্মদে কয় ॥
যদিও বালক আমি, তথাপি তোমারে।
সাহায্য করিব আমি যত্ন সহকারে ॥
তোমার চরণরেণু মাণিক্য হইতে।
মহামূল্য জানি আমি সতত জগতে ॥
পিতৃব্য তালেব যিনি পিতার মতন।
মোহম্মদে অবিরত করেন যতন ॥
বলিলেন, ওহে বৎস, আমি প্রাণপণে।
রক্ষিব তোমারে সদা পরম যতনে ॥

(১) ইনি খাদিজ্যা বিবির দাস ছিলেন।
(২) লহব—আবু লহব।

তোমা হতে প্রিয় বল কে আছে আমার।
তোমা বিনা দেখি আমি সব অন্ধকার॥
যদি মম জ্ঞাতিগণ নূতন বিধান।
করয়ে গ্রহণ তবে, ওহে মতিমান্॥
আমিও তোমার ধর্ম্ম করিব গ্রহণ।
নহিলে পৈতৃক ধর্ম্মে কাটাব জীবন॥
কিন্তু তুমি সেই ধর্ম্ম করিতে প্রচার।
করেছ আদেশ লাভ তাহা অনিবার॥
নির্ভয়ে প্রচার তাহা কর অনুক্ষণ।
যত দিন রবে ভবে আমার জীবন॥
তত দিন মম প্রাণ তব রক্ষা তরে।
করিব নিয়োগ আমি সদা অকাতরে॥
ধন্য হে পিতৃব্য তুমি, তোমার মতন।
দেখি নাই দয়াবান্ জগতে এমন॥
পুত্রাধিক স্নেহ সহ শৈশবে যাহারে।
পালিলে সতত তুমি আনন্দ অন্তরে॥
জীবনের ঘোরতর সঙ্কট সময়ে।
রক্ষিলে তাহারে তুমি সদয় হৃদয়ে॥
ভ্রাতৃপুত্রে পুত্রস্থান এই তত্ত্ব সার।
তোমার চরিত্রে লভে জগৎ সংসার॥
যদিও প্রকাশ্যে তুমি এ ধর্ম্ম গ্রহণ।
কর নাই এ জীবনে, ওহে মহাত্মন্॥
কিন্তু তুমি প্রাণ মনে করেছ স্বীকার।
এক ব্রহ্ম, মোহম্মদ প্রেরিত তাঁহার॥
যে করিবে মোহম্মদে প্রীতি সমাদর।
তাঁর সনে করিবেক তোমারে আদর॥
ধন্য তুমি ধন্য বলি তোমার সম্মান।
লভেছ তোমরা দোঁহে স্বরগেতে স্থান॥
বিধানের প্রবর্ত্তকে যেই সাধু নর।
করেন সাহায্য দান স্বর্গের ঈশ্বর॥
দয়াময় কৃপা করি স্বরগে তাঁহারে।
তোষেন সতত প্রেম পুণ্য উপহারে॥

ভক্ত মোহম্মদ এবং তাঁহার শিষ্য গণের প্রতি উৎপীড়ন।

প্রকাশ্যে ভক্ত সুজন, প্রচারেন অনুক্ষণ
অভিনব বিধান বারতা।
প্রতিমার পূজা ত্যজ, এক ব্রহ্মে সদা ভজ
সত্য পথে চলহ সর্ব্বদা॥
শুনিয়া বিধান কথা, অন্তরেতে পায় ব্যথা
প্রতিবাসী কোরেশনিচয়।
আবু তালেব সদনে, আসিয়া তাহারা ভণে
আপনার ভ্রাতার তনয়॥
প্রতিমা অর্চ্চনা যত, নিন্দা করে অবিরত
হেন দুঃখ না সহে পরাণে।
তুমি যত্নবান্ হয়ে, তোমার ভ্রাতৃতনয়ে,
রাখ তুমি অতি সাবধানে॥
বলেছি আমরা কত, কিন্তু তুমি নহ রত
মোহম্মদে করিতে শাসন।
এখন সহে না আর, প্রতিশোধ লইবার
তরে মোরা প্রস্তুত এখন॥
শুনিয়া তাদের ভয়, পাইলেন অতিশয়
ডাকি কন, প্রিয় মোহম্মদ।
তব কার্য্যে জ্ঞাতিগণ, হইয়াছে ক্রুদ্ধ মন
গণি আমি বিষম বিপদ॥
তুমি তাহাদের সনে, থাক সদা সম্মিলনে
যদি চাও শুভ আপনার।
শুনি মোহম্মদ কন, ওহে তাত মম প্রাণ
ব্রহ্ম হস্তে আছে অনিবার॥
সর্ব্ব শক্তিমান্ যিনি, এ দাসের প্রভু তিনি
আর কারে নাহি করি ভয়।
তাঁহার চরণতলে, এ জীবন কুতূহলে
সঁপে আমি হয়েছি নির্ভয়॥

যদিও কোরেশ গণ, আনিয়া করে স্থাপন
সূর্য্য চন্দ্রে মোর বাহুদ্বয়ে।
তথাপি থাকিতে প্রাণ, ত্যাজিব না এ বিধান
প্রচারিব সানন্দ হৃদয়ে॥
শত্রুদের উৎপীড়ন, করিব সদা বহন
কণ্ঠে প্রাণ থাকে যতক্ষণ।
কি ফল জীবনে মম, যদি ধর্ম্ম প্রাণসম
এ জীবনে না করি ঘোষণ॥
শুনি খুল্লতাত তাঁর, বলিলেন পুনর্ব্বার
অবাধে প্রচার ধর্ম্ম তব।
তোমারে সাহায্য আমি করিব দিবা যামিনী
যত কাল আমি ভবে রব॥
পিতৃব্য তালেব অতি, মোহম্মদে যত্ন প্রীতি
করেন সতত প্রাণপণে।
তথাপি কোরেশগণ, অত্যাচার উৎপীড়ন
মোহম্মদে করে অনুদিনে॥
কত ক্লেশ অপমান, করিছে তাঁহারে দান
কে করিবে সে সব বর্ণন।
ঈশ্বরের জন্য হায়, বিবিধ যাতনা পায়
চিরকাল প্রেমিক সুজন॥
প্রেরিতের পদতলে, কণ্টক বিঁধিবে বলে
কেহ পথে কণ্টক ফেলায়।
তাঁহার যাবার পথে, কেহ বিষ্ঠা ফেলে তাতে
যেন তাহা লাগে তাঁর পায়॥
বল হে লোক সকল, উপাস্য ব্রহ্ম কেবল
তাহা হলে পাইবে উদ্ধার।
এই কথা প্রচারিয়া, বাজারের মধ্যে দিয়া
চলে ভক্ত সিংহ অবতার॥
লহব পিতৃব্য তাঁর, অবিশ্বাসী দুরাচার
পাছে পাছে করিয়া গমন।
ভক্তের পুণ্য শরীরে প্রস্তর নিক্ষেপ করে
রক্তে ভাসে প্রেরিতের তন্ (১)॥

(১) তন্‌-তনু, শরীর।

কেহ গিয়া সবে বলে মোহম্মদ যাদুবলে
লোক সবে করে বশীভূত।
তার কথা না শুনিবে, দূরে তাড়াইয়া দিবে
শীঘ্র কর ইহারে নিহত॥
প্রতিবাদী বন্ধু মিলে, এক দিন তাঁর গলে
বস্ত্র দিয়ে ধরিতে উদ্যত।
সে সব অসুর হ'তে, আবুবেকর প্রেরিতে
রক্ষিলেন প্রেমে অবিরত॥
একদা কোরেশ দল, মন্ত্রণা করে কেবল
বধিবারে প্রেরিতজীবন।
শুনিয়া দেবী ফাতেমা, হইলা ব্যাকুল মনা
বলিলেন প্রেরিত সদন॥
ব্রহ্ম উপাসনা ধ্যান, ছিল প্রেরিতের প্রাণ
শুনি তিনি পূজা আরম্ভিলা।
ভক্ত উপাসনা করি, বিশ্বাস হৃদয় ভরি
কোরেশগণের কাছে গেলা॥
তাঁহার অতুল জ্যোতি, গম্ভীর শান্ত মূরতি
দেখি তারা হইল স্তম্ভিত।
সাহস না হয় কার মোহম্মদে মারিবার
নিরাপদ হইলা প্রেরিত॥
ভক্তে করিবারে হত বিরোধীরা অবিরত
করে নানা প্রকারে যতন।
কিন্তু হরি রাখে যারে, এ সংসারে কেবা পারে
করিবারে তাহারে নিধন॥
ভকতের শিষ্যগণ, এতাধিক উৎপীড়ন
অনুদিন সহেন কাতরে।
মরুভূমে লয়ে কারে ফেলি তপ্ত বালি পরে
কষ্ট দেয় বিবিধ প্রকারে॥ (১)
আফ্রিকায় গিয়ে কেহ কাটে কাল অহরহ
জন্ম ভূমে কেহ দুঃখ সয়।

(১) কাহাকেও তপ্ত বালুকারাশির উপর নিক্ষেপ করিত।

শুনিলে সে দুঃখ কথা অন্তরে উপজে ব্যথা
অশ্রুজলে নেত্র সিক্ত হয় ॥
কেহ বা যন্ত্রণানলে, অবিরত জলে জলে
পরিত্যাগ করয়ে বিধান।
সুদৃঢ় বিশ্বাসী যারা সহিয়া যন্ত্রণা তারা
নব ধর্ম্মে রাখে স্থির প্রাণ ॥
শ্রীহরির কৃপাগুণে বিধানের আকর্ষণে
ভক্তসংখ্যা বাড়ে অনুক্ষণ।
হামজার প্রাণ হরি, লইলেন চুরি করি
ক'রে তাই বিধান গ্রহণ ॥
পরীক্ষা অনল জেলে, ভক্তগণে তাহে ফেলে
খাঁটি যেন করে লন সবে।
হয় বিধানের জয়, জীবের পাতক ক্ষয়
অনুদিন হয় এই ভবে ॥
ভকত জনবিহারী, জয় দয়াময় হরি
ধন্য তব প্রেমের বিধান।
ধন্য তব প্রিয় ধন, সাধু ভক্ত মহাজন
ধন্য তুমি করুণানিধান ॥
তোমার চরণ ধরে, করি ভিক্ষা সকাতরে
দাও নাথ বিশ্বাসী জীবন।
পরীক্ষা বিপদে যেন তব মোহম্মদ প্রেম
দুঃখ কষ্ট করিছে বহন ॥

ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা, ওমরের জীবনের পরিবর্ত্তন ও নবজীবন লাভ।

পাপী তাপী পাষণ্ড নাস্তিক দুরাচার।
নূতন বিধানে হরি করেন উদ্ধার ॥
অন্ধজনে চক্ষু পায় বোবা কথা কয়।
পঙ্গুতে পর্ব্বত লঙ্ঘে তাঁর মহিমায় ॥
দিব্য সরসীতে হয় মরু সুশোভিত।
মৃত জন পায় প্রাণ হয় সঞ্জীবিত ॥
অসম্ভব সম্ভবয় শ্রীহরিকৃপায়।
দেখিয়া বিশ্বাসী ভক্ত তাঁর গুণ গায় ॥
প্রতি বিধানেতে হরি করুণানিধান।
এই ভাবে পাপীজনে দেন পরিত্রাণ ॥
ক্রমে প্রেরিতের শিষ্য বাড়ে দিন দিন।
দেখি বিরোধীরা হয় চিন্তায় মলিন ॥
একদিন জহল (১) নামেতে এক জন।
কোরেশ গণেরে কয় করি সম্বোধন ॥
মোহম্মদ আমাদের ধর্ম্ম নিন্দা করে।
দেবগণে গালি দেয় অহিত আচরে ॥
হেন অত্যাচার আর, না পারি সহিতে।
চাহি এই বিধর্ম্মীর জীবন বধিতে ॥
তোমাদের মধ্যে যে বা ইহার জীবন।
করিবারে পারিবেক, সত্বরে নিধন ॥
সহস্র রজত মুদ্রা উষ্ট্র এক শত।
তারে দিব আমি সবে জানিও নিশ্চিত ॥
শুনিয়া ওমর তবে দাঁড়াইয়া কয়।
নিশ্চয় কি দিবে তুমি ওহে মহাশয় ॥
শুনিয়া জহল বলে করিয়া শপথ।
দিব তাহা মোহম্মদে যে করিবে বধ ॥
শুনি উল্লাসিত হয়ে দুরন্ত ওমর।
ধনলোভে করবাল লইয়া সত্বর ॥
মোহম্মদে বধিবারে হইল বাহির।
কৃতান্তের দূত প্রায় নিষ্ঠুর অস্থির ॥
ধনলোভে অন্ধ হয়ে চলিছে ওমর।
কিন্তু নাহি জানে সেই স্বর্গের খবর ॥
জানে না সে, হরি তারে দিতে পরিত্রাণ।
করিলেন কি অপূর্ব্ব লীলার বিধান ॥
মাতৃগর্ভস্থিত শিশু জানে না যেমন।
কিরূপ ভূমিষ্ঠ হবে কোথায় সে জন ॥
অন্তর বাহিরে তার অন্ধকারময়।

---

(১) জহল—একজনের নাম।

কিন্তু সদা রক্ষে তারে হরি প্রেমময়॥
মোহ জরায়ুর মাঝে পড়িয়া তেমনি।
কাটায় মানবগণ দিবস রজনী॥
নাহি জানে কবে হরি, সে জরায়ু হতে।
করাইবেন ভূমিষ্ঠ বিশ্বাস জগতে॥
কিন্তু পাপী তাপী নয় জানিও নিশ্চয়।
দিবেন সবারে মুক্তি নিজে প্রেমময়॥
পাপী উদ্ধারের লীলা অতি সুধাময়।
শুনিলে নিরাশ প্রাণে আশা বায়ু বয়॥
পাপী আমি কিন্তু হরি পতিতপাবন।
দুঃখী আমি কিন্তু হরি সন্তাপহরণ॥
আমি অবিশ্বাসী, তিনি বিশ্বাস আকর।
তিনি পিতা আমি পুত্র আর কিবা ডর॥
পিতা মাতা দারাসুত গৃহ পরিবার।
দিয়াছেন পাপী তরে কৃপার আধার॥
প্রেমময়ী বিশ্বমাতা হয়ে উন্মাদিনী।
পাপীতরে ব্যস্ত সদা দিবস যামিনী॥
পাপী তরে যুগে যুগে নূতন বিধান।
প্রকাশ করেন হরি করুণানিধান॥
নানা স্থান হ'তে নানা পাতকী ধরিয়া।
আনেন শ্রীহরি কত লীলা বিস্তারিয়া॥
ধুলিকণা স্বর্ণখণ্ডে হয় পরিণত।
বিধানকিরীটে তাহা শোভে অবিরত॥
হায় হেন বিধানেতে এ পাপীর প্রাণ।
মজে না মজে না কেন, করুণানিধান॥

বাঁধিয়া কোমর, চলেছে ওমর,
মোহম্মদে ধরিবারে।
করে করবাল, দেখিতে ভয়াল
কে পারে ধরিতে তারে॥
যমদূত প্রায়, বীর দর্পে ধায়
হিংসা লোভে উত্তেজিত।
দেখি একজন, জিজ্ঞাসে তখন
কোথা যাও ওহে ভ্রাতঃ॥
শুনিয়া ওমর, কহেন সত্বর
বধিবারে মোহম্মদে।
করিয়াছি পণ, সে জন্য এখন
যাইতেছি দ্রুতপদে॥
তুমি কি তাঁহারে, পার বধিবারে
অনেক বান্ধব তাঁর।
তাহাদের হাতে, তুমি কোন মতে
পাবে না কভু উদ্ধার॥
শুনি ক্রোধভরে, অমর উত্তরে (১)
তুই বুঝি শিষ্য তার।
তবে শির তোর, লইবে ওমর
মম এই তরবার॥
শুনি ভয়ে কয়, আমি শিষ্য নয়
ওমর তাহার পরে।
কিছু দূর গেলে, অন্য জন বলে
তুমি যাও কার তরে?
শুনি বলে বীর, মোহম্মদ শির
লইবারে আমি যাই।
হাসিয়া সে জন, বলিল বচন
সে সাধ্য তোমার নাই॥
ওমর তখন, ক্রোধে হুতাশন
হইয়া বলিল তারে।
ওরে দুরাশয়, তাহার আশ্রয়
লয়েছিস, তুই আরে॥
বলিল সে জন, পৈতৃক ধরম
আমি মানি সংশয়।
কিন্তু এক কথা, অদ্ভুত বারতা
শুন ওহে মহাশয়।
ওহে মহামতি, ভগ্নী ভগ্নীপতি
তোমার স্বজন হয়॥

(১) উত্তর করিলেন।

নূতন ধরম করেছে গ্রহণ
জানিও ইহা নিশ্চয় ॥
ছিদ্র আপনার, দেখ একবার
গৃহ কর সাবধান।
অপরে শাসন, করে কি সে জন
যাহে দোষ বিদ্যমান ?
শুনিয়া ওমোর বিস্ময়ে বিভোর
হইয়া পুছিল তারে।
তোমার বচন, সঠিক এমন
কিসে পারি বুঝিবারে ?
শুনিয়া সে জন, বলিল তখন
তব ভগ্নী, ভগ্নীপতি।
বলি উপহার, না করে আহার
(১) প্রমাণ ইহাই অতি ॥
শুনি ক্রোধ ভরে, ভগ্নীর আগারে
ওমর চলিল বেগে।
দেখেন সেখানে, মিলিয়া দুজনে
শুনে ধর্ম্ম অনুরাগে ॥
উন্মত্ত ওমর, প্রবেশিয়া ঘর
আনাইয়া মেষ এক।
দে সন্নিধান, করি বলিদান
মাংস নিজে করি পাক ॥
আত্মীয় দোঁহারে, সে মাংস আহারে
করিলেন অনুরোধ।
বিশ্বাসী দুজন, না করে ভোজন
করি উহা পাপবোধ ॥
খেতাব নন্দন, (২) বুঝিল তখন
ভগ্নীপতি ভগ্নী তার।

ধরম নূতন, করেছে গ্রহণ
সন্দেহ নাহি ইথে আর ॥
অতি ক্রোধ ভরে, ভগ্নীর উপরে
প্রহার করিতে ধায়।
দেখি অত্যাচার, ভগ্নীপতি তাঁর
নিবারিতে ধেয়ে যায় ॥
তাঁহারে দেখিয়া, ক্রোধেতে জলিয়া
বিষম প্রহার করে।
শ্রীঅঙ্গে তাঁহার, যাতনা সঞ্চার
নয়নেতে অশ্রু ঝরে ॥
স্বামীর জীবন, করিতে রক্ষণ
সতী নারী দ্রুত ধায়।
ভগিনীর শিরে, ওমর সজোরে
প্রহার করয়ে হায় ॥
প্রহারে তাঁহার, চারু দেহ আর
শোণিতে ভাসিয়া যায়।
কিন্তু তাঁর প্রাণ, ধর্ম্মে বলীয়ান্
ব্রহ্ম পানে সদা ধায় ॥
বলিলেন সতী, সত্য ধর্ম্মে প্রীতি
করেছি স্থাপন মোরা।
তাই কি হে ভাই, অত্যাচার এই
কর হয়ে আত্মহারা ?
যদি এ জীবন, করহ নিধন
তবু এই ধর্ম্মধন।
কভু পরিহার, করিব না আর
করিয়াছি দৃঢ় পণ ॥
এত বলি বালা, হয়ে আলু থালা
বলিল বিশ্বাসজোরে।
সাক্ষ্য দান আমি, করিব এখনি
কহি শুন ভাই তোরে ॥

(১) মুসলমান শাস্ত্রে বিধান আছে যে দেব দেবীর নিকট যে বলি প্রদত্ত হয় তাহা মুসলমানদিগের আহার করা নিষিদ্ধ।

(২) ওমরের পিতার নাম খেতাব।

"এক ব্রহ্ম সার, উপাস্য সবার
ভকত (১) তাঁর প্রেরিত।
জীবমুক্তি তরে, বিধান সংসারে
হয়েছে এবে উদিত।"
ভগিনীর বাণী শুনিয়া তখনি
অবাক ওমর অতি।
অনুতাপে প্রাণ, হল আনচান
ভাবে কি বা হবে গতি॥
হৃদয় তাহার, হইল আঁধার
পূর্ব্ব ভাব গেল দূরে।
অধোমুখ হয়ে, ব্যাকুল হৃদয়ে
বসিয়া রহিল ঘরে॥
অনুতাপানলে, যার হিয়া জ্বলে
সেই অতি ভাগ্যবান্।
পাপ তাপ তার, হবে ছার খার
পাবে সেই পরিত্রাণ॥
অনুতাপ বিনে, স্বর্গের উদ্যানে
কেহ না পশিতে পারে।
হরিপদে মন, মজে না কখন
বিনা নয়ন আসারে॥ (২)
অনুতাপ ধন, স্বর্গীয় রতন
প্রভুর কৃপার দান।
অনুতপ্ত নরে, লয়ে হরি ক্রোড়ে
করেন মুক্তি বিধান॥
নিশিথে উঠিয়ে, হস্ত মুখ ধুয়ে
ভগ্নী ভগ্নীপতি তার।
কোরাণ বচন, পাঠে দিলা মন
ভক্তিভরে অনিবার॥
শুনি প্রবচন, ওমর তখন
ভাবিতে লাগিল মনে।
মোহম্মদ যাঁরে, প্রেম উপহারে
পূজে সদা প্রাণপণে॥
সমগ্র মরত, তাঁর অধিকৃত
একি দেখি চমৎকার।
কাবার পুতুল, অক্ষম বাতুল
কিছু শক্তি নাহি তার॥
হরিকৃপা গুণে, ক্রমে তাঁর মনে
বিশ্বাস হল সঞ্চার।
লয়ে ভগ্নী হ'তে, লাগিল পড়িতে
কোরাণ গ্রন্থের সার॥
স্বর্গীয় অমৃত, পান করে যত,
ততই ওমরচিত।
সে অমৃতপানে, বিধানগ্রহণে,
হয় আরো পিপাসিত॥
বিধানে প্রত্যয়, হইল উদয়,
তাঁহার হৃদয় ধামে।
দুর্ম্মতি পামর, পাষণ্ড ওমর,
মাতিল ব্রহ্মের নামে॥
আপনা আপনি, তাঁতে এই বাণী
সবলে হ'ল প্রকাশ।
এক ব্রহ্ম সার, মোহম্মদ তাঁর,
বিশ্বাসী প্রেরিত দাস॥
খেতাব নন্দন, নূতন জীবন,
পেল ব্রহ্মকৃপাগুণে।
স্বর্গ মর্ত্ত ধাম, এক ব্রহ্ম নাম,
গাইছে আজি সঘনে॥
ভগ্নী ভগ্নীপতি, হয়ে হৃষ্ট মতি,
ব্রহ্মে দেন ধন্যবাদ।
ওমর তখন, করিলা গমন
আছে যথা মোহম্মদ॥
বিশ্বাসীর দল, ক্ষুদ্র হীনবল,
কোরেশগণের ভয়ে।

(১) ভকত অর্থাৎ ভক্ত মোহম্মদ।
(২) নয়ন আসার—নয়নাশ্রু জল।

মোহম্মদে:লয়ে, রহে লুকাইয়ে,
সদা শঙ্কিত হৃদয়ে ॥
প্রেরিত সুজন, করে অনুক্ষণ
প্রার্থনা প্রভুর দ্বারে ।
বীর এক জন, (১) ধরম গ্রহণ
করে সবে রক্ষ. তরে ।
নূতন জীবন, পেয়ে হৃষ্টমন,
হইয়া ওমর রায় ।
মণ্ডলী সহিত, যথায় প্রেরিত,
সে খানে প্রেমেতে ধায় ।।
প্রেরিত সদন, ধরম গ্রহণ
করিয়া নবীন দলে ।
প্রবেশে ওমর, সানন্দ অন্তর,
আনন্দে ভাসে সকলে ।।
ধর্ম্ম দ্রোহিগণ, হ'ল ভীত মন,
ওমরের দীক্ষা হেরি ।
বিশ্বাসী ভকত, হ'ল উৎসাহিত
হেরিয়া লীলা মাধুরী ।
বীর যথা রণে, যুঝে প্রাণপণে,
তেমতি ওমর বীর ।
ধর্ম প্রচার, করে অনিবার,
হইয়া বিশ্বাসী ধীর ॥
এই রূপে হরি, আহা মরি মরি,
কি অপূর্ব্ব লীলা করে ।
সে লীলা হেরিলে, প্রেমে হিয়া গলে
জীবের ত্রিতাপ হরে ॥

(১) দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র মণ্ডলীর রক্ষার জন্য এক-জন বীরপুরুষ ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এই জন্য ভক্ত মোহম্মদ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া ছিলেন । দয়াময় ঈশ্বর মহাবীর ওমরকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

ধন্য প্রাণাধার, করুণা তোমার,
ধন্য হে তব বিধান ।
তোমারি চরণে, ভক্তিযুক্ত মনে,
করিতে মোরা প্রণাম ॥
ওমর মতন, যেন এ জীবন
তোমার শরণ লয় ।
ওপদে সঁপিয়া, যেন এই হিয়া,
তব সনে মিশে রয় ॥
পাষণ্ডতা ঘোর, কর দূর মোর,
বিধানে বিশ্বাসী কর ।
যেন তব নাম, ঘোষি অবিরাম
ওহে হরি বিশ্বেশ্বর ॥
ও লীলা মাধুরী, সদা প্রাণে হেরি
থাকি যেন তব ঘরে ।
তোমার বিধান, করুণানিধান
পালি যেন প্রাণভরে ।।
এই ভিক্ষা করি, প্রাণারাম হরি
নমি তব শ্রীচরণে ।
কর আশীর্ব্বাদ, ওহে প্রাণনাথ
এ দীন পাপী সন্তানে ॥

ভক্ত মোহম্মদের প্রতি নানারূপ উৎপীড়ন, পিতৃব্য আবুতালেব এবং সহধর্ম্মিণী খাদিজার পরলোক গমন ।

বিধাতার প্রিয়দাস প্রেরিত ভকত ।
প্রচারেন ব্রহ্মবাণী প্রেমে অবিরত ।।
ঝরণার জল প্রায় তাঁহার অন্তরে ।
সুনির্ম্মল ব্রহ্মবাণী আসে অন্যান্তরে ।।
পাতিয়া রেখেছে ভক্ত আপন হৃদয় ।
বিধানচন্দ্রমা তাহে প্রকাশিত হয় ।

দিন দিন বাড়ে তার শত্রু অগণন।
নানা মতে করে তারা তাঁরে উৎপীড়ন॥
ওমর সাহায্যে যবে বিশ্বাসী সকল।
কারাগৃহে ব্রহ্মপূজা করে কুতুহল॥ (১)
তদবধি শত্রুদের হিংসা ঘৃণা দ্বেষ।
দিন দিন বাড়ে আর ধরে ভীমবেশ॥
একবার শত্রুদল হইয়া মিলিত।
যতদিন মহম্মদ না হবে নিহত॥
ততদিন মতলব পরিবার সনে।
সম্বন্ধ না রাখিবেক সেই শত্রুগণে॥
অন্নবস্ত্র জল আদি কোন দ্রব্যচয়।
তাঁহাদের কাছে নাহি করিবে বিক্রয়॥
এই পণ করে তারা দৃঢ় ব্রত হয়ে।
শুনিয়া বিশ্বাসী দল রহে ভয়ে ভয়ে॥
প্রিয়তম মহম্মদে লয়ে খুল্লতাত।
গিরিগহ্বরেতে করে দিন অতিপাত॥
বহুদিন বহু কষ্ট সহিয়া সকলে।
গিরি হতে মুক্তি পান ব্রহ্মকৃপাবলে॥
সঙ্কট হইতে মুক্ত হইবার পর।
পিতৃব্য তালেব হন ব্যাধিতে কাতর।
কিছুদিন পরে তিনি ইহলোক হতে।
চলিয়া গেলেন সেই অমর জগতে॥
তালেবের মত খুল্লতাতে কভু আর।
দেখে নাই দেখে নাই মরত সংসার।
এহেন পিতৃব্য নিধি হারায়ে ভকত।
শোক দুঃখে একেবারে হলেন আহত॥
করিলা ক্রন্দন কত পিতৃব্য লাগিয়া।
কিছুদিন ভক্ত নিজ গৃহেতে থাকিয়া॥
প্রার্থনা করেন তিনি শ্রীহরি সদনে।
একাকী ব্যাকুল চিত্তে বসি নিরজনে॥
পিতৃব্যের বিয়োগের তিন দিন পরে।
খাদিজ্যা সুন্দরী চলিযান সুরপুরে॥
খাদিজ্যার মত ধর্ম্মপরায়ণা সতী।
দেখিয়াছে এ সংসারে অল্প মাত্র অতি॥
স্বরগের দেব কন্যা রমণী রতন।
করিছিলা এতকাল সংসার শোভন।
হায়, সতী শূন্য করি প্রেরিত আলয়।
যোগ্য ধামে চলি গেলা ত্যজি সমুদয়॥
যাও দেবী যথা সব ব্রহ্মকণ্যাগণ।
স্বর্গধামে পরিগলে সতীত্বভূষণ॥
শ্রীহরির পদতলে বসিয়া নিয়ত।
প্রেমভরে তাঁরগুণ গায় অবিরত॥
শোকের উপরে শোক পাইয়া প্রেরিত।
হইল তাঁহার প্রাণ অতি বিষাদিত॥
কিছুদিন গৃহ হ'তে না হন বাহির।
শোকভরে একেবারে হলেন অধীর॥
প্রার্থনা সম্বল তাঁর শ্রীহরি সদনে।
প্রার্থনা করেন ভক্ত কায় বাক্য মনে।
প্রেরিতের সহচরী খাদিজ্যা মতন।
ধর্ম্মপরায়ণা সতী কে দেখে এমন।
তাঁর কথা প্রেরিতের হইলে স্মরণ।
তখনি হৃদয় হ'ত বিষাদে মগন।
যাবৎ খাদিজ্যা দেবী ছিলেন জীবিত।
অন্য দার পরিগ্রহ করেনি প্রেরিত।
একদা আয়েসা (১) দেবী প্রেরিত প্রবরে।
জিজ্ঞাসেন বল নাথ কেন শোকভরে॥
দন্তহীনা বৃদ্ধা নারী খাদিজ্যা দেবীরে।
স্মরণ করহ তুমি এতকাল পরে।
ক্রুদ্ধ হয়ে বলিলেন প্রেরিত সুজন।
খাদিজ্যার মত ভার্য্যা হয় না কখন॥

(১) মহাত্মা ওমরের সাহায্যে প্রেরিত মোহম্মদ এবং তাহার শিষ্যগণ কারামন্দিরে উপাসনা করিবার অধিকার লাভ করেন।

(১) আয়েসা মোহম্মদের অন্য পত্নী ছিলেন।

প্রভুর বিধান তিনি সকলের আগে।
করেন গ্রহণ আহা প্রেম অনুরাগে॥
প্রেরিত বলিয়া মোরে খাদিজ্যা সুন্দরী।
অঙ্গীকার (১) করেছেন সর্ব্বাগ্রে আমরি॥
এদেশের অধিবাসী সকলে যখন।
মোর সনে শত্রুভাব করেছে সাধন॥
তখন একাকী সেই ধার্ম্মিকা রমণী।
করেছে সাহায্য মম দিবস যামিনী॥
হেন প্রিয়তমা পত্নী স্বর্গীয় রতন।
তাঁহারে কেমনে আমি হব বিস্মরণ।
খাদিজ্যার কথা শুনি আয়েসা লজ্জায়।
ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন প্রেরিতের পায়॥
স্বামি পদে আপনার ধন প্রাণমন।
করেন খাদিজ্যা দেবী যত্নে সমর্পণ॥
অতুল বিভব তাঁর প্রেরিতের করে।
খাদিজ্যা অর্পিলা সুখে বিতরণ তরে॥
ছায়ার মতন সেই সতী অনুক্ষণ।
করিতেন প্রেরিতের পদানুসরণ॥
রোগে শোকে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে।
সব আশা ছিল তাঁর প্রেরিতের পদে।
ধন্য দয়াময় হরি তোমার করুণা।
ধন্য তব প্রিয় কন্যা খাদিজ্যা ললনা॥
আরবের মরুভূমে প্রান্তর ভিতরে।
সজল সুন্দর স্থান যথা শোভাকরে॥
তেমন আশ্চর্য্য এই সতীর জীবন।
শোভা করে অনুক্ষণ মরত ভুবন॥
আশীর্ব্বাদ কর নাথ যেন ঘরে ঘরে;
খাদিজ্যার মত নারী সদা শোভা করে॥
নরনারী দুয়ে মিলে তব পুণ্যনাম।
গায় যেন, দয়াময়, ভবে অবিরাম॥

(১) অঙ্গীকার—স্বীকার।

ভক্ত মোহম্মদের প্রতি অত্যাচার এবং কতিপয় শিষ্য সহ তাঁহার মদিনায় প্রস্থান।

আরব দেশের মাঝে মক্কার উত্তর।
শোভা পায় সুবিশাল মদিনা নগর॥
ধনী মানী নানা শ্রেণী বহু জনগণ।
মদিনা নগরে বাস করে অনুক্ষণ॥
তথা হতে আটজন প্রেরিত সদন।
আসিয়ে নূতন ধর্ম্ম করেন গ্রহণ॥
তাঁরা ফিরি গিয়া দেশে বিধান এবার।
মহোৎসাহে দেশ মধ্যে করেন প্রচার॥
উর্ব্বরা ভূমিতে বীজ পড়িলে যেমন।
সহজে তাহাতে হয় অঙ্কুর উদগম॥
তেমতি সে দেশ মাঝে নূতন বিধান।
নরনারীপ্রাণে অনুক্ষণ লভে স্থান॥
বিশ্বাসী মণ্ডলী তথা হইল প্রস্তুত।
ভক্ত অনুগত সবে হইল অদ্ভুত॥
আবু তালেবের স্বর্গে গমনের পর।
অত্যাচার উৎপীড়ন বাড়ে নিরন্তর॥
এমনি নিষ্ঠুর ভাবে শত্রুগণ তাঁর।
দিবানিশি প্রেরিতেরে করে অত্যাচার॥
মক্কাবাস তাঁর পক্ষে হল সুকঠিন।
ভাবনায় তাঁর প্রাণ হইল মলিন॥
হেন কালে মদিনার ভক্ত কতিপয়।
প্রেরিতের কাছে আসি আশা বাক্য কয়॥
যে হম্মদে মাদনায় করিলে গমন।
তাহারা যতনে তাঁরে করিবে গ্রহণ॥
চিরদিন প্রেরিতের অনুগত রবে।
সুখ দুঃখে তাঁর আজ্ঞা আনন্দে পালিবে।
এ হেন প্রতিজ্ঞা তাঁরা করেন ধর্ম্মতঃ।
মোহম্মদ অঙ্গিকারে হলেন সম্মত

ইতিমধ্যে মোহম্মদ মদিনায় যেতে।
ব্রহ্মের আদেশ লাভ করিলেন হৃদে॥
রাত্রিযোগে প্রেরিতের শিরশ্ছেদ তরে।
কোরেশ (১) সকলে মিলে দৃঢ় পণ করে॥
মোহম্মদ এ সকল বুঝিতে পারিয়া।
ব্রহ্মের পবিত্রবাণী জীবনে ধরিয়া॥
আলীরে বলেন তিনি মধুর বচন।
কল্য মদিনায় আমি করিব গমন॥
মোর কাছে যার আছে যত দ্রব্যচয়।
এই লও তাহাদিগে দিও সমুদয়॥
স্থানান্তরে গিয়া আমি করিব শয়ন।
আমার শয্যায় রাত্রি করিও যাপন॥
এতবলি স্থানান্তরে গেলেন প্রেরিত।
রাত্রিযোগে কোরেশেরা হইল মিলিত॥
কিন্তু নির্দ্ধারিত স্থানে নাহি দেখি তাঁরে।
নিরাশ হৃদয়ে ফিরি গেলা নিজাগারে॥
এইরূপে প্রেমময় প্রেরিতের প্রাণ।
বাঁচাইয়া মণ্ডলীর সাধিলা কল্যাণ॥
পরদিন মোহম্মদ, বেকারেরে (২) লয়ে।
পলায়ন করিলেন গুপ্ত পথ দিয়ে॥
ক্ষুধাতৃষ্ণা দুঃখ কষ্ট সহিয়া বিস্তর।
উত্তীর্ণ হইলা দোহে মদিনা নগর॥
মদিনার লোক সব তাঁহারে পাইয়া।
সুখের সাগরে যেন গেলেন ভাসিয়া॥
নানা যত্নে মোহম্মদে করে স্থান দান।
প্রেরিত বলিয়া করে অতুল সম্মান॥
যে চন্দ্রের সুবিমল কিরণ ছটায়।
মক্কার তিমিররাশি সব দূরে যায়।
সেই চন্দ্র এবে আসি মদিনা উদয়।
মদিনাবাসীর আজ বহু ভাগ্যোদয়॥
প্রেরিতের পদধূলি পড়ে যেই স্থানে।
সে স্থান পবিত্র হয় প্রভুর বিধানে॥
ভক্তপদচিহ্নহার গলে শোভে যার।
কি ছার তাহার কাছে মণিময় হার॥
এ হেন প্রেরিত জনে পাইয়া মদিনা।
মহানন্দে যত্ন করে কোন ক্লেশ বিনা॥
দেশের কর্ত্তৃত্ব তাঁরে করিল অর্পণ।
মদিনার রাজা ভক্ত হইলা এখন॥
নিরাপদ হইলেন প্রেরিতপ্রবর।
দূরে গেল অত্যাচার বিঘ্ন সুদুস্তর॥
মদিনার লোক সব অনুগত হয়ে।
প্রেরিতের (১) আজ্ঞা পালে সানন্দ হৃদয়ে॥
ব্রহ্মের আদেশ ভক্ত লভেন যখন।
ভক্তগণ মাঝে তাহা করেন ঘোষণ॥
মদিনার লোক সব সুরাপায়ী ছিল।
একদিন ব্রহ্ম আজ্ঞা ভকত পাইল॥
সুরাপান মহাপাপ ঘোর হলাহল।
না ছুইবে ইহা কভু বিশ্বাসী সকল॥
যখন এ ব্রহ্ম আজ্ঞা হইল ঘোষিত।
করিল পালন সবে হয়ে হৃষ্ট চিত॥
মদ পাত্র কেহ দূরে করিল নিক্ষেপ।
কেহ মদ্য পান তরে করিল আক্ষেপ॥
যার ঘরে যত মদ ছিল মদিনায়।
দূরে ফেলে দিল সবে ব্রহ্মের আজ্ঞায়॥
নূতন মণ্ডলী হতে মদিরা সেবন।
সেই দিন হতে হ'ল চির অদর্শন।
ধন্য মদিনার ভক্ত বিশ্বাসিনিচয়।
যার গুণে ভক্ত এবে হলেন নির্ভয়॥
বিধান প্রচার তরে যাঁহারা নিরত।

(১) মক্কার কোরেশ জাতির একপ্রকার লোক।

(২) মোহম্মদ তাঁহার প্রচারবন্ধু আবু-বেকারকে লইয়া মদিনায় চলিয়া যান।

(১) মোহম্মদ

হইলেন প্রেরিতের প্রেমে অনুগত ॥
দেশের রাজত্ব তাঁর দিলা প্রেরিতেরে।
এহেন নিঃস্বার্থ ভাব কে দেখে সংসারে?
মদিনায় ভক্ত সংখ্যা বাড়ে দিন দিন।
শুনি কোরেশেরা হয় চিন্তায় মলিন।
মক্কার বিশ্বাসী বহু মানব সন্তান।
মদিনায় আসি এবে লভিয়াছে স্থান॥
প্রেরিতের পরিবার পত্নী কন্যাগণ।
আসিয়াছে মদিনায় সকলে এখন ॥
তবু বিরোধীর ক্রোধ নিবৃত্ত না হয়।
ক্রোধানলে জ্বলে সদা তাদের হৃদয়।
তাহাদের সনে আসি ইহুদী সকল।
যোগদান করি সবে হইল প্রবল॥
মদিনায় গিয়া তাঁরে করে আক্রমণ।
এমনি দুর্জ্জয় শত্রু মক্কাবাসিগণ॥
মদিনার রাজ্য লাভ করিবার পরে।
রণ করে তার সনে অরাতিনিকরে॥
প্রায় যুদ্ধে শত্রুগণ হয় পরাজিত।
কেহ বন্দী হয় কেহ হয় পলায়িত॥
পৃথিবীর যশোলাভ সন্মানের তরে।
মোহম্মদ কোন দিন সংগ্রাম না করে॥
আত্মরক্ষা কিংবা ধর্ম্ম রক্ষার্থে নিয়ত।
বাধ্য হয়ে যুদ্ধে ভক্ত হন্নেন নিরত॥
নরহত্যা কভু নহে ভকতের প্রিয়।
যেবা প্রিয় মনে করে সে তাঁর অপ্রিয়॥
কোন কোন দুষ্টমতি আছয়ে এমন।
যারা ভাবে বিধর্ম্মীরে করিলে নিধন॥
স্বর্গলাভ হবে তার ব্রহ্মের বিচারে।
তার মত মূর্খ নাই, এ ভব সংসারে॥
অমা জনে আত্মবৎ প্রীতি যে না করে।
স্বর্গ লাভ বল তার হবে কিবা করে॥
এব্রাহিম কথা যেবা করিবে স্মরণ।
হেন পাপ বুদ্ধি তার হবেনা কখন॥
সুবৃদ্ধ অতিথি এক এব্রাহিম গেহে।
পুরাকালে গিয়াছিল জরাজীর্ণ দেহে॥
ব্রহ্মে ধন্যবাদ করি সাধু এব্রাহিম।
বসিলা ভোজনে সেই বিশ্বাসী প্রবীণ॥
কিন্তু সমাগত বৃদ্ধ ছিল পৌত্তলিক।
নাহি দিল ধন্যবাদ দেখি আন্তরিক॥(১)
ক্রোশে বৃদ্ধে বলে দূরে করহ প্রস্থান।
অবিশ্বাসী এই গৃহে নাহি পায় স্থান॥
শুনি ম্লান মুখে বৃদ্ধ গৃহ হতে যায়।
হেনকালে দয়াময় আদেশিলা তায়॥
ওহে এব্রাহিম, আমি এই বৃদ্ধ জনে।
অশীতি বরষ ধরি পালিছি যতনে॥
এক সন্ধ্যা এরে তুমি সহিতে নারিলে।
এই কি তোমার প্রেম জীবে দেখাইলে॥
শীঘ্র যাও এই বৃদ্ধে আনহ ডাকিয়া।
শুনি এব্রাহিম যান ত্বরেতে চলিয়া॥
ডাকি আনি সেই বৃদ্ধ মানবসন্তানে।
সৎকার করিলা তার অন্ন জল দানে॥
জীবের পরম বন্ধু দীন দয়াময়।
অজ্ঞান বলিয়া কারে নহেন নির্দয়॥
কাফের (২) বলিয়া যেবা অপরেরে ভাবে।
অজ্ঞানী মানব সেই নরকেতে যাবে॥
কাফের ভাবিয়া অন্যে যে করে প্রহার।
নরকের কীট তারে করিবে আহার॥
ভ্রাতারে কাফের জ্ঞান করো না কখন।
কিন্তু তার পাপবুদ্ধি করহ ছেদন॥
প্রার্থনায় তরবারী প্রেমের বন্দুক।
বিশ্বাসের ঢাল আর বিবেক কার্ম্মুক॥

(১) মহামতি এব্রাহিম ভগবানের প্রতি, অবমাননা দেখিয়াই এরূপ বলিয়াছিলেন।

(২) কাফের শব্দের অর্থ ধর্ম্মদ্রোহি।

লয়ে সদা যুদ্ধ কর অবিশ্বাসী সনে।
কিন্তু মানবেরে হিংসা করোনাকো মনে॥
আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় ভিতরে।
অবিশ্বাস শয়তান (১) সদা বাস করে॥
দেবাসুর যুদ্ধ প্রাণে হতেছে নিয়ত।
এই যুদ্ধে দেবপক্ষে যুঝ অবিরত॥
এই তো জেহাদ (২) জেন, জেহাদ কি আর।
যে জেহাদে নরহত্যা সে তো পাপাচার॥
আপনার মধ্যে আর মানবসমাজে।
অবিশ্বাস মহাপাপ সতত বিরাজে॥
ব্রহ্মেতে বিশ্বাসী হয়ে যেই ভক্তজন।
অবিশ্বাস সনে সদা করে মহারণ॥
সেই গাজী (৩) সেই বীর, স্বরগ তাহার।
সেই লভে এ সংসারে সুখ্যাতি অপার॥
নরহত্যা, রক্তপাত ছাড়িয়া যে জন।
প্রেমিক বিশ্বাসী ভক্ত ঈশ্বর মগন॥
যত্ন করে ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন।
সেই ধন্য এ সংসারে জেন অনুক্ষণ॥

ভক্ত মোহম্মদের চরিত্র।

মদিনায় মোহম্মদ হলেন প্রধান।
সম্রাটের প্রায় তিনি লভেন সম্মান॥
ঐশ্বর্য্য সম্পদ লাভ হইল তাঁহার।
ধন ধান্যে পূর্ণ তাঁর বিশাল ভাণ্ডার॥

(১) অবিশ্বাসরূপ শয়তান।

(২) ধর্ম্মযুদ্ধকে আরবী ভাষায় যেহাদ বলে।

(৩) মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে যে অবিশ্বাসীকে বধ করিতে পারে তাহাকে গাজী বলে। বাস্তবিক ইহা মনুষ্য বধ নহে, মানব হৃদয়স্থ অবিশ্বাস বধ। মনুষ্য বধ মহাপাপ, কিন্তু মানব হৃদয়স্থ অবিশ্বাস যে দূর করিতে পারে সেই ধন্য।

মণ্ডলীর নেতা তিনি সাধু পেগাম্বর।
মদিনার অধিপতি প্রেরিতপ্রবর॥
এহেন সম্পদ মাঝে প্রেরিত ভকত।
বৈরাগীর প্রায় কাল কাটেন নিয়ত॥
সামান্য শয্যায় তিনি করিয়া শয়ন।
মহাসুখে রাত্রিকাল করেন যাপন॥
গর্দ্দভবাহনে ভক্ত করিতা ভ্রমণ।
নিজ হস্তে পশুমুখে করাত ভক্ষণ॥
ভৃত্যদের সনে তিনি একত্র হইয়া।
আহার করিতা ভক্ত আনন্দে মাতিয়া॥
আপনার ছিন্নবস্ত্র পাদুকাদিচয়।
মেরামত করিতেন ভক্ত মহাশয়॥
নিজ হস্তে করিতেন গৃহ পরিষ্কার।
কাষ্ঠ পাত্রে জল পান করিতেন আর॥
কার সঙ্গে দেখা হলে সকলের আগে।
সেলাম (১) করেন তারে প্রেম অনুরাগে॥
মিষ্টবাক্যে সকলের তুষিতেন প্রাণ।
সকলেরে করিতেন তিনি সমজ্ঞান॥
উঠিতে বসিতে তিনি ঈশ্বরের নাম।
লইতেন মোহম্মদ প্রেমে অবিরাম॥
বিলাসের গন্ধ তাঁর ছিল না জীবনে।
ছিলেন সুমিতাচারী কায়বাক মনে॥
দয়ালু হৃদয় তাঁর অতি সুবিনীত।
পাপী দুঃখে হইতেন সদা বিগলিত॥
সভাতে সমাজে সদা সামান্য আসনে।
বসিতেন মোহম্মদ প্রফুল্ল বদনে॥
প্রতিবেশী সকলের লন সমাচার।
ভাল বাসিতেন সবে প্রেমে অনিবার॥
তাহাদের সুখে দুঃখে প্রেমিক ভকত।
সহ অনুভূতি সদা করিত নিরত॥
কার দুঃখে উদাসীন নহেন কখন।

(১) নমস্কার বা সাদর সম্ভাষণ।

অহঙ্কার অভিমান শূন্য তাঁর মন ॥
পালিতেন গৃহধর্ম্ম অনাসক্ত হয়ে।
যাপিতেন দিন সদা নির্ভয় হৃদয়ে ॥
ব্রহ্মপ্রীতি তরে তিনি করম সকল।
করিতেন মহানন্দে সতত কেবল ॥
দয়াশীল ক্ষমবান্ ছিলেন প্রেরিত।
হৃদয় তাঁহার ছিল প্রেমেতে পূরিত ॥
আপনারে পাপী বলি জানিতেন তিনি।
করিতেন ক্ষমা ভিক্ষা দিবস যামিনী ॥
মণ্ডলীর শিষ্যগণে বলিতা ভকত।
সামান্য মানুষ মোরে জানিবে নিয়ত ॥
তোমাদের মত পাপী আমি একজন।
ব্রহ্মের প্রেরিত আমি এই বিশেষণ ॥
ব্রহ্ম উপাসনা ছিল প্রেরিতের প্রাণ।
পূজাতেই লভিতেন অশেষ কল্যাণ ॥
শিষ্যগণে ছিল তাঁর প্রীতি অনুপম।
মণ্ডলীর হয়ে চিন্তা ছিল অনুক্ষণ ॥
রাখাল আপন মেষ তরে যেই মত।
প্রাণপণে যত্ন করে পালে অবিরত ॥
আপনার সুখ ভুলি প্রেরিত তেমন।
মণ্ডলীর তরে হন চিন্তাকুল মন ॥
কি জানি মণ্ডলী মোর পাপে পড়ে যায়।
কি জানি পুতুল পূজা পরশে তাহায় ॥
কি জানি আসক্তি দুঃখ পাপ প্রলোভন।
ব্যাঘ্রপ্রায় মণ্ডলীরে করে আক্রমণ ॥
এই হেতু তাঁর চিত্ত থাকিত ব্যাকুল।
ভবিষ্যৎ ভাবনায় হতেন আকুল ॥
পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম করিবে মানব। (১)
তাহার নিকাশ ব্রহ্মে দিতে হবে সব ॥

দেহ মন গৃহ বিত্ত বসন ভূষণ।
পশুপক্ষী ধন ধান্য দাস দাসীগণ ॥
যার যাহা আছে তার তরে নারীনর।
সর্ব্বদা সর্ব্বথা দায়ী হয় নিরন্তর ॥
সম্পদ পাইয়া যেবা কার্য্য সমুচিত।
নাহি করে সেই দণ্ড পাইবে উচিত ॥
এ বিশ্বাসে মোহম্মদ ছিল দৃঢ়তর।
তাইত বৈরাগ্য পূর্ণ তাঁহার অন্তর ॥
এক মাত্র বটে সেই ব্রহ্ম সনাতন।
তাঁহার প্রেরিত দাস মোহম্মদ হন ॥
এই জ্ঞান দিবা নিশি তাঁহার অন্তরে।
করিত বিরাজ নিত্য অনুরাগ ভরে ॥
দাস ভাবে ব্রহ্ম আজ্ঞা করিতা পালন।
দাস ভাবে নববিধি করিতা সাধন ॥
প্রেরিতের (১) মত বল কে আছে সংসারে।
তাঁর তুল্য ব্রহ্ম যশ কে ঘোষিতে পারে ॥
ডাকিতেন সখাবলি শ্রীহরি তাঁহারে। (২)
করিতেন কত লীলা ভক্ত সহকারে ॥
এক ব্রহ্মে ছিল তাঁর মহা অনুরাগ।
পৌত্তলিক কার্য্যে ছিল ঘোর বীতরাগ ॥
সতীনারী সংপতিরে যথা ভাল বাসে।
তেমনি শ্রীমোহম্মদ মনের উল্লাসে ॥

---

(১) পৃথিবীতে আমরা যত কিছু কার্য্য করি তাহা ঈশ্বরের আদেশানুযায়ী হইল কিনা এবং যত প্রকার সম্পদ ও বিভব ভোগ করি তাহার যথাযথ ব্যবহার করিলাম কিনা, তৎসম্বন্ধে উপযুক্ত হিসাব ঈশ্বরের নিকট দিতে প্রত্যেক মনুষ্যই বাধ্য ও দায়ী এই বিষয়ে ভক্তমোহম্মদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এইটী উক্ত নীতির মূল।

(১) প্রেরিত মোহম্মদ।

(২) মুসলমান শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে মোহম্মদ খোদার দোস্ত, অর্থাৎ ঈশ্বরের বন্ধু। যিনি সর্ব্বপ্রকার পৌত্তলিকতা বিদূরিত করিয়া এক অখণ্ড ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিলেন; তিনি যথার্থই ঈশ্বরের বন্ধু।

অনুক্ষণ হরিধনে বাসিতেন ভাল।
হরি প্রেমে তাঁর প্রাণ থাকিত পাগল।
উৎসাহী তেজস্বী ভক্ত সাহসী দুর্জ্জয়।
মোহম্মদ সমবীর আর কেবা হয়॥
ব্রহ্মের পূজাতে হয় পাপ তাপ ক্ষয়।
ব্রহ্মপূজা মানবের শান্তির আলয়॥
এই হেতু পাঁচবার উপাসনা রীতি।
মণ্ডলীতে স্থাপিলেন ভক্ত মহামতি॥
এক সূত্রে বাঁধিলেন নিজ শিষ্যগণে।
চিরদিন রহে তারা সুদৃঢ় মিলনে।
ঈশ্বরের স্থান করে অন্য অধিকার।
সহে না ভকত প্রাণে ইহা কভু আর॥
তাই তিনি মূর্ত্তি পূজা করি পরিহার।
করিলেন নবধর্ম্ম জগতে প্রচার॥
ওহে দয়াময় হরি ভক্তের জীবন।
বুঝাইয়া দাও দাসে এই আকিঞ্চন॥
ভক্ত সনে প্রাণে প্রাণে হইয়া মিলিত।
তোমাতে বিশ্বাস যেন করি অবিরত॥
ক্ষুদ্র মোহম্মদ হয়ে মোরা নানা মতে।
তোমার একত্ব (১) যেন প্রচারি জগতে॥
ভকতের নিষ্ঠা রত প্রকৃত বিশ্বাস।
দাও নাথ এ পাপীরে এই মনে আশ॥
জয় এক পরব্রহ্ম পূর্ণ ভগবান্।
জয় দীনবন্ধু হরি অনন্ত মহান্॥

ভক্ত শ্রীমোহম্মদের মদিনায় বাস ও মক্কা অধিকার।

মদিনায় পেগম্বর, সুখে রন নিরন্তর
প্রচারেন ধর্ম্ম সমাচার।
ঝটিকা-প্রবাহ-প্রায়, বিধানের তত্ব হায়
চারিদিকে ব্যাপে অনিবার॥
দিবসে পেচক যথা, লুকাইয়া রাখে মাথা
নিরজনে বৃক্ষের কোটরে।
জড় পূজা সেইরূপে, দিন দিন ম্লান মুখে
থাকে লুকাইয়া দূরান্তরে॥
মক্কার কোরেশগণ, ভয়ে কাঁপে অনুক্ষণ
ভকতের প্রতাপ নেহারি।
ব্রহ্মপ্রেমে মাতোয়ারা, বিশ্বাসে পাগল পারা
প্রতিমা পূজার চির অরি॥
ক্রমে ভক্ত বীরবর, লয়ে সৈন্য সুবিস্তর
মক্কা ভূমি সুখে আক্রমিয়া।
কাবার মন্দির দ্বার, করিলেন অধিকার
নানা দেবমূরতি ভাঙ্গিয়া॥
পূর্ণব্রহ্ম পূজা তাহে, স্থাপিলেন মহোৎসাহে
মক্কাবাসী এক ব্রহ্মে পূজে।
বিধানের সমাচার, ক্রমে দেশ দেশান্তর
ব্যাপ্ত হল মানবসমাজে॥
নানা স্থানে নানা জাতি, অতুল প্রেমেতে মাতি
প্রবেশিল মণ্ডলীর মাঝারে।
অতুল তেজ পূরিত, একতায় সুশোভিত
মণ্ডলী হইল এ সংসারে॥
সমুদ্রতরঙ্গাঘাতে, বেলা ভূমি নানা মতে
ভেঙ্গে পড়ে আপনা আপনি।
সেইরূপ এ বিধানে, ভ্রম ভ্রান্তি নানা স্থানে
দহে দিবস রজনী॥

---

(১) ভক্ত মোহম্মদের বিশ্বাস, তাঁহার একত্ব জ্ঞান, ও নিষ্ঠা এবং তেজ ও চরিত্রের বিশুদ্ধতা আমরা ভগবানের কৃপায় লাভ করিলে আমাদের জীবনও মহাভক্ত মোহম্মদের জীবনের অনুরূপ হইবে, আমরাও ক্ষুদ্র মোহম্মদ হইয়া যাইব। ইহা বলে সাধুগণ সহ একাত্মতালাভ।

যে যুগে দেখিছে আজ, নবীন মণ্ডলী মাঝ

প্রবেশিল মানব অনেক।

প্রচারক শত শত, নানা স্থানে অবিরত

ঘোষে ধর্ম্ম আর ব্রহ্ম এক ॥

ভকতের কার্য্য ক্রমে, ফুরাইল দিনেদিনে

মোহম্মদ হলেন পীড়িত।

জীবনের শেষ কথা, আপন প্রাণের ব্যথা

বলিলেন হয়ে সাবহিত ॥

মন্দিরেতে গিয়া তিনি, বলিলা ভাই ভগিনী

তোমাদের কার কাছে মম।

যদি থাকে কোণ ঋণ, করহ তবে গ্রহণ

ঋণমুক্ত করহে এখন ॥

ভক্ত রোগযাতনায়, অশেষ যাতনা পায়

শিষ্যগণ দেখিয়া অস্থির।

কিন্তু ভকতের প্রাণ, : অনুক্ষণ করে ধ্যান

প্রিয়তমে হইয়া সুধীর ॥

এক দিন ভক্ত বর, বলিলা ওহে ঈশ্বর

যথা তুমি তথায় ঈশ্বর .

তোমাতে আছিহে আমি, আমাতে আছহে তুমি

এই তত্ত্ব অতি মনোহর ॥

রোগেতে হ'য়ে মলিন, অতিকষ্টে একদিন

মন্দিরেতে করিয়া গমন।

শিষ্যগণে সম্বোধন, করি বলেন তখন

শুন ওহে প্রিয় ভ্রাতৃগণ ॥

পৃথিবী হ'তে আমার, পরলোকে যাইবার

হয়াছে সময় এখন।

সাধিয়া প্রভুর কাজ, চ'লনাম আমি আজ

পুণ্যময় ব্রহ্মনিকেতন ॥

ঈশ্বরের পদাশ্রয়ে, থাক সবে নিরভয়ে

আ.ম গেলে তিনি সবাকার।

মোর স্থলবর্ত্তী হ'য়ে চালাবেন ভক্তচয়ে

করিবেন সব অধিকার।

সদা ভয় করি তাঁরে, বৈরাগী হ'য়ে সংসারে

ব্রহ্ম আজ্ঞা করহ পালন ॥

শ্রীহরির অনুগত, হ'য়ে চল অবিরত

ছিন্ন হবে বিষয়বন্ধন ॥

নানা ভাবে শিষ্যগণ, স্নেহপূর্ণ সম্বোধন

বলিলেন অন্তিম বচন।

প্রাণসমা প্রিয়তমা, ভকত কন্যা ফতেমা

পিতারে সেবেন অনুক্ষণ ॥

করিয়া বিলাপ নানা, কাঁদেন দেবী ফতেমা

শুনি কন প্রেরিত তখন।

তুমি সকলের আগে, মোর সহ অনুরাগে

স্বর্গধামে করিবে গমন ॥

বলিলেন আদরে, থাক তুমি নিজ ঘরে

সহিষ্ণুতা সতীত্ব রতন।

করিও না পরিহার, এই কথা জেন সার

যাহে তুষ্ট ব্রহ্মসনাতন ॥

শোকেতে আকুল হ'য়ে, উচ্চৈঃস্বরে বিনাইয়ে

কাঁদে দেবী ফতেমা সুন্দরী।

তাঁর অশ্রুবিমোচন, করিয়া প্রেরিত কন

কেন্দ না মা সরলা কুমারী ॥

তোমার ক্রন্দন শুনে, স্বর্গ কাঁদে অনুক্ষণে

মোরে দুঃখ দিও নাক আর।

এ দেহপিঞ্জর হ'তে, প্রাণপাখী সে জগতে(১)

গেলে লভে আনন্দ অপার ॥

পৃথিবীতে দুঃখ নানা, রোগ শোক বিড়ম্বনা

কিন্তু উহা তিলেকের তরে।

এ ভবের পর পারে, শান্তিধাম শোভা করে

গেলে তথা না রহে অন্তরে ॥

ক্রমে দেহ ক্ষীণ হ'ল, প্রাণবায়ু ফুরাইল

বলিলেন প্রেরিত তখন।

(১) সে জগতে—পরলোকে।

হ'ল মোর কার্য্য শেষ, যাব আমি নিজ দেশ
হরি মোরে করহ গ্রহণ ॥
এত বলি ভক্ত জন, ত্যজিলা মর্ত্তভুবন
পূর্ণসূর্য্য হ'ল অস্তমিত।
ব্রহ্ম-সখা ভক্তবর, গেলেন আপন ঘর
ধরা হ'ল আঁধারে আবৃত ॥
উঠিল শোকের ধ্বনি, কাঁদিছে যেন ধরণী
শিষ্যগণ ধরায় লুণ্ঠিত।
আয়েসা ফতেমা ধনী, কাঁদে শোকে উন্মাদিনী
গৃহ হ'ল শ্মশানের মত ॥
তার পর শিষ্যগণ, হ'য়ে শোকপরায়ণ
ভক্ত দেহ যথা বিধিমত।
ভকতি সম্মান ভরে, ভূগর্ভে সমাধি করে
প্রার্থনাদি করি অবিরত ॥
চন্দ্রহীন নিশাপ্রায়, মদিনা নগর হায়
পরিয়াছে শোকের বসন।
দেখিলে সে দশা তার, কান্দেপ্রাণ অনিবার
চিত্ত হয় বিষাদে মগন।
প্রেরিতের শিষ্য যত, মাতৃহারা শিশুমত
হ'ল শোকে অতি ম্রিয়মাণ।
হায় হরি কি বন্ধনে, প্রেরিত জীবন সনে
বাঁধিয়াছ জগতের প্রাণ ॥
বিধাবিশ্বাসী যারা, প্রেরিতের কাছ ছাড়া
হ'তে তারা চাহে না কখন।
মধুচক্র ছাড়ি কিহে, মক্ষিকা যাইতে চাহে
অপরে কি মজে তার মন ॥
একবৃন্তে বহু ফুল, ফুটিয়া করে আকুল
সেইরূপে প্রেরিতের সনে।
শিষ্যের জীবন মন, গাঁথা রহে অনুক্ষণ
হরি তব বিচিত্র বিধানে ॥
ধন্য দয়াময় হরি, তুমি ভকত বিহারী
ধন্য তব ভকত জীবন।
জীবন মরণ তাঁর, তব ভক্ত অনিবার
অনুক্ষণ করয়ে ঘোষণ ॥
হায় এ ভকত প্রাণ, কবে মম অন্ন পান
হবে নাথ এ পাপ জীবনে।
ভক্তগণ পথ দিয়ে, যাইয়ে তব আলয়ে
দিব প্রাণ তোমার চরণে।
ভক্ত যথা সচেতনে, তবপুণ্য নিকেতনে
হরি বলে করেন প্রয়াণ।
দেখি তব প্রেমমুখ, ভুলি যান সব দুঃখ
তুমি তারে দাও ক্রোড়ে স্থান।
অধমে হ'য়ে সদয়, ওহে পিতা দয়াময়
স্থান দাও এ পাপী সন্তানে।
হাসিতে হাসিতে যেন, যাই তব নিকেতন
প্রেমময় তব শান্তিধামে ॥

—০—

কোরাণ ও হদিস।

কোরাণ হদিস তত্ত্ব অতি সুধাময়।
শুনিলে বিশ্বাসী হৃদে হয় জ্ঞানোদয় ॥
কোরাণ ব্রহ্মের বাণী অশব্দ চিন্ময়।
অক্ষর কি গ্রন্থ ইহ কভু নাহি হয় ॥
বাহিরের ধ্বনি কিংবা মনের কল্পন।
বলি ব্রহ্মবাণী ভক্ত না করে গণনা ॥
প্রতি মানবের প্রাণে অবতীর্ণ হয়ে।
শ্রীহরি বলেন বাণী বিশ্বাসীহৃদয়ে ॥
জগতের পরিত্রাণ সাধিবার তরে।
যুগে যুগে ব্রহ্মবাণী কন নারী নরে ॥
ভক্তপ্রাণে ভগবান বলেন বচন।
ভক্তের জিহ্বায় তাহা করেন ঘোষণ ॥
অক্ষরে কি গ্রন্থে যার বাণী জ্ঞান হয়।
অবিদ্যায় পূর্ণ হয় তাহার হৃদয় ॥
খোসা আর শস্য দুই, একসাথ করি।
আনন্দে আহার করে মন প্রাণ ভরি ॥

ভ্রম ভ্রান্তি অজ্ঞানতা অসত্য বিকার।
এই হেতু এসংসারে হতেছে বিস্তার॥
এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় সনে।
সতত কলহ করে ভ্রান্তির কারণে॥
আত্মাতে ব্রহ্মের বাণী প্রতিভাত হয়।
পরিত্রাত্মা হয়ে তিনি বুঝান নিশ্চয়॥
অনন্ত ব্রহ্মের বাণী নিত্য বহমান।
তাহা ব্রহ্মরাজ্যে নিত্য হতেছে কোরাণ॥
শুনিয়া ব্রহ্মের বাণী আপন অন্তরে।
যে চলে কোরাণ সেই নিত্য মান্য করে।
মোহম্মদ সনে তাঁর হ'য় সম্মিলন।
সেই জন লাভ করে গ্রন্থগত ধন॥
ভক্তের চরিত্র আর তাঁর আচরণ।
প্রকৃত হদিস ইহা জানেন সুজন॥
যে সাধনে যে ভজনে ভক্ত মোহম্মদ।
এসংসারে লভিলেন শ্রীহরির পদ॥
সেই তো হদিস জেন, বাহ্য অনুষ্ঠান।
কিংবা তাঁর বেশভূষা কিংবা অন্ন পান॥
প্রধান হদিস নহে, জানিবে নিশ্চিত।
তাহাতে স্বাধীন ভাব রাখ অবিরত (১)॥
দেশ কাল রুচিভাব শিক্ষা অনুসারে।
বাহ্য ব্যবহার ভক্ত করে এসংসারে॥
সব দেশে সব কালে সকলের তরে।
নহে উপযোগী উহা জানিবে অন্তরে॥
অন্ধভাবে অবিচারে তদনুসরণ।
করিলে পাপেতে মন হ'য় নিমগন।

(১) হদিস দ্বিবিধ, মূখ্য ও গৌণ। বিশ্বাসী ভক্ত যে বিধান বিহিত উপাসনা প্রণালী, সাধন ভজন যম নিয়মাদি দ্বারা ব্রহ্ম লাভ করিতেন তাহাই মুখ্য হদিস। আর তিনি যে ভাবে বেশভূষা করিতেন আহার ব্যবহারাদি বাহ্য অনুষ্ঠান করিতেন তাহাই গৌণ হদিস।

কিন্তু ব্রহ্ম পদতলে প্রেমে অবিরত।
আপনার শির ভক্ত আনন্দে লুটা'ত (১)॥
শিশু যথা মার কাছে করিয়া আদর।
আপন প্রার্থিত ধন পায় নিরন্তর॥
তেমনি আল্লার কাছে (২) কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
লইতেন মোহম্মদ আদেশ চাহিয়া॥
অন্য কারকাছে কভু না করি গমন।
লইতেন একবারে ব্রহ্মের শরণ॥
কোরাণের অর্থ তিনি ব্রহ্মের সদনে।
বুঝিয়া ল'তেন নিত্য ভক্তিযুক্ত মনে॥
ভকতের এইরূপ সাধু ব্যবহার।
যথার্থ হদিস বলি জানিবেক সার॥
উদ্দেশ্য কোরাণ আর হদিস উপায়।
গ্রহণ করিলে জীব ব্রহ্মপদ পায়॥
কিন্তু ভ্রমে অন্ধ হয়ে গ্রন্থবদ্ধ (৩) হ'লে।
ডুবে জীব অনুক্ষণ মোহ রসাতলে॥
তাই আমা সবাকারে কোরাণ হদিস।
বুঝাইয়া দাও তুমি ওহে জগদীশ॥
তব মুখে তব বাণী শুনিয়া নিয়ত।
সঙ্কটে বিপদে হরি হেরিব ও পদ॥
তোমার আলোকে নাথ ধর্ম্মগ্রন্থ যত।
পড়িব বুঝিব হয়ে তব অনুগত॥
নির্জ্জনে তোমার কাছে পুছিয়া পুছিয়া।
করিব সকল কাজ তব আজ্ঞা লৈয়া॥
তোমার নিষেধ বিধি শুনিয়া হৃদয়ে।
চলিব সংসার পথে সতত নির্ভয়ে॥
অপরের মুখাপেক্ষী হব না কখন।
তব মুখ পানে চেয়ে রব অনুক্ষণ॥

(১) লুটা'ত—লুট হইতেন, অবনত করিতেন।
(২) আরবীভাষায় ঈশ্বরের এক নাম আল্লা।
(৩) মন গ্রন্থেতে আবদ্ধ হইলে জীব ভ্রম ভ্রান্তিতে পতিত হয়।

মেঘবারি বিনা আহা চাতক যেমন।
করে না অপর বারি ভোজন কখন॥
সেইরূপ ওহে হরি ও বাণীর তরে।
পিপাসিত প্রাণ যেন থাকে সকাতরে॥
তোমার আদেশ বাণী পবিত্র কোরাণ।
নয়নের তারা নাথ ভকতের প্রাণ॥
স্বর্গ আর পৃথিবীতে সেতু মনোহর।
তোমার আদেশ বাণী ওহে গুণাকর॥
জীবন আঁধার হয় ও বাণীবিহনে।
বিধান বসন্ত শোভে ও বাণী শ্রবণে।
ভীষণা তামসী নিশা হয় অবসান।
উদ্যানে শোভিত হয় ভীষণ শ্মশান॥
ধর্ম্মের সোপান বাণী, নিরাশায় আশা।
নাশে জীবনের তাপ বিষয় পিপাসা॥
তাই ওহে দীননাথ তব শ্রীচরণে।
এই ভিক্ষা যাচে দাস সকাতর মনে॥
যেন প্রেমিকের মত সতত তোমার।
বাণীতরে ব্যাকুলিত থাকি অনিবার॥
বাণী সমাগম তরে সতত হৃদয়।
পাতিয়া রাখিহে যেন ওহে দয়াময়॥
জিনিলে তোমার বাণী বীরের মতন।
তোমার আদেশ যেন করহে পালন॥
এ প্রার্থনা করি হরি তোমার চরণে।
প্রণিপাত করি মোরা ভক্তিযুক্তমনে॥

তাপস আৎবা।

তপস্বী আৎবার তত্ত্ব অতি চমৎকার।
জানিলে বিস্ময়ে পূর্ণ হয় যে অন্তর॥
একদিন সতী সাধ্বী কোন যুবতীরে।
দরশনে মন তাঁর কলুষিত করে॥
নিজ পাপ অভিপ্রায় তাঁহারে জ্ঞাপন।
করিলেক আৎবা মোহে হইয়া মগন॥
লোক দিয়ে সতী নারী জানাইলা তাঁরে।
দেখেছ আমার কোন্ অঙ্গ পাপ ভরে॥
আৎবা বলিলা তাঁরে নয়ন তোমার।
হেরি বিমোহিত হ'ল হৃদয় আমার॥
সতী নারী আপনার নেত্র উৎপাটন।
করিয়া আৎবার কাছে করিলা প্রেরণ॥
বলিয়াছিলেন তারে, হে রমে-নয়ন।
বিমোহিত হইয়াছে তব প্রাণ মন॥
প্রেরণ করিনু তাহা, তব সন্নিধানে।
দর্শন করহ তুমি সদানন্দ মনে॥
উৎপাটিত নেত্র হেরি, অনুতাপানল।
আৎবার প্রাণ মন করিল বিকল॥
বিষয় হইতে তাঁর ফিরে গেল মন।
হরিপদ লাভ করে হল আকিঞ্চন॥
ধন্যা সতী নারী আহা! ইঁহার মতন।
পুণ্যবতী মহাসতী দেখিনা কখন॥
আত্ম ত্যাগ পুণ্য যাঁর পুণ্য আবরণে।
জনমে পবিত্র ভাব পাতকীর মনে॥
অনুতপ্ত চিতে আৎবা সাধনের তরে।
নিয়োজিলা প্রাণ মন অনুরাগ ভরে॥
কঠোর বৈরাগ্য তাঁর অতি চমৎকার।
সুস্বাদু আহার্য্য কভু না করে আহার॥
হল কর্ষণাদি সব করি সম্পাদন।
নিজ হস্তে যব তিনি করি উৎপাদন॥
স্বহস্তে প্রস্তুত করি রুটি একখান।
সপ্তাহান্তে একদিন মাত্র তিনি খান॥
এইভাবে কঠোর বৈরাগ্যব্রত ধরি।
সাধন ভজনে রন দিবা বিভাবরী॥
একদিন ভক্তবর কহিলা ঈশ্বরে।
ক্ষমা কিংবা শাস্তিদান কর যদি মোরে
তথাপিও প্রেম আমি করিব তোমারে
দুর্লভ এহেন প্রেম জানিনু সংসারে॥

এক দিন নববস্ত্র করি পরিধান।
অম্র মর্ষির বাসে ভক্তবর যান॥
মহম্মদ সম্যক তাঁরে করিলা জিজ্ঞাসা।
আজকেন ধরিয়াছ বিলাসের ভূষা॥
তেজস্বী ব্রহ্মের দাস আমি মহাশয়।
এ বলিয়া প্রাণ ত্যাগ করে সদাশয়॥
আহা কি আশ্চর্য্য ভাব তাপস জীবনে।
মুগ্ধ হয় প্রাণমন সে ভাব স্মরণে॥
এই আশীর্ব্বাদ কর হরি দয়াময়।
তব পদে চিরদাস লউক আশ্রয়॥

—০—

এব্রাহিম আধম।

বাল্‌খের অধিপতি এব্রাহিম আধম।
অতুল বৈরাগ্য খনি তাপস উত্তম॥
রাজ্যধন দাস দাসী পুত্র পরিবার।
সব ছাড়ি হইলেন সন্ন্যাসী উদার॥
আমিরী ত্যজিয়া তিনি হ'লেন ফকির।
ধরিলা কাঙ্গাল বেশ বিশ্বাসী সুধীর॥
আপনার ইচ্ছাতৃণ ব্রহ্মইচ্ছানলে।
ভস্মীভূত করিলেন ভক্ত কুতূহলে॥
একদিন একজন দীন ক্রীতদাসে।
পরীক্ষার তরে ভক্ত আনন্দে জিজ্ঞাসে॥
কি খাইবে কি পরিবে থাকিবে কোথায়।
কি কাজ করিবে তুমি বলহে আমায়॥
উত্তরিলা ক্রীতদাস প্রভু হে আমার।
তব ইচ্ছা বিনা মোর ইচ্ছা নাই আর॥
যাহা আজ্ঞা কর মোরে সে কর্ম্ম করিব।
যেভাবে যেখানে রাখ সেখানে রহিব॥
দাসের বচন শুনি এব্রাহিম মনে।
ভাবিলেন এইদশা হোক এজীবনে॥
ঈশ্বর আমার প্রভু আমি দাস তাঁর।
এইভাবে কাটাইব জীবন আমার॥

ধর্ম্মবন্ধুদের প্রতি অসামান্য প্রীতি।
দেখাতেন দিবানিশি ভক্ত নরপতি॥
কঠোর তপস্যা যোগে সিদ্ধিলাভ ক'রে॥
ভ্রমিতেন এব্রাহিম পল্লীতে নগরে॥
ধর্ম্মবন্ধু সনে সদা করেন বসতি।
সেবেন তাঁদেরে নিত্য হয়ে শুদ্ধমতি॥
দীন ভাবে সদাকাল করেন যাপন।
ভাবিলে বৈরাগ্যভাবে মগ্ন হয় মন॥
কোন ধর্ম্মবন্ধু তাঁর হ'লেন পীড়িত।
তাঁহার সেবায় ভক্ত হ'লা নিয়োজিত॥
পান্থশালা মাঝে বন্ধু ছিলেন শায়িত।
কপাট ছিলনা দ্বারে অতিশয় শীত॥
নিশীথে আধম আহা দ্বারদেশ পরে।
দাঁড়াইয়া সে গৃহের বায়ু রোধ করে॥
বন্ধু সুস্থ হলে তাঁরে পৃষ্ঠেতে স্থাপন।
করি দূরতম স্থানে করেন বহন।
আহা কি আশ্চর্য্য প্রেম ধর্ম্মবন্ধু প্রতি॥
ভাবিলে অবাক মুগ্ধ হয় মগ্ন মতি॥
অরণ্য হইতে কাষ্ঠ করি আহরণ।
বাজারে বিক্রয় করি ভকত সুজন॥
সেই অর্থে করি যত্নে রুটিকা প্রস্তুত॥
প্রথমতঃ বন্ধুজনে দিতেন ভকত।
তারপর অবশিষ্ট আপনি আহার।
করিতেন মহাঋষি সুখে অনিবার॥
ধর্ম্মবন্ধু প্রতি হেন প্রীতি অনুপম।
হেরেনাই কোন দিন মরত ভুবন॥
একমাত্র শিশু পুত্র রাজ্য অধিকারী।
তারে ছেড়ে নৃপবর হলেন ভিখারী॥
একদিন পুত্র তার পুছে জননীরে।
কোথায় জনক মোর বল মা আমারে।
শুনি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিলা জননী।
মক্কা তীর্থে আছে তব পিতা গুণমণি॥

শুনি তারে দেখিবারে শিশুর হৃদয়।
স্বাভাবিক ভাবে ব্যস্ত হল অতিশয়॥
রাজ্ঞী তাঁর পুত্র সহ গেলেন মক্কায়।
যথায় রহেন সেই সাধু সদাশয়॥
একদিন কাষ্ঠভার করিয়া বহন।
বাজারে চলিছে দীন বৈরাগী আধম॥
হেরিয়া জননী, আহা! ভাসি অশ্রুনীরে।
"হরি তব পিতা" ইহা বলিলা পুত্রেরে॥
পিতার এহেন দশা হেরিয়া কুমার।
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলা অনিবার॥
পরিশেষে পিতা পুত্রে হইল মিলন।
এব্রাহিম পুত্রে করি বক্ষেতে ধারণ॥
স্নেহভরে মুখচন্দ্র করিলা চুম্বন।
কিন্তু পরক্ষণে তাঁর ফিরে গেল মন॥
ব্যাকুল অন্তরে তিনি ঈশ্বর সদনে।
আবার পরিনু প্রভু মোহের বন্ধনে॥
সন্তানের মোহ পাশ হতে দয়াময়।
মুক্ত কর এ দাসেরে হইয়া সদয়॥
আহাকি বৈরাগ্য হেরি আদমে জীবনে।
প্রদীপ্ত অনল যেন সংসার কাননে॥
দগ্ধ করি মোহ পাপ বিষয় কামনা।
বিসর্জ্জিয়া সুখ আশা, অসার বাসনা॥
একেবারে ব্রহ্মানলে দেন আত্মাহুতি।
দূর করি আমিত্বের বিষম দুর্গতি॥
কাঙ্গালের প্রায় সদা যাপেন জীবন।
গর্দ্দভের মত ভার করেন বহন॥
এহেন দৃষ্টান্ত বল কে কবে কোথায়।
দেখিয়াছ ধরামাঝে হায়, হায়, হায়!॥
আমরা দুর্গত অতি, মোহে অভিভূত।
পারে না তৃণের মায়া ছাড়িতে এচ্ছিত॥
কিন্তু কি আশ্চর্য্য আহা! বৈরাগ্য ইঁহার।
সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া ইনি প্রেমিক উদার॥
রাজর্ষি মহর্ষি ইনি বিশ্বাসী ভকত।
এঁর পদধূলি অঙ্গে মাখিয়া নিয়ত॥
বৈরাগ্য বিশ্বাস বস্ত্র করি পরিধান।
ব্রহ্মপদে করি যেন সমর্পণ প্রাণ॥
এই আশীর্ব্বাদ হরি কর এ কিঙ্করে।
রাখ চিরদাসে তব চিরদাস করে॥
এই ভিক্ষা করি পিতঃ তব শ্রীচরণে।
প্রণিপাত করি নাথ ভক্তিযুক্ত মনে॥

বিংশ লহরী।

কতিপয় মুসলমান তপস্বীদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ইস্লাম মণ্ডলীমাঝে হরি দয়াময়।
করিছেন কত লীলা সকল সময়॥
অনেক ধার্ম্মিক ঋষি তাপস প্রবরে।
পাঠাইয়া লীলাময় সংসার ভিতরে॥
ধরমের মুক্তভাব (১) করিলা প্রচার।
ব্যাপিল তাপস শ্রেণী মণ্ডলী মাঝার॥
তাঁদের জীবনে হরি-লীলা মধুময়।
শুনি বিগলিত হয় পাষাণ হৃদয়॥
প্রেরিতের পদচিহ্ন করিয়া ধারণ।
করেছেন সাধুদল ধরম সাধন॥

---

(১) ধর্ম্মে বদ্ধ ও মুক্ত উভয় বিধ ভাব আছে। যাঁহারা ব্রহ্মের আদেশ অনুসারে চলেন ও ধর্ম্ম বিধানের যে যে বিধি অন্তরস্থ আদেশের সহিত ঐক্য হয় তাহা পালন করেন, তাঁহারা মুক্ত বা স্বাধীন সাধক। আর যাঁহারা অন্ধভাবে বিধিসকলের অনুসরণ করেন, স্বীয় বিবেকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, তাঁহারা বদ্ধ সাধক, ভ্রম ও কুসংস্কার তাঁহাদের জীবনে একান্ত আধিপত্য করে।

ফকির দরবেশ সুফী এসকল নামে।
পরিচিত সদা তাঁরা এই মর্ত্তধামে॥
নিরাকার শ্রীহরিকে প্রেমের নয়নে।
কেমনে ভজিতে হয় সদা নিশিদিনে॥
তাঁহার প্রেমের সুরা করি সদা পান।
কেমন বিহ্বল মত্ত হয় ভক্ত প্রাণ॥
ব্রহ্মের আদেশ বায়ু প্রাণের ভিতরে।
ব্রহ্মকৃপাগুণে আহা কেমন সঞ্চরে॥
ব্রহ্মদাস কি প্রকারে ধরে এ জীবন।
সখ্যভাবে হরি সনে লভে সম্মিলন॥
এ সকল সুধাময় তত্ত্ব সুমহান্।
করেন জীবনে লভি তাঁরা সাক্ষ্যদান॥
জ্ঞান আর কর্ম্ম যত তাঁদের জীবনে।
সম্মিলিত হইয়াছে ব্রহ্মকৃপাগুণে॥
ইসলাম মণ্ডলী মাঝে এঁরা সার ধন।
বিশ্বাসী প্রেমিক ভক্ত সাধকরতন॥
পরম উদার জ্ঞানী তপস্বিনিচয়।
হিংসাহীন জিতেন্দ্রিয় সদয় হৃদয়॥
শুদ্ধ একেশ্বরবাদী নির্ম্মল চরিত।
সংযত তপস্বী এঁরা বৈরাগ্যে মণ্ডিত॥
শুনিলে এঁদের পুণ্য প্রেমের আখ্যান।
আশা বিশ্বাসেতে পূর্ণ হয় মন প্রাণ॥
হরিপ্রেম সহবাস লভিবার তরে।
পবিত্র পিপাসা সদা উপজে অন্তরে॥
হোসেন মুনসুর নামে ছিল এক ঋষি।
প্রমত্ত প্রেমিক জ্ঞানী অতুল বিশ্বাসী॥
জড়জগতের মাঝে শ্রীহরি যেমন।
"আমি আছি" বাণী করিছেন উচ্চারণ॥
প্রতি বৃক্ষে পুষ্প ফলে অনল অনিলে।
আমি ব্রহ্ম এই ধ্বনি হয় কুতূহলে॥
সবাকার মাঝে হরি বসিয়া নিয়ত।
"আমি ব্রহ্ম" পরিচয় দেন অবিরত॥

মুনসুরের পুণ্য জিহ্বা করি ব্যবহার।
"আমি ব্রহ্ম" পরিচয় দেন অনিবার॥
মুনসুররসনা আহা অবশে সতত।
"আমি ব্রহ্ম" এই ধ্বনি করে অবিরত॥
ব্রহ্মমুখে ব্রহ্মনাম শুনি ভক্তগণ।
ব্রহ্মপ্রেমে অনুক্ষণ র'হেন মগন॥
কিন্তু এ বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে না পারি।
হইল তাঁহার শত্রু বন্ধু নরনারী॥
বলিতে লাগিল সবে পাষণ্ড মুনসুর।
ঈশ্বর হইতে চাহে ধর্ম্মে করি দূর॥
এই হেতু তারা অত্যাচার করে তাঁরে।
অবশেষে অভিযোগ করে রাজদ্বারে॥
মুসলমান নৃপতির আদেশে তখন।
মুনসুরের হস্তদ্বয় হইল ছেদন॥
হস্ত ছিন্ন দেখি ভক্ত সহাস্য বদনে।
বলিলা নির্ভয় চিত্তে সব জনগণে॥
পৃথিবীর হস্ত মোর হয়েছে ছেদন।
কিন্তু যেই হস্তে আমি স্বর্গের রতন॥
স্পর্শ করি ভুঞ্জি নিত্য সুখ অতুলন।
অবিনাশী চিরস্থায়ী [illegible] করে কখন॥
ছেদিবারে সাধ্য ভবে আছে বল কার?
রয়েছে সে কর দেখ আত্মাতে আমার॥
তারপর পদ তাঁর হইল ছেদন।
দেখি ভক্ত বলিলেন আনন্দে তখন॥
পৃথিবীর পদ মোর হয়েছে ছেদন।
কিন্তু যেই পদে আমি স্বর্গের কানন॥
আনন্দে ভ্রমিব সদা সে পদ আমার।
ছেদন করিতে নাই কারো অধিকার॥
অবশেষে রক্তস্রাবে তাঁহার বদন।
কিঞ্চিৎ মলিন ভাব করিল ধারণ॥
বুঝি তিনি ছিন্ন হস্ত নিস্মৃত শোণিত।
নিজ মুখে মাখি তিনি দিলা অবিরত॥

জিজ্ঞাসিল নরগণ কিসের কারণ।
শোণিত রাশিতে লিপ্ত করিলে বদন ?
বলিলা সাধকবর সহাস্য বদনে।
যেতে হয় প্রেমিকের স্বর্গনিকেতনে॥
মম রক্তস্রাব হেতু মলিন বদন।
দেখি যদি বিষাদিত ভাবে জনগণ॥
এই হেতু রক্তে আমি শোভিছি আনন।
বিশ্বাসী, বীরের প্রায় ত্যজিব জীবন॥
অতঃপর ভক্ত নেত্র করি উৎপাটন।
কাটিতে ভক্তের জিহ্বা যায় দস্যুগণ॥
তখন প্রেমিক ভক্ত শ্রীহরির কাছে।
ভক্তিভরে এই ভিক্ষা মহাপ্রেমে যাচে॥
"ওহে জগদীশ, যারা এত দুঃখ মোরে।
করিল প্রদান ভ্রমে না বুঝিতে পেরে॥
স্বর্গের সম্পদ হতে তাদের কখন।
বঞ্চিত করো না নাথ এই আকিঞ্চন॥
তারপর নাশাকর্ণ করিয়া ছেদন।
অবশেষে শিরচ্ছেদ করে দুষ্টগণ॥
এইরূপে শূলোপরি আপন জীবন।
ব্রহ্মপ্রেমে একেবারে দিলা বিসর্জ্জন॥
আপনার চন্দ্রদাসে ব্রহ্ম সনাতন।
কোলে করি স্বর্গরাজ্যে লইলা তখন॥
ধন্য হে মনসুর ধন্য তব আত্মদান।
এ জগতে কেবা বল তোমার সমান ?
হৃদয় পাতিয়া তুমি শ্রীহরির বাণী।
ধারণ করেছ সদা অতি ধন্য মানি॥
তব ভাগবতী তনু, শ্রীহরি নিয়ত।
করেছেন মহালীলা তাহে প্রেমে কত॥
নিত্য তব দেহে হত হরি সংকীর্ত্তন।
বিহরিত হৃদে তব অমরাঙ্গনাগণ॥
নিজমুখে দয়াময় নিজগুণ গেয়ে।
প্রমত্ত করিত তোমা সকল সময়ে॥
তব তুল্য ভাগ্যবান্ সাধক প্রবর।
কে আছে কে আছে বল সংসার ভিতর॥
এক বিন্দু তব ভাব যদি মোরা পাই।
তবে তো সংসার ছেড়ে উড়িয়া পলাই॥
ও হে দয়াময় হরি কর আশীর্বাদ।
মনসুরের মত যেন তোমার প্রসাদ॥
লভিয়া তোমার নামে করি সাক্ষ্যদান।
গলুক তোমার পদে এ পাপ পরাণ॥
আর এক ভক্ত ছিল শলবী বেকার (১)॥
প্রমত্ত তাঁহার মত নাহি দেখি আর॥
হরিপ্রেম তীব্রসুরা করি সুখে পান।
হয়েছেন একেবারে পাগল সমান॥
দিবানিশি হরিপ্রেমে হইয়া বিভোর।
ছিঁড়েছেন চিরতরে বিষয়ের ডোর॥
বৈরাগ্যে উদ্দীপ্ত হয়ে ত্যজিয়া আমিরী।
লইলেন মহানন্দে পবিত্র ফকিরী॥
তীব্র বৈরাগ্যের বশে ত্যজি নিকেতন।
গেলেন ব্যাকুল চিত্তে জনিদ (২) সদন॥
জনিদের উপদেশে কঠোর সাধনে।
দগ্ধ হল পাপ ব্রহ্মকৃপা বরষণে॥
ক্রমে ব্রহ্মকৃপাগুণে শলবীহৃদয়।
হইলেক ব্রহ্ম প্রেমে ক্ষিপ্ত অতিশয়॥
ব্রহ্মের প্রেমিক ভক্ত সাধক সকল।
ভাবাবেশে মুগ্ধ মগ্ন রহে অবিরল॥

(১) ইহাঁর নাম আবুবেকার শলবী। ইহাঁর জন্মভূমি বাগদাদ নগরে ছিল। ইনি বাগদাদের খলিফার অধীনে নেহাওন্দ প্রদেশের আমির ছিলেন।

(২) মহর্ষি জনিদ একজন অসাধারণ তপস্বী ছিলেন। ইনি আবুবেকার শলবী প্রভৃতি সাধকগণের ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন।

তাঁহাদের বাক্যালাপ কার্য্য আচরণ।
সংসারে আসক্ত জীব বুঝে না কখন॥
পাগল বাতুল বলে বিষয়িনিচয়।
উন্মত্ত প্রেমিকে দুঃখ দেয় অতিশয়॥
তাঁহার প্রমত্ত ভাব বুঝিতে না পারি।
কত না যাতনা তাঁরে দিল নরনারী।
কখন শৃঙ্খলে বদ্ধ করি দৃঢ়তরে।
আবদ্ধ করিয়া রাখে সাধক প্রবরে॥
এক দিন করে অগ্নি করিয়া ধারণ।
বলিলা মক্কাতে আমি করিব গমন॥
তথা গিয়া সে মন্দির করিব দাহন।
না রাখিব তার চিহ্ন অতি অলক্ষণ॥
তা হলে মন্দির ত্যজি যত জনগণ।
মন্দিরের প্রভু ব্রহ্মে হইবে মগন॥
অন্য দিন মসালের দুদিকে অনল।
জ্বালিয়া বলিল সবে হয়ে কুতূহল॥
নরক স্বরগ আমি করিব দাহন।
তাহা হ'লে সংসারের যত জীবগণ॥
স্বর্গ লোভে কিংবা ঐ নরকের ভয়ে।
পূজিবে না কেহ আর প্রভু দয়াময়ে॥
অহৈতুকি প্রেমে সবে পূজিবে তাঁহারে।
তাঁর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে রবে এ সংসারে॥
পৃথিবীর নরনারী লোভ কিংবা ভয়ে।
ব্রহ্মপূজা করে স্বার্থে অনেক সময়ে॥
কিন্তু শ্রীহরির প্রেমে তাঁর আকর্ষণ।
তাঁর পূজা করে যেবা নিত্য নিশি দিনে॥
সেই তো প্রেমিক ভক্ত সরল উদার।
তাঁর হেন ভক্ত বল কোথা পাবে আর?
মধুর গভীর ধর্ম্মতত্ত্বেতে পূরিত।
দিলেন জগতে ভক্ত উপদেশ কত॥
ব্রহ্মের কোমল কোলে ঋষি শিশুছেলে।
শূন্যেতে বিদ্যুৎ প্রায় দিবা নিশি জ্বলে॥
ব্রহ্মের অর্চ্চনা বিধি, পথ অন্বেষণ।
সত্য তাঁর মনোহর বদন দর্শন॥
সৃষ্ট বস্তু হতে মন স্রষ্টাতে অর্পণ।
এইতো বৈরাগ্য তুমি জেন অনুক্ষণ॥
চেও না সম্পদ পানে কিন্তু দাতা প্রতি।
রাখ দৃষ্টি এই বটে কৃতজ্ঞতা রীতি॥
হরি বিনে অন্য জনে তৃপ্ত যেবা নয়।
প্রকৃত ফকির তাঁরে জানিবে নিশ্চয়॥
এইরূপ কত শত উপদেশ দিয়া।
জীবনে সে সব তত্ত্ব প্রেমে প্রদর্শিয়া॥
চলি গেলা মহাভক্ত শান্তি নিকেতনে।
কান্দাইয়া হরিভক্ত প্রেমিক সুজনে॥
মহামতী তপস্বিনী রাবেয়া (১) সুন্দরী।
নারিকুল শিরোমণি ব্রহ্মের কিঙ্করী॥
কুমারী পরমা সাধ্বী হরিগত প্রাণ।
কে আছে সংসারে বল তাঁহার সমান॥
দরিদ্রের কন্যা তিনি, পিতৃমাতৃ হারা।
কিন্তু হরিধনে ধনী প্রেমিকা উদারা॥
পিতৃমাতৃহীনা হলে দুষ্ট জন তাঁরে।
অর্থ লোভে বিক্রী (২) করে ধনীজন দ্বারে॥
কঠোর প্রকৃতি ছিল সেই ধনী জন।
কর্ম্মভারে হত সতী অতি জ্বালাতন॥
পার্থিব প্রভুর কার্য্য দিবসেতে সারি।
হরিপূজা করিতেন সারা বিভাবরী॥
কুটীরে প্রণত হয়ে নিশীতে সুন্দরী।
করিছে প্রার্থনা প্রেমে প্রাণ মন ভরি॥
"বড় সাধ হয় নাথ তোমার সেবায়।
দিবা নিশি তব দাসী সময় কাটায়॥

(১) ইনি তুরস্কদেশের অন্তর্গত বসোরা নগরবাসী এক দরিদ্রের কন্যা ছিলেন।

(২) বিক্রী করে, বিক্রয় করে।

কিন্তু পরাধীন। করিয়েছ আমারে।
তাই আসি বিলম্বেতে তোমার দুয়ারে॥
রাবেয়ার দিব্য ভাব অলৌকিক জ্যোতি।
দেখি গৃহস্বামী মুগ্ধ হইলেন অতি॥
ভাবিলেন মনে মনে হেন রমণীরে।
দাসী রাখা সমুচিত নহে মম ঘরে॥
এত বলি পর দিন দাস্য কার্য্য হতে।
মুক্তি দিলা রাবেয়ারে ব্রহ্ম করুণাতে॥
সংসারের কার্য্য হতে মুক্তি লাভ করি।
ধর্ম্মে মন দিলা সতী প্রাণ মন ভরি॥
ধর্ম্ম গ্রন্থপাঠ আর সাধন ভজনে।
সপিল জীবন দেবী একনিষ্ঠমনে॥
মহর্ষি হোসেন তাঁরে করিলা জিজ্ঞাসা।
বিবাহে কি আছে আর্য্যে? তবপ্রাণে আশা॥
শুনিয়া বলিলা দেবী শরীরে বিবাহ।
সব শ্রীহরির মম কোথা বল দেহ॥
দেহ মন প্রাণ আমি সপিয়াছে তাঁরে।
পরিণয়ে সাধ্য মম নাহি এসংসারে॥
এক দিন একজন জিজ্ঞাসিল তাঁরে।
দেখ কি ঈশ্বরে তুমি পূজহ যাঁহারে?
শুনি বলিলেন তিনি, না দেখিলে তাঁরে।
নাহি পূজিতাম কভু ত্রিলোক ঈশ্বরে॥
রাবেয়ার পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র দেখি।
সম্ভ্রান্ত পুরুষ এক হয়ে অতি দুঃখী॥
বলিলেন "ওহে আর্য্যে যদি চাহ তুমি।
তিলেকে অভাব তব ঘুচিবে অমনি॥"
শুনি তপস্বিনী তাঁরে বলিলা সাদরে।
"সংসার ব্রহ্মের রাজ্য কহিনু তোমারে॥
অন্য কারো কাছে মম সংসারের তরে।
প্রার্থনা করিতে লজ্জা উপজে অন্তরে॥
তাঁরে ছাড়ি বল আর কাহার সদনে।
করিব প্রার্থনা বল অভাব পূরণে॥
যাহা কিছু প্রয়োজন তাঁর হস্ত হ'তে।
লব আমি যত দিন থাকি এ জগতে॥"
ঈশ্বর জীবিকাদাতা এ বিশ্বাস তাঁর।
হৃদয়ে নিগূঢ় ভাবে ছিল অনিবার॥
কিছু চিন্তা নাহি ছিল অন্নবস্ত্র তরে।
সাধিতেন ধর্ম্ম সদা নিশ্চিন্ত অন্তরে॥
দীন ভাবে করিতেন সময় যাপন।
দরমাতে করিতেন নিশীথে শয়ন। (১)
ইট (২) ছিল মস্তকের চারু উপাধান।
ভগ্ন জল পাত্রে জল করিতেন পান॥
এই ভাবে দীনবন্ধু অধম তারণে।
পূজিতেন ভাগ্যবতী সতী নিশি দিনে॥
প্রাণপতি প্রাণসখা জীবনবল্লভ।
প্রভু স্বামী নেতা গুরু হরি তাঁর সব॥
হরি-কল্পতরুমূলে প্রাণলতা তাঁর।
প্রেমভরে জড়াইয়া র'ত অনিবার॥
হরি সুখে সুখী হয়ে তাঁর সহবাসে।
সতী রমণীর মত মনের হরষে॥
প্রাণপতি সনে তিনি কাটিতেন দিন।
সুখে দুঃখে থাকিতেন প্রভুর অধীন॥
নারিকুলশিরোমণি রাবেয়া সুন্দরী।
বড় ভাগ্যবতী তুমি ব্রহ্ম সহচরী॥
তব পদধূলি লয়ে তোমার মতন।
হেন ভাগ্য হবে কিগো শ্রীহরিচরণ॥
সেবিব আনন্দে সদা প্রমত্ত হৃদয়ে।
সঁপিব জীবন মন প্রভু দয়াময়ে॥
এই রূপ আরোকত তাপসপ্রবর।
উজলিছে মণ্ডলীর চারু কলেবর॥
এদের চরিত্র সুধা করি যদি পান।
হরিপ্রেমে বিগলিত হয় মন প্রাণ॥

(১) চাটাই বা তালাই বাঁশ দ্বারা প্রস্তুত হয়।
(২) ইট—ইষ্টক।

তাই বড় ভাল বাসি তপস্বিনীচয়ে।
ইচ্ছা হয় পূরে রাখি বিরলে হৃদয়ে॥
কবে এজীবন হবে তাঁদের মতন।
তাঁহাদের সনে চিরদাস অনুক্ষণ॥
পূজিবে শ্রীহরিপদ আনন্দে মাতিয়া।
বিষয় বাসনা যত যাইবে ভুলিয়া॥
সখার চরণপদ্ম হৃদয়ে ধরিব।
জাতি কুল অভিমান সব তেয়াগিব॥
সখার কিঙ্কর হয়ে সদা তাঁর সনে।
ছায়ার মতন সদা রব নিশি দিনে॥

শ্রীহরির প্রেম সুখ সতত নেহারি।
বিষয় বাসনা যত যাইব পাশরি॥
হায় কবে হবে মম এহেন সুদিন।
হরি লাগি কবে আমি হব দীন হীন॥
ওহে হরি কৃপাসিন্ধু এপাপী কিঙ্করে।
মাতাও তোমার প্রেমে দাসে কৃপাকরে॥
পিয়াও পাপীরে তুমি ভক্তিসুধামৃত।
হর নাথ এদাসের পাপতাপ যত॥
এই ভিক্ষা করি হরি তোমার চরণে।
প্রণিপাত করি মোরা ভক্তিযুক্ত মনে॥

ওঁ তৎসৎ

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

শ্রীশ্রীহরিলীলরাসামৃত সিন্ধু।

সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় কর গ্রন্থ।

প্রথমখণ্ড সম্বন্ধে মন্তব্য।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহর্ষীর শুভাশীর্ব্বাদ।

ওঁ

সাদর সম্ভাষণমিদং

"শ্রীশ্রীহরিলীলা রসামৃত সিন্ধু" নামক আপনার রচিত যে গ্রন্থ পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে পাঠাইয়াছেন তাহা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনার বই উপহার প্রাপ্ত হইয়া তিনি আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন যে "আপনার ধর্ম্ম প্রেম উত্তরোত্তর আরো বর্দ্ধিত হউক ও গ্রন্থ প্রণয়নে মানবহৃদয়ে ধর্ম্মভাব রোপণ করিবার শক্তি আপনার অধিকতর হউক, আপনি সুখকল্যাণে সুদীর্ঘ জীবন যাপন করুন" ইতি ১৯শে ভাদ্র ১৩০৫।

বশংবদ—

শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

৫২। পার্কষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রেরিত প্রচারক মহাত্মা শ্রীমৎ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত The Interpreter and Youngmen. পত্রিকায় ১৮৯৯ সনের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় লিখিয়াছিলেন :—

An Epic of the New Dispensation :—

Our fellow believer and brother Sasibhusan Talukdar of Tangail has written an able and extensive epic entitled Hari Lila Rasamrita Sindhu. He has versified the whole theology of the New Dispensation in this modern Mahabharat and shown a power and patience highly creditable. The quality of the verse and the command of language are not inferior to the popular poetry of Krittibas and Kasidas, while the range and difficulty of the subject aro much greater. He begins with the most ancient subjects of the vedic times, goes through the lives of Narad, Janak, Ram and Krishna, Budha and Budhism, coming down to Sankaracharya and his teachings. He takes up the Hebrew religion, the Christian religion and Mahommedanism. There is scarcely anything, the Brahmo Samaj has ever dealt with, which he has not elaborated. Though this diffusion becomes now and then perplexing, there is no doubt

that the popular versification fo religious subjects will go to instruct the masses and the female sex. More than half the life of popular Hinduism lies in the Ramayan and Mahabharat which Babu Sasibhusan has closely imitated in his Hari Lila.

The "East" of Dacca in its issue of the 10th September, 1898, writes :—

Babu Sasi Bhusan Talukdar, one of the very earnest and most prominent member of the Tangail New Dispensation Brahmo Samaj, has been happy in his conception and execution of the Book under review. The first volume of the Hari Lalarashamitra Sindhu which he has just published for the Bengalee readers is a book simply unique in its kind. If small things can be compared with the great, it may be said what is Homer to the Greek and Balmiki Ramayan to the Hindus, the Hari Lilarasamrita Sindhu, is to the followers and admirers of the New Dispensation. For it will be read with unusual interest and advantage, we dare say, by all the future generations just as we read in our younger days the sacred Ramayan and Mahabharat. In the book under review, Babu Sasibhusan Talukdar has at the very outset briefly depicted in very simple Bengali verses invocation, adoration, meditation, special prayer, the creation, the Dispensation, the human spirit, the Holy Spirit, the Brahmo Dharma, the Trinity and New Dispensation. The first volume has been complete in fourteen chapters of which 1st nine chapters have been devoted to the description of the various Indian Dispensations from the Aryau Yogis and Rishis down to Sankaracharya. In this part he has given in a very succinct manner the life and religion of Narad, Dhruba, Pralhad, Janak, Ram Chandra, SreeKrishna, Sakya Sinha and Sankar. In the 10th, 11th and 12th chapters the life and religion of Abraham, Moses and David, have been very briefly delineated, The thirteenth chapter has been devoted to describing the life and work of Jesus Christ, from his birth down to his resurrection.

In the fourteenth and the last chapter are given the History and the origin of Islamism with a biography of Mahommed and his colleagues. The book is printed in the Mangalganj Mission Press and completed in 254 pages or 34 octavo forms. We devoutly wish the author a long life so that he may successfully publish the subsequent volumes of Sree Sree Hari Lilarasamrita Sindhu.

" The Unity and the Minister " in its issue of the 18th December 1898 writes among the other things the following :—

We have been kindly presented by brother Sasi Bhusan Talukdar of Tangail with a copy of his very interesting work entitled "Sree Sree Hari Lila Rasamrita Sindhu" or the ocean of the nectar of Gop's dealings. Our Tangail church is well-known for the integrity of faith and Bhakti and originality of thought of its members. Brother Sasibhusan is well-known for his faith, Bhakti, as well as for his knowledge of theology. The work before us is written in Bengali verse after the manner of the Ramayan and Mahabharat. The cyclopedic theological knowledge of the author and the spirit of orthodox faith he has shown, cannot but entitle him to respect and admiration of us all. We shall be glad to see the work completed by the publication of the promised volumes etc.

"The World and the New Dispensation" writes in its issue of the 12th June, 1898 :—

"SRI SRI HARI LILI RASAMRITA SINDHU"

The above is the title of a book just published at the Brahmo Mission office. Babu Sasi Bhusan Talukdar our fellow believer of Tangail, who published a Translation of the New Samhita into Bengali verse some years ago, has again appeared before the public with the Hari Lilarasamrita Sindhu Vol. I.

The volume before us is an attempt, to our judgment, a successful attempt to bring the knowledge of the learned to the cottage door of the illiterate shop-keeper and cultivator. All the learnings of the Vedas and Vedantas, the Koran and the Puranas are brought within easy reach of those who have not had the good fortune of being masters of the different languages in which they are written. Our friend is a master of excellent popular Bengali versification and he has been gifted with a steady will and direct aim to make the New Dispensation understood and accepted by the people. We are confident that it will repay perusal to every one who will chose to read it and it is our earnest desire that the readers of the volume will try to introduce it to the people who are not expected to read learned books. The New Dispensations is loyal to all the previous dispensations of God. All the sacred books are sacred to us and all the lives of holy men are our sacred treasures. We cannot be too much thankful to the author for the inestimable riches of the lives of the holy men he has given in a handy volume. The arrangement of the book is also excellent. It gives a brief outline of the religion of the New Dis-

pensation together with some devotional notes. The whole of our liturgy has been rendered into beautiful verse.

The book is highly interesting and edifying and is as cheap as it is possible under the present circumstances. We congratulate our dear brother, the author, on his success in bringing about the publication in the form it has appeared and we congratulate tee Bengali reading public on their coming in possession of such a store of religious learning. Bless, Bless the God of the New Dispensation who is bringing his mighty sons of old for the edification and salvation of us the unworthy followers of the Dispensation and also of those who have not yet accepted the saving faith.

টাঙ্গাইলের স্বর্গীয় বিশ্বাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্ রাধানাথ ঘোষ মহাশয়ের সম্পাদিত ব্রহ্মাণ্ডপতির শঙ্খনিনাদ পত্রিকার মন্তব্য :—আশাকুটীরে "হরিলীলা রসামৃতসিন্ধুতে" নানা লহরে নানা তরঙ্গ উঠিতেছে, বাস্তবিক এই মহাগ্রন্থের বিস্তারিত বিবরণ ও গুণকীর্ত্তন এই সামান্য স্থানের বিষয় নয়, ইহা প্রকৃতই এক রত্নাকর বিশেষ, নানা রত্ন নানা মণিমাণিক্য ইহার পবিত্র হৃদয়ে জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে, ইহার তরঙ্গে তরঙ্গে কত পবিত্র হিল্লোল বহমান হইতেছে।

সুবিখ্যাত নব্য ভারত পত্রিকা ১৩০৫ সালের দ্বাদশ সংখ্যায় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—বিশ্বপতি বিধাতার লীলা কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। লেখক ভাবুক এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি। এইরূপ মধুমাখা পুস্তক এদেশে আর প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। পৃথিবীর সমস্ত মহাপুরুষগণের জীবনে বিধাতার যে লীলা মাহাত্ম্য প্রদীপ্ত হইয়াছে, তাহা কবিতায় গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভক্তের ভক্তিরসামৃত পান করিয়া অনেকেই কৃতার্থ হইবেন, আমরা আশা করি।

এতৎ ভিন্ন স্বর্গগত মাননীয় রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের সম্পাদিত Indian Mirrior ও ভক্তিভাজন প্রেরিত প্রচারক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল মহাশয়ের নববিধান পত্রিকায়ও এই গ্রন্থের প্রশংসা আছে।

বিষাদসিন্ধু প্রণেতা সুবিখ্যাত মুসলমান লেখক শ্রীযুক্ত মির মসারফ হোসেন সাহেব গ্রন্থকারকে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন :—

মহাত্মন্, এ নরাধম শ্রীহরিলীলা রসামৃত সিন্ধুর উপহার পাইবার উপযুক্ত পাত্র নহে। যে অমৃত সিন্ধুর অতি ক্ষুদ্র বিন্দুর অণুমাত্র অংশও বুঝিবার ক্ষমতা এ অজ্ঞান অবোধ তত্ত্বজ্ঞান বিহীন পাপহৃদয়ের সাধ্য নাই, যে অমৃত সিন্ধুর অতি ক্ষুদ্র লহরীর কণামাত্র গ্রহণ করিবার সাধ্য এ মোহান্ধকারাচ্ছন্ন অপরিপক্ব ক্ষুদ্র মস্তকে নাই, তাহার নিকট উপহার !! আমি জানি আমি কিছুই জানি না, আমি বিশেষ করিয়া বুঝি আমি কিছুই বুঝি না, তবে ভাল বাসিয়া বান্ধব ভাবিয়া পাঠাইয়া থাকেন, অতি সমাদরে মহাভাগ্য

জ্ঞানে হৃদয় ও মনের সহিত শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃত সিন্ধু মস্তকে ধারণ করিলাম। দয়ার সাগর শ্রীহরির কৃপা হইলে, হরিলীলার সূচ্যগ্র পরিমাণ রসামৃতে পাপ পূরিত তাপে জড়িত অতিশয় কলুষিত অন্তরেও অমৃতধারা ছুটিতে পারে, লহরী খেলিতে পারে। দয়াময়ের দয়া অসীম! সুহৃদ! শ্রীশ্রীহরিলীলায় আলোচনা পবিত্র ও পুণ্য। আদি অন্ত অমৃতময় স্বর্গীয় পরিমল সুধায় পরিপূর্ণ! তাহার আবার সমালোচনা? হরি গুণগানের আবার উত্তম, মধ্যম, অধম? যে অক্ষরেই হরিনাম অঙ্কিত না থাকুক; যে বিধান সূত্রেই হরিনামের পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় মনমুগ্ধকর মালা গ্রন্থন না থাকুক; সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে মনুষ্য সমাজে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে; একমুখে হরিনাম কীর্ত্তনের গৌরব অতুলনীয়। আপনি কত পবিত্র মুখ একত্র করিয়া কত সাজে, কত প্রকারে, কত ভাবে, সেই দয়াল হরিগুণকীর্ত্তনের প্রয়াস দেখাইয়া অপূর্ব্ব মিলনের আশ্চর্য্য সমাবেশ করিয়াছেন। জগত ক্ষেত্রের পরিশুদ্ধ উদ্যানের পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় অথচ নানা সৌরভে সুরভিত কমলদলে হৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধক নয়নের প্রীতি সাধক এক অতি উচ্চ ভাবের গুচ্ছ নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীশ্রীহরিরই লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি আরও আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে পরকালে আপনার মুক্তিপথ পরিষ্কার হইয়া আবর্জ্জনা বিহীন ভাবে থাকে; অনন্তকাল পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীহরি পদেই যেন শান্তি সুখে সুখী হন।

২৭শে ভাদ্র। ১৩০৫ সন।

ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নবাব ষ্টেট, করটিয়া, টাঙ্গাইল) মহাশয় লিখিয়াছেন।—আপনার প্রণীত পুস্তকখানা প্রাপ্ত হইলাম এবং ইহা আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। নানাবিষয় ধরিয়া ইহা অপেক্ষা উত্তম ও বিশদরূপে ভগবৎস্বরূপ বর্ণনা হইতে পারে কি না সন্দেহস্থল। আপনার কবিতাগুলি অত্যন্ত সুললিত, সরল, এবং সুপাঠ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। অমি স্বরূপ বর্ণনা সম্বন্ধে এইরূপ কবিতা আর পাঠ করি নাই; অধিক কি লিখিব, জগদীশ্বর আপনাকে চিরজীবী করুন এই প্রার্থনা।

২৯শে আশ্বিন, ১৩০৫।

টাঙ্গাইলের মুসলমান মৌলবী ও কাজী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মহম্মদ সুলতান খাঁ সাহেব লিখিয়াছেন।—আপনার শ্রীশ্রীহরিলীলা রসামৃত সিন্ধু নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। বইখানি অতি সুন্দররূপে সর্ব্বগ্রাহী মিষ্টভাষায় লিখিত হইয়াছে। সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল বিষয়গুলি পরিষ্কার রূপে একত্রীভূত করা হইয়াছে। বিশেষতঃ আখেরী পয়গম্বর মহম্মদ রছুলাল্লা ছল্লাল্লাহো আলায়হেচ্ছালাম ও তাঁহার প্রিয় হজরত ওমর রাজিআল্লা হো আনহুর জীবন চরিত্রের যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে কোন বিষয় সূক্ষ্ম ত্রুটি হইয়াছে এমন বোধ ও বিশ্বাস করি না, বাস্তবিকই ঠিক বর্ণনা

করা হইয়াছে। আমি খোদাতালার নিকট আপনার দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি এবং আপনি যেমত আশা করিয়াছেন, খোদা তালা তদ্রূপ আপনাকে ওমরের মত ধর্ম্মবিশ্বাস দিউন এই আমার শেষ প্রার্থনা। ১ ফেব্রুয়ারী। ১৯০০"।

বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের সুপরিচিত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন:—শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃত সিন্ধু—এই গ্রন্থ পাঠে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি মাত্রই উপকৃত হইবেন। গ্রন্থকার শ্রীশ্রীহরিলীলা বর্ণনা উপলক্ষে সুললিত পদ্যে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং মহাপুরুষ ও ভক্তবৃন্দের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা মনোজ্ঞ হইয়াছে। শ্রীশ্রীহরিলীলারসামৃতসিন্ধুর ভাষা সরল এবং স্বচ্ছ।